মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক শিক্ষা

অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান

অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা

মহানবীর (সা)
অর্থনৈতিক শিক্ষা

সংকলক
মুহাম্মাদ আকরাম খান

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা
বি.কম. (অনার্স); এম.কম; এম.এম.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
বিক্রয় কেন্দ্র :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭১৬৬৭১৪২৪
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : bic@accesstel.net

ISBN 984-843-032-5

প্রথম প্রকাশ : মে-২০০৮
জমাদিউল আউয়াল-১৪২৯
জ্যৈষ্ঠ-১৪১৫

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : দুইশত টাকা মাত্র

Economic Teachings of Prophet Muhammad (Sm) Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition May 2008 Price Taka 200.00 only.

প্রকাশকের কথা

ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন বিধান। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য ইসলাম নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ এবং কল্যাণকর বিধান পেশ করেছে।

সন্দেহ নেই, মানব জীবনের অর্থনৈতিক বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। অর্থনীতি মানব জীবনকে দারুণভাবে আলোড়িত, আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে থাকে।

ইসলামে অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে।

একদিকে আল কুরআনে অর্থনীতি সংক্রান্ত বহুসংখ্যক মূলনীতি, অন্যদিকে আল হাদীসে বিস্তারিত অর্থনৈতিক শিক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে। এইসব মূলনীতি ও শিক্ষার অনুসরণ-অনুশীলন মানবজাতির যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের চাবিকাঠি। কেউ কেউ বলেন, মহানবী (সা) অর্থনীতি বিষয়ে যেইসব শিক্ষা প্রদান করেছেন সেইগুলোর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। আল হাদীসের সংকলনগুলোতে সেইসব শিক্ষা ছড়িয়ে আছে।

পাকিস্তানের একজন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আকরাম খান একটি চমৎকার কাজ করেছেন। তিনি মহানবীর (সা) অর্থনীতি সংক্রান্ত হাদীসগুলো থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত হাদীস বাছাই করে একটি বিষয়ভিত্তিক সংকলন তৈরি করেছেন। এই সংকলনে রয়েছে (১) মালিকানা, (২) সম্পদ, (৩) জীবিকা উপার্জন, (৪) ভূমি ব্যবস্থা, (৫) শ্রম, (৬) মূলধন, (৭) ভোক্তার আচরণ, (৮) বাজার ব্যবস্থাপনা, (৯) অর্থ ও ঋণ, (১০) সরকারী আয়-ব্যয়, (১১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং (১২) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ক হাদীসের অপূর্ব সমাবেশ।

বলা বাহুল্য, মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক শিক্ষা সর্বতোভাবে প্রান্তিকতামুক্ত। সাম্প্রতিককালের দুইটি প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদ- পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ- প্রান্তিকতা দোষে দুষ্ট। পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও দুইটিই আম জনতাকে শোষণের মোক্ষম হাতিয়ার। সমাজবাদ ইতোমধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেও পুঁজিবাদ এখনো পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে দাবড়িয়ে চলছে এবং অহর্নিশ তাদেরকে শোষণ করে চলছে।

এই দুইটি প্রান্তিক মতবাদের অভিশাপ থেকে পৃথিবীর মানুষ যদি মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাদের উচিত মহানবীর (সা) উপস্থাপিত অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া। হিংসা-বিদ্বেষ এবং কূপমণ্ডুকতা পরিহার করে তারা যদি মুক্ত মন নিয়ে মহানবীর (সা) উপস্থাপিত অর্থনৈতিক শিক্ষা নিরীক্ষণ করে,

তাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এইগুলোর চেয়ে উত্তম অর্থনৈতিক শিক্ষা আর হতে পারে না।

এই কথাটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ইতিহাসের কষ্টিপাথরের বিশ্লেষণে।

মহানবী (সা) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পরিচালিত রাষ্ট্রে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছিলেন খুলাফায়ে রাশিদীন। তাঁদের শাসনকালকে ইসলামের সোনালী যুগ বলা হয়। সেই সোনালী যুগে ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি সুনিশ্চিত হয়। সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি তাদের কর্মক্ষমতা নিয়োজিত করার অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায়। সকলেই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সমান সুযোগ লাভ করে। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করে আবার প্রতিযোগিতায় নামবার সুযোগ পায়। মাত্র গুটি কয়েক বছরের মধ্যে দরিদ্রতা বিদায় নেয়। অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায় অর্থনৈতিক বৈষম্য। আর এই বৈষম্যের অবসানের সাথে সাথে সামাজিক ভেদাভেদেরও অবসান ঘটে।

অর্থনৈতিক কারণে সংঘটিত সকল বিবাদ বিসম্বাদ বিদূরিত হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির এক অনুপম পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক শিক্ষাগুলো নির্ভেজাল রূপ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। আল হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সকলের হাতের নাগালে। সেই ভাণ্ডার থেকে অর্থনৈতিক শিক্ষাগুলো খুঁজে বের করা পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য কষ্টকর বটে। কিন্তু অধ্যাপক আকরাম খান বিষয়টিকে বেশ সহজ করে দিয়েছেন। তাঁর সংকলনটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ মূসা।

আলহামদুলিল্লাহ, তিনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি "মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক শিক্ষা" নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থটি কল্যাণ সন্ধানী ব্যক্তিদের জন্য, কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

অনুবাদকের আরজ

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ্‌র রহমাতে গ্রন্থখানির অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুত হাদীসের ভাণ্ডারে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, আইন, সমাজকল্যাণ, মানব উন্নয়ন, মানবাধিকার, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাকার আধুনিক বিষয়ে মহানবী ﷺ-এর প্রচুর সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এভাবে বিষয়ভিত্তিতে হাদীস সংকলিত হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন। 'মহানবী ﷺ-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা' গ্রন্থখানি এই বিষয়ে পথ দেখাবে। পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মুহাম্মাদ আকরাম খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি আমাদের প্রথম পথ দেখালেন।

এই মুহূর্তে ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা মরহুম মোহাম্মদ ইউনুস ভাইকে স্মরণ করি। তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাঁর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে এবং তার উত্তম কাজগুলো কবুল করে তাঁকে জান্নাত নসীব করুন। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৮৪ খৃ. আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে অর্থনীতি সংক্রান্ত হাদীসসমূহের একটি সংকলন প্রস্তুতের অনুরোধ করেন। হাদীসের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী সহজলভ্য হলে আমি কাজটি করবো বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেই। কিন্তু বিভিন্ন ইসলামী পাঠাগারে ও অন্যান্য উৎসে সন্ধান করে দেখলাম, সিহাহ সিত্তার বাইরের হাদীস গ্রন্থাবলী এখানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। তাই উদ্যোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে খান সাহেবের গ্রন্থখানি (১ম প্রকাশ ১৯৮৯ খৃ.) হস্তগত হলে আমি ও আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আজীজ সাহেব (অধ্যাপক, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল) অনুবাদকর্মে হাত দেই এবং অনেকখানি কাজ সমাপ্ত করি। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে অনুবাদ পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি। কয়েক বছর অতীত হওয়ার পর পুনরায় শত ব্যস্ততার মধ্যে এ বছর আবার অনুবাদকর্ম শুরু করি এবং পরম দয়াময়ের করুণাদৃষ্টির ছায়ায় তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আবদুল আজীজ ভাইকে তাঁর পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

অবশ্য গ্রন্থখানিতে অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্ত হাদীস সংকলিত হয়নি। সাড়ে পাঁচ শত হাদীস এখানে স্থান পেয়েছে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আরো হাজার দেড়েক হাদীস সংগ্রহ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এই গ্রন্থকারও একই শিরোনামের সবগুলো হাদীস সন্নিবেশিত করেননি, বরং নমুনাস্বরূপ কিছু সংখ্যক হাদীস পেশ করেছেন।

সবগুলো বরাত যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট হাদীসের মূল পাঠ যে কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে সেটি যাচাই করে দেখেছি এবং হাদীসের শেষ প্রান্তে সেই বরাত যোগ করেছি। অতিরিক্ত বরাত গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছি। সীমিত জ্ঞানে নির্ভুল ও বিশ্বস্ত অনুবাদের চেষ্টা করেছি। পাঠকগণ ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করলে কৃতজ্ঞ হবো। আল্লাহ আমাদের উদ্যোগ কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ মূসা

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ৪

অধ্যায় ঃ ৫

অধ্যায় ঃ ৬

অধ্যায় ঃ ৭

অধ্যায় ঃ ১০

অধ্যায় ঃ ১১

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই আগ্রহ বর্তমানে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক মতবাদের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি এবং তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান দিতে ব্যর্থ হওয়ার ইংগিত বহন করে। বেশ কতগুলো কারণে এরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। আজকাল যে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন চলছে তার বিকাশ ঘটেছে মুসলমানদের নিকট অপরিচিতি একটি পরিবেশে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার গর্ভ থেকে উৎসারিত বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিবেশে তার জন্ম। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দীর্ঘ দুই শত বছরেরও বেশি কাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তার বিশ্লেষণ ও দর্শনের মূল অনুপ্রেরণা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের গভীর থেকে উৎসারিত এবং এগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এখানে যদিও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের কথা কদাচিৎ উচ্চারিত হয়ে থাকে, তথাপি একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, উপরোক্ত অর্থব্যবস্থা প্রধানত উপযোগবাদ, ভোগবাদ, অবাধ প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আওতায় পরিপুষ্ট হয়েছে। এমনকি এর বিপরীত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার স্রোতধারাও একই সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার একটি প্রতিক্রিয়া ও ফসলরূপ আত্মপ্রকাশ করে। এসব ধারণা প্রায় সর্বদা অর্থনৈতিক দার্শনিক ও বিশ্লেষকদের অধিকাংশের অবচেতন মনে এবং তথাকথিত অর্থনৈতিক বিধান ও তত্ত্বসমূহের অদৃশ্য ভিত্তিরূপে বিরাজ করছে একটি ছদ্মবেশী প্রবাদবাক্য ঃ "অন্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলে"।

অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহ ছিলো আরোহ ও অবরোহ, কিন্তু পরবর্তী কালে 'অভিজ্ঞতাবাদ' ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। একটি পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার মূল্যবোধের পটভূমিতে অর্থনীতিবিদগণ স্বাধীনভাবে নানাবিধ স্বতঃসিদ্ধ কাল্পনিক ধারণা উপস্থাপন, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যেসব কাল্পনিক ধারণা পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার আলোকে অসত্য প্রমাণিত করা যায়নি সেগুলোই লব্ধ মতবাদের অংশে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের অনুশীলনে অর্থনীতিবিদগণ একান্তই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি-বিবেচনা

দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছেন। মৌলিক নীতিমালার ফলস্বরূপ এই অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে যে কোন ধর্মীয় বা নৈতিক পথনির্দেশনাকে বর্জন করা হয়েছে এবং এভাবে তাকে স্বীকৃত জ্ঞানের পরিমণ্ডল-বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে, উপায়-উপকরণের সীমাবদ্ধতা এবং সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করা। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের বস্তুগত জীবনের উন্নয়নের পন্থা ও উপায় নির্দেশ করা।

অর্থনীতির জ্ঞানভাণ্ডার অত্যন্ত ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করেছে এবং নিত্যকার পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিবিদগণ নানাবিধ অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এক পর্যায়ে তাদের বিশ্লেষণ নতুন প্রপঞ্চের জন্ম দিয়েছে এবং পুনরায় তা গবেষণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, এটাই 'বিকাশ'-এর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জটিলতার সাথে সাথে অর্থনীতিবিদগণ অধিকতর অত্যাধুনিক জটিল সমস্যার জালে আটকা পড়েছেন এবং তার সমাধানের জন্য অধিকতর উন্নত তাত্ত্বিক সরঞ্জাম উদ্ভাবন করেছেন।

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশ্চাত্য অর্থনীতি থেকে স্বতন্ত্র ধারণা, পদ্ধতি, আওতা ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য থেকে উদ্ভূত জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে এই পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা, ভূমিকা, তার প্রত্যাবর্তন ও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কতগুলো অপরিহার্য ধারণা থেকে ইসলামী অর্থনীতির যাত্রা শুরু। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজাতি এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার খলীফা (প্রতিনিধি)। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। তিনি তার ইচ্ছাকে তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত শরীআত হিসাবে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। মহানবী ﷺ কুরআনের আকারে আল্লাহ্‌র বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন, যা তিনি তাঁর উপর নাযিল করেছেন এবং তখন থেকে তা অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করেছেন। মহানবী ﷺ এই বাণীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন

এবং তাঁর নেতৃত্বে আরবদেশে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে শরীআতকে জানা, তদনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তার বাস্তবায়ন করেছিলেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের কর্তৃত্বাধীনে কতিপয় পার্থিব সহায়-সম্পদ ন্যস্ত করেছেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্যই তাকে উপরোক্ত সহায়-সম্পদ উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এই পার্থিব সহায়-সম্পদ হলো কেবল একটি আমানত এবং মানুষকে কিয়ামতের দিন এই আমানতের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় ধারণা এই যে, পার্থিব উপায়-উপকরণ ও সহায়-সম্পতি কোন নিন্দনীয় বা ঘৃণ্য বস্তু নয়, যেমনটি বৈরাগ্যবাদের ধারণা। তার মধ্যে কোন অনিষ্ট নাই, যদি তা অর্জনই মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত না হয়। শরীআতের সীমা লংঘন না করে অধিকতর সম্পদ অর্জনের চেষ্টা-সাধনা একটি মহৎ কাজ। অতএব এখানে ভোগবাদী মনোবৃত্তিকে এই পর্যায় পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে যে, মানুষ যাতে নিজের সত্তা সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ-সচেতন থাকতে পারে, সে আল্লাহ্‌র খলীফা এবং তাকে একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতি মানুষকে শরীআতের কাঠামোর আওতায় বিচার-বিবেচনা করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন না করা সাপেক্ষে মানুষ তার ইচ্ছামাফিক যে কোনভাবে কাজ করার বেলায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ শরীআত-প্রদত্ত অলংঘনীয় বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত। পাশ্চাত্য অর্থনীতি মানুষকে ব্যক্তিবাদের কাঠামোর আওতায় বিচার করে। তাই যে সমাজে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী সেই সমাজের জন্য উপরোক্ত অর্থব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়।

ইসলামী অর্থনীতির পদ্ধতিসমূহও পাশ্চাত্য অর্থনীতির পদ্ধতিসমূহ থেকে ভিন্নতর। ইসলামী অর্থনীতিতে মৌলিক ধারণাসমূহ চারটি উৎস থেকে গৃহীতঃ আল-কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), ইজমা' (ঐকমত্য) ও কিয়াস (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত)। কুরআন হলো আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে দান করা হয়েছে এবং যা অবিকল সংরক্ষিত আছে। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র

নির্দেশ চূড়ান্ত, অলংঘনীয়, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় সর্বকালের জন্য এবং সকল মানুষের জন্য।

সুন্নাহ ঃ কুরআন মজীদের সরকারী ভাষ্যকাররূপে মহানবী ﷺ-এর উক্তি, তাঁর বাস্তব কর্ম (আচরণ) ও নীরব সমর্থন (অনুমোদন)-কে সুন্নাহ বলে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআন মজীদ লাভ করেন এবং তা অনুধাবনের জন্য মহান সত্তার সাহায্য ও দিকনির্দেশনাপ্রাপ্ত। তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর কথা ও কাজের বিবরণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে বাচনিক ও লিখিত আকারে বিভিন্ন কিতাবে সংরক্ষিত আছে, যেগুলো হাদীসের কিতাব নামে প্রসিদ্ধ। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত হাদীসসমূহ তার মূল পাঠ ও তার রাবীগণ (বর্ণনার ধারাবাহিকতা) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ভরযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীস হলো ইসলামী জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় অলংঘনীয় উৎস এবং সেই সুবাদে ইসলামী অর্থনীতিরও উৎস।

ইজমা' ঃ ইজমা' হলো ইসলামী অর্থনীতির তৃতীয় উৎস। কোন আইনগত বিষয়ে মুজতাহিদ আলেমগণের মতৈক্যকে ইজমা' বলে। তাদের সকলের একক সিদ্ধান্ত ইসলামী আইনের অংশ হিসাবে গণ্য।

কিয়াস ঃ সাদৃশ্য ঘটনা থেকে সমরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (কিয়াস) ইসলামী অর্থনীতির চতুর্থ উৎস। কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ-তে কোন আইনগত সমাধান না পাওয়া গেলে এবং ইজমা'তেও কিছু না পাওয়া গেলে একজন মুজতাহিদ আলেম বিদ্যমান সমরূপ ঘটনার ভিত্তিতে কিয়াস করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান পূর্বোক্ত তিনটি উৎসে না পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে কিয়াসের আওতায় আইনগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কিন্তু তা অবশ্যই শরীআতের কাঠামোর আওতায় একজন বিচক্ষণ মুজতাহিদ আলেম কর্তৃক হতে হবে।

এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি পাশ্চাত্য অর্থনীতির কাছাকাছি এলেও উভয় অর্থনীতির মধ্যে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই বেশি। যাই হোক, অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে ইজতিহাদ পরিচালনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত (অতীতের ইজতিহাদসমূহ), অন্যদের (অমুসলিমসহ) সমসাময়িক তত্ত্বসমূহ এবং বিশ্লেষণের আধুনিক কৌশল দ্বারা উপকৃত হওয়া যেতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে ইসলামী অর্থনীতির চারটি মৌলিক পথনির্দেশ একে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করেছে। প্রতিটি সমস্যা শরীআতের আলোকে পরীক্ষা করা হয় এবং তাতে বিভিন্ন অভিমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। এভাবে সর্বস্বীকৃত একটি উৎস অর্থাৎ শরীআতের উপর নির্ভরশীলতার ফলে মতপার্থক্যের পরিধি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হতে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি অধ্যয়নের পরিধি পাশ্চাত্য অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামী অর্থনীতি ফালাহ (কল্যাণ) সাধনের উপায় সম্পর্কে অধ্যয়ন ও প্রস্তাবনা পেশ করে। মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিবর্তে বরং তাদের 'ফালাহ' হলো পৃথিবীতে বস্তুগত উন্নত জীবনে এবং তার সাথে আখেরাতের সফল জীবনে। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের জন্য ফালাহ (কল্যাণ) নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে। স্পষ্টতই এটা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্র।

যেমন উপরে আলোচিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর সুন্নাহ (হাদীস) হলো ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। আইনের উৎস হিসাবে তা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। অর্থনীতি বিষয়ে মহানবী ﷺ -এর শিক্ষার (হাদীস) ব্যাপক অধ্যয়ন ও উধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু হাদীসের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অনেক এবং অর্থনীতি বিষয়ক হাদীসসমূহ তাতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তাই এই বিষয়ে অধ্যয়নেচ্ছু শিক্ষার্থীর পক্ষে মূল পাঠসহ সংশ্লিষ্ট হাদীস খুঁজে বের করা দুরুহ ব্যাপার। একইভাবে প্রায় সব হাদীস গ্রন্থের একই অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত হাদীসের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। মহানবী ﷺ -এর হাদীস বর্তমান সংকলনে ব্যবহারের সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন গ্রন্থের একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি না করে মূল পাঠ একটি গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়-অনুচ্ছেদ নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক হাদীসসমূহের কোন সর্বসম্মত তালিকা নাই, তাই এই সংকলককে নিজ বিবেচনা মতে হাদীস বাছাই করতে হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসটি ইসলামী অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কিনা তা সংকলককেই বিবেচনা করতে হয়েছে।

বরাতের জন্য প্রধানত এ. জে. ওয়েনসিংক সম্পাদিত "মিফতাহ কুনূযিস-সুন্নাহ (এম. ফুয়াদ আল-বাকী কর্তৃক আরবী ভাষায় বিন্যস্ত)-এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে সূত্রনির্দেশ গ্রহণে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এতদসংক্রান্ত যে কোন ভুল-ত্রুটির দায়িত্ব আমারই।

চয়নকৃত হাদীসসমূহ অত্র সংকলক কর্তৃক বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীসের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রেখে এ বিন্যাসের কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু অর্থনীতি বিষয়ক হাদীস বিন্যাসের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক মানদণ্ড নেই সেহেতু আধুনিক অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকসমূহের প্রচলিত বিন্যাসের ভিত্তিতে হাদীসসমূহকে শিরোনামাধীন করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, গ্রন্থের শুরুতেই মালিকানা সম্পর্কিত ইসলামী তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহকে স্থান দেয়া হয়েছে। কারণ মালিকানা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি একটি অর্থব্যবস্থার প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এরপর সম্পদ ও রিযিক (জীবিকা) সংক্রান্ত ইসলামী তত্ত্ব বিষয়ক হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে, যদিও পাশ্চাত্য অর্থনীতির পাঠ্য বইপুস্তকে প্রায়শই এ বিষয়টি অনুপস্থিত। এরপর উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ, তারপর ভোগ সংক্রান্ত সমস্যাবলী ও বাজারপ্রক্রিয়া বিষয়ক হাদীসসমূহকে স্থান দেয়া হয়েছে। এরপর এসেছে পণ্য ও সেবা বিনিময়, যার সাথে অর্থ ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ও জড়িত। এরপরে সরকারী অর্থায়ন এসেছে। গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে। স্মর্তব্য যে, পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদগণ সাধারণত অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন না।

এ গ্রন্থে হাদীসসমূহকে যেভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপেই অত্র গ্রন্থ সংকলকের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে। তাই এ ব্যাপারে যে কোন ব্যক্তির ভিন্নমত থাকতে পারে। তবে লাহোরের জামে'আহ্ আশরাফিয়ার হাদীস বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান মাওলানা মালিক কান্ধালবী এ বিন্যাসটি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি মূল বিন্যাসের খসড়ায় কিছু কিছু সংশোধন করেন। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, এ সংকলনের জন্য হাদীস গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারেও তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে মূল খসড়া সংকলন থেকে কয়েকটি হাদীস বাদ দেয়া হয়েছে এবং ২৫টি হাদীস যোগ করা হয়েছে যা খসড়া সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। আমি মাওলানা সাহেবকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অত্র সংকলনে সংকলিত হাদীসসমূহে হাদীসের সর্বশেষ সনদসহ এবং অনুবাদসহ মূল পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে। যেসব হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ

পর্যন্ত পৌঁছেনি তা তাঁর কতক সাহাবীর অভিমত হতে পারে সম্ভাবনায় অত্র সংকলনে স্থান দেয়া হয়নি। একইভাবে যে হাদীসের ব্যাপারে 'সহীহ নয়' বলে অন্তত একটি মন্তব্য পাওয়া গেছে তা-ও এ সংকলনে গ্রহণ করা হয়নি। 'সহীহ মুসলিম' থেকে যেসব হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে তার ইংরেজী অনুবাদ প্রফেসর আবদুল হামীদ সিদ্দিকীকৃত অনুবাদ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। অন্যান্য হাদীস অত্র সংকলক কর্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংকলকের বন্ধু জনাব তোফায়েল যায়গাম অতুলনীয় সাহায্য করেছেন।

ইসলামাবাদের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জনাব আহমাদ হোসেন হাদীসসমূহের ইংরেজী অনুবাদ পরীক্ষা ও সংশোধন করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা জানাই। এরপরও কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তার দায়দায়িত্ব পুরোপুরি অত্র গ্রন্থকারের।

বিনীত

মুহাম্মাদ আকরাম খান

অধ্যায় ঃ ১

মালিকানা

মালিকানার ধারণা فِكْرَةُ الْمِلْكِيَةِ

সম্পদ-সম্পর্ক বলতে ব্যাপকার্থে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সীমারেখাকে বুঝায়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কতোটুকু সম্পদ অর্জন করার স্বাধীনতা ভোগ করবে—এই প্রশ্নে বর্তমান কালে প্রচলিত দু'টি প্রধান অর্থব্যবস্থার পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে দীন ইসলাম একটি তৃতীয় মত পোষণ করে ঃ এ বিশ্বের সবকিছুর নিরংকুশ মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌র" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৪)।

তিনিই সবকিছুর প্রকৃত মালিক এবং তা ভোগ-ব্যবহারের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে দেয়ার অধিকার কেবল তাঁরই।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

"তুমি কি জানো না, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তাঁরই" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০৭; আরো দ্র. ৩ঃ২৬, ৩ঃ১৮৯, ৫ঃ১৭-১৮, ৫ঃ৪০, ৫ঃ১২০, ৬৭ঃ১)।

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ .

"কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই" (সূরা আল-আন'আম ঃ ৫৭; আরো দ্র. ১২ঃ৪০, ১২ঃ৬৭, ২৮ঃ৭০, ২৮ঃ৮৮)।

মানবজাতি হলো আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খলীফা) এবং তার উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً .

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৩০)।

মানুষকে তার উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধা তার নিকট আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং তা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য তা কাজে লাগাতে হবে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ .

"আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছি, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শংকিত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করলো" (সূরা আল-আহ্‌যাব ঃ ৭২)।

মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মহানবী ﷺ আনীত শরীআতে। এভাবে আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার আওতায় মানুষকে সহায়-সম্পত্তির সীমিত মালিকানা প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু মানুষ সম্পদের একচ্ছত্র মালিক নয়, তাই তা ভোগ-ব্যবহারের প্রকৃতিও প্রকৃত মালিকের (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই পার্থিব জীবনের অবসানের পর তার মালিকানাধীন ধন-সম্পদের হিসাব তাকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে পুংখানুপুঙ্খরূপে দিতে হবে।

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ .

"তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা" (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৮; আরো দ্র. ৩৯ঃ৪৯ ও ৬৪ঃ১৫)।

এসব সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের কিছুটা সুযোগ থাকলেই তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা যেতে পারে। অতএব ইসলামী শরীআতে ধন-সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া সত্ত্বেও মানুষকে এই স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে চাইলে শরীআতের নীতিমালা লংঘন করে যথেচ্ছভাবে সহায়-সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করে শেষ বিচার দিনে জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ

"তিনি বলেন, তুই এই স্থান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোদের সকলের দ্বারা দোযখ পূর্ণ করবো" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ .

"যারা অবাধ্যাচারী তারা লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে। তারা তা এভাবে খরচ করতেই থাকবে, অতঃপর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, তারপর তারা পরাভূত হবে। আর যারা অবাধ্যাচারী হয় তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৬)।

মানুষ যাতে ধন-সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের স্বাধীনতা পেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ইসলামী শরীআতে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের সামগ্রিক কাঠমোর আওতায় মানুষকে এই স্বাধীনতা চর্চার অধিকার দেয়া হয়েছে।

মহানবী ﷺ মানুষের মালিকানাধীন সম্পদকে সম্মানার্হ ঘোষণা করেছেন। মানুষ যেহেতু আল্লাহ্‌র খলীফা (প্রতিনিধি) তাই তার ব্যক্তিগত মালিকানা সম্মানার্হ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তার খলীফা হওয়ার মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ।

অবশ্য ইসলামী শরীআত কতগুলো নির্দিষ্ট জিনিসের উপর সাধারণ বা সার্বজনীন মালিকানা অনুমোদন করেছে। যেমন পানি, ঘাস, আগুন ইত্যাদি। এসব জিনিস সাধারণভাবে সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, এমনকি সরকারও তা তার মালিকানাভুক্ত করবে না। সকলেই সমানভাবে তা থেকে উপকৃত হবে।

বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেতে পারে যে, যেসব সম্পদ সকল নাগরিকের জন্য অপরিহার্য সেগুলো কোনভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন

করা যাবে না। অন্যথায় জনগণ অসুবিধায় পতিত হবে। তার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র এসব সম্পদের মালিক হবে। তার পরিবর্তে গোটা উম্মত হবে এর মালিক এবং রাষ্ট্র আমানতদার হিসাবে জবাবদিহির শর্তে এসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করবে।

মালিকানা সম্মানার্হ حُرْمَةُ الْمِلْكِيَةِ

১ঃ১

١(١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلاَ تُعْطِه مَالَكَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ .

১(১)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কি মত, কোন লোক এসে যদি আমার মাল নিয়ে যেতে চায়? তিনি বলেন ঃ তোমার মাল তাকে দিও না। সে বললো, আপনি কি মনে করেন, সে যদি আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়? তিনি বলেন ঃ তুমিও তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হও। সে বললো, আপনার কি মত, সে যদি আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি শহীদ। সে বললো, আপনার কি মত, আমি যদি তাকে হত্যা করি? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে দোযখে যাবে।

বরাত ঃ সহীহ মুসলিম, ঈমান, বাব ৬১, নং ২৬৮ (মাওসূআ, নং ৩৬০/২২৫); বুখারী, মাজালিম, বাব ৩৩, নং ২৪৮০; আবু দাউদ, সুন্নাহ্‌, বাব ২৮, নং ৪৭৭১-২; তিরমিযী, দিয়াত, বাব ২১, নং ১৪১৯-২১; নাসাঈ, তাহরীমুদ-দাম, বাব ২২-২৪, নং ৪০৮৯-৪১০০; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ২১, নং ২৫৮০-৮২; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ৭৮-৯, নং ৫৯০, ২খ., পৃ. ১৯৩, নং ৬৮১৬, পৃ. ১৯৪, নং ৬৮২৩; মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী, নং ২৩৯ ও ২২৯৪।

১ঃ২

٢(٢)- عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ

سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوْا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

২(২)। সুলায়মান আল-আহ্ওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুর রহমানের মুক্তদাস ছাবেত (র) তাকে অবহিত করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে সংঘাতের উপক্রম হলে খালিদ ইবনুল আস (রা) জন্তুযানে আরোহণ করে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের নিকট এলেন এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বুঝালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বললেন, আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ?

বরাত ঃ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ৬১, নং ২৬৯ (মাওসূআ, ৩৬১/২২৬)।

বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে مِنْ خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

১ঃ৩

٣(٣)- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ... فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَاَتٰى بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيْ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ

فَانَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَداً تَكْرَهُوْنَهُ فَانْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تُسْاَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَاتِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৩(৩)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। ... রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে যেতে থাকলেন এবং শেষে আরাফাতে এসে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর জন্য নামিরায় একটি তাঁবু খাটানো দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি কাসওয়া (উষ্ট্রী) নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। তাতে জিনপোশ বাঁধা হলো, অতঃপর তিনি উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিনটি যেমন সম্মানার্হ, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধনসম্পদও তদ্রূপ সম্মানার্হ। স্মরণ রেখো, জাহিলিয়াতের প্রতিটি বিষয় আমার পদতলে বিলুপ্ত। জাহিলিয়াতের (যুগের) রক্তের দাবি বাতিল। আর আমাদের রক্তের দাবির মধ্য থেকে আমি সর্বপ্রথম বনূ সা'দ গোত্রে লালিত রাবীআ ইবনুল হারিছের পুত্রের রক্তের দাবি বিলুপ্ত (ঘোষণা) করছি, যাকে হুযাইল গোত্র হত্যা করেছিল। জাহিলী (যুগের) সুদের দাবিও বাতিল এবং আমাদের পাওনা সুদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সম্পূর্ণ সুদের দাবি রহিত করলাম। আর তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্র দেয়া নিরাপত্তার ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহ্র কলেমার ভিত্তিতে তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছো। তাদের উপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় কোন ব্যক্তিকে তোমাদের বিছানা মারাতে দিবে না (যেনায় লিপ্ত হবে না)। এরপরও যদি তারা তা করে তাহলে

তাদেরকে মৃদু প্রহার করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার আছে, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের ভরণপোষণ ও পোশাক প্রদান করবে। আর আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যাকে মজবুতভাবে আকড়ে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ্র কিতাব। আর তোমাদেরকে (আখেরাতে) আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো, নিশ্চয় আপনি (আল্লাহ্র বাণী) পৌছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং (আমাদের) সদুপদেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর তর্জনী আকাশের দিকে তুলে ধরে এবং জনতার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন, এভাবে তিনবার বললেন।

বরাত ঃ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাব ১৭, নং ২৮১৫ (মাওসূআ, বাব ১৯, নং ২৯৫০/১৪৭); আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাব ৫৬, নং ১৯০৫; ইবনে মাজা, মানাসিক, বাব ৮৪, নং ৩০৭৪; দারিমী, মানাসিক, বাব ৩৪, নং ১৮৫০; বুখারী, হজ্জ, বাব ১৩২, নং ১৭৩৯-১৭৪২।

১ঃ৪

٤(٤)- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ

مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِىْ كُفَّارًا اَوْ ضَلاَلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُّبَلِّغُهُ يَكُوْنُ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ فِىْ رِوَايَتِهِ وَرَجَبُ مُضَرَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ .

৪(৪)। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন কালপ্রবাহ যেরূপ ছিলো, এখন তা আবর্তন করে তার সেই আসল রূপে বহাল থেকে। বছরে বারো মাস। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত বা পবিত্র। তিন মাস একসাথে পরপর ঃ যুলকা'দা, যুলহিজ্জা ও মুহাররাম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদা ও শা'বান মাসদ্বয়ের মাঝখানে অবস্থিত। অতঃপর তিনি বলেন ঃ (তোমরা কি বলতে পারো) এটি কোন্ মাস? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বলেন ঃ এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি ক্ষণিক নীরব থাকলেন, এমনকি আমাদের ধারণা হলো, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি আবারও ক্ষণিক নীরব থাকলেন। আমাদের ধারণা হলো, হয়তো তিনি এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল-সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত-আবরু তেমনি মহান ও পবিত্র, যেমনি পবিত্র তোমাদের এই দিনে এই শহরে এবং এই মাসে। অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে।

তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! তোমরা আমার পরে পরস্পর রক্তপাত করে পথভ্রষ্ট বা কাফের হয়ে যেও না। ভালোভাবে শুনে নাও! এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা অবশ্যই যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট এসব বাণী পৌঁছিয়ে দেয়। হয়ত কোন কোনো উপস্থিত শ্রোতা ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তা (আমার বাণী) পৌঁছাতে পারে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? ইবনে হাবীব তার বর্ণনায় বলেছেন, 'এবং মুদার গোত্রের রজব মাস'। আর আবু বাকরের বর্ণনায় রয়েছে, 'আমার পরে তোমরা (কুফরীতে) ফিরে যেও না' (মুসলিম, কিতাবুল কাসামা, বাব ৯, নং ৪২৩৬; মাওসূআ ৪৩৮৩/২৯)।

১ঃ৫

٥ (٥)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ .

৫(৫)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্য লোকদের জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতীত ফসল ফলায় সে ঐ ফসলের কিছুই পাবে না। অবশ্য সে তার খরচ (ফেরত) পাবে (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৩৬, নং ৩৪০৩)।

১ঃ৬

٦ (٦)- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَاْذِنْهُ فَاِنْ اَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَيَشْرَبْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَاِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌ فَلْيَسْتَاْذِنْهُ فَاِنْ لَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ .

৬(৬)। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ কারো পশুপালের নিকট পৌঁছলে এবং তথায় তার মালিককে উপস্থিত পেলে সে যেন (দুধপানের জন্য) তার অনুমতি চায়। মালিক তাকে

অনুমতি দিলে সে যেন দুধ দোহন করে পান করে। কিন্তু সেখানে যদি কেউ না থাকে তাহলে সে যেন উচ্চস্বরে তিনবার ডাক দেয়। যদি কেউ সাড়া দেয় তবে সে যেন তার (মালিকের) কাছে অনুমতি চায়। কিন্তু কেউ সাড়া না দিলে সে দুধ দোহন করে পান করবে, তবে (সাথে করে অতিরিক্ত দুধ) নিয়ে যেতে পারবে না" (তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ', বাব ৬০, নং ১২৯৬)।

জনগণের যৌথ সম্পদ اَلْأَمْوَالُ الْعَامَّةُ

১ঃ৭

٧(٧)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ .

৭(৭)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানগণ (সব লোক) তিনটি জিনিসে অভিন্ন বা সর্বজনীন অংশীদার—পানি, ঘাসপাতা (চারণভূমি) ও আগুন। এগুলোর মূল্য গ্রহণ করা হারাম। আবু সাঈদ (রা) বলেন, অর্থাৎ প্রবহমান পানি (ইবনে মাজা, কিতাবুর রাহুন, বাব ১৬, নং ২৪৭২)।

অধ্যায় ঃ ২

সম্পদ اَلثَّرْوَةُ

সম্পদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি

স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্পদ অধ্যয়ন ও আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। সামাজিক সংগঠনসমূহের মধ্যে যেসব জটিল মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তার বেশিরভাগই সম্পদের সংজ্ঞা ও সমাজে সম্পদের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করেই। ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পদ কেন্দ্রীয় মর্যাদা বহন করে না। তথাপি ইসলাম সম্পদকে শারীআত মোতাবেক জীবনযাপন করার একটি উপাদান বলে গণ্য করে। ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করা এবং তাঁর খলীফা হিসাবে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা। পার্থিব জীবনে ধনসম্পদ হচ্ছে এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও হাতিয়ারস্বরূপ। এগুলো স্বয়ং কোন বাঞ্ছিত লক্ষ্য নয়; বরং এগুলো হচ্ছে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ। অতএব পার্থিব ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য অন্ধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন খুবই সামান্য। কুরআন মজীদে ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে পার্থিব ধনসম্পদের গুরুত্বহীনতা ও অস্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র. ৪২ ঃ ৩৬; ৪৩ ঃ ৩৩)।

মৌলিক ধারণা এই যে, ধনসম্পদ আহরণকে পার্থিব জীবনের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র আনুগত্যের উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্যই ধনসম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা উচিত।

সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী ও পাশ্চাত্য ধারণার মধ্যে এটা একটা বড় ধরনের পার্থক্য। পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতাকে অপছন্দ বা নিরুৎসাহিত করে। এই গ্রন্থে পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো, ইসলাম পার্থিব জীবনের সংগ্রাম ও

অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বৈরাগ্যবাদের নিন্দা করেছে। সম্পদ অর্জনকে সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বলে গণ্য করা এবং অন্ধভাবে পার্থিব জীবনকে ঘৃণা করা—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান গ্রহণ করেছে।

সম্পদ হস্তান্তর اِنْتِقَالُ الثَّرْوَةِ

সম্পদ অর্জনের দু'টি প্রক্রিয়া আছে ঃ ভূমি, শ্রম ও পুঁজির মাধ্যমে অথবা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হস্তান্তর প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে। মহানবী ﷺ-এর শিক্ষায় এ উভয় প্রক্রিয়া সম্পর্কেই এই পুস্তকের অন্যত্র বক্তব্য রয়েছে। সম্পদ অর্জনের বিভিন্নরূপ হস্তান্তর প্রক্রিয়া, যেমন উত্তরাধিকার, ওসিয়াত, ওয়াক্ফ, হেবা, উদ্বৃত্ত সম্পদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যদেরকে নিজের অংশীদার করা, লুকতা (রাস্তাঘাটে পতিত জিনিস), উমরা ও রুকবা (স্থাবর সম্পত্তি কাউকে আজীবন ভোগের জন্য প্রদান) সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এই গ্রন্থে সংকলিত ও সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া কুরআন মজীদেও উত্তরাধিকার ও ওসিয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে (যেমন সূরা আন-নিসা ঃ ১১ ও ১৭৭; সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৭ এবং সূরা আল-মাইদা ঃ ১০৬ দেখা যেতে পারে)।

সম্পদের তাৎপর্য مَفْهُومُ الثَّرْوَةِ

২ঃ১

٨(١)- عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ اَخَا بَنِىْ فِهْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هٰذِهِ وَاَشَارَ يَحْىٰ بِالسَّبَابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ تَرْجِعُ .

৮(১)। এ হাদীসটি পাঁচটি সনদসূত্রে বর্ণিত এবং সবগুলো সূত্রই বানূ ফিহ্র গোত্রের সদস্য সাহাবী আল-মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! আখেরাতের তুলনায় এই দুনিয়ার (ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের বিচারে) তুলনা হলো, তোমাদের কেউ তার এই আঙ্গুল সমুদ্রের পানিতে ডুবালো, রাবী (বর্ণনাকারী) ইয়াহ্ইয়া (র) তার তর্জনীর প্রতি ইশারা করলেন, তারপর তোমাদের কেউ লক্ষ্য করুক, তার

আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে এসেছে (মুসলিম, জান্নাত, বাব ১৪, নং ৬৯৯১; মাওসূআ ৭১৯৭/৫৫)।

হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে অন্য সনদসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

২ঃ২

٩(٢)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهُ لَكُمْ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيْهِ لِاَنَّهُ اَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ .

৯(২)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার কোন উঁচু এলাকার বাজারে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর চতুর্দিকে লোকজন তাঁকে ঘিরেছিল। তিনি ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটা মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করতে রাজী হবে? উপস্থিত লোকেরা বললো, না, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা এটা নিতে রাজী নই। আর এ দিয়ে আমরা কি করবো? তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি এটার মালিক হতে আগ্রহ পোষণ করবে? তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! যদি এটা জিন্দাও থাকতো তবুও তা ত্রুটিযুক্ত। কেননা এর কানকাটা। তাহলে মৃত অবস্থায় কিভাবে আমরা এর জন্য আগ্রহী হতে পারি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এটা তোমাদের কাছে যেমন তুচ্ছ, দুনিয়াটা আল্লাহ্‌র নিকট এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ (মুসলিম, যুহ্‌দ, বাব ১, নং ৭২০২; মাওসূআ ৭৪১৮/২)।

২ঃ৩

١٠(٣)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا

لِىْ وَمَا لِلدُّنْيَا مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا الاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

১০(৩)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর পাতার মাদুরের উপর ঘুমালেন। (তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে দাঁড়ালে দেখা গেলো) তাঁর দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম! তিনি বলেন ঃ দুনিয়ার সংগে আমার কী সম্পর্ক! আমি দুনিয়াতে এমন একজন পথচারী মুসাফিরতুল্য, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের পানে চলে গেলো (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্‌দ, বাব ৪৪, নং ২৩১৮)।

২ঃ৪

١١(٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ .

১১(৪)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও আধিক্য ঐশ্বর্য নয়, বরং মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৮, নং ২২৮৯)।

২ঃ৫

١٢(٥)- حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا النَّاسُ يَنْكُتُوْنَ بِالْحَصٰى وَيَقُوْلُوْنَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَاَعْلَمَنَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ اَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَانِكِ اَنْ تُؤْذِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا لِىْ وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ اَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَانِكِ اَنْ تُؤْذِىَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُحِبُّكِ وَلَوْ
لاَ اَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتْ اَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا اَيْنَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ هُوَ فِيْ خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَاِذَا اَنَا
بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى اُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ
عَلٰى نَقِيْرٍ مِّنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ
فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَاْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ رَبَاحٌ
اِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَاْذِنْ لِيْ
عِنْدَكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ رَبَاحُ اِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيَّ فَلَمْ
يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِيْ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَاْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلٰى
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اَظُنُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ظَنَّ اَنِّيْ جِئْتُ مِنْ
اَجْلِ حَفْصَةَ وَاللّٰهِ لَئِنْ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا
لَاَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِيْ فَاَوْمَاَ اِلَيَّ اَنِ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى حَصِيْرٍ فَجَلَسْتُ فَاَدْنٰى عَلَيْهِ
اِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ
بِبَصَرِيْ فِيْ خِزَانَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَنَا بِقَبْضَةٍ مِّنْ شَعِيْرٍ نَحْوِ
الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِيْ نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَاِذَا اَفِيْقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ
فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ
وَمَا لِيْ لاَ اَبْكِيْ وَهٰذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِكَ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ
اَرٰى فِيْهَا اِلاَّ مَا اَرٰى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرٰى فِي الثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ

وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفْوَتُهُ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اَلاَ تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْاٰخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلٰى .

১২(৫)। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যে সময় তাঁর স্ত্রীদের নিকট থেকে দূরে সরেছিলেন সেই সময় আমি একদিন মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম লোকজন ভারাক্রান্ত মনে নুড়ি পাথর নাড়াচাড়া করছে। তারা বলাবলি করছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এটি ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। উমার (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, সেদিনের অবস্থা আমি অবশ্যই জানাবো। তাই আমি আয়েশার কাছে গিয়ে বললাম, হে আবু বাকরের কন্যা! তোমাদের আচরণ কি এতদূর সীমা অতিক্রম করেছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছো? এ কথা শুনে আয়েশা আমাকে বললো, হে খাত্তাবের পুত্র! আমার কাছে আপনার বা আপনার কাছে আমার কি প্রয়োজন? নিজের দোষ-ত্রুটি দেখে তা সংশোধন করা আপনার কর্তব্য (অর্থাৎ নিজের কন্যা হাফসার খবর নিন। সেও তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একই আচরণ করেছে)। উমার (রা) বলেন, এরপর আমি নিজ কন্যা হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বললাম, হে হাফসা! তোমার আচরণ কি এতদূর সীমালংঘন করেছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছো? আল্লাহ্র শপথ! আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে মোটেই পছন্দ করেন না। আমি না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে তালাক দিতেন। এ কথায় হাফসা (রা) খুব কাঁদলেন। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন? সে বললো, তিনি এখন চিলেকোঠায় আছেন।

আমি সেখানে যাওয়ার জন্য বের হলাম। কিন্তু দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদেম রাবাহ্ একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর দুই পা ঝুলিয়ে দরজার চৌকাঠে বসে আছে। এটি ছিল খেজুরের একটি মরা কাণ্ড যার সাহায্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরে উঠতেন এবং নীচে নামতেন। আমি রাবাহকে ডাকলাম, হে রাবাহ! আমার জন্য অনুমতি চাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাবো। রাবাহ কক্ষের দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে তাকালো কিন্তু কিছুই বললো না। আমি পুনরায় ডেকে বললাম, হে রাবাহ! আমার জন্য অনুমতি চাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যেতে চাই। রাবাহ্ একবার কক্ষটির দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে তাকালো, কিন্তু কিছুই বললো না।

তখন আমি উচ্চস্বরে ডেকে বললাম, হে রাবাহ্! আমার জন্য অনুমতি চাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যেতে চাই। আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারণা করে নিয়েছেন যে, আমি হাফসার কারণে তাঁর কাছে এসেছি। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আমাকে হাফসার ঘাড় মটকাতে হুকুম দেন তাহলে আমি অবশ্যই তার ঘাড় মটকাবো (তাকে হত্যা করবো)। আমি উচ্চস্বরে কথা বললাম। তখন সে (রাবাহ) আমাকে (সিঁড়ি বেয়ে) উপরে উঠার জন্য ইশারা করলো। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি একখানা চাটাইয়ের উপর শায়িত ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন তাঁর বস্ত্রখানা টেনে উপরে তুললেন। সেই সময় তাঁর পরনে আর কোন কাপড় ছিলো না। দেখলাম তার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। আমি দৃষ্টি তুলে তাঁর খাদ্যদ্রব্যের পাত্র দেখলাম। তাতে প্রায় এক ছা' মাত্র যব ছিলো। আর কক্ষের এক কোণে বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা আছে। আর একটি আধা পাকা চামড়া এক জায়গায় লটকানো ছিলো। উমার (রা) বলেন, এই অবস্থা দেখে আমার চোখদু'টি অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো। তা দেখে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার কান্নার কারণ কি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কাঁদবো না কেন? দেখতে পাচ্ছি আপনার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে। আর আপনার খাদ্যদ্রব্যের পাত্রে যা দেখলাম তা তো দেখলামই (এই হলো আপনার অবস্থা)। ওদিকে কায়সার (রোম সম্রাট) ও কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ফলমূল ও নদী-নালার মধ্যে থেকে আরামে জীবন যাপন করছে। আর আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার পরও আপনার খাদ্যভাণ্ডার যা দেখলাম তা এই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্দিষ্ট থাকুক আর তাদের জন্য দুনিয়া? আমি বললাম, হাঁ (মুসলিম, তালাক, বাব ৪, নং ৩৬৯১/৩০)।

সম্পদ হস্তান্তর اِنْتِقَالُ الثَّرْوَةِ

(১) উত্তরাধিকার স্বত্ব اَلْاَرْثُ

২ ঃ ৬

١٣(٦)- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

১৩(৬)। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ

মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের এবং কাফের ব্যক্তি মুসলমানের ওয়ারিস হবে না (মুসলিম, ফারায়েদ, বাব ১, নং ৪১৪০/১)।

টীকা ঃ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ব্যতীত অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় 'কাফের' বলা হয় (অনু.)।

২ ঃ ৭

١٤(٧)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

১৪(৭)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ফরায়েযকে এর হকদারদের কাছে পৌছিয়ে দাও (অর্থাৎ সর্বাগ্রে তাদের অংশ দাও যাদের অংশ নির্ধারিত)। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তিদের (মুসলিম, ফারায়েদ, বাব ১, নং ৪১৪১/২)।

২ ঃ ৮

١٥(٨)- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرِضْتُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَعُوْدَانِيْ مَاشِيَيْنِ فَاُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِه فَاَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ .

১৫(৮)। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাক্‌র (রা) পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লে তিনি উযু করলেন এবং তাঁর উযুর (অবশিষ্ট) পানি আমার দেহে ছিটিয়ে দিলেন। আমার সংজ্ঞা ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ধন-সম্পদ কি করবো (কিভাবে বণ্টন করবো)? তিনি আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হলো। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "লোকেরা আপনার নিকট জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬; মুসলিম, ফারায়েদ, বাব ২, নং ৪১৪৫/৫)।

টীকা ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে উর্ধতন কিংবা অধস্তন কোনো ওয়ারিস রেখে যায়নি, তাকে 'কালালাহ' বলা হয় (অনু.)।

২ঃ৯

١٦(٩)- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدْ اَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوِ انْتَمٰى اِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ التَّابِعَةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَاَةٌ مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ .

১৬(৯)। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ বরকতময় ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক (নির্দিষ্ট করে) দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান বিছানার (মালিকের); আর যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহ্‌র যিম্মায়। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয় এবং যে গোলাম নিজের মনিব ছাড়া অন্য মনিবের পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ অব্যাহতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত। স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন ঃ এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। তিনি আরো বলেন ঃ ধারের জিনিস ফেরতযোগ্য, মানীহা (দুধপানের জন্য ধার নেয়া পশু) ফেরতযোগ্য, ঋণ পরিশোধযোগ্য এবং যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে (তিরমিযী, আবওয়াবুল ওয়াসিয়্যা, বাব ৫, নং ২০৬৭)।

২ঃ১০

١٧(١٠)- عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ قُلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِيْ مَا تَرٰى مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ
ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ قُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ
قَالَ لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ
تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ
اِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ امْرَاَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً
تَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى
يُنْفَعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ
تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَثٰى لَهُ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ .

১৭(১০)। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় মক্কাভূমিতে আমি এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, তাতে মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যে কি কঠিন রোগে আক্রান্ত তা আপনি দেখছেন। আর আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। অথচ একটি কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার কোনো ওয়ারিশ নেই। সুতরাং আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান-খয়রাত করতে পারি? তিনি বললেন ঃ না। আমি আবার বললাম, তার অর্ধেক দান করতে পারি কি? তিনি বললেন, না, এক-তৃতীয়াংশ, এটাও বেশি হয়ে যায়। তুমি তোমার ওয়ারিশকে রিক্তহস্ত পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চাইতে বিত্তবান সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক উত্তম। কেননা তুমি তাদের জন্য যা কিছু আল্লাহ্র ওয়াস্তে ব্যয় করবে এর জন্য তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি খাদ্যের যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে সে জন্যও। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো আমার সঙ্গীদের থেকে পেছনে থেকে যাচ্ছি।

তিনি বললেন ঃ তুমি কখনো পিছনে পড়ে থাকবে না। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোনো কাজ করবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বুলন্দই হবে। এও হতে পারে যে, তুমি দীর্ঘজীবী হবে। শেষে তোমার দ্বারা এক জাতির (মুসলমান) বিরাট লাভ হবে এবং অন্যরা (কাফেররা) হবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতঃপর তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার সঙ্গীদের হিজরত বহাল রাখো। তাদেরকে তাদের পেছনের দিকে ফিরিয়ে দিও না। কিন্তু সা'দ ইবনে খাওলার জন্য দুঃখ হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন, কেননা তিনি মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন (মুসলিম, ওয়াসিয়াত, বাব ১, নং ৪২০৯/৫)।

টীকা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেন, এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা বৈধ নয় (অনু.)।

١٨(١١)- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِّنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى سَعْدٍ يَعُوْدُهُ بِمَكَّةَ فَبَكٰى فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ اَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّتِىْ هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَاِنَّمَا يَرِثُنِىْ اِبْنَتِىْ اَفَاُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهٖ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالنِّصْفِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّ نَفَقَتَكَ عَلٰى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّ مَا تَاْكُلُ امْرَاَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَاِنَّكَ اَنْ تَدَعَ اَهْلَكَ بِخَيْرٍ اَوْ بِعَيْشٍ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهٖ.

১৮(১১)। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর তিন সন্তান থেকে বর্ণনা করেন, তাদের প্রত্যেকেই তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় রোগাক্রান্ত হলে নবী ﷺ তাকে দেখতে আসেন। সা'দ (রা) কেঁদে

ফেলেন। তিনি তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা'দ) বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে, আমি যে ভূমি থেকে হিজরত করেছি সেখানে মারা যাই নাকি, যেমন সা'দ ইবনে খাওলা (রা) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন নবী ﷺ দু'আ করে তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহ! সা'দকে সুস্থ করে দাও! হে আল্লাহ! সা'দকে আরোগ্য দান করো। সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। অথচ একটি কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার অন্য কোনো ওয়ারিশ নেই। আমি কি আমর সমস্ত সম্পদ ওসিয়াত (সদাকা) করতে পারি? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন, দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, না। সা'দ আবার বললেন, অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন, এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। এক-তৃতীয়াংশও প্রচুর। তোমার সম্পদ থেকে তোমার দান-খয়রাত তো দান হিসাবে গণ্য হবে। উপরন্তু তুমি তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য যা ব্যয় করবে সেটাও দান হিসাবে গণ্য হবে। এমনকি তোমার স্ত্রী তোমার সম্পদ থেকে যা ভোগ-ব্যবহার করবে তাও দান-খয়রাত। তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে পরমুখাপেক্ষী, মানুষের কাছে হাত-পাতা অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে বিত্তবান অথবা তিনি বলেছেন, খোশহাল অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক উত্তম। তিনি তাঁর হাত দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন (মুসলিম, ওয়াসিয়্যাত, বাব ১, নং ৪২১৫/৮)।

(৩) ওয়াক্ফ اَلْوَقْفُ

২ ঃ ১১

১৯(১২)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اِنِّىْ اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَا تَاْمُرُنِىْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ تُوْرَثُ وَلاَ تُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبٰى وَفِى الرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَّلِيَهَا اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ

اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَاَنْبَاَنِىْ مَنْ قَرَاَ هٰذَا الْكِتَابَ اَنَّ فِيْهِ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً .

১৯(১২)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খাইবার এলাকায় কিছু জমি লাভ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সে সম্পর্কে পরামর্শ কামনা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি খাইবার এলাকায় এমন একটি উত্তম সম্পত্তি পেয়েছি, যার চেয়ে উত্তম সম্পত্তি আর কখনো আমি পাইনি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ যদি ইচ্ছা করো তাহলে তার মূল অংশটি স্থিতিশীল রেখো এবং তা থেকে প্রাপ্ত আয় দান করে। অধস্তন রাবী বললেন, উমার (রা) তা এমনভাবে পদান করলেন যেন তা বিক্রয় না করা যায়, দান না করা যায় এবং কেউ উত্তরাধিকার সূত্রেও যেন তা না পায়। তার ফল-ফসল উমার (রা) গরীবদের মধ্যে, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে, আল্লাহ্র রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্যে ব্যয় করা যেতে পারে-এমনভাবে সদাকা করেছেন। অবশ্য মুতাওয়াল্লী কিংবা তার বন্ধু-বান্ধবের জন্যে নিয়ম অনুযায়ী ব্যয় করার ব্যাপারে কোনো দোষ নাই, তবে সঞ্চয় করা যাবে না। ইবনে আওন (র) বলেন, আমি উক্ত হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে বর্ণনা করলাম। যখন আমি غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ পর্যন্ত পৌছলাম, তখন মুহাম্মাদ বললেন, غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً। পরে ইবনে আওন বলেন, যিনি এ কিতাবটি পড়েছেন তিনিও আমাকে বলেছেন, তন্মধ্য রয়েছে غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً (শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও অর্থ একই) (মুসলিম, ওয়াসিয়াত, বাব ৪, নং ৪২২৪/১৫)।

২ ঃ ১২

٢٠(١٣)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ

اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِىْ نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَّلِيَهُ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ .

২০(১৩)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তার একটি সম্পত্তি দান করেন। এটি ছিল 'ছাম্‌গ' নামক একটি খেজুর বাগান। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি সম্পদ লাভ করেছি এবং তা আমার খুবই প্রিয়। আমি তা দান করতে চাই। নবী ﷺ বলেন ঃ মূল সম্পদ স্থিতিশীল রেখে এই শর্তে দান করো—তা বিক্রয়ও করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না এবং ওয়ারিসী স্বত্ব হিসাবেও বন্টিত হবে না, বরং তার ফল (বা উৎপন্ন ফসল) (দান হিসাবে) ব্যয় করা হবে। অতএব উমার (রা) তা দান করলেন। তিনি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাসমুক্তির জন্য, গরীব-মিসকীন, মেহমান, পথিক এবং নিকটাত্মীয়দের উদ্দেশ্যে দান করলেন এবং (শর্ত রাখলেন যে) উক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ন্যায়সংগতভাবে নিজে ভোগ করতে পারবে এবং তার বন্ধুদের আপ্যায়ন করতে পারবে, তবে সঞ্চয় করতে পারবে না (বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাব ২২, নং ২৭৬৪; আরো দ্র. নং ২৩৭, কিতাবুশ-শুরূত, ২২; কিতাবুল ওয়াকালায় ২৩১৩ নং হাদীসে আছে ঃ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِىْ صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِىْ لِنَاسٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ "ইবনে উমার (রা) উমার (রা)-র দানকৃত সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী হলেন এবং মক্কা থেকে যেসব লোক এসে তাদের এখানে উঠতেন তাদেরকে তিনি তা থেকে উপঢৌকন দিতেন")।

টীকা ঃ উপরোক্ত ধরনের দানকে বলা হয় 'ওয়াক্‌ফ আলাল-আওলাদ'। কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার বংশধরদের সম্পত্তি নষ্ট করার বা তাদের দারিদ্র্যের আশংকা করলে সে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ আলাল-আওলাদ করে যেতে পারে। তাতে তারা সম্পত্তি হাতছাড়া করার সুযোগ পাবে না, কিন্তু সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারবে (অনু.)।

(৪) দান (হেবা) اَلْهِبَةُ

২ ঃ ১৩

٢١(١٤)- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ .

২১(১৪)। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা তাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এ পুত্রকে আমার নিজস্ব একটি গোলাম (ক্রীতদাস) দান করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই তার মতো একটি করে গোলাম দান করেছো? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন ঃ তাহলে ওটা ফেরত নাও (মুসলিম, হেবাত, বাব ৩, নং ৪১৭৭/৯)।

٢٢(١٥)-عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ ابْنُ بَشِيْرٍ اَنَّ اُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَاَلَتْ اَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوْبَةِ مِنْ مَالِهٖ لاِبْنِهَا فَالْتَوٰى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِىْ فَاَخَذَ اَبِىْ بِيَدِىْ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ هٰذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ اَعْجَبَهَا اَنْ اُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِىْ وَهَبْتُ لاِبْنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَشِيْرُ اَلَكَ وَلَدٌ سِوٰى هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِىْ اِذًا فَاِنِّىْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ .

২২(১৫)। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তার মা এবং রাওয়াহা (রা)-র কন্যা তার

(নো'মানের) আব্বাকে তার পুত্রের জন্য নিজের সম্পদ থেকে কিছু দান করার অনুরোধ করলে তিনি এক বছর নাগাদ তা মুলতবী রাখলেন। অতঃপর তিনি তা করলেন, তখন আমার মা বললেন, আপনি আমার পুত্রকে যা দান করেছেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাক্ষী করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। তাই আমার আব্বা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। সে সময় আমি ছিলাম বালক। আমার পিতা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ছেলের মা রাওয়াহা (র)-র কন্যা এতে সন্তুষ্ট যে, আমি তার পুত্রকে যা কিছু দান করেছি সে সম্পর্কে আমি আপনাকে সাক্ষী বানাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে বাশীর! এ ছেলে ব্যতীত তোমার আরো সন্তান আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ছেলেকে যা কিছু দান করেছো তাদের প্রত্যেককেও অনুরূপ দান করেছো কি? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এমতাবস্থায় তুমি আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী হই না (মুসলিম, হেবাত, বাব ৩, নং ৪১৮২/১৪)।

২ ঃ ১৪

٢٣(١٦)- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ عَتِيْقٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ .

২৩(১৬)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি আমার একটি উত্তম ঘোড়া এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রাহে আরোহণ করার জন্য দান করলাম। কিন্তু সে ওটাকে (যথাযথ তত্ত্বাবধান না করায়) প্রায় ধ্বংস করে ফেললো। আমি মনে করলাম, সে হয়ত সস্তায়ই সেটি বিক্রি করবে। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তা খরিদ করো না এবং দানকৃত বস্তু পুনরায় ফিরিয়ে নিও না। কেননা দান প্রত্যাহারকারী বমি করে তা ভক্ষণকারী কুকুরের ন্যায় (মুসলিম, হেবাত, বাব ১, নং ৪১৬৩/১)। আনাস ইবনে মালেক (রা)-র বর্ণনায় আছে, সে তোমাকে এক দিরহামে দিলেও তুমি তা নিও না (নং ৪১৬৪)।

الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَانَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا .

২৫(১৮)। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে লুকতা (পথে পড়ে থাকা জিনিস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাকো। এরপর তার থলি ও মুখবন্ধ স্মরণ রাখো, পরে তা নিজের কাজে ব্যয় করো। যদি এর মালিক আসে এবং নিদর্শন বলে দেয়, তবে তাকে তা ফেরত দাও। এরপর সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারানো বস্তু ছাগল-বকরী হলে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সেটি ধরে রাখো, কেননা সেটা হয়তো তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের (মালিকের) কিংবা বাঘের খাদ্য। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারানো জিনিসটি উট হলে? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতো অসন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁর উভয় গাল অথবা তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর বললেন ঃ তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তার সাথে তার জুতা (শক্ত পায়ের তালু) ও পানির মশক রয়েছে। অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে (মুসলিম, লুকতা, বাব ১, নং ৪৪৯৯/২)।

টীকা ঃ পথে-ঘাটে পড়ে থাকা কারো হারানো বস্তুকে লুকতা বলে। পতিত অবস্থায় যদি মানব সন্তান পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'লাকীত'।

٢٦(١٩)- عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِيْنُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ لَّمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ .

(৫) হারানো বস্তু প্রাপ্তি اَللُّقْطَةُ

২ ঃ ১৫

٢٤(١٧)- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْىٰ اَحْسِبُ قَرَاْتُ عِفَاصَهَا .

২৪(১৭)। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে 'লুক্তা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ সেটার থলি ও মুখবন্ধ চিনে রাখো। অতঃপর এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাকো। যদি এর মধ্যে তার মালিক আসে (এবং তোমাকে সেটার পরিচয় ও চিহ্ন বলে দেয়, খুবই উত্তম, তাকে দিয়ে দাও), নতুবা তুমি নিজেই কাজে লাগাও। সে জিজ্ঞেস করলো, হারানো জিনিসটা যদি ছাগল-বকরী হয়? তিনি বললেন ঃ সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের জন্য। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হারানো জিনিসটি যদি উট হয়। তিনি বললেন ঃ তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি! তার সঙ্গে তার জুতা (শক্ত পায়ের তালু) ও পানির মশক রয়েছে। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেতে থাকবে, অবশেষে তার মালিক সেটি পেয়ে যাবে (মুসলিম, লুকতা, বাব ১, নং ৪৪৯৮/১)।

٢٥(١٨)- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ

২৬(১৯)। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে, তার প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখমণ্ডল ও কপাল রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি রাগান্বিত হলেন। এবং 'এক বছর নাগাদ ঘোষণা করতে থাকো' এ বাক্যের পর আরো আছে, 'যদি এরপরও তার মালিক না আসে তবে সেটা তোমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে (মুসলিম, লুকতা, বাব ১, নং ৪৫০১/৪)।

২ ঃ ১৬

٢٧(٢٠)- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ غَازِيْنَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَاَخَذْتُهُ فَقَالاَ لِيْ دَعْهُ فَقُلْتُ لاَ وَلٰكِنِّيْ اُعَرِّفُهُ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَاِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَاَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِيْ اَنِّيْ حَجَجْتُ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَاَخْبَرْتُهُ بِشَاْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ اِنِّيْ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِيْ بِثَلاَثَةِ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ .

২৭(২০)। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা)-কে বলতে শুনেছি। আমি, যায়েদ ইবনে সূহান ও সালমান ইবনে রাবীয়া এক অভিযানে বের হলাম। পথে আমি একটি ছড়ি

পেয়ে তা তুলে নিলাম। আমার সঙ্গী দু'জন আমাকে তা না নেয়ার জন্যেই বললেন। কিন্তু আমি বললাম, না। অবশ্য আমি এর পরিচয় ঘোষণা করবো। যদি তার মালিক আসে তো ঠিক, অন্যথায় আমি তা ব্যবহার করবো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার সঙ্গী দু'জনের বাধা উপেক্ষা করে ছড়িটা নিয়েই নিলাম। যখন আমরা অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন হলো। আমি হজ্জ করতে চলে গেলাম এবং মদীনায় উপস্থিত হয়ে সেখানে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর সাক্ষাত পেলাম। এ সুযোগে আমি আমার উক্ত ছড়ির ঘটনা ও আমার সঙ্গীদের মন্তব্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমি এক শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভর্তি একটি থলে পেলাম এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ এক বছর নাগাদ ঘোষণা দাও। রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। কিন্তু উক্ত থলের দাবিদার কাউকে পেলাম না। আমি পুনরায় তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে আরো এক বছর নাগাদ ঘোষণা করার আদেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। কিন্তু এবারও ওটার দাবিদার কাউকে পেলাম না। অতএব আমি পুনরায় তাঁর কাছে এলাম। এবারও তিনি আমাকে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এবারও আমি এর দাবিদার কাউকে পেলাম না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ উক্ত হারানো প্রাপ্ত বস্তুর সংখ্যা, তার মুখবন্ধ এবং থলেটির চিহ্ন বা নিদর্শনাদি ভালোভাবে স্মরণ রাখো। যদি এর মালিক এসে যায় তো ভালো, অন্যথায় তুমি তা ভোগ করবে। অতএব আমি তা ভোগ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি উবাই (রা)-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার স্মরণ নেই যে, তিনি তিন বছর প্রচার করতে বলেছিলেন নাকি এক বছর (মুসলিম, লুকতা, বাব ১, নং ৪৫০৬/৯)।

(৬) জীবনস্বত্ব (উমরা ও রুকবা) اَلْعُمْرٰى وَالرُّقْبٰى

২ ঃ ১৭

২৮(২১)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ اُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ .

২৮(২১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে আজীবনের জন্য কোনো সম্পত্তি দেয়া হলো সেটি তার ও তার (অবর্তমানে) ওয়ারিশদের স্বত্ব। ঐ সম্পত্তি যা তাকে দেয়া হয়েছে তা পুনরায় দানকারীর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা তাকে এমন এক বস্তু দেয়া হয়েছে যাতে উত্তরাধিকার স্বত্ব স্থাপিত হয়েছে (মুসলিম, কিতাবুল হিবাত, বাব ৪, নং ৪১৮৮/২০)।

টীকা ঃ 'উমরা' আজীবনের জন্য দান করা। যেমন কেউ বললো, আমার এ ঘরখানা আজীবনের জন্য তোমাকে দিলাম, অথবা যতদিন তুমি বেঁচে থাকো ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, দান করার পর তাতে অধিকার স্থাপিত হলে সে ওটার মালিক হয়ে যাবে, তার মৃত্যুর পর অন্যান্য জিনিসের ন্যায় ওটাও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে। কেননা ওটা হেবা বা দানের ভিন্ন এক রূপ। দাতার কোনো শর্তই এ হেবাকে বাতিল করবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও মালেক (র) বলেন, সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র ওটার ফায়দা (ফল) ভোগ করতে পারবে, মূল জিনিসের মালিক হবে না। ফলে মীরাস হিসাবে বণ্টিতও হবে না, বরং তার মৃত্যুর পর দানকারী তা ফেরত পাবে (অনু.)।

٢٩(٢٢)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ اَنَّ يَحْيٰ قَالَ فِىْ اَوَّلِ حَدِيْثِهِ اَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرٰى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ .

২৯(২২)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে কোন জিনিস উমরা করে অর্থাৎ আজীবনের জন্য ভোগদখল করতে দিলে সেটি তার এবং তার ওয়ারিশদের জন্যে সাব্যস্ত হয়ে যায়। উমরাকারীর কথা বা স্বীকারোক্তি তার নিজের অধিকার বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে উক্ত বস্তুটি যার জন্য উমরা করা হলো তার এবং তার ওয়ারিশদের জন্যই হয়ে যায়। অবশ্য ইয়াহ্ইয়া তার হাদীসের প্রথমাংশে বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি উমরা করে, তা ঐ ব্যক্তি ও তার ওয়ারিশদের জন্য হয়ে যায় যার জন্য উমরা করা হলো (মুসলিম, ঐ, বাব ৪, নং ৪১৮৯/২১)।

٣٠(٢٣)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا فَاِنَّهُ مَنْ اَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِىَ لِلَّذِىْ اُعْمِرَهَا حَيًّا وَّمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ .

৩০(২৩)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নিজেদের কাছে ধরে রাখো এবং তা (অসংগতভাবে) নষ্ট করো না। কেননা যে ব্যক্তি অন্যকে উমরা করে আজীবনের জন্য মাল দেয়, তা সে ব্যক্তিরই প্রাপ্য যার জন্যে উমরা (দান) করা হয়েছে, তার জীবদ্দশায় ও মৃতাবস্থায় এবং (তার মৃত্যুর পর) তার ওয়ারিশদের (মুসলিম, ঐ, নং ৪১৯৬/২৬)।

২ ঃ ১৮

٣١(٢٤)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عُمْرٰى وَلاَ رُقْبٰى فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا اَوْ اُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ .

৩১(২৪)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ না উমরা (জীবনস্বত্ব) আর না রুকবা (জীবনস্বত্ব) বাঞ্ছনীয়। কেউ কিছু উমরা বা রুকবা পদ্ধতিতে দান করলে তা গ্রহীতার জন্য হবে তার জীবদ্দশায়ও, মৃত্যুতেও (নাসাঈ, কিতাবুল উমরা, বাব ২, নং ৩৭৬৩)।

٣٢(٢٥)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ عُمْرٰى وَلاَ رُقْبٰى فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا اَوْ اُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ عَطَاءٌ هُوَ لِلْاٰخَرِ .

৩২(২৫)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ না উমরা, আর না রুকবা বাঞ্ছনীয়। যার অনুকূলে উমরা বা রুকবা করা হয় তা তার জন্য, তার জীবদ্দশায়ও, মরণেও। আতা (র) বলেন, দান গ্রহীতা হবে দানকৃত বস্তুর মালিক (নাসাঈ, কিতাবুল উমরা, বাব ২, নং ৩৭৬৪)।

অধ্যায় ঃ ৩

জীবিকা উপার্জন

اِكْتِسَابُ الرِّزْقِ

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় জীবিকা (রিযিক) সংক্রান্ত ধারণা এবং উপার্জনের বৈধ (হালাল) ও নিষিদ্ধ (হারাম) নীতিমালার সাহায্যে।

'রিযিক' পরিভাষাটি একই সাথে জীবনোপকরণ ও উৎপাদন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। মহানবী ﷺ বলেন ঃ "প্রত্যেক মানুষের রিযিক তার মাতৃগর্ভে থাকাকালেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়"। রিযিক পূর্ব-নির্ধারিত এই ধারণাটি উপার্জনের হালাল-হারাম-এর আইনানুগ কর্মকৌশল দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে যে বিষয়টির উপর জোর দেয়া হয়েছে তা হলো, যেহেতু একজন মানুষের পার্থিব জীবনে রিযিকের মোট পরিমাণ পূর্ব-নির্দ্ধারিত সেহেতু বেশি বেশি সম্পদ আহরণের জন্য উপার্জনের হারাম পন্থা অবলম্বন করা অর্থহীন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ الاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا "আল্লাহ তাআলাই সকল প্রাণধারী সৃষ্টির রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন" (দ্র. সূরা হূদ ঃ ৬)।

মানুষের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার, তখন তার হারাম পন্থায় উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার আশংকা হ্রাস পায়। তার অর্থ এই নয় যে, ইসলামী শারীআত বোধ হয় অদৃষ্টবাদ প্রচার করছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনমূলক অন্যান্য কর্মতৎপরতাকে নিরুৎসাহিত করছে। আমরা এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাবো যে, ইসলামী শরীআত সম্পদ উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও সৃজনশীলতার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। উৎপাদন ও উপার্জনমূলক কর্মতৎপরতার সাথে রিযিক সংক্রান্ত ধারণা সম্পৃক্ত নয়। এটি হালাল-হারামের কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। দীন ইসলামে মানুষকে আইন-কানুন মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য শুধু রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভর করা হয়নি, বরং এ লক্ষ্যে মানুষের

মধ্যে কতগুলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হয় যা তাকে আপনা থেকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তার আইন মেনে চলা কর্তব্য।

অর্থনীতিতে হালাল-হারামের ধারণা একান্তই ইসলামের নিজস্ব। পাশ্চাত্য অর্থনীতি হচ্ছে পুরাপুরি উপযোগবাদী। যেসব কাজের উপযোগিতা এবং আর্থিক বিনিময় পাওয়া যাবে, তা আনন্দদায়ক হোক বা বেদনাদায়ক, ব্যক্তি ও সমাজ সেসব কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই উদ্যোগের পিছনে পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় কোনরূপ নৈতিক বিধি-বিধানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বালাই নাই। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ উপার্জনের তৎপরতা নৈতিক বিবেচনা বহির্ভূত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সমস্ত উদ্যোগই হালাল ও হারাম, এই দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত (এ দু'টি ভাগের আরো কয়েকটি উপবিভাগ আছে। আলোচনা সহজ করার জন্য আমরা এখানে তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম)। এক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছেঃ "যা হারাম ঘোষিত হয়নি তা হালাল"। ইসলামী শরীআতে হারাম কার্যাবলীর সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে যেসব কাজ হালাল কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত অবস্থায় সন্দেহ রয়েছে সেগুলোও হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আর্থিক মূল্য আছে এরূপ কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে হালাল-হারামের নিয়ন্ত্রণ আরোপ নৈতিক মানের বিচারে একটি উন্নততর মূল্যবোধ নির্দেশ করে। পার্থিব লাভের মানদণ্ডের বিচারে হয়তো একটি অর্থনৈতিক কাজ কাম্য বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু হালাল-হারামের মানদণ্ডে তা বর্জনযোগ্য হলে তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

এ বিধান কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হালাল-হারামের বিধান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামী জীবন কাঠামোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় মর্যাদা বহন করে না (বরং সহায়ক স্থানীয়)।

(ক) জীবিকা اَلرِّزْقُ

৩ঃ১

٣٣(١)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاجْمَلُوْا فِى الطَّلَبِ فَانَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى

تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ .

৩৩(১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা যে কোন লোক তার নির্ধারিত রিযিক সম্পূর্ণরূপে শেষ না করা পর্যন্ত মারা যাবে না, এমনকি সে তা গ্রহণে নিজেকে বিরত রাখলেও। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো, যা হালাল তা গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা পরিহার করো (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ২, নং ২১৪৪)।

টীকা ঃ 'ভাগ্যলিপি' অর্থ পৃথিবীতে মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার 'পূর্ব-জ্ঞান'। আল্লাহ তা'আলার এই জ্ঞান মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করে না। সে তার স্বাধীন ইচ্ছামাফিক কাজ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আগাম জানেন যে, সে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী এই কাজ করবে। সুতরাং রিযিক পূর্ব-নির্ধারিত হওয়ায় তা মানুষকে পৃথিবীতে তার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জনের জন্য তৎপর হওয়া থেকে বিরত রাখে না (সংকলক)।

٣٤(٢)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ ذٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ ذٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٍ فَوَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

৩৪(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যিনি পরম সত্যবাদী এবং পরম সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি শুক্রাকারে মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন জমা থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন তা রক্তপিণ্ডের আকারে, অতঃপর চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ডের আকারে (রূপান্তর ঘটে)। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান, তিনি তাতে রূহ (প্রাণস্পনদ) ফুঁকে দেন এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় ঃ (১) তার রিযিক, (২) তার জীবনকাল, (৩) তার কার্যক্রম এবং (৪) সে দুরাচার না ভাগ্যবান হবে তা। সেই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই! তোমাদের কেউ অবশ্যই একজন জান্নাতবাসীর মতো কাজ করতে থাকে, এমনকি জান্নাত ও তার মধ্যে মাত্র বিঘত পরিমাণ দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থায় সে তার ভাগ্যলিপির সম্মুখীন হয়। ফলে সে দোযখবাসীর মতো (বদ) আমল করে, অতঃপর দোযখে যায়। অনুরূপভাবে তোমাদের কেউ অবশ্যই দোযখবাসীর মতো বদ আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র বিঘত পরিমাণ দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থায় সে তার ভাগ্যলিপির সম্মুখীন হয়, ফলে সে জান্নাতবাসীর মতো নেক আমল করে, অতঃপর জান্নাতে যায় (মুসলিম, কিতাবুল কাদর, বাব ১, নং ৬৭২৩/১)।

٣٥(٣)- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِاَرْبَعِيْنَ اَوْ خَمْسَةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَثَرُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ فِيْهَا وَلاَ يُنْقَصُ .

৩৫(৩)। হুযায়ফা ইবনে আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দু চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ দিন স্থায়ী হওয়ার পর তথায় ফেরেশতা প্রবেশ করে বলেন, হে প্রভু! সে কি দুরাচার না ভাগ্যবান? অতঃপর উভয়টিই লেখা হয়। ফেরেশতা আবার বলেন, হে প্রভু! সেকি পুরুষ না নারী? অতঃপর উভয়টিই (যে কোনটি) লেখা হয়। আরও লেখা হয় তার কাজকর্ম, তার

প্রতিপত্তি, তার জীবনকাল ও তার রিযিক, অতঃপর তার ভাগ্যলিপির ফিরিস্তি গুটিয়ে ফেলা হয়। সুতরাং এই লিপিতে আর কম-বেশী করা যায় না (মুসলিম, কাদর, বাব ১, নং ৬৭২৫/২ এবং পরবর্তী কয়েকটি হাদীস)।

(খ) উপার্জনের হালাল উপায় طُرُقُ كَسْبِ الْمَشْرُوْعَةِ

٣٦(٤)- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ ضَارِبًا فِى الْاَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ يَعُوْدُ بِهِ عَلٰى عِيَالِهِ .

৩৬(৪)। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে আরশে আযীমের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না, সেই ছায়ায় এমন ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করবে যে আল্লাহ্‌র দেয়া অনুগ্রহ অন্বেষণে জমীনের বুকে বের হয়েছে এবং তা নিয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে এসেছে (মুসনাদ যায়েদ ইবনে আলী, হাদীস নং ৫৩৯-৪০)।

৩ঃ৪

٣٧(٥)- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْكَسْبِ اَفْضَلُ فَقَالَ ﷺ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ وَمَنْ كَدَّ عَلٰى عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৭(৫)। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ শ্রমলব্ধ উপার্জন এবং প্রতিটি সৎ ব্যবসা। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক পেশাজীবি মুমিনকে ভালোবাসেন। যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য কষ্ট স্বীকার করে তার মর্যাদা মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য (মুসনাদ যায়েদ ইবনে আলী, নং ৫৪৪)।

(গ) উপার্জনের হারাম পন্থা طُرُقُ كَسْبِ الْحَرَامِ

৩ঃ৫

٣٨(٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ الاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ وَقَالَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ .

৩৮(৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে লোকসকল! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তাআলা রাসূলগণকে যে নির্দেশ দান করেছেন, মুমিনদেরকেও একই নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তিনি বলেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার করো এবং সৎ কাজ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি অবশ্যই জ্ঞাত" (সূরা আল-মুমিনূন ঃ ৫১)। আল্লাহ আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল জীবিকা দিয়েছি তা থেকে আহার করো" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফরের কারণে এলোমেলো কেশে আলুথালু বেশে আকাশপানে দুই হাত তুলে ইয়া রব ইয়া রব বলে আকুতি জানায়। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং তার উপার্জন হারাম। এমতাবস্থায় তার ফরিয়াদ কি করে কবুল হতে পারে (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৯, নং ২৩৪৬/৬৫)!

(১) চৌর্যবৃত্তি ঃ اَلسَّرِقَةُ

৩ঃ৬

٣٩(٧)- قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هٰؤُلاَءِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَافٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৩৯(৭)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না, কোন চোর চৌর্যকর্মে রত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না এবং কোন মদ্যপ নেশারত অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবদুল মালেক ইবনে আবু বাকর ইবনে আবদুর রহমান (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবু বাক্‌র (র) উপরোক্ত কথাগুলো আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) ঐ শ্রেণীর লোকের সাথে আরো এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করেছেন। কোন ছিনতাইকারী লুটেরা মূল্যবান বস্তু ছিনতাইকালে মুমিন থাকতে পারে না, যখন অসহায় লোকেরা তাকে ছিনতাই করতে দেখে (মুসলিম, ঈমান, বাব ২৪, নং ২০২/১০০-৬)।

(২) বেশ্যাবৃত্তি হারাম ঃ اَلْبِغَاءُ

৩ঃ৭

٤٠(٨)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اِذْهَبِىْ فَابْغِيْنَا شَيْئًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُكْرِهُوْا

فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৪০(৮)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল তার এক ক্রীতদাসীকে বলতো, বাইরে যাও এবং বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে আমাদের জন্যে কিছু উপার্জন করে নিয়ে এসো। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন, "তোমাদের ক্রীতদাসীদেরকে নিজেদের স্বার্থ লাভের জন্য বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না, যখন তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়। যে তাদেরকে জোরপূর্বক বাধ্য করে, আল্লাহ এই যবরদস্তীর পর তাদের জন্যে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান" (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩; মুসলিম, কিতাবুত-তাফসীর, বাব ৩, নং ৭৫৫২/২৬)।

٤١(٩)- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَاُخْرٰى يُقَالُ لَهَا اُمَيْمَةُ فَكَانَ يُرِيْدُهُمَا عَلَى الزِّنَا فَشَكَتَا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৪১(৯)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মুসায়কা ও উমায়মা নামে দুইটি ক্রীতদাসী ছিল। সে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করতো। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন, "তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না... আল্লাহ খুবই ক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান" পর্যন্ত (মুসলিম, তাফসীর, বাব ৩, ৭৫৫৩/২৭)।

৩ঃ৮

٤٢(١٠)- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

৪২(১০)। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন ও গণকের মধুময় গণনা (ভেট) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ৯, নং ৪০০৯/৩৯)।

٤٣(١١)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ .

৪৩(১১)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ বেশ্যার উপার্জন, কুকুরের মূল্য এবং রক্তমোক্ষকের উপার্জন নিকৃষ্ট (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ৯, নং ৪০১১/৪০)।

٤٤(١٢)- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ .

৪৪(১২)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য ঘৃণ্য, বেশ্যার উপার্জন ঘৃণ্য এবং রক্তমোক্ষকের উপার্জন ঘৃণ্য (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ৯, ৪০১২/৪১)।

٤٥(١٣)- عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ .

৪৫(১৩)। আবুয-যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের (রা)-কে কুকুর ও বিড়ালের (বিক্রয়) মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই বিক্রয় মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ৯, ৪০১৫/৪২)।

(৩) চিত্রাংকন ও ছবি তোলা ঃ اَلتَّصَاوِيْرُ

৩ঃ৯

٤٦(١٤)- عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَنَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ .

৪৬(১৪)। আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উলকি অংকনকারিনীকে, যে তা অংকন করায় তাকে, সুদখোরকে এবং সুদদাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি কুকুরের মূল্য ও বেশ্যার উপার্জনও নিষিদ্ধ করেছেন এবং প্রাণীর চিত্র অংকনকারীদেরকেও অভিসম্পাত করেছেন (বুখারী, তালাক, বাব ৫১, নং ৫৩৪৭; ৫৩৪৬ নং হাদীসও দেখা যেতে পারে, তাতে বলা হয়েছে, মহানবী ﷺ কুকুরের বিক্রয়মূল্য, গণকের ভেট এবং বেশ্যার উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন)।

৩ঃ১০

٤٧(١٥)- عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهٰى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُوْمَةِ وَاٰكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِ .

৪৭(১৫)। আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে রক্তমোক্ষণকারী একটি ক্রীতদাস খরিদ করতে দেখে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুকুরের (বিক্রয়) মূল্য ও রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি উলকি আঁকতে ও আঁকাতে, সুদ নিতে ও দিতে নিষেধ করেছেন এবং ছবি অংকনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন (বুখারী, বুয়ূ, বাব ২৫, নং ২০৮৬; লিবাস, বাব ৯৬)।

ঘুষের লেনদেন ঃ اَلرِّشْوَةُ

৩ঃ১১

٤٨(١٦)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ .

৪৮(১৬)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন (আবু দাউদ, আকাদিয়া, বাব ৪, নং ৩৫৮০)।

٤٩(١٧)- عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَخِیْهِ بِشَفَاعَةٍ فَاَهْدٰی لَهُ هَدِیَةً عَلَیْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰی بَابًا عَظِیْمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا .

৪৯(১৭)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলো, অতঃপর শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে সুপারিশের জন্য কিছু উপহার দিলো এবং সে তা গ্রহণ করলো, সে সুদের স্তরসমূহের একটি স্তরে প্রবেশ করলো (আবু দাউদ, বুয়ু, বাব ৮২, নং ৩৫৪১)।

অধ্যায় ঃ ৪

ভূমি الْأَرْضُ

প্রাচীন কাল থেকেই ভূমি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে আজো ভূমি উৎপাদনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ, মাছচাষ, দুধ উৎপাদন ও অনুরূপ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম দেশের আর্থিক ভিত্তি হচ্ছে কৃষি এবং এসব দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ বলতে ভূমির যথাযথ ব্যবহারকেই বুঝায়।

একটি দেশের কৃষি উন্নয়ন বহুবিধ উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এসব উপাদানের বেশীর ভাগই সাময়িক প্রকৃতির। অতএব ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অনাবাদী জমির উন্নয়ন, কৃষক-ভূস্বামী সম্পর্ক এবং জনগণকে সরকারী জমি বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ দিকনির্দেশনা ছাড়া এসব উপাদানের বেশীর ভাগই সমসাময়িক কালের লোকদের নিজস্ব বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অনাবাদী জমির উন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতে জনগণের কল্যাণে এই সম্পদ ব্যবহারের জন্য মহানবী -এর আগ্রহেরই প্রমাণ পাওয়া যায় (আরো আলোচনা ১১ নং অধ্যায়ে দ্র.)।

চাষী ও ভূ-স্বামীর মধ্যকার সুসম্পর্ক কৃষিনির্ভর জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণে মৌলিক গুরুত্বের দাবিদার। জমির নিয়ন্ত্রণহীন ভোগাধিকার ব্যবস্থা বহুবিধ অন্যায়-অবিচারের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ইসলামী শরীআত এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না।

মহানবী চাষী ও ভূস্বামীর মধ্যকার সম্পর্কের সমন্বয় সাধনের জন্য কতিপয় সাধারণ নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে শরীআতের কাঠামোর আওতায় বিস্তারিত বিধি-বিধান প্রণয়নের বিষটি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে অবিচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহানবী

জনগণকে সরকারী জমি দান করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। কারণ জনগণকে যথেচ্ছা সরকারী জমি প্রদানের ফলে সমাজে অবিচার দেখা দিতে পারে। তাই মহানবী ﷺ এর সীমাও নির্দেশ করেছেন।

মুযারা'আ (ভাগচাষ)

প্রথম যুগে মদীনার অর্থনীতি ছিল প্রধানত গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। তাই মহানবী ﷺ নতুন নতুন জমি চাষের আওতায় আনার প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি কতক সংশোধনীসহ প্রচলিত চাষাবাদ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেন। তিনি সুবিচারভিত্তিক ভূমি ইজারা আইন প্রবর্তনের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন।

'মুযারাআ (বর্গা প্রথা বা বর্গাচাষ) বৈধ হওয়ার বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিমত রয়েছে। তা জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার প্রশ্নে আমরা বিভিন্ন ধরনের অভিমত লক্ষ্য করি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এমন কতগুলো হাদীস পাওয়া যায় যাতে সুস্পষ্ট ভাষায় মুযারা'আর নিষিদ্ধতা ব্যক্ত হয়েছে। এসব হাদীসের সমর্থকদের যুক্তি হচ্ছে, মহানবী ﷺ আসলেই মুযারা'আ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ফকীহগণ তাদের বাস্তবদর্শিতা ও পরিস্থিতি ভিত্তিক কল্যাণকামিতার (ইসতিহসান) ভিত্তিতে তা জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে একদল ফকীহ কোন কোন ধরনের মুযারাআ অনুমোদন করেছেন এবং কোন কোন ধরনকে অনুমোদন করেননি। তারাও তাদের মতের সমর্থনে মহানবী ﷺ-এর হাদীস পেশ করেছেন।

মুযারা'আর প্রবক্তাগণ (প্রধানত হানাফীগণ) মুযারা'আ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মহানবী ﷺ -এর কতক হাদীস পেশ করেছেন। তাদের মতে, মুযারা'আ সাধারণত নিষিদ্ধ নয়, তবে চুক্তিতে কতক অন্যায় শর্ত আরোপ করার কারণে তা নিষিদ্ধের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। তাদের মতে, যেসব হাদীসে মুযারা'আ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে শরীআতের কোন বিধান বর্ণিত হয়নি, বরং দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শনের জন্য কারো অতিরিক্ত জমিতে অন্যদের অংশীদার করার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ভিন্নতর ব্যাখ্যা মোতাবেক এসব হাদীসে এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়নি। কারণ হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) হয় মহানবী ﷺ -এর এতদ্‌সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর কিছু অংশ ভুলে গিয়েছেন অথবা সার্বিক প্রেক্ষাপট উদ্ধৃত

করেননি। প্রথমোক্ত ধরনের হাদীসসমূহের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যাকারী অপর কতিপয় হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বাস্তব অবস্থা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই শেষোক্ত ধরনের হাদীসসমূহে মহানবী ﷺ যে কারণে মুযারা'আ নিষিদ্ধ করেছেন সেক্ষেত্রে মুযারা'আর শর্ত ছিল, জমির একটি সুনির্দিষ্ট অংশের ফসল (যা পানির উৎসের নিকটবর্তী ছিল) জমির মালিকের জন্য এবং অপর অংশের ফসল বর্গাচাষীর জন্য নির্ধারণ করা হতো। এ ধরনের চুক্তির ফলে চাষীর প্রতি জুলুম হবার আশংকা ছিল। কারণ এই ব্যবস্থায় চাষীকে জমির যে অংশ দেয়া হতো তাতে কোন বছর আদৌ ফসল হতো না। এ কারণে মহানবী ﷺ তাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং এ ধরনের চুক্তিকে অকার্যকর ঘোষণা করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হানাফী ফকীহগণ কোন কোন ধরনের ইজারাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু মূল ইজারা ব্যবস্থাকে জায়েয রেখেছেন। এ মাযহাব কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীসসমূহের সনদগত অবস্থা যা-ই হোক, অন্তত নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটে তাদের যুক্তি প্রণিধানযোগ্য।

(এক) কোন কোন ধরনের মুযারা'আ ইসলামের মালিকানা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ ইসলামের মালিকানা আইন অনুযায়ী নারী ও শিশু জমির মালিক হতে পারে। এমতাবস্থায় সব ধরনের মুযারা'আ নিষিদ্ধকরণের অর্থ হলো, তাদের ভূ-সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব অস্বীকার করা।

(দুই) মুযারা'আ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হলে তা ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের সাথেও সাংঘর্ষিক হবে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টিত হয়। তাদের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও পঙ্গুরাও থাকতে পারে। মুযারা'আ নিষিদ্ধ করা হলে এ ধরনের ওয়ারিশগণ তাদের প্রাপ্ত ভূমি থেকে যে কোন ধরনের সুফল লাভে বঞ্চিত হবে। এরূপ অবস্থায় একটি আইন (উত্তরাধিকার আইন) কোন ব্যক্তিকে জমির উপর যে স্বত্বাধিকার দিবে অন্য আইন (মুযারা'আ নিষিদ্ধকরণ আইন) সেই অধিকার বাতিল করে দিবে।

(তিন) ইসলামের বাণিজ্যিক আইন স্থাবর-অস্থাবর যে কোন সম্পদের মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য কোনরূপ পরিমাণ বা সীমা বেঁধে দেয়নি। আমরা যদি মুযারা'আ নিষিদ্ধ করি তবে তা দেওয়ানী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে যা মানুষকে যে কোন সম্পদ যে কোন পরিমাণে ক্রয় অনুমোদন করে।

(চার) ইসলামের আইনগত কাঠামো মানুষকে কোনরূপ পরিমাণগত সীমা নির্দেশ ছাড়াই সকল প্রকার বৈধ সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণের অনুমতি দেয়। সে তার সম্পদের কিছু অংশ বাধ্যতামূলকভাবে দান করতে বাধ্য নয়। তবে তার সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে এবং তা এক বছর তার মালিকানায় থাকলে যাকাত (ক্ষেত্রভেদে উশর) প্রদান বাধ্যতামূলক। মহানবী ﷺ যেহেতু লোকজনকে অতিরিক্ত জমি দান করে দেয়ার উপদেশ দিয়েছেন, এ কারণে মুযারা'আ নাজায়েয বলে যুক্তি দেয়া হলে তা ইসলামের সার্বিক আইন কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক হবে। অতএব এসব হাদীসকে বদান্যতা প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পদ হস্তান্তর হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(পাঁচ) সবশেষে ইসলাম তার বাণিজ্যিক বিধিতে শ্রম ও পুঁজির পারস্পরিক অংশগ্রহণকে অনুমোদন করে। মুযারা'আ নিষিদ্ধ করা হলে তা পুঁজি ও শ্রমের সম্মিলনের সাধারণ অনুমতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মুযারা'আ পুরোপুরি বৈধ। তবে আমরা এখানে এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের হাদীসই পেশ করেছি। এসব হাদীসের বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠক উপরোক্ত অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণের অধিকার রাখেন।

(১) মুযারা'আ (কৃষিকর্ম ও ভাগচাষ) اَلْمُزَارَعَةُ

(ক) اَلْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ اَصْلاً মুযারা'আ (ভাগচাষ) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ

৪ঃ১

٥٠ (١)- عَنْ عَمْرٍو اَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُسٍ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِىْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ) اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَّعْلُوْمًا .

৫০(১)। আমর (র) থেকে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) তাউস (র)-কে বলেন, চলুন আমরা ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (র)-এর নিকট যাই। আমরা তার নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস শুনবো। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি জানতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে আমি কখনো তা করতাম না। তবে আমার নিকট এ বিষয়ে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি (অর্থাৎ ইবনে আব্বাস) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করতে দেয়ার তুলনায় নিজের কোনো ভাইকে চাষাবাদের জন্য জমি ধার দেয়া উত্তম (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ২১, নং ৩৯৫৭/১২০)।

٥١(٢)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَّمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا (لِشَيْءٍ مَّعْلُوْمٍ) قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْاَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ .

৫১(২)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ জমির বিনিময়ে এরূপ (নির্দিষ্ট বস্তু) গ্রহণ করার তুলনায় তোমাদের কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে বিনিময় গ্রহণ ব্যতীত চাষাবাদের জন্যে তার জমি দেয়া অধিক উত্তম। রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা হলো **'হাক্‌ল'** এবং আনসারদের পরিভাষায় 'মুহাকালা' বলা হয় (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ঐ, নং ৩৯৬০/১২২)।

٥٢(٣)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَاِنَّهُ اِنْ مَنَحَهَا اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ .

৫২(৩)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কারো জমি থাকলে সে যদি তা তার অন্য ভাইকে (বিনা প্রতিদানে চাষাবাদ করতে) দেয় তবে সেটাই তার জন্য কল্যাণকর (মুসলিম, বুয়ূ, ঐ, নং ৩৯৬১/১২৩)।

(৪ ঃ ২)

٥٣(٤)- عَنْ طَاوُسٍ اَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ اَىْ عَمْرُو اَخْبَرَنِىْ اَعْلَمُهُمْ بِذٰلِكَ (يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا اِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَّعْلُوْمًا .

৫৪(৪)। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জমি ভাগচাষে দিতেন। আমর (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আপনি যদি এই ভাগচাষ (মুখাবারা) বর্জন করতেন! কারণ লোকজন মনে করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখাবারা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, হে আমর! এ বিষয়ে যিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত তিনি (ইবনে আব্বাস) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে দান করলে তা তার জন্য জমির বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব গ্রহণের তুলনায় উত্তম (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ঐ, নং ৩৯৫৮/১২১)।

(৪ ঃ ৩)

٥٤(٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ .

৫৪(৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অন্য কোন ভাইকে নিস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়। যদি সে তা দিতে রাজী না হয় তাহলে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৬, নং ৩৯৩১/১০২)।

٥٥(٦)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُوْلِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَابَنَةُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُوْلُ كِرَاءُ الْاَرْضِ .

৫৫(৬)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' নিষিদ্ধ করতে শুনেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'মুযাবানা' হচ্ছে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুরের ক্রয়-বিক্রয় করা এবং মুহাকালা হচ্ছে জমি ভাড়ায় চাষাবাদ করতে দেয়া (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৬, নং ৩৯৩২/১০৩)।

٥٦(٧)- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

৫৬(৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন (ঐ, নং ৩৯৩৩/১০৪)।

٥٧(٨)- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِىْ رُءُوْسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ .

৫৭(৮)। আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। 'মুযাবানা' হচ্ছে ফল গাছে থাকতেই তার ক্রয়-বিক্রয় করা, আর 'মুহাকালা' হচ্ছে জমি কেরায়া দেয়া অর্থাৎ নগদ বিক্রয় করা (ঐ, নং ৩৯৩৪/১০৫)।

৪ ঃ ৪

٥٨(٩)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِيْنَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ .

৫৮(৯)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি ইজারা দিতে, তা কয়েক বছরের জন্যে অগ্রিম বিক্রি করতে এবং ফল পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৭, নং ৩৯১৫/৮৬)।

٥٩(١٠)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ .

৫৯(১০)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন (ঐ, নং ৩৯১৬/৮৭)।

٦٠(١١)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا اَخَاهُ .

৬০(১১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে। সে যদি তা নিজে চাষাবাদ না করে, তাহলে যেন তার অন্য ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয় (ঐ, নং ৩৯১৭/৮৮)।

٦١(١٢)- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ اَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ .

৬১(১২)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতক সাহাবীর পর্যাপ্ত জমি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে, সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা তার অপর কোন ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়। সে যদি তাতে সম্মত না হয়, তাহলে সে যেন তা নিজের কাছে পতিত বা অনাবাদী রেখে দেয় (ঐ, নং ৩৯১৮/৮৯)।

٦٢(١٣)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُؤْخَذَ الْاَرْضُ اَجْرًا اَوْ حَظًّا .

৬২(১৩)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে অথবা ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেছেন (ঐ, নং ৩৯১৯/৯০)।

٦٣(١٤)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُؤَاجِرُهَا اِيَّاهُ .

৬৩(১৪)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার নিকট জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে। সে যদি নিজে চাষাবাদ করতে সক্ষম না হয় অর্থাৎ তা করতে অক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে সে যেন তার অপর মুসলমান ভাইকে তা চাষাবাদ করতে দেয়; কিন্তু কোনক্রমেই তা যেন ভাড়ায় প্রদান না করে (ঐ, নং ৩৯২০/৯১)।

٦٤(١٥)- حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَطَاءً فَقَالَ اَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ .

৬৪(১৫)। হাম্মাম (র) বলেন, সুলায়মান ইবনে মূসা (র) আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কি আপনার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যার জমি আছে সে নিজে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অন্য কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয় এবং তা যেন কেরায়া না দেয়"? তিনি বললেন, হাঁ (ঐ, নং ৩৯২১/৯২)।

٦٥(١٦)- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .

৬৫(১৬)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ 'মুখাবারা' (ভাগচাষ) নিষিদ্ধ করেছেন (ঐ, নং ৩৯২২/৯৩)।

٦٦(١٧)- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ اَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ تَبِيْعُوْهَا فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ مَا قَوْلُهُ وَلاَ تَبِيْعُوْهَا يَعْنِى الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ .

৬৬(১৭)। সাঈদ ইবনে মীনাআ' (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা তার অন্য ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়। তোমরা উদ্বৃত্ত জমি বিক্রয় করো না। সুলায়মান (র) বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা বিক্রি করো না' এ কথার অর্থ কি? তা কি কেরায়া (নগদ বিক্রয়)? তিনি বলেন, হাঁ (ঐ, নং ৩৯২৩/৯৪)।

٦٧(١٨)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُصِيْبُ مِنَ الْقِصْرِىِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ فَلْيُحْرِثْهَا اَخَاهُ وَاِلاَّ فَلْيَدَعْهَا .

৬৭(১৮)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ভাড়ায় জমি চাষ করতাম। মাড়াই করার পর ছড়ায় যা অবশিষ্ট থাকতো তা এবং অনির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ ফসল আমরা পেতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়, অন্যথায় অনাবাদী ফেলে রাখে (ঐ, নং ৩৯২৪/৯৫)।

٦٨(١٩)- اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاْخُذُ الْاَرْضَ بِالثُّلُثِ اَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا

৬৮(১৯)। আবুয যুবাইর আল-মাক্কী (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে নালার পার্শ্বস্থ জমি কেরায়া নিতাম। (এটা জানতে পেরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ

যার জমি আছে সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে। যদি সে নিজে তা চাষাবাদ না করে তবে যেন তার ভাইকে নিস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়। যদি তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে তা না দেয়, তাহলে এমনিই যেন তা ফেলে রাখে (ঐ, নং ৩৯২৫/৯৬)।

٦٩(٢٠)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا .

৬৯(২০)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যার কাছে উদ্বৃত্ত জমি আছে, সে যেন তা (অন্যকে চাষাবাদ করার জন্য) দান করে অথবা ধার দেয় (ঐ, নং ৩৯২৬/৯৭)।

٧٠(٢١)- عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلاً .

৭০(২১)। আ'মাশ (র) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে উল্লেখ আছে, 'হয় সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে (নিঃস্বার্থভাবে) চাষাবাদ করতে দিবে' (ঐ, নং ৩৯২৭/৯৮)।

৪ : ৫

٧١(٢٢)-عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لاَ نَرٰى بِالْخُبْرِ بَاْسًا حَتّٰى كَانَ عَامُ اَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ .

৭১(২২)। আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা জমি কেরায়া দেয়াকে দূষণীয় মনে করতাম না। অবশেষে প্রথম বছর (অর্থাৎ মুয়াবিয়ার খিলাফতের শেষ প্রান্তে ও ইবনে যুবাইরের খিলাফতের প্রথমভাগে) রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বললেন, নবী ﷺ এ নিয়ম নিষিদ্ধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৭, নং ৩৯৩৫/১০৬)।

٧٢(٢٣)- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ اَجْلِه .

৭২(২৩)। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে উপরোক্ত সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। ইবনে উয়াইনার হাদীসে আরো আছে, এ কারণে আমরা তা (জমি নগদ বিক্রয়) বর্জন করলাম (ঐ, নং ৩৯৩৬/৭)।

৪ ঃ ৬

٧٣(٢٤)- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ اِمَارَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ حَتّٰى بَلَغَهُ فِىْ اٰخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ فِيْهَا بِنَهْىٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاَنَا مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا .

৭৩(২৪)। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) নবী ﷺ-এর যমানায় এবং আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-র খিলাফতকালে এবং মুআবিয়া (রা)-র রাজত্বের প্রথম যুগ পর্যন্ত তার জমি কেরায়া দিতেন। অবশেষে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর রাজত্বের শেষদিকে জানতে পারলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করছেন এবং তাতে (জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে) নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (রাবী বলেন) ইবনে উমার (রা) রাফে' (রা)-র নিকট গেলেন এবং আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি রাফে' (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাষযোগ্য জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করছেন। এরপর থেকে ইবনে উমার (রা) জমি কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করলেন। পরবর্তী কালে যখনই তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো তিনি বলতেন, ইবনে খাদীজ (রা) জোর

দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৭, নং ৩৯৩৮/১০৯)।

٧٤(٢٥)- عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اِلٰى رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ حَتّٰى اَتَاهُ بِالْبَلاَطِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ .

৭৪(২৫)। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি 'আল-বালাত' নামক স্থানে এসে তার সাথে মিলিত হলে তিনি তাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাদযোগ্য জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন (ঐ, নং ৩৯৪০/১১০)।

٧٥(٢٦)- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَاْجُرُ الْاَرْضَ قَالَ فَنُبِّئَ حَدِيْثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِىْ مَعَهُ اِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ ذَكَرَ فِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَاْجُرْهُ .

৭৫(২৬) নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) ভূমি ইজারা দিতেন। অতঃপর তাকে রাফে' (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে অবহিত করা হলো। নাফে' বলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাফে' (রা)-র নিকট গেলেন। তিনি (রাফে') তার কোন এক চাচা থেকে বর্ণনা করলেন যে, নবী ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। নাফে' (র) বলেন, সেই থেকে ইবনে উমার (রা) তা ছেড়ে দিলেন এবং আর কখনো জমি ইজারা দেননি (ঐ, নং ৩৯৪২/১১১)।

٧٦(٢٧)- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ اَرْضِيْهِ حَتّٰى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ الْاَنْصَارِىَّ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ

خَدِيْجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّا وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ اَهْلَ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثَ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ .

৭৬(২৭)। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার জমাজমি কেরায়া দিতেন। শেষে তিনি জানতে পারলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ আল্-আনসারী (রা) জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে ইবনে খাদীজ! জমি কেরায়া দেয়া সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি ধরনের হাদীস বর্ণনা করছেন? রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, আমি আমার দুই চাচার কাছে শুনেছি এবং তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা মহল্লার লোকদের বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় অবগত ছিলাম যে, জমি ইজারা দেয়া যায়। পরে আবদুল্লাহ (রা) শংকিত হলেন যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কোন নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি (আবদুল্লাহ) অবহিত নন। তাই তিনি জমি কেরায়া দেয়া ছেড়ে দিলেন (ঐ, নং ৩৯৪৪/১১২)।

৪ঃ৭

٧٧(٢٨)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

৭৭(২৮)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃষিযোগ্য পতিত জমি দুই বা তিন বছরের জন্য ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন (দারিমী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৭৪, নং ২৬১৭)।

(খ) যেসব অবস্থায় ভাগচাষ নিষিদ্ধ

اَلْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ فِيْ بَعْضِ الصُّوَرِ

৪ঃ৮

٧٨(٢٩)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْاَرْضَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِّنْ عُمُوْمَتِيْ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا اَنْ نُحَاقِلَ بِالْاَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى وَاَمَرَ رَبَّ الْاَرْضِ اَنْ يَّزْرَعَهَا اَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ .

৭৮(২৯)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ উৎপাদিত ফসল এবং তার সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতাম। একদিন আমার কোন এক চাচা আমাদের নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই আমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। তিনি আমাদেরকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ (উৎপাদিত ফসল) এবং তার সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি জমির মালিককে নির্দেশ দিয়েছেন, হয় সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে দিবে (নিঃস্বার্থভাবে)। কিন্তু তিনি জমি ইজারা দেওয়া বা অন্য কিছু করাকে অপছন্দ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৮, নং ৩৯৪৫/১১৩)।

٧٩(٣٠)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا

نُحَاقِلُ بِالْاَرْضِ فَنُكْرِيْهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

৭৯(৩০)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমি ইজারা দিতাম। অতএব আমরা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ (ফসলের) বিনিময়ে তা কেরায়া দিতাম। ...হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনে উলাইয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ (ঐ, নং ৩৯৪৬)।

٨٠(٣١)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ .

৮০(৩১)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন... তবে এই সূত্রে 'তার কোন এক চাচার সূত্রে' কথাটুকু উল্লেখ নেই, (নং ৩৯৪৮)।

٨١(٣٢)- عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ حَقْلاً قَالَ كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ عَلٰى اَنَّ لَنَا هٰذِهِ وَلَهُمْ هٰذِهِ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا .

৮১(৩২)। হান্‌যালা আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা অধিকাংশ আনসারী ক্ষেত-খামারের মালিক ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা এই শর্তে জমি কেরায়া দিতাম যে, জমির এই অংশের ফসল আমাদের এবং ঐ অংশের ফসল চাষীদের। কিন্তু কখানো কখনো এই অংশে ফসল হতো এবং ঐ অংশে ফসল হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে জমি কেরায়া দিতে আমাদের নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি নগদ অর্থে বিক্রি করতে আমাদের নিষেধ করেননি (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৯, নং ৩৯৫৩/১১৭)।

৪ ঃ ৯

٨٢(٣٣)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَزَعَمَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِه اَتَاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلاَ يُكْرِيْهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى .

৮২(৩৩)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জমি বর্গাচাষে দিতাম। আমার কোন এক চাচা আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার জমি আছে, সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য (উৎপন্ন ফসল) প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে না দেয় (ইবনে মাজা, কিতাবুর রাহূন, বাব ১১, নং ২৪৬৫)।

اَلْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلٰى جَوَازِ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالنُّقُوْدِ فَقَطْ

(গ) কেবল নগদ অর্থের বিনিময়ে ইজারা অনুমোদনকারী হাদীসসমূহ

৪ ঃ ১০

٨٣(٣٤)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَاَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَاَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لاَ بَاْسَ بِهَا .

৮৩(৩৪)। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিলের নিকট গেলাম এবং তাকে 'মুযারাআ' (ভাগচাষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযারাআ নিষিদ্ধ করেছেন এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে পাট্টা দিতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ এতে কোন দোষ নেই (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৯, নং ৩৯৫৬/১১৯)।

৪ ঃ ১১

٨٤(٣٥)- عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ

الْاَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ اَبِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ اَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

৮৪(৩৫)। হান্‌যালা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে জমি ইজারা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। হান্‌যালা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সোনা-রূপার বিনিময়ে (নগদ বিক্রি) দেয়াটাও কি নিষিদ্ধ? তিনি বললেন, যদি তা সোনা-রূপার বিনিময়ে (নগদ) বিক্রি করা হয় তাতে কোন দোষ নেই (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৯, নং ৩৯৫১/১১৫)।

٨٥(٣٦)- حَدَّثَنِىْ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَاَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَاَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكَ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلاَّ هٰذَا فَلِذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَاَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

৮৫(৩৬)। হানযালা ইবনে কায়েস আল্‌-আনসারী (র) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে সোনা-রূপার (নগদ অর্থের) বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় লোকজন নালার পাশের এবং খালের মাথার জমি অথবা জমির অংশবিশেষ কেরায়া দিত। আর অবস্থা এমন হতো যে, কখনো এক অংশের ফসল নষ্ট হয়ে যেত এবং অপর অংশ ফসল নিরাপদ থাকতো। আবার কখনো ঐ অংশের ফসল নিরাপদ থাকতো এবং এই অংশ বিনষ্ট হতো। অতএব ইজারাদারগণকে নিরাপদ অংশের ভাড়া দিতে হতো। এজন্য তিনি (নবী ﷺ) ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য কিছু (অর্থাৎ নগদ অর্থ) হয়, তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই (ঐ, নং ৩৯৫২/১১৬)।

٨٦(٣٧)- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لاَ اِنَّمَا نَهٰى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلاَ بَأْسَ .

৮৬(৩৭)। হানযালা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে জমি ইজারাদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়েও কি (নিষেধ করেছেন)? তিনি বলেন, না। তিনি তা (জমি) থেকে উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে (ইজারা দিতে) নিষেধ করেছেন, কিন্তু সোনা ও রূপার বিনিময়ে (নগদ অর্থে ভাড়া দেয়া) হলে দোষ নেই (নাসাঈ, মুযারাআ, বাব ১, নং ৩৯৩১)।

٨٧(٣٨)- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذٰلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ .

৮৭(৩৮)। হানযালা ইবনে কায়েস (র) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-এর নিকট সোনা ও রূপার বিনিময়ে (নগদ মূল্যে) কৃষিযোগ্য অনাবাদী জমি ভাড়া দেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, হালাল, তাতে কোন দোষ নেই। কারণ তা জমির (ব্যবহারের) জন্য নির্ধারিত বিনিময় (নাসাঈ, মুযারাআ, বাব ১, নং ৩৯৩২)।

٨٨(٣٩)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ اَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِىْ اَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيْعِ وَالْاَقْبَالِ وَاَشْيَاءٍ مَعْلُوْمَةٍ .

৮৮(৩৯)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আমাদের জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন স্বর্ণ-রৌপ্য (মুদ্রা) ছিলো না। ঐ সময় কোন ব্যক্তি পানির উৎসের কাছাকাছি জমিতে উৎপাদিত ফসল নেয়ার শর্তে এবং নির্দিষ্ট কোন জিনিস নেয়ার শর্তে তার জমি ইজারা দিতো (নাসাঈ, মুযারাআ, বাব ১, নং ৩৯৩৩)।

اَلْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَدُلُّ عَلٰى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ مُطْلَقًا

(ঘ) যেসব হাদীস সাধারণভাবে ভাগচাষ জায়েয হওয়ার অনুকূলে।

৪ : ১৩

٨٩(٤٠)- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اُكْرِىَ الْاَرْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ اِلٰى يَوْمِ هٰذَا .

৮৯(৪০)। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্‌র, উমার ও উছমান (রা)-র যুগে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ (ফসল)-এর শর্তে জমি ইজারা দেয়া হতো এবং আজ পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছে (ইবনে মাজা, যাকাত, বাব ১৮, নং ১৮২০)।

৪ : ১৪

٩٠(٤١)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ اَنَّ لَهُ الْاَرْضَ وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَالَ لَهُ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالْاَرْضِ فَاَعْطِنَاهَا عَلٰى اَنْ نَّعْمَلَهَا وَيَكُوْنَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَزَعَمَ اَنَّهُ اَعْطَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ اِلَيْهِمْ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِىْ يَدْعُوْنَهُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِىْ ذَا كَذَا وَكَذَا فَقَالُوْا اَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ فَاَنَا اَحْزِرُ النَّخْلَ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ

الَّذِىْ قُلْتَ قَالَ فَقَالُوْا هٰذَا الْحَقُّ وَبِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ فَقَالُوْا قَدْ رَضِيْنَا اَنْ نَّاْخُذَ بِالَّذِىْ قُلْتَ .

৯০(৪১)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খায়বার এলাকা জয় করে তথাকার (ইহূদী) অধিবাসীদের সাথে এই চুক্তি করেন যে, খায়বারের সমস্ত ভূমি ও সোনা-রূপা তাঁর (ﷺ) সরকারের মালিকানাভুক্ত থাকবে। খায়বারবাসীগণ তাঁকে বললো, আমরা জমাজমি (কৃষিকাজ) সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতএব আপনি ভূমি (চাষাবাদের জন্য) এই শর্তে আমাদেরকে ছেড়ে দিন যে, ফল-ফসলের অর্ধেক আমাদের এবং অর্ধেক আপনাদের। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত শর্তে খায়বার ভূমি তাদেরকে (চাষাবাদের জন্য) দিলেন। খেজুর গাছের ফল কাটার সময় হলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে তাদের নিকট পাঠান। তিনি গিয়ে অনুমানে ফলের পরিমাণ নিরূপণ করলেন। মদীনাবাসীর নিকট এই অনুমানের পরিভাষা হলো 'খারস'। তিনি বলেন, বাগানে এই এই পরিমাণ ফল হবে। ইহূদীরা বললো, হে ইবনে রাওয়াহা! আপনি আমাদের উপর অধিক ধার্য করেছেন। ইবনে রাওয়াহা (রা) বলেন, আমি তো অনুমান করছি এবং যা ধার্য করেছি তার অর্ধেকই তো তোমাদের দিবো। তারা বললো, এটাই সঠিক (ইনসাফ) এবং এ কারণেই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তারা বললো, আপনি যা বলেছেন আমরা তাতে সম্মত হলাম (ইবনে মাজা, যাকাত, বাব ১৮, নং ১৮২০)।

৪ঃ১৫

٩١(٤٢)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ .

৯১(৪২)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক দেয়ার শর্তে খায়বারের অধিবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ১, নং ৩৯৬২/১)।

٩٢(٤٣)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ

مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِى اَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِيْنَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يُّقْطِعَ لَهُنَّ الْاَرْضَ وَالْمَاءَ اَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْاَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْاَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْاَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْاَرْضَ وَالْمَاءَ .

৯২(৪৩) ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের জমি উৎপাদিত ফসল ও ফলের অর্ধেক অংশের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তিনি নিজ স্ত্রীদের বছরে একশত ওয়াসাক দিতেন ঃ আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক বার্লি।[১] অতঃপর যখন উমার (রা) খলীফা হলেন, তিনি খাবারের ফলের গাছ এবং জমি বণ্টন করেন। তিনি নবী ﷺ -এর স্ত্রীদের এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি তাদের জমি পৃথক করে দিবেন এবং পানি দেয়ার দায়িত্ব তাদের বহন করতে হবে; অথবা প্রতি বছর তারা যতো ওয়াসাক পেতেন তিনি তা দেয়ার দায়িত্ব নিবেন (কোন্ প্রস্তাবটি তারা গ্রহণ করবেন)?[২] এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলো। তাদের কেউ জমি ও পানি দেয়ার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নিলেন। আর তাদের কেউ নির্ধারিত ওয়াসাক নেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যারা জমি এবং এতে পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯৬৩/২)।

টীকা ঃ ১. ভাগচাষ সম্পর্কিত অধ্যায় হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম জটিল অধ্যায়। কেননা এই অধ্যায়ে আমরা পাশাপাশি দুই ধরনের অভিমত দেখতে পাই। একদিকে আমরা দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃষিযোগ্য ভূমি বা ফলের বাগান ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, তিনি ভাগচাষের অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা কখনো এটা কল্পনা করতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই ব্যাপারে দুই বিপরীত নির্দেশ দিতে পারেন। অতএব বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। মূল বিষয়ের আলোচনার পূর্বে এর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিভাষার উপর আলোকপাত করা দরকার।

মুযারাআ (المزارعة) **ও মুখাবারা** (المخابرة) **ঃ** শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। এর অর্থ, উৎপাদিত শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের চুক্তিতে অন্যকে নিজ জমি চাষাবাদ করতে দেয়া। স্থানীয় পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ভাগচাষ বা বর্গাচাষ (কোন কোন এলাকায় বলা হয় আধি)। মুযারাআ ও মুখাবারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুযারাআর ক্ষেত্রে জমির মালিক বীজ সরবরাহ করে এবং মুখাবারার ক্ষেত্রে বর্গাচাষী বীজ সরবরাহ করে। মুসাকাত (المساقة) শব্দটিও মুযারাআ শব্দের সমার্থবোধক। শুধু পার্থক্য এই যে, কৃষি জমি বর্গা দেয়াকে মুযারাআ বলে আর ফলের বাগান বর্গা দেয়াকে মুসাকাত বলে। বাগানের ক্ষেত্রে চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না, শুধু পানি সরবরাহ করতে হয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থ পানি সরবরাহ করা। আর মুযারাআ শব্দটির অর্থ ফসল উৎপন্ন করা।

মুহাকালা (المحاقلة) **ঃ** এই শব্দটি হাদীস শরীফে পৃথক পৃথক তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্ষেতের ফসল পাকার পূর্বেই বিক্রি করা', 'জমি বর্গা দেয়া' এবং 'জমি ইজারা (lease) দেয়া'।

কিরাউল আরদ (كراء الارض) **ঃ** শব্দটি 'নগদ মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃষিজমি বিক্রি করা' এবং 'জীমর উৎপাদিত ফসলের অংশ দেয়ার শর্তে অন্যকে তা চাষাবাদ করতে দেয়া', এই দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

যেসব হাদীসে ভাগচাষ নিষিদ্ধ উল্লেখ আছে তার রাবীগণ হচ্ছেন রাফে ইবনে খাদীজ (রা), জারের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও ছাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রা)। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র) তার 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এসব হাদীস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং ভাগচাষ বা বর্গাচাষ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পিছনে যেসব শোষণমূলক কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদিত ফসলে চাষী ও মালিকের অংশ নির্দিষ্ট না করা, চাষীকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে জোরপূর্বক অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া অথবা তাদের কাছ থেকে অগ্রিম কোন সুবিধা গ্রহণ করা (যেমন এতো পরিমাণ টাকা ধার দিলে আমি তোমাদেরকে আমার জমি চাষাবাদ করতে দিবো ইত্যাদি)। এসব কারণেই আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন।

কিন্তু এই প্রথা যদি চূড়ান্তরূপেই নিষিদ্ধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং চারজন মহান ও সৎপথপ্রাপ্ত খলীফার জীবদ্দশায় ভাগচাষের প্রচলন থাকতো না। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতো আল্লাহভীরু সাহাবীও আমীর মুআবিয়ার রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথাকে অভ্রান্ত মনে করতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-র কাছে এর অবৈধতা সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং তা পরিত্যাগ করলেন। তবে তিনি এই প্রথাকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করেননি, বরং তাকওয়া ও পবিত্রতার অনুভূতিই তাকে এটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাযম (র)-ও তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৮ম খণ্ডে) ভাগচাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব সাহাবী নিজেদের জমি অন্যদের ভাগচাষে দিতেন তিনি তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা), খাব্বাব (রা) ও হুযায়ফা (রা)। অতএব বর্গাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলে এই মহান সাহাবীগণ তা অবশ্যই পরিহার করতেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ভংগীতে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন? অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের ধরন থেকে বুঝা যায়, তিনি চূড়ান্তভাবে বর্গাপ্রথা নিষিদ্ধ করেননি। বরং ভাগচাষের নির্দিষ্ট কতগুলো পন্থাকে তিনি অপছন্দ করেছেন এবং সাহাবীদের মনে অন্যদের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগের ভাবধারা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি যদি নিজের জমি তার মুসলিম ভাইকে কোন বিনিময় ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়, তবে তা খুবই উত্তম।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্গাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়া উৎপাদিত ফসলে অংশীদারিত্বের শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়ার চেয়ে অধিক উত্তম" (মুসলিম)। এ ধরনের উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তা সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। মুহাজিরগণ যখন মদীনায় এসে উপস্থিত হন, তখন তাদের খুবই দুর্দিন যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুঃসময় উপরোক্ত উপদেশবাণী দান করেন। এটা কোন আইনের নির্দেশ ছিলো না, বরং মুসলিম ভাইদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছিল (আল-মাবসূত, খণ্ড ২৩, পৃ. ১৩; ইবনে মাজা, মুযারাআ অনুচ্ছেদ)।

অপরদিকে ভাগচাষ বৈধ হওয়ার সপক্ষেও হাদীস রয়েছে। তাতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাগচাষের অনুমতি দিয়েছেন, যদি তা চাষীর জন্য উপকারী হয় এবং শোষণের উপাদান উপস্থিত না থাকে। মূলত ভাগচাষকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং এর মধ্যকার কতগুলো অন্যায় আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্গাপ্রথা যদি অসহায় চাষীদের শোষণ করার হাতিয়ারে পরিণত না হয়, তবে তা ক্ষতিকর নয়। যদি উৎপাদিত শস্যে উভয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় এবং চাষীর কাছে কোন অতিরিক্ত ও অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দাবি না করা হয়, তবে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রথা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মুযারাআ (ভাগচাষ) মুদারাবারই (লাভ-লোকসানে ভাগী হওয়ার শর্তে একজনের পুঁজি দিয়ে অপরজনের ব্যবসা করা) অনুরূপ। ইমাম খাত্তাবী (র) তাঁর আবু দাউদের শরাহ 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪) লিখেছেন, মুযারাআর ভিত্তি তো মুদারাবার মধ্যেই নিহিত। এখন মুদারাবা পদ্ধতি যদি জায়েয হয়, তবে মুযারাআ নাজায়েয হওয়ার কি কারণ থাকতে

পারে? ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন এবং মুযারাআ ও মুদারাবাকে একই স্তরে রেখেছেন (পৃ. ৯১)। অতএব মুযারাআ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতো, তবে মুদারাবাকে বৈধ বলার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ফিক্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী শরীআতে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয। সুতরাং মুযারাআকে অবৈধ বলার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। মুযারাআ সম্পর্কে আল্লামা শাওকানীও ব্যাপক আলোচনা করেছেন (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৮১ দ্রষ্টব্য)।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ফিক্‌হ-এর প্রখ্যাত চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আবু হানীফার দুই প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ শায়বানী (র)-এর মতে মুযারাআ সম্পূর্ণরূপে হারাম নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) যদিও মুযারাআকে নিষিদ্ধ বলেছেন, কিন্তু কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে তিনিও এই প্রথাকে জায়েয মনে করেন। তার মতে জমির মালিক যদি জমি ভাগচাষে দেয়ার সময় বীজ ও চাষাবাদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে তবে মুযারাআ প্রথায় কোন দোষ নেই (বিস্তারিত জানার জন্য আবদুর রহমান আল-জাযারীর কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-২৫ দ্রষ্টব্য) (অনুবাদক)।

২. উমার (রা) তার খিলাফতকালে খায়বার থেকে ইহূদীদের উচ্ছেদ করে সেখানকার জমি ও বাগান সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। এ সময় তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনদের তাদের অংশ নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়া অথবা সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে দেয়ার প্রস্তাব দেন। তাঁদের কেউ নিজের অংশ নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং কেউ নিজের অংশ সরকারের হাতে রেখে দেন (অনু.)।

٩٣(٤٤)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقِرَّهُمْ فِيْهَا عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْا عَلٰى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَزَادَ فِيْهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخُمُسَ .

৯৩(৪৪)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন খায়বার এলাকা বিজিত হলো, ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানালো, তিনি

যেন এই শর্তে তাদেরকে সেখানে বসবাস করতে দেন যে, তারা কৃষিকাজে তাদের শ্রম ব্যয় করবে এবং উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমরা যত দিন ইচ্ছা তোমাদের এখানে বসবাস করতে দিবো। ....হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উবায়দুল্লাহ থেকে ইবনে নুমাইর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্র আরো বর্ণিত হয়েছে যে, খায়বারের অর্ধেক জমির ফল সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ১, নং ৩৯৬৫/৪)।

টীকা ঃ খায়বার এলাকা ছিল সরকারী সম্পত্তি। অতএব এখানকার জমির ফসলের অর্ধাংশের মালিক ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই অংশ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করতেন (অনু.)।

২ ঃ (ক) গবাদি পশুর ঘাসের জন্য চারণভূমি বরাদ্দকরণ اَلْحِمٰى

৪ ঃ ১৬

٩٤(٤٥)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَسَاَلَهُ اَنْ يَّحْمِىَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَادِىَ فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْاَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ اِنْ اَدّٰى اِلَىَّ مَا كَانَ يُؤَدِّىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهٖ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَاِلاَّ فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَاْكُلُهُ مَنْ شَاءَ .

৯৪(৪৫)। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হেলাল (রা) তার মধুর উশর (এক-দশমাংশ) নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং সালাবা উপত্যকা তার তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়ার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তার তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিলেন। উমার (রা) খলীফা হলেপর সুফিয়ান ইবনে

ওয়াহ্ব (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে পত্র পাঠালেন। উমার (রা) লিখে পাঠালেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মধুর যে উশর দিতেন তা যদি তোমাকে দেন তাহলে সালাবা উপত্যকা তার তত্ত্বাবধানেই রেখে দাও। অন্যথায় সেগুলো তো ফুলে ফুলে বিচরণকারী মধুমক্ষিকা, যার ইচ্ছা সে-ই (ঐ মধু) খেতে পারবে (নাসাঈ, যাকাত, বাব ২৯, নং ২৫০১)।

৪ : ১৭

٩٥(٤٦)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِه وَقَالَ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَمِىَ النَّقِيْعَ وَاَنَّ عُمَرَ حَمِىَ الشَّرَفَ الرَّبَذَةَ .

৯৫(৪৬)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'ব ইবনে জাছ্ছামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সংরক্ষিত এলাকা কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারিত। সা'ব (রা) আরো বলেন, আমরা অবগত হয়েছি যে, নবী ﷺ আন-নাকী' ভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেন এবং উমার (রা) আশ-শারাফ্ ও আর-রাবাযাকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেন (বুখারী, মুসাকাত, বাব ১১, নং ২৩৭০)।

২ (খ) আল-ইকতা' (ভূমিদান) اَلْاِقْطَاعُ

৪ : ১৮

٩٦(٤٧)- عَنْ سَبُرَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَزَلَ فِىْ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ وَقَامَ ثَلاَثًا ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى تَبُوْكَ وَاِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوْهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ ذِى الْمَرْوَةِ فَقَالُوْا بَنُوْ رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ اَقْطَعْتُهَا لِبَنِىْ رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَمْسَكَ فَعَمِلَ .

৯৬(৪৭)। সাবুরা ইবনে আবদুল আযীয ইবনুর রাবী আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে মসজিদের জায়গায় অবতরণ করে তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তাবূকের উদ্দেশে রওয়ানা হন। এরপর জুহায়না গোত্রের লোকেরা আর-রাহ্‌বা নামক স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-মারওয়ার অধিবাসী কারা? তারা বললো, 'জুহায়নার বানূ রিফা'আ গোত্র। তিনি বলেন ঃ আমি এটিকে বানূ রিফা'আর জন্য বরাদ্দ করলাম। এরপর তারা তা (নিজেদের মধ্যে) বণ্টন করে নিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ (নিজ অংশ) বিক্রয় করলো এবং কেউ ধরে রাখলো ও সেখানে কাজ করলো (কৃষিকাজ বা পশুচারণে ব্যবহার করলো; আবু দাউদ, খারাজ, বাব ৩৬, নং ৩০৬৮)।

৪ ঃ ১৯

٩٧(٤٨)- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَقْطَعَهُ اَرْضًا بِحَضْرَمُوْتَ .

৯৭(৪৮)। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে হাদরামাওতে এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন (আবু দাউদ, খারাজ, বাব ৩৬, নং ৩০৫৮)।

٩٨(٤٩)- عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ اَزِيْدُكَ اَزِيْدُكَ .

৯৮(৪৯)। আমর ইবনে হুরায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মদীনাতে ধনুকের সাহায্যে রেখা টেনে এক খণ্ড জমি প্রদান করেন এবং বলেনঃ আমি তোমাকে আরো দিবো, আমি তোমাকে আরো দিবো (ঐ, নং ৩০৬০)।

٩٩(٥٠)- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِىَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اِلاَّ الزَّكَاةُ اِلَى الْيَوْمِ

৯৯(৫০)। রবী'আ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) কয়েক ব্যক্তির নিকট শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল-ফুরআর পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত আল-কাবালিয়া খনিটি বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানী (রা)-কে বন্দোবস্ত দিলেন। ঐ খনি থেকে আজও পর্যন্ত যাকাত ছাড়া আর কিছুই নেয়া হয় না (ঐ, নং ৩০৬১)।

١٠٠ (٥١)- عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَعْطٰى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِلاَلَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ اَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ .

১০০(৫১)। কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে 'আওফ আল-মুযানী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানী (রা)-কে আল-কাবালিয়ার উঁচু ও নীচু খনিটি এবং তার পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য জমি বন্দোবস্ত দেন। উপরন্তু নবী ﷺ তাঁকে এরূপ ফরমান লিখে দেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এটা ঐ ফরমান, যা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানীকে প্রদান করেছেন যে, আল-কাবালিয়ার উঁচু ও নীচু খনিও এর পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য জমি তাকে বন্দোবস্ত দেয়া হলো। এতে অন্য কোন মুসলমানের হক থাকলো না (ঐ, নং ৩০৬২)।

١٠١ (٥٢)- عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِىْ بِمَارِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا اَنْ

وَلّٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِىْ مَا قَطَعْتَ لَهُ اِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ .

১০১(৫২)। আব্‌য়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন এবং লবণ খনির কিছু জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য তাঁর নিকট দরখাস্ত করেন। ইবনুল মুতাওয়াক্‌কিল (র) বলেন, সেটি মাআরিব নামক স্থানে অবস্থিত ছিলো। তিনি ﷺ তা তাকে দান করেন। যখন তিনি (ইবনে হাম্মাল) ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন মজলিসের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আপনি কি অবগত আছেন, কোন জমি তাকে বন্দোবস্ত দিলেন? আপনি তো তাকে এমন জমি দিলেন যাতে সব সময় পানি থাকে। রাবী বলেন, তখন তিনি ﷺ তার নিকট থেকে সে জমি ফিরিয়ে নেন (ঐ, নং ৩৬৬৪)।

(৩) সেচ ব্যবস্থা اَلْمُسَاقَاةُ

৪ ঃ ২০

১০২(৫৩)- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ اَرْسِلْ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ اِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتّٰى يَبْلُغَ الْجَدْرَ ثُمَّ اَمْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِىْ ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .

১০২(৫৩)। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয-যুবাইর (রা)-র আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে বিবাদ বাধে। নবী ﷺ বললেনঃ হে যুবাইর! তুমি তোমার জমিতে পানিসেচ করো, তারপর পানির প্রবাহ (তার জমির দিকে) ছেড়ে দাও। একথায় আনসারী তাঁকে ﷺ বললো, সে তো আপনার ফুফাত ভাই (তাই এই পক্ষপাতিত্ব)! তার এই কথায় নবী ﷺ বলেন ঃ হে যুবাইর! পানিসেচ করতে থাকো যাবত না তা আইল বরাবর হয়। অতঃপর পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দাও। আয-যুবাইর (রা) বলেন, আমার

ধারণামতে এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যকার বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে ...." (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫; বুখারী, কিতাবুল মুসাকাত, বাব ৭, নং ২৩৬১; পূর্ণাঙ্গভাবে হাদীসটি ৬ নং বাব, নং ২৩৫৯-২৩৬০ ক্রমিকে বর্ণিত হয়েছে)।

৪ ঃ ২১

١٠٣(٥٤)- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِيْ شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ لِيَسْقِيَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ ثُمَّ اَرْسِلْهُ اِلٰى جَارِكَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ اَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمَاءُ اِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعٰى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اُنْزِلَتْ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الْاَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذٰلِكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১০৩(৫৪)। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আল-হাররা থেকে প্রবাহিত একটি নালার পানি খেজুর বাগানে সরবরাহকে কেন্দ্র করে আয-যুবাইর (রা)-র সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে যুবাইর! তুমি পানি সেচ করো, তিনি তাকে ন্যায়-ইনসাফের নির্দেশ দিলেন, তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও। তাতে আনসারী বললো, সে আপনার ফুফাতো ভাই কিনা! তার কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি পানি সেচ করো, তারপর তা আইল বরাবর না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো। এভাবে তিনি তার প্রাপ্য পূর্ণ করে দিলেন। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ কিন্তু না, তোমার

প্রভুর শপথ, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে ..." (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫)। ইবনে শিহাব (র) আমাকে (ইবনে জুরাইজ) বললেন, আনসারগণ এবং অপরাপর লোকজন নবী ﷺ-এর কথাঃ "তুমি পানি সেচ করো, তারপর তা আইল বরাবর না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো", তা হলো পায়ের গোছা বরাবর হওয়া (বুখারী, মুসাকাত, বাব ৮, নং ২৩৬২)।

৪ ঃ ২২

١٠٤(٥٥)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .

১০৪(৫৫)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৮, নং ৪০০৪/৩৪)।

৪ ঃ ২৩

١٠٥(٥٦)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذٰلِكَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১০৫(৫৬)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশু প্রজনের মাশুল গ্রহণ করতে এবং কৃষিকাজের জন্য পানি ও জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এসব কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন (ঐ, নং ৪০০৫/৩৫)।

টীকা ঃ পশু প্রজনন করে তার মাশুল বা কেরায়া গ্রহণ করা হারাম। সমস্ত ইমামের এই অভিমত। প্রজননের মাশুল গ্রহণ করাটা নিকৃষ্টতম কাজ। এটা ইতর চরিত্রের পরিচয় বহন করে। কোন মুসলামানের জন্য তা শোভা পায় না (অনু.)।

৪ ঃ ২৪

١٠٦(٥٧)-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَءُ .

১০৬(৫৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি প্রতিরোধ করে রাখা যাবে না। এতে গবাদি পশুর ঘাসের পরিবৃদ্ধি ব্যাহত হবে (ঐ, নং ৪০০৬/৩৬)।

١٠٧(٥٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ الْكَلاَءَ .

১০৭(৫৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ধরে রেখো না। (যদি তাই করো) তাহলে তোমরা গবাদি পশুর ঘাসের পরিবর্ধনেই বাধা দিলে (ঐ, নং ৪০০৭/৩৭)।

টীকা ঃ যেমন কোন ব্যক্তির ময়দানে একটি কূপ আছে। সেখানকার পানি তার প্রয়োজনাতিরিক্ত। আর যেখানে পানি থাকে, স্বাভাবিকভাবে সেখানে ঘাসও জন্মায়। সুতরাং যদি কেউ তার পানি পান করতে পশুকে বাধা দেয় তাহলে পরোক্ষভাবে ঘাস থেকেও বাধা প্রদান করা হবে। আর যদি পানি বিক্রি করা হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে ঘাসও বিক্রি করা হবে। অথচ ঘাস বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া অতিরিক্ত পানি প্রবাহ বন্ধ রেখে লোকদের তা ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত রাখা জায়েয নেই। পানির প্রবাহ বন্ধ রাখলে গাছপালা, তরুলতা, ঘাস ইত্যাদি জন্মাতে পারে না। এতে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে তিন অবস্থায় পানি আটকে রাখা যাবে না। যেখানে পানির কোন বিকল্প নেই, যেখানকার পানি গবাদি পশু ব্যবহার করে এবং যেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি রয়েছে। এই তিন অবস্থা ছাড়া পানি বিক্রয় করা জায়েয (অনু.)।

١٠٨(٥٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلاَءُ .

১০৮(৫৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘাস বিক্রি করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না (ঐ, নং ৪০০৮/৩৮)।

অধ্যায় ঃ ৫

শ্রম اَلْمِهْنَةُ

ইসলাম-পূর্ব যুগের সভ্য সমাজসমূহে প্রধানত দাসরাই শ্রম প্রদান করতো। দাসরাই ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃত মেরুদণ্ড। সমাজে ছিল স্বতন্ত্র দুই শ্রেণীর মানুষ ঃ মনিব ও দাস। দাসরা কৃষিক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে ও গার্হস্থ্য কর্মে নিয়োজিত থাকতো। তৎকালে দাসদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাদেরকে যৎসামান্য খাদ্য ও স্বল্প পরিমাণ বস্ত্র দেয়া হতো এবং তাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করা হতো। তাদের কোনরূপ ভাগ্যোন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতো না। এহেন পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ দাসদের ভাগ্যোন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যদিও দাসদের সাথে মানবিক ও দয়ার্দ্র আচরণ করার জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে এই সহজ ও অকাট্য উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে দাসদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তথাপি এ থেকে মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গভীরতর ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রস্তাবনাও লক্ষ্য করা যায়।

ক্রীতদাসরা কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই তাদের মনিবদের জন্য কাজ করতো। মহানবী ﷺ তাদেরকে তাদের মনিবসহ স্বাধীন মানুষদের ভ্রাতৃসম্প্রদায় ও সহকর্মীদের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তাদেরকে মনিবদের সম্পদ ভোগ করার অধিকার প্রদান করা হয়। মনিবদের নিজস্ব জীবনমানের অভিন্ন জীবনমানে দাসদেরকে ভরণপোষণ দানের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত এ ছিল মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড়ো ধরনের পরিবর্তন। মহানবী ﷺ দাসদেরকে শ্রমের বিনিময়ে ভরণপোষণ লাভকারী হিসাবে ঘোষণা করার পরিবর্তে তাদেরকে অংশীদারে পরিণত করেন। এ সংস্কারের মধ্যে ভবিষ্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বীজ নিহিত ছিল। যেহেতু ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা বিরাজ করছিল, তাই এইসব দাসকে পারিশ্রমিক অর্জনকারী শ্রমিকে পরিণত করা হলে আরব

সমাজ পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে যেতো। কিন্তু মহানবী ﷺ এমন একটি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করেন যেখানে পুঁজির মালিক ও শ্রমিক নিয়োগকর্তা ও নিয়োজিত হিসাবে নয়, বরং অংশীদার হিসাবে অংশগ্রহণ করে। মধ্যযুগের মুসলিম অর্থনীতি কেন পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়নি সেই প্রশ্নের জবাবও এতেই নিহিত রয়েছে।

অবশ্য এ অর্থব্যবস্থার একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ মজুরী ভিত্তিক ছিল। তারা ছিল প্রধানত শিল্পকর্মী যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। তবে এসব উপার্জনকারী ব্যক্তিরা কোন ব্যক্তিবিশেষের বেতনভুক শ্রমিক বা চাকুরিজীবী ছিলো না, বরং তারা তাদের কাজের মোকাবিলায় কাজ অনুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতো। মহানবী ﷺ মজুরী ভিত্তিক শ্রমব্যবস্থাও বন্ধ করে দেননি। কারণ এ ছাড়া অর্থনীতির সেবাখাত চালু রাখা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু উৎপাদন খাতে শ্রমিকদেরকে মালিকের সাথে উৎপাদনে অংশীদার করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষদিকে ইসলামী রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় আমরা তাঁকে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কেও নির্দেশ প্রদান করতে দেখি। এসব নির্দেশের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিধৃত হয়েছে।

(ক) অংশীদার হিসাবে শ্রমিক اَلْعَامِلُ كَشَرِيْكٍ

৫ঃ১

১০৯(১)- عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلَامِه مِثْلُهَا فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَذَكَرَ اَنَّهُ سَابَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَيَّرَهُ بِاُمِّه قَالَ فَاَتَى الرَّجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ .

১০৯(১)। আল-মা'রূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে দেখলাম যে, তার পরনে যে চাদর, অনুরূপ চাদর তার খাদেমের পরনেও। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলেন এবং তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। আবু যার (রা) বলেন, অতঃপর লোকটি নবী ﷺ -এর নিকট এসে ঘটনাটি তাঁকে জানালো। নবী ﷺ আবু যার (রা)-কে বললেন ঃ 'তুমি তো এমন ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে মূর্খতা রয়েছে।' তোমাদের খাদেমরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তোমরা তাদেরকে বেশী কষ্টকর কাজ করতে দিও না। যদি এরূপ কাজ করতে দাও তবে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো (মুসলিম, আয়মান, বাব ১০, নং ৪৩১৫/৪০)।

৫ ঃ ২

١١٠ (٢)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ الاَّ مَا يُطِيْقُ .

১১০(২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ খাদেমদের নায্য অধিকার হচ্ছে, খাওয়া ও পরা তাদেরকে সরবরাহ করা এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্টকর কাজ তাদের উপর চাপিয়ে না দেয়া (ঐ, নং ৪৩১৬/৪১)।

৫ ঃ ৩

١١١ (٣)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ قَالَ دَاوُدُ يَعْنِىْ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ .

১১১(৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, অথচ সে রান্নাঘরে আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়া এবং খাদ্য তৈরীর সমুদয়

ক্লেশ বরদাশ্‌ত করেছে, তখন উচিত তাকেও নিজের সাথে আহার করানো। যদি খাদ্য এতো সামান্য হয় যে, অন্যান্য খানেওয়ালাদের তুলনায় খাদ্য কম, তাহলে তার হাতে অন্তত দুই-এক লোকমা (গ্রাস) অবশ্যই দিয়ে দাও (ঐ, নং ৪৩১৭/৪২)।

টীকা ঃ ইসলামে চাকর ও মালিকে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান। তাই পাচক খানা পাক করে নিয়ে আসলে তাকে সাথে বসিয়ে খাওয়ানোই ইসলামের নিয়ম। নিজে যা খাবে তাকেও তা খাওয়াবে, যা পরবে তাকেও তা পরাবে। যদি এতটুকু উদারতা দেখানোর মনোবল না থাকে তবে অশ্যই সে যেন উক্ত খানা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয়। কারণ মালিক সে খাবারের আস্বাদ ভোগ করছে, তা রান্না করতে আগুনের উত্তাপ এবং ধোঁয়ার যন্ত্রণা ইত্যাদি চাকর বা পাচককেই ভোগ করতে হয়েছে (অনু.)।

(গ) মজুরী اَلْأُجُوْرُ

৫ ঃ ৪

١١٢(٤)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ .

১১২(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা তার মজুরী দাও (ইবনে মাজা, কিতাবুর রাহূন, বাব ৩, নং ২৪৪৩)।

৫ ঃ ৫

١١٣(٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهُ .

১১৩(৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তি বিরুদ্ধে বিবাদী হবো। যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে, অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পুরো কাজ করিয়ে নেয়, কিন্তু তার মজুরী দেয় না (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', বাব ১০৬, নং ২২২৭)।

৫ ঃ ৬

١١٤(٦)- عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اُخْبِرْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٌ اَوْ سَارِقٌ .

১১৪(৬)। আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাদের (সরকারের কাজের) কর্মকর্তা হবে সে স্ত্রী গ্রহণ করবে (এজন্য বিবাহের খরচ আমরা দিবো), তার যদি কোন খাদেম না থাকে সে একজন খাদেম গ্রহণ করবে (যার বেতন বা ভরণপোষণ আমরা দিবো)। আর তার যদি কোন বাসগৃহ না থাকে তো সে একটি বাসগৃহের ব্যবস্থা করবে (যার নির্মাণ ব্যয় আমরা বহন করবো)। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু বাক্র (র) বলেছেন, 'আমাকে জানানো হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ "আর যে ব্যক্তি এছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে সে প্রতারক বা চোর' (আবু দাউদ, খারাজ, বাব ৯, নং ২৯৪৫)।

(গ) শ্রমিকের কর্তব্য ও জবাবদিহিতা مَسْئُوْلِيَاتُ الْاَجِيْرِ

৫ ঃ ৭

١١٥(٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .

১১৫(৭)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন দাস তার মনিব প্রদত্ত দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করে এবং উত্তমরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার (বুখারী, কিতাবুল ইত্ক, বাব ১৭, নং ২৫৫০)।

৫ ঃ ৮

١١٦(٨)-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعِمَّا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

১১৬(৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন ঃ কতো উত্তম তোমাদের কারো এমন (গোলাম) যে উত্তমরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে এবং তার মনিবের কল্যাণ কামনা করে (বুখারী, কিতাবুল-ইত্‌ক, বাব ১৬, নং ২৫৪৯)।

৫ ঃ ৯

١١٧(٩)- تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَيُذْكَرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ اَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يُوْصِى الْعَبْدُ اِلاَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْعَبْدُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ .

১১৭(৯)। আল্লাহ তায়ালার বাণীর ব্যাখ্যা ঃ "এটা যা সে ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২)। উল্লেখিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ ওসিয়াত পূর্ণ করার পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন আমানত তার প্রাপকের নিকট ফেরত দাও" (সূরা আন-নিসা ৫৮)। অতএব আমানত তার প্রাপককে ফেরত দেয়া ঐচ্ছিক প্রকৃতির ওসিয়াতের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য। মহানবী ﷺ বলেন ঃ 'স্বচ্ছলতা বজায় রেখেই দান -খয়রাত করতে হবে'। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি সাপেক্ষেই ওসিয়াত করবে। নবী ﷺ বলেনঃ 'গোলাম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী' (বুখারী কিতাবুল-ওয়াসায়া, ৯ নং বাব-এর ভাষ্য এবং ২৭৫০ নং হাদীসের উপরে)।

৫ ঃ ১০

١١٨(١٠)- عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ خُرَاسَانَ سَاَلَ الشَّعْبِىَّ فَقَالَ يَا اَبَا عَمْرٍو اِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ اَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُوْلُوْنَ فِى الرَّجُلِ اِذَا اَعْتَقَ اَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ

الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَاٰمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ اَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ اَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ فَغَذَاهَا فَاَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ اَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ اَدَبَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْمَا دُوْنَ هٰذَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

১১৮(১০)। ইমাম আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (অধস্তন রাবী) বলেন, আমি খোরাসানের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, সে আশ-শা'বীকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আমর! আমাদের খোরাসানবাসীরা বলে, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীকে আযাদ করার পর তাকে বিবাহ করে, সে যেন কুরবানীর উটে আরোহণ করলো। আশ-শা'বী (র) বলেন, আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তিন প্রকারের লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। (১) আহলে কিতাবের লোক, যারা তাদের নবীর উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর নবী ﷺ-এর যুগে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছে, তাঁর আনুগত্য করেছে এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (২) অধীনস্থ গোলাম যে আল্লাহ্‌র প্রতি তার কর্তব্যও পালন করে এবং তার মনিবের প্রতি তার কর্তব্যও পালন করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (৩) কোন লোকের একটি দাসী আছে, সে তাকে উত্তমরূপে পানাহার করায়, তাকে সুন্দরভাবে সৎ গুণাবলীসম্পন্ন করে গড়ে তোলে, অতঃপর তাকে স্বাধীন করে বিবাহ করে, তার জন্যেও দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। অতঃপর আশ-শা'বী (র) খোরাসানের লোকটিকে বললেন, বিনা পরিশ্রমেই তুমি এ হাদীসটি নিয়ে যাও। অথচ এর চেয়ে ক্ষুদ্র একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য কোন ব্যক্তিকে সুদূর মদীনা পর্যন্ত যেতে হবে (মুসলিম, ঈমান, বাব ৭০, নং ৩৮৭/২৪১)।

(ঘ) বকেয়া মজুরী বিনিয়োগ اِسْتِثْمَارُ الْاُجُوْرِ غَيْرَ الْمَدْفُوْعَةِ

১১ : ৫

১১৯ (١١)- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْاَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوْا وَمَنْ صَاحِبُ فَرَقِ الْاَرُزِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْغَارِ حِيْنَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اُذْكُرُوْا اَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ وَقَالَ الثَّالِثُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا اَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتّٰى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِيْ فَقَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا .

১১৯(১১)। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি এক ফারাক চাউল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুরূপ হতে সক্ষম সে যেন তার মত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এক ফারাক চাউল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর রাবী গুহা সংশ্লিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন যখন গুহাবাসীদের গুহার মুখে পাথরচাপা পড়েছিল। তখন তাদের প্রত্যেকে বললো, তোমরা তোমাদের সর্বাধিক উত্তম কাজ স্মরণ করো। তিনি বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। দিনশেষে আমি তাকে তার পারিশ্রমিক পেশ করলাম। কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে গেলো। আমি তার পারিশ্রমিক বিনিয়োগ করে তার জন্য গরুর পাল ও রাখাল সঞ্চয় করলাম। পরে সে আমার সাথে সাক্ষাত করে বললো, আমাকে আমার প্রাপ্য দিন। আমি বললাম, তুমি ঐ গরুর পাল ও তার রাখালের কাছে চলে যাও এবং তা গ্রহণ করো। সে গিয়ে সেগুলো নিয়ে চলে গেলো (আবু দাউদ, বুয়ূ, বাব ২৮, নং ৩৩৮৭)।

অধ্যায় ঃ ৬

মূলধন رَاْسُ مَالٍ

কোন অর্থব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না যদি তার সদস্যরা তাদের বর্তমান উৎপাদনের অংশবিশেষ ভোগ-ব্যবহারের পরিবর্তে ভবিষ্যত প্রয়োজন পূরণের জন্য জমিয়ে না রাখে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় যারা এই সেবা দান করে তাদেরকে তাদের লগ্নিকৃত মূলধনের ভিত্তিতে একটি পূর্বনির্ধারিত সুনিশ্চিত পরিমাণ পুরস্কার[১] দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী শরীআতে পুরস্কারের ধারণাকে লোকসানের ঝুঁকি বহনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব কেউ কোন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট মুনাফা দাবি করতে পারে না। অবশ্য কোন ব্যক্তি তার একক মালিকানাধীন ব্যবসায়ে তার মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে একই সাথে পুঁজিমালিক ও ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করে। তবে তার যদি অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে সে পুঁজি ও শ্রম বা দক্ষতার ভিত্তিতে অন্যের বা অন্যদের সাথে অংশীদারী কারবার করতে পারে। অবশ্য তার জন্য আরো একটি পথ উন্মুক্ত আছে। তা হচ্ছে, সে যদি সরাসরি ব্যবসাকার্যে অংশগ্রহণে সক্ষম না হয় তাহলে মুদারাবা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে।

মুদারাবা হলো—এক ব্যক্তি মূলধন সরবরাহ করবে এবং অপর ব্যক্তি তার শ্রম ব্যবসায়ে প্রদান করবে, অতঃপর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত হারে উভয়ের মধ্যে মুনাফা বণ্টিত হবে। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান হলে তা মূলধন সরবরাহকারীকে বহন করতে হবে, যে ব্যক্তি শ্রম প্রদান করলো সে শুধু তার দৈহিক ও বুদ্ধিগত শ্রমের বিনিময় থেকে বঞ্চিত হবে।

বর্তমান যুগের যৌথ মূলধনী কোম্পানীসমূহের ব্যবসা অনেকটা মুদারাবা কারবারের অনুরূপ, যেহেতু পেশাদার কর্মচারী শেয়ারমালিকদের মূলধনের সাহায্যে ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজের সাথে মালিকদের কোন সম্পর্ক থাকে না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও মুদারাবা ব্যবসায়ের ধারণা অভিন্ন। উভয় ধরনের ব্যবসায়ের মধ্যে কতক আইনগত (ফিক্হী) পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা বর্জন করা হলো।

টীকা ঃ অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় রিবা (সুদ), যা কুরআন মজীদে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (২ ঃ ২৭৫)। রিবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ঃ ৮-এ আসছে (সংকলক)।

লোকসানের ঝুঁকিসহ মুনাফা اَلرِّبْحُ الْمَحْفُوْفُ بِخَطْرِ الْخُسْرَانِ

(৬ ঃ ১)

١٢٠(١)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

১২০(১)। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে জিনিস তোমার নিকট বিদ্যমান নেই, তা বিক্রয় করা হালাল নয়। আর লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করা হালাল নয় (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ২০, নং ২১৮৮)।

অংশীদারিত্ব اَلشَّرِكَةُ

৬ ঃ ২

١٢١(٢)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

১২১(২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি (ব্যবসায়ে) দুই শরীকের সাথে তৃতীয় শরীক, যাবত না তাদের একজন অপরজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যখন সে তার সাথে বিশ্বাস ভংগ করে আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই (আবু দাউদ, বুয়ূ, বাব ২৬, নং ৩৩৮৩)।

মুদারাবা কারবার اَلْمُضَارَبَةُ

৬ ঃ ৩

١٢٢(٣)- عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الْجَعْدِ الْبَارِقِىِّ قَالَ اَعْطَاهُ النَّبِىُّ ﷺ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ بِهِ اُضْحِيَّةً اَوْ شَاةً فَاشْتَرٰى شَاتَيْنِ فَبَاعَ

اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَاَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرٰى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ .

১২২(৩)। উরওয়া ইবনে আবুল জা'দ আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ একটি কুরবানীর পশু বা বকরী ক্রয়ের জন্য তাকে একটি দীনার দিলেন। তিনি দু'টি বকরী ক্রয় করে এর একটিকে এক দীনার মূল্যে বিক্রয় করেন, অতঃপর একটি বকরী ও একটি দীনারসহ তাঁর নিকট এলেন। তিনি তার ব্যবসায়ে বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। এরপর থেকে তিনি মাটি কিনলেও তাতে লাভ হতো (আবু দাঊদ, বুয়ূ, বাব ২৩, নং ৩৩৫১, মাওসূআ, নং ৩৩৮৪)।

৬ঃ৪

١٢٣(٤)- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِيْ لَهُ اُضْحِيَّةً فَاشْتَرَاهَا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهَا بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى لَهُ اُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ وَجَاءَ بِدِيْنَارٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَهُ اَنْ يُّبَارَكَ لَهُ فِيْ تِجَارَتِهِ .

১২৩(৪)। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একটি দীনার দিয়ে তাঁর জন্য একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করতে পাঠালেন। তিনি এক দীনারে তা ক্রয় করে দুই দীনারে বিক্রয় করলেন। তিনি পুনরায় (বাজারে) গিয়ে তাঁর জন্য এক দীনারে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন এবং একটি দীনারসহ নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলেন। নবী ﷺ দীনারটি দান-খয়রাত করলেন এবং তার জন্য দো'আ করলেন যাতে তার ব্যবসায়ে বরকত হয় (আবু দাঊদ, বুয়ূ, বাব ২৭, নং ৩৩৫৩, মাওসূআ নং ৩৩৮৬)।

৬ঃ৫

١٢٤(٥)- عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ ثَلاَثُ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ .

১২৪(৫)। সালেহ ইবনে সুহাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে— মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ক্রয়-বিক্রয়, মুদারাবা ব্যবসা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে গমের সাথে যব (বার্লি) মিশানো, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নয় (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৬৩, নং ২২৮৯)।

অধ্যায় ঃ ৭

ভোক্তার আচরণ

تَعَامُلُ الْمُسْتَهْلِكِ

ভোক্তার আচরণ একটি জটিল বিষয় বা প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন মানুষের অভ্যাস, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, রুচিবোধ, ফ্যাশন, ধর্মীয় বিশ্বাস, তার আয়ত্তাধীন সম্পদ ইত্যাদি। পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সংক্ষিপ্ত মেয়াদকে বিবেচনায় রেখে ভোক্তার আচরণ পর্যালোচনা করা হয়, যখন সাধারণত অধিকাংশ আর্থ-সামাজিক উপাদান অপরিবর্তিত থাকে। এসব উপাদানকে স্থির ও অব্যাহত গণ্য করে ধরে নেয়া হয় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ভোক্তা পুরোপুরি স্বাধীন এবং সে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করবে। এই পন্থায় সে তার উপযোগিতা বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করে। এভাবে কেবল বাজারের পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের উপর ভিত্তি করেই বিশ্লেষণ করা হয় এবং বাজার বহির্ভূত পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহকে এর বাইরে রাখা হয়, যদিও তাত্ত্বিকভাবে বাজার বহির্ভূত পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের গুরুত্ব স্বীকৃত ও গৃহীত।

ইসলামী অর্থনীতিতে শরীআতের আদেশ-নিষেধের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যা ভোক্তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কুরআন মজীদ এই আচরণকে "ইকতিসাদ" (اقتصاد) পরিভাষায় ব্যক্ত করেছে যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পরিমিতি'। অবশ্য শরীআতের সার্বিক প্রাসঙ্গিকতায় এই 'ইকতিসাদ' হলো কতগুলো মূল্যবোধের সমষ্টি।

একজন মুসলমানের জন্য সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিমিত আচরণ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। ভোক্তার দুই প্রান্তিক আচরণ ইসরাফ (اصراف - অপব্যয়) ও বুখ্ল (بخل - কার্পণ্য) উভয়ই কুরআন মাজীদে অগ্রাহ্য হয়েছে এবং মহানবী ﷺ তাঁর বাস্তব আচরণে একজন আদর্শ মুসলিম ভোক্তার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাদামাঠা জীবন যাপন করতেন। তাঁর সাহাবীগণও (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর আদর্শ অনুসরণ

করেছেন এবং এভাবে স্বল্প ভোগের মানসিকতা ও সহজ-সরল জীবন যাপন ইসলামী সমাজের মূল্যবোধে পরিণত হয়। মহানবী ﷺ লোকদেরকে বিলাসী জীবন যাপনে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং যেসব জিনিস এ ধরনের জীবন যাপনকে প্ররোচিত করে তিনি সেগুলো নিষিদ্ধ করেছেন।

সে যুগে বিলাসী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ছিল জুয়াখেলা ও মদ্যপানে অর্থ উজার করা, অহংকার সৃষ্টিকারী জমকালো পোশাক (প্রধানত পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান) ও প্রতিকৃতি স্থাপন, কুকুর পালন এবং মূল্যবান ধাতুর তৈজসপত্র ব্যবহার। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কল্যাণে আরো বহু ধরনের বিলাস সামগ্রীর উদ্ভব ঘটেছে। শরীআতের সামগ্রিক মূলনীতি ও মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং সমাজে সম্পদ বণ্টনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সময়ে সময়ে বিলাসিতার স্তর নির্ধারণ করতে হবে। মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক নির্দেশাবলীকে অলংঘনীয় রেখেই তা করতে হবে।

দীন ইসলাম জনগণের মধ্যে তার শিক্ষার বিস্তার এবং প্রয়োজনবোধে সরকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিলাসিতাকে নিরুৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব জিনিস বিলাসিতার দিকে ঠেলে দেয় বলে সামাজিক মতৈক্য রয়েছে সরকার সেগুলোর উৎপাদন ও আমদানী নিষিদ্ধ করতে পারে।

উপরন্তু বিলাসী আচরণ প্রতিরোধের জন্য সরকার হাজ্‌র (حجر) -এর নীতি প্রয়োগ করতে পারে। হাজ্‌র-এর আভিধানিক অর্থ 'নিষিদ্ধ' বা 'বাধা'। নাবালেগ ইয়াতীমদেরকে বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের সম্পদে তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ থেকে বিরত রাখার কুরআনিক নির্দেশ থেকেই হাজ্‌র-এর ধারণা উদ্ভূত। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ফকীহগণ মত ব্যক্ত করেছেন, যেসব লোকের ধন-সম্পদ আছে, কিন্তু তা যথাযথভাবে ব্যবহার করার মত বুদ্ধিজ্ঞান নেই, তাদেরকে বিলাসিতায় তাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত মধ্যম মানের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করতে দিয়ে বাকী সম্পদ ব্যবহারে তাদের উপর হাজ্‌র বিধি আরোপ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো, ইসলাম একটি স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প ভোগের অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী। যেহেতু ইসলামী জীবনধারা

সহজ-সরল ও মিতাচারী পন্থা অবলম্বনে উৎসাহিত করে তাই ভোক্তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ ব্যয়িত হয়। এর সাথে ইসলামের সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টির যোগসূত্র রয়েছে যা এ পৃথিবীর জীবনকে আখিরাতের জীবনের দিকে ধাবিত একটি অস্থায়ী জীবন হিসাবে গণ্য করে। তাই একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে পার্থিব ধন-সম্পদের মূল্য কম।

যদিও ইসলামী ব্যবস্থায় সামাজিকভাবে সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ভোগকে ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত রাখা হয়, কিন্তু সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় না। পক্ষান্তরে শরীআতে বেশ কতগুলো নির্দেশ মুসলমানদেরকে সম্পদ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে ইসলামী সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে যা সামাজিকভাবে সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে 'ইনফাক' (انفاق) অর্থ ভিক্ষা বা দান নয়, যদিও সকল সভ্য সমাজেই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে প্রাচুর্যশালীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার। ইসলাম একে 'হক' (প্রাপ্য অধিকার) বলে উল্লেখ করেছে। উপরন্তু কোন ব্যক্তি তার ও তার পরিবারবর্গের জন্য যা কিছু খরচ করে তাও ইনফাকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ ব্যাপার সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ইসলামী সমাজে ইনফাক বলতে যা বুঝায় তা সাধারণ পরিভাষায় ব্যবহৃত 'দান-খয়রাতের' তুলনায় অধিক ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআন মজীদে ও হাদীসে মুসলমানদেরকে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম সমাজে ইনফাককে অত্যন্ত উন্নত মূল্যবোধরূপে গণ্য করা হয়েছে। মহানবী ﷺ ইনফাকের ফযীলাত ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ইনফাক হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা সুনিশ্চিতভাবে ব্যয়বিহীন পন্থায় একটি সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ব্যবস্থা সরকারী তহবিল থেকে কোনরূপ ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াই বঞ্চিতদের যত্ন নিয়ে থাকে। এ ব্যবস্থায় সমাজ পরগাছা ধরনের আলস্যের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখে এবং সামাজিক সচেতনতা তাদেরকে কোন না কোন উপার্জনমূলক পেশা বেছে নিতে বাধ্য করে। তা একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল পরিবার ব্যবস্থাও গড়ে তোলে। কেননা এ ব্যবস্থায় পরিবারের সদস্যরা প্রয়োজনে একে অপরের প্রতি যত্ন নেয়।

সমকালীন পশ্চিমা সমাজ গরীব জনগোষ্ঠীকে সরকারী সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কাজে জনগণের সহমর্মিতা আকর্ষণ করতে গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষত জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে, মুসলিম সমাজ তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। কারণ ইসলামী সমাজে ইনফাক ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ ব্যবস্থা সাফল্যের সাথে কার্যকর রয়েছে।

ক্রেতা বা ভোক্তার আচরণবিধি

(ক) সহজ-সরল জীবন যাপন اَلْحَيَاةُ الرِّيْفِيَّةُ الْبَسِيْطَةُ

৭ঃ১

١٢٥(١)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَاَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ .

১২৫(১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ একটি বিছানা পুরুষের জন্য, একটি তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য (বুখারী, ইজারা, বাব ৬৩; আবু দাউদ, লিবাস, বাব ৪২)।

৭ঃ২

١٢٦(٢)- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ مُعَاوِيَةُ اِلٰى اَبِىْ هَاشِمِ ابْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ يَعُوْدُهُ فَقَالَ يَا خَالُ مَا يُبْكِيْكَ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كُلٌّ لاَ وَلٰكِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْدًا لَمْ اٰخُذْ بِهِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَجِدُنِى الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ .

১২৬(২)। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) আবু হাশেম ইবনে উতবার অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন, হে মামা! আপনাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? আপনার কোন অংগের ব্যথা নাকি পার্থিব

কোন লালসা? তিনি বললেন, মোটেই না, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন যা আমি অনুসরণ করিনি। তিনি (ﷺ) বলেছিলেন ঃ "তোমার পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জীভূত করার চেয়ে একজন খাদেম ও একটি জন্তুযানই যথেষ্ট যা আল্লাহ্‌র পথে কাজে আসবে"। আর আজ আমি নিজেকে লক্ষ্য করছি যে, অনেক কিছু আমি পুঞ্জীভূত করেছি (তিনি তার পার্থিব প্রাচুর্যের প্রতি ইংগিত করেছেন। তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ১৯, নং ২৩২৭)।

৭ঃ৩

١٢٧(٣)- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهِ مَعَافًى فِيْ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

১২৭(৩)। সালামা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহ্‌সান আল-খাতমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উবায়দুল্লাহ) ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মনের প্রশান্তি, শারীরিক সুস্থতা ও ঐ দিনের খাদ্যসহ ভোরে উপনীত হতে পারলো, গোটা দুনিয়াই যেন তার অধিকারে গুটিয়ে দেয়া হলো (তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ৩৪, নং ২৩৪৬)।

৭ঃ৪

١٢٨(٤)- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوٰى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٍ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .

১২৮(৪)। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিম্নোক্ত সম্পদ ছাড়া অপর কোন বস্তুর অধিকারী হওয়া আদম সন্তানের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। তার বসবাসের জন্য একটি বাড়ি, তার দেহ আবৃত করার প্রয়োজনীয় পোশাক এবং আহারের জন্য শুকনো রুটি ও পানি (তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ৩০, নং ২৩৪১)।

١٢٩(٥)- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِىْ عِنْدِى لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِّنَ الصَّلَاةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لاَ يُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَرَ بِاِصْبَعَيْهِ فَقَالَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ .

১২৯(৫)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমার ধারণায় আমার বন্ধুদের মধ্যে সর্বাধিক ঈর্ষার পাত্র সেই মুমিন ব্যক্তি যে স্বল্প সম্পদের মালিক এবং নামাযে অনুরাগী, নিজ প্রভুর সুচারুরূপে ইবাদতকারী, একান্ত গোপন অবস্থায়ও তার আনুগত্য করে, লোকদের মধ্যে অজ্ঞাত ও অখ্যাত থাকে, আংগুল দ্বারা তাকে ইশারা করা হয় না। তার সামান্য খাদ্য হলেও তাতেই সে ধৈর্যধারণ করে। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁর দুই আংগুলে জমীনে ঠোকা দিয়ে বলেন ঃ দ্রুত তার মৃত্যু এসে যায়। (মৃত্যুর পর) তার শোকে বিলাপকারিনীর সংখ্যা হবে কম এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণও হবে সামান্য (তিরমিযী, যুহ্দ, বাব ৩৫, নং ২৩৪৭)।

١٣٠(٦)- وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا قُلْتُ لاَ يَا رَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا اَوْ قَالَ ثَلاَثًا اَوْ نَحْوَ هٰذَا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ فَاِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ .

১৩০(৬)। এই একই সনদে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমার রব আমার জন্য মক্কার প্রস্তরময় প্রান্তর স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করলে আমি বললামঃ হে প্রভু! তা করবেন না, বরং একদিন আমাকে তৃপ্ত হয়ে আহার করতে পারার এবং একদিন অভুক্ত থাকার তৌফিক দিন। অথবা তিনি বলেছেন ঃ তিন দিন অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। যখন আমি অভুক্ত থাকবো তখন তোমার নিকট বিনয়াবনত থাকবো এবং তোমাকে স্মরণ করবো, আর

যখন পেট ভরে আহার করবো তখন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো এবং তোমার প্রশংসা করবো (তিরমিযী, যুহ্দ, বাব ৩৫, নং ২৩৪৭)।

١٣١(٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وكَانَ رِزْقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ .

১৩১(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে সামান্য প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে অল্পে তুষ্ট থাকার গুণও দান করেছেন, সে সফলকাম হয়েছে (এবং পরকালের শাস্তি থেকে নাজাত পেয়েছে; তিরমিযী, যুহ্দ, বাব ৩৫, নং ২৩৪৮)।

١٣٢(٨)- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ لِلْاِسْلَامِ وكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ .

১৩২(৮)। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যাকে ইসলামের দিকে পথ দেখানো হয়েছে, আর তার জীবিকার পরিমাণ মোটামুটি এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট, তার জন্য সুসংবাদ ও মোবারকবাদ (তিরমিযী, যুহ্দ, বাব ৩৫, নং ২৩৪৯)।

৭ঃ৬

١٣٣(٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا .

১৩৩(৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারের জীবিকা জীবন ধারণোপযোগী করে দিন (মুসলিম, যাকাত, বাব ৪৩, নং ২৪২৭/১২৬, যুহ্দ, বাব ১, নং ৭৪৪০/১৮)।

١٣٤(١٠)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا وَفِىْ رِوَايَةِ عَمْرٍو اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ .

১৩৪(১০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারের জীবিকা জীবনধারণ পরিমাণ দান করুন (ঐ, বাব ১, নং ৭৪৪২/১৯)।

١٣٥(١١)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ .

১৩৫(১১)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত কখনও একাধারে তিনদিন গমের রুটি পেট ভরে আহার করেনি (ঐ, নং ৭৪৪৪/২১)।

١٣٦(١٢)-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ اِلاَّ وَاَحَدُهُمَا تَمْرٌ .

১৩৬(১২)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ কখনও একাধারে দু'দিন গমের রুটি পেট ভরে আহার করেনি, বরং একদিন রুটি খেলে অপর দিন খেজুর খেয়ে দিন কাটাতো (ঐ, নং ৭৪৪৮/২৫)।

١٣٧(١٣)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَتَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

১৩৭(১৩)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারবর্গ কখনো একটি মাস কাটিয়ে দিতাম, ঘরে আগুন জ্বালাইনি। আমাদের খোরাক হতো শুধুমাত্র সামান্য খেজুর ও পানি (মুসলিম, ঐ, নং ৭৪৪৯/২৬)।

١٣٨(١٤)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِيْ رَفِّيْ مِنْ شَيْءٍ يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِيْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ .

১৩৮(১৪)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সময় আমার র‍্যাকে এমন কিছু ছিল না, যা কোন প্রাণধারী জীব খেতে পারে। হাঁ, সামান্য কিছু যব আমার র‍্যাকে রাখা ছিল। তার থেকে আমি আহার করতে থাকলাম, এভাবে বেশ কিছু কাল অতিবাহিত হলো। পরে আমি ওজন করলে তা শেষ হয়ে গেলো (মুসলিম, ঐ, নং ৭৪৫১/২৭)।

١٣٩(١٥)- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِىْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحَ فَكَانُوْا يُرْسِلُوْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَاهُ .

১৩৯(১৫)। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে বলছিলেন, হে বোনপুত! আমরা এভাবে দিন যাপন করেছি যে, একবার নতুন চাঁদ দেখে দ্বিতীয়বার দেখতাম, তৃতীয়বার আবার দেখতাম। দু'মাসে তিনবার নতুন চাঁদ উদিত হতে দেখতাম। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরসমূহে (এ দীর্ঘ সময়ে) আগুন জ্বলতো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালাম্মা! তাহলে আপনারা দিন কাটাতেন কিভাবে? তিনি বলেন, আমাদের জীবিকা ছিল দু'টো কালো বস্তু ঃ খেজুর ও পানি। হাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় আনসার প্রতিবেশী ছিল যাদের দুগ্ধবতী উটনী ছিল। তারা মাঝে মাঝে সেগুলোর দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকেও তা পান করাতেন (মুসলিম, নং ৭৪৫২/২৮)।

١٤٠(١٦)- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِىْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

১৪০(১৬)। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনও একদিনে দু'বার যায়তূন ও

রুটি একসাথে পেট ভরে আহার করতে পারেননি (মুসলিম, নং ৭৪৫৩/২৯)।

١٤١(١٧)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ .

১৪১(১৭)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন তখন মানুষ খেজুর ও পানি এই দুই কালো বস্তু পেট ভরে খেতে পেতো (মুসলিম, নং ৭৪৫৪/৩০)।

١٤٢(١٨)- عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِىْ مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلَاُ بِهٖ بَطْنَهُ .

১৪২(১৮)। সিমাক ইবনে হারব (র) বলেন, আমি আন-নু'মান (রা)-কে তার বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, মানুষ যেসব পার্থিব সম্পদের মালিক হয়েছে তার উল্লেখ করে উমার (রা) বললেন, তখনকার দিনে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেজুর পেলে তিনি তাই সংগ্রহ করে নিতেন যা দ্বারা কোন রকম উদর পূর্তি করা যায় (মুসলিম, নং ৭৪৫৯/৩৪)।

৭৪৭

١٤٣(١٩)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْتَاعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عِيْرٍ اَقْبَلَتْ فَرَبِحَ اَوَاقِىَّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لاَ اَبْتَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِىْ ثَمَنُهُ .

১৪৩(১৯)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (মদীনায়) আগত এক ব্যবসায়ী কাফেলা থেকে কিছু পণ্য কিনলেন এবং (তা বিক্রয় করে) কয়েক উকিয়া মুনাফা লাভ করলেন এবং তা আবদুল মুত্তালিবের বংশের বিধবাদের মধ্যে বন্টন করলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কোন পণ্য ক্রয় করি না যদি আমার নিকট তার মূল্য (পরিশোধের অর্থ) না থাকে (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ., নং ২৯৭১; আরো দ্র. নং ২০৯৩ ও ১৯৭৩)।

৭ঃ৮

١٤٤(٢٠)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ السَّرَفِ اَنْ تَأكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ .

১৪৪(২০)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এ-ও (এক ধরনের) অপব্যয় যে, তোমার যা কিছু খেতে ইচ্ছা করবে তা-ই খাবে (ইবনে মাজা, আতইমা, বাব ৫১, নং ৩৩৫২)।

(২) অপব্যয় اَلْاِسْرَافُ

৭ঃ৯

١٤٥(٢١)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِيْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَّلاَ مَخِيْلَةٍ .

১৪৫(২১)। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অপব্যয় ও অহংকার বর্জন করে আহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পোশাক পরিধান করো [নাসাঈ, যাকাত, বাব ৬৬, নং ২৫৬০; ইবনে মাজা, লিবাস, বাব ২৩, নং ৩৬০৫; বুখারী, লিবাস, (১) তরজমাতুল বাব, ইবনে আব্বাস (রা.)]।

١٤٦(٢٢)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَرَاٰى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هٰذِهٖ قَالَ لَهٗ اَصْحَابُهٗ هٰذِهٖ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهٖ حَتّٰى اِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِى النَّاسِ اَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَاراً حَتّٰى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالْاِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُنْكِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا خَرَجَ فَرَاٰى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ

الىٰ قُبَّتِه فَهَدَمَهَا حَتّٰى سَوَاهَا بِالْاَرْضِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا فُعِلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا شَكَا اِلَيْنَا صَاحِبُهَا اِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَاَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ اَمَا اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِه اِلاَّ مَا لاَ اِلاَّ مَا لاَ يَعْنِىْ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ .

১৪৬(২২)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে যেতে (পথিপার্শ্বে) একটি উঁচু গম্বুজ দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কি? তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে বলেন, এটা অমুক আনসারীর বাড়ি। রাবী বলেন, তিনি নীরব থাকলেন কিন্তু তা মনের মধ্যে গেঁথে রাখলেন। শেষে যখন ঐ বাড়ির মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং লোকজনের মধ্যে তাঁকে সালাম দিলেন, তিনি তাকে উপেক্ষা করলেন। বেশ কয়েকবার এরূপ হলো। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাই তাকে উপেক্ষা করছেন। তিনি তার সঙ্গীদের নিকট অনুতাপ প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অসন্তুষ্ট দেখেছি। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে যাওয়ার পথে আপনার পাকা বাড়িটি দেখতে পান। অতএব লোকটি ফিরে গিয়ে তার পাকা বাড়িটি ভেঙ্গে জমিনের সাথে মিশিয়ে দেন। পরে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ পথ দিয়ে যেতে সেটি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, পাকা বাড়িটির কি হলো। তারা বলেন, এর মালিক আমাদের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে আপনার অসন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেন। আমরা তাকে আপনার অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দিয়েছি। তাই তিনি সেটি ভূমিসাৎ করে ফেলেন। তিনি বলেন ঃ প্রতিটি বিলাসবহুল বাড়ি তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ হবে। তবে বসবাসের জন্য যতটা অপরিহার্য ততোটা নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই, কোন ক্ষতি নেই (আবু দাউদ, আদাব, বাব ১৫৬-৭, নং ৫২৩৭)।

৭ঃ ১১

١٤٧ (٢٣)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰى اَثَرُ نِعْمَتِه عَلٰى عَبْدِه .

১৪৭(২৩)। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার দেহাবয়বে তাঁর নেআমতের আলামত দেখতে পছন্দ করেন (তিরমিযী, আদাব, বাব ৫৪, নং ২৮১৯)।

৭ ঃ ১২

١٤٨ (٢٤)- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ كَانَ يَاْمُرُ بِهٰؤُلاَءِ الْخَمْسِ وَيُخْبِرُهُنَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৮(২৪)। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে দোয়া করার নির্দেশ দিতেন এবং উল্লেখ করতেন যে, মহানবী ﷺ এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কৃপণতা থেকে পানাহ চাই, তোমার নিকট ভীরুতা থেকে পানাহ চাই, তোমার নিকট পানাহ চাই হীনতর বয়সে উপনীত হওয়া থেকে এবং আরো পানাহ চাই তোমার নিকট দুনিয়ার বিপর্যয় থেকে (অর্থাৎ দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে) এবং তোমার নিকট আরো পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে (বুখারী, দাওয়াত, বাব ৪১, নং ৬৩৭০, আরো দ্র. নং ২৮২২, ৬৩৭৪ ও ৬৩৯০)।

(৩) বিলাসিতা اَلتَّنَعُّمُ

(খ) রেশমী পোশাক ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি اَلْحَرِيْرُ وَالزُّخْرُفُ

৭ ঃ ১৩

١٤٩ (٢٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

১৪৯(২৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, লিবাস, বাব ১১, নং ৫৪৭০/৫১)।

١٥٠(٢٦)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ يَدِه فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعْ بِه قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اٰخُذُهُ اَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৫০(২৬)। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তা খুলে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি দোযখের আগুন পেতে চায় যে, সে সোনার আংটি হাতে দিবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চলে যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হলো, তুমি তোমার আংটিটা তুলে নাও এবং অন্য কাজে লাগাও। সে বললো, না, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিনিস ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনো তুলে নিবো না (মুসলিম, বাব ঐ, নং ৫৪৭২/৫২)।

١٥١(٢٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِىْ بَاطِنِ كَفِّه اِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمٰى بِه ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لِيَحْىٰ .

১৫১(২৭)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার একটা আংটি বানিয়েছিলেন। পরিধানকালে তিনি তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রাখতেন। তা দেখে অন্য লোকেরাও আংটি বানালো। পরে তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে আংটি খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ "আমি এ আংটি পরিধান করি কিন্তু এর পাথরের দিক ভিতরে রাখি।" এই বলে তিনি আংটিটি ফেলে দিয়ে বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আর কখনো আংটি পরিধান করবো না।" তা দেখে সকলে নিজ নিজ আংটি খুলে ফেলে দিলো (মুসলিম, লিবাস, বাব ঐ, নং ৫৪৭৩/৫৩)।

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ভাষ্য, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষজ্ঞগণ মতৈক্যে পৌছেছেন যে, সোনার আংটি স্ত্রীলোকের জন্য পরিধান করা জায়েয কিন্তু পুরুষের জন্য হারাম (অনু.)।

৭ : ১৪

١٥٢(٢٨)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِلْيَةٌ مِّنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ اَهْدَاهَا لَهُ فِيْهَا خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُوْدٍ مُعْرِضًا عَنْهُ اَوْ بِبَعْضِ اَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ اَبِي الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلِّيْ بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ .

১৫২(২৮)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশীর পক্ষ থেকে উপঢৌকনস্বরূপ নবী ﷺ-এর নিকট কিছু অলংকারপত্র এলো। তার মধ্যে একটি সোনার আংটিও ছিল এবং তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। রাবী বলেন, আংটির প্রতি অবজ্ঞার কারণে তিনি একটি কাঠি দিয়ে অথবা তাঁর কোন আঙ্গুল দিয়ে তা ধরলেন, অতঃপর তাঁর জামাতা আবুল আস ও নিজ কন্যা যয়নব (রা)-র কন্যা উমামাকে ডেকে এনে বললেন ঃ হে নাতনী! এই অলংকারটি পরিধান করো (আবু দাউদ, কিতাবুল খাতাম, বাব ৮, নং ৪২৩৫)।

١٥٣(٢٩)- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِّنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِّنْ ذَهَبٍ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِّنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِّنْ ذَهَبٍ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سِوَارًا مِّنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِّنْ ذَهَبٍ وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا .

১৫৩(২৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কেউ তার প্রিয়জনকে দোযখের বালা পরাতে চাইলে সে যেন তাকে একটি

সোনার বালা পরায়। কেউ তার প্রিয়জনকে দোযখের হার পরিধান করাতে চাইলে সে যেন তাকে একটি সোনার হার পরায়। কেউ তার প্রিয়জনকে দোযখের কাঁকন পরাতে চাইলে সে যেন তাকে সোনার কাঁকন পরায়। তোমরা অবশ্য রূপার অলংকার পরতে পারো এবং তা দিয়ে আনন্দ উপভোগ করো (আবু দাউদ, কিতাবুল খাতাম, বাব ৮, নং ৪২৩৬)।

৭ঃ ১৫

١٥٤ (٣٠)- عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِّنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِىْ عُنُقِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ جَعَلَتْ فِىْ اُذُنِهَا خَرْصًا مِّنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِىْ اُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৫৪(৩০)। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে কোন নারী তার গলায় সোনার হার পরিধান করবে কিয়ামতের দিন তার গলায় আগুনের অনুরূপ হার পরানো হবে। আর যে কোন নারী তার কানে সোনার বালা পরবে, কিয়ামতের দিন তার কানে অনুরূপ আগুনের বালা পরানো হবে (আবু দাউদ, কিতাবুল খাতাম, বাব ৮, নং ৪২৩৮)।

١٥٥ (٣١)- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا .

১৫৫(৩১)। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিতাবাঘের চামড়ার উপর বসতে এবং সোনার গহনাপত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে তার ক্ষুদ্র টুকরা রাখাতে দোষ নাই (আবু দাউদ, কিতাবুল খাতাম, বাব ৮, নং ৪২৩৯)।

৭ঃ ১৬

١٥٦ (٣٢)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ اُمَّتِىْ فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ مِنْ أُمَّتِىْ فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ حَرِيْرَ الْجَنَّةِ .

১৫৬(৩২)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি সোনা পরিধান করলে এবং তা পরিহিত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের সোনা হারাম করে দিবেন। আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র পরিধান করলে এবং তা পরিহিত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের রেশমী পোশাক হারাম করে দিবেন (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ১৬৭, নং ৬৫৫৬ ও ৬৯৪৭ ইত্যাদি)।

৭ ঃ ১৭

১٥٧ (٣٣)- عَنْ اَبِىْ شَيْخٍ الْهُنَائِىِّ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَلَاٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ قَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ الاَّ مُقَطَّعًا قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ قَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ قَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ قَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَالُوْا اَمَّا هٰذَا فَلاَ قَالَ اَمَا اِنَّهَا مَعَهُنَّ .

১৫৭(৩৩)। আবু শায়খ আল-হুনাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-এর দরবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবীর সমাবেশে

উপস্থিত ছিলাম। মুআবিয়া (রা) বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন? তারা বলেন, হে আল্লাহ! হাঁ। তিনি বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি আবার বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্য পরিমাণ ব্যতীত স্বর্ণ পরিধান করতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, হে আল্লাহ! হাঁ। তিনি বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি আবার বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চিতাবাঘকে বাহন বানাতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, হে আল্লাহ! হাঁ। তিনি বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি পুনরায় বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, হে আল্লাহ! হাঁ। তিনি বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি আবার বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরাহ্‌কে একত্র করতে (এক ইহরামে উমরাহ ও হজ্জ আদায় করতে) নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, তাই নাকি? তাহলে না (জানি না)। তিনি বললেন, কিন্তু তিনি ঐ সবের সাথে এ-ও নিষেধ করেছেন (মুসনাদ আহমাদ, ৪খ., পৃ. ১৯২, নং ১৬৯৫৮)।

৭ঃ১৮

١٥٨ (٣٤)- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِيْثَرَةِ وَالْقَسِيَّةِ وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْمُفْدَمِ قَالَ يَزِيْدُ وَالْمِيْثَرَةُ جُلُوْدُ السِّبَاعِ وَالْقَسِيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ مِّنْ اِبْرَيْسَمٍ يَجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالْمَفْدَمُ الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفَرِ .

১৫৮(৩৪)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীছারা, কাস্‌সী (রেশমী বস্ত্র), সোনার আংটি ও মাফ্‌দাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী) ইয়াযীদ (র) বলেন, মীছারা হলো হিংস্র পশুর চামড়া, কাস্‌সী হলো মিসর থেকে আমদানীকৃত ফিতার মত লম্বা দাগযুক্ত রেশমী পোশাক এবং মাফ্‌দাম হলো হলুদ রঙের পোশাক (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ১০০-১, নং ৫৭৫১)।

৭ ঃ ১৯

١٥٩(٣٥)- عَنْ اَبِى فَرْوَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِىْ اِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّىْ اُخْبِرُكُمْ اَنِّى قَدْ اَمَرْتُهُ اَنْ لاَّ يَسْتَقِيَنِىْ فِيْهِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيْرَ فَاِنَّهُ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৫৯(৩৫)। আবু ফারওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা মাদায়েনে হুযায়ফা (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি পানি চাইলেন। এক গ্রামীণ লোক একটি রূপার পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। তিনি তা পাত্রসহ ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে যেন আমাকে এই পাত্রে পান না করায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং রেশমী কাপড় পরিধান করো না। তা কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে, কিয়ামতের দিনে।

টীকা ঃ 'মাদায়েন' বাগদাদের নিকটবর্তী একটা বড় শহর। বাদশাহ্ নওশেরওয়াহ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, 'মাদায়েন' দিজলা নদীর তীরবর্তী একটি বড়ো শহর। 'বাগদাদ' ও 'মাদায়েনের' মধ্যকার দূরত্ব ১৪ মাইল। এ শহরই পারস্যের রাজা-বাদশাহদের বসবাসের স্থান ছিল। হযরত উমার (রা)-র শাসনামলে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এ শহর জয় করেন (অনু.; মুসলিম, লিবাস, বাব ২, নং ৫৩৯৪/৪)।

৭ ঃ ২০

١٦٠(٣٦)- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ

الْعَاطِسِ وَابْرَارِ الْقَسَمِ اَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَافْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ اَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ .

১৬০(৩৬)। মুআবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা)-র কাছে গেলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ (১) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতে; (২) লাশের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে; (৩) হাঁচির জবাব দিতে; (৪) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে; (৫) মযলুমের (অত্যাচারিত) সাহায্য করতে; (৬) দাওয়াত কবুল করতে এবং (৭) সালামের ব্যাপক প্রচলন করতে। আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ (১) সোনার আংটি পরিধান করতে; (২) রূপার পাত্রে পানাহার করতে; (৩) রেশমী গদীতে বসতে; (৪) কাসসী কাপড় পরিধান করতে; (৫) রেশমী কাপড় পরিধান করতে; (৬) ইসতাবরাক এবং (৭) জরিদার রেশমী কাপড় পরিধান করতে (মুসলিম, লিবাস, বাব ২, ৫৩৮৮/৩)।

টীকা ঃ اَلْمَيَاثِرُ - مِثْثَرَةٌ এর বহুবচন, নরম তুলতুলে রেশমী বস্ত্র। اَلْاِسْتَبْرَاقُ মোটা রেশমী বস্ত্র। اَلدِّيْبَاجُ মিহি রেশমী বস্ত্র। حَرِيْرٌ খাঁটি রেশমী বস্ত্র। اَلْقَسِّىُّ তৎকালে মিসরে উৎপাদিত সুতা ও রেশম মিশ্রিত রেশমী বস্ত্র। এগুলো তৎকালে উৎপাদিত বিভিন্ন নামের রেশমী বস্ত্র (অনু.)।

৭ ঃ ২১

١٦١(٣٧)- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِه نَارَ جَهَنَّمَ .

১৬১(৩৭)। নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সোনার পাত্রে পান করে সে নিজের পেটের মধ্যে গলগল করে দোযখের আগুন নিক্ষেপ করে (মুসলিম, লিবাস, বাব ১, নং ৫৩৮৫/১)।

৭ঃ২২

١٦٢ (٣٨) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

১৬২(৩৮)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজায় (বিক্রয়ের জন্য) একটি হুল্লা (লাল রং-এর রেশমী মিশ্রিত চাদর) দেখতে পেয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি এটা কিনে নিতেন তাহলে জুমুআর দিন এবং বিদেশী প্রতিনিধিদল যখন আপনার কাছে আসে তখন পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এতো সেই ব্যক্তিই পরিধান করবে, যে আখিরাতে কিছুই পাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কতগুলো হুল্লা আসলে তিনি তা থেকে একখানা উমার (রা)-কে দিলেন। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এটা আমাকে দিলেন, অথচ উতারিদের হুল্লা সম্পর্কে তো এরূপ বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাকে পরিধান করার জন্য তা দেইনি। অতএব উমার (রা) মক্কায় অবস্থানরত তার এক পৌত্তলিক ভাইকে তা দিলেন ((মুসলিম, লিবাস, বাব ২, নং ৫৪০১/৬)।

টীকা ঃ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, পুরুষ-স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই রেশমী পোশাক পরিধান করা হারাম। অতঃপর এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পুরুষের জন্য তা হারাম কিন্তু স্ত্রীলোকের জন্য জায়েয। কাযী আয়াযও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন (অনু.)।

١٦٣(٣٩)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى عُمَرُ عُطَارِداً التَّمِيْمِىَّ يُقِيْمُ بِالسُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوْكَ وَيُصِيْبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَاَيْتُ عُطَارِداً يُقِيْمُ فِى السُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُوْدِ الْعَرَبِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ وَاَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ اِلٰى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ اِلٰى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَاَعْطٰى عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّقْهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْاَمْسِ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنِّىْ بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا وَاَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِىْ حُلَّتِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَظَراً عَرَفَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَنْظُرُ اِلَىَّ فَاَنْتَ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهَا فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنِّىْ بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ .

১৬৩(৩৯)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) উতারিদ আত-তামীমীকে বাজারে হুল্লা বিক্রয় করতে দেখলেন। তার রাজা-বাদশাহদের সাথেও যোগাযোগ ছিল এবং তাদের থেকে উচ্চমূল্য আদায় করতেন। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উতারিদকে বাজারে হুল্লা বিক্রয়ের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে এসেছি। আপনি যদি তা কিনে নিতেন এবং আরব প্রতিনিধিদল যখন আপনার কাছে আসে, তখন পরিধান

করতেন, তাহলে ভালো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি জুমুআর দিন পরিধান করার কথাও বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার (রা)-কে বলেন ঃ দুনিয়াতে রেশমী কাপড় কেবল সেই ব্যক্তি পরিধান করবে, যে আখিরাতে কিছুই পাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কয়েক জোড়া হুল্লা আসলে তিনি একটি উমার (রা)-এর জন্য, একটি উসামা (রা)-এর জন্য এবং একটি আলী (রা)-এর জন্য পাঠান এবং শেষোক্তজনকে বলে দেন ঃ এটা ছিড়ে তোমার বাড়ির মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) হুল্লাটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো এটা আমার জন্য পাঠিয়েছেন, অথচ গতকাল উতারিদের হুল্লা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি এগুলো তোমাদের নিজেদের পরিধানের জন্য পাঠাইনি, বরং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা এ দ্বারা উপকৃত হবে। আর উসামা (রা) তা পরিধান করে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকান যাতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অতএব তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার দিকে কি দেখছেন? আপনি তো আমার জন্য এটা পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমার নিজের পরিধানের জন্য পাঠাইনি, বরং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে, তা ছিঁড়ে তোমার বাড়ির মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দিবে (ঐ, নং ৫৪০৩/৭)।

١٦٤(٤٠)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِّنْ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْتَعْ هٰذِهٖ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهٖ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهٗ قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتّٰى اَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهٖ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهٗ اَوْ قُلْتَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهٖ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهٗ ثُمَّ

اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبِيْعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

১৬৪(৪০)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বাজারে একটি রেশমী চাদর বিক্রয়ের জন্য দেখতে পেয়ে তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কিনে নিন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদলের আগমনের দিন পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এ পোশাক তো তাদের, পরকালে যাদের কোন অংশ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উমার (রা) যত দিন আল্লাহ্ চাইলেন অপেক্ষা করতে থাকলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা রেশমী জুব্বা তার কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রা) তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো বলেছিলেন, এ পোশাক তাদের জন্য যাদের পরকালে কোন অংশ নেই অথবা যার পরকালে কোন অংশ নেই সে পরিধান করবে। আবার আপনি তা আমার কাছে পাঠালেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি এটা বিক্রি করো এবং এর মূল্য নিজের কাজে লাগাও (ঐ, নং ৫৪০৪/৮)।

৭ ঃ ২৩

١٦٥ (٤١)- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِاَذَرَبِيْجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ اَبِيْكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ اُمِّكَ فَاَشْبِعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِىْ رَحْلِكَ وَاِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِىَّ اَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوْسَ الْحَرِيْرِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لَبُوْسِ الْحَرِيْرِ قَالَ اِلاَّ هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا .

১৬৫(৪১)। আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন আযারবাজানে অবস্থান করছিলাম তখন আমাদের সেনাপতি উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-র কাছে উমার (রা) চিঠি লেখেন, "হে উতবা ইবনে ফারকাদ!

যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা না তোমার প্রচেষ্টায় হাসিল হয়েছে, না তোমার পিতা-মাতার প্রচেষ্টায় (বরং এ সম্পদ মুসলমানদের)। অতএব যে সম্পদ তুমি নিজ বাসস্থানে উপভোগ করছো, মুসলমানদের বাসস্থানেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌছে দাও। বিলাসবহুল জীবন, মুশরিকদের পোশাক এবং রেশমী পোশাক পরিধান পরিহার করো। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এতটুকুই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে তার মধ্যমা ও তর্জনী উঁচু করেন এবং উভয় আঙ্গুল একত্র করেন (মুসলিম, লিবাস, নং ৫৪১১/১২)।

টীকা ঃ এ হাদীসে মুসলমানদেরকে অমুসলিম জাতির পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে, বিলাসিতা বর্জন করতে বলা হয়েছে এবং শাসককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—তিনি যেভাবে নির্বিঘ্নে তার জীবনোপকরণ পাচ্ছেন, তদ্রূপ তিনি যেন জনগণের নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের জন্য তাদের দ্বারে দ্বারে তাদের জীবনোপকরণ পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন (অনু.)।

١٦٦(٤٢)- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَفَلَةَ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهٰى نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلاَثٍ اَوْ اَرْبَعٍ .

১৬৬(৪২)। সুয়াইদ ইবনে গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আল-জাবিয়া নামক স্থানে এক ভাষণে বলেন, নবী ﷺ রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে দুই, তিন কিংবা চার আঙ্গুল পরিমাণ হলে তাতে কোন দোষ নেই (মুসলিম, নং ৫৪১৭/১৫)।

١٦٧(٤٣)- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

১৬৭(৪৩)। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটা রেশমী জুব্বা উপহার আসলো। তিনি তা পরিধান

করে নামায পড়লেন, অতঃপর অবজ্ঞার সাথে তা খুব জোরে খুলে ফেললেন, অতঃপর বললেন ঃ এটা মুত্তাকীদের উপযোগী পোশাক নয় (মুসলিম, নং ৫৪২৭/২৩)।

৭ ঃ ২৪

١٦٨(٤٤)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِى الْقُمُصِ الْحَرِيْرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا اَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا .

১৬৮(৪৪)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে চুলকানি অথবা অন্য কোন রোগের কারণে ভ্রমণব্যাপদেশে রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন (মুসলিম, লিবাস, বাব ৩, নং ৫৪২৯/২৪)।

١٦٩(٤٥)- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .

১৬৯(৪৫)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে চুলকানির কারণে রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন অথবা তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল (মুসলিম, ঐ, নং ৫৪৩১/২৫)।

١٧٠(٤٦)- حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ شَكَوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِىْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِىْ غَزَاةٍ لَهُمَا .

১৭০(৪৬)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উকুনের উপদ্রবের অভিযোগ করলেন। তিনি তাদেরকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন (মুসলিম, ঐ, নং ৫৪৩৩/২৬)।

(খ) মদ ও জুয়া اَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

৭ ঃ ২৫

١٧١ (٤٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَنَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

১৭১(৪৭)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যা বলিনি এমন কথা যে ব্যক্তি আমার নামে বলে সে যেন তার বাসস্থান দোযখে নির্ধারণ করে নিলো। আর তিনি মদ, জুয়া, দাবাখেলা ও নেশাকর উদ্ভিদ (ভাং, গাঁজা ইত্যাদি) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি দ্রব্যই হারাম (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ১৫৮, নং ৬৪৭৮)।

৭ ঃ ২৬

١٧٢ (٤٨)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلٰى أُمَّتِى الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّيْنَ وَالْكُوْبَةَ وَزَادَ لِىْ صَلاَةَ الْوِتْرَ .

১৭২(৪৮)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, গম ও যব থেকে তৈরী নেশা উদ্রেককারী পানীয় ও নেশাকর উদ্ভিদ হারাম করেছেন এবং আমার জন্য বেতের নামায বাড়িয়ে দিয়েছেন (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২ খণ্ড., পৃ. ১৬৭, নং ৬৫৬৪ ও ৬৫৪৭)।

(গ) ছবি ও ভাস্কর্য اَلتَّصَاوِيْرُ وَالتَّمَاثِيْلُ

৭ ঃ ২৭

١٧٣ (٤٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ اَوْ تَصَاوِيْرُ .

১৭৩(৪৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে জীবজন্তু ভাস্কর্য অথবা ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না (মুসলিম, লিবাস, বাব ২৬, নং ৫৫৪৫/১০২)।

৭ ঃ ২৮

١٧٤(٥٠)- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ .

১৭৪(৫০)। আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহ্ল আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে কুকুর কিংবা জীবের ছবি রয়েছে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না (মুসলিম, লিবাস, বাব ২৬, নং ৫৫১৫/৮৪)।

١٧٥(٥١)- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ . قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكٰى زَيْدٌ بَعْدُ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلٰى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْاَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ .

১৭৫(৫১)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে জীবের ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। বর্ণনাকারী বুসর (র) বলেন, কিছুদিন পর যায়েদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাকে দেখতে গেলাম এবং তার ঘরের দরজায় জীবের ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলানো দেখতে পেলাম। আমি উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর পালকপুত্র উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানীকে বললাম, যায়েদ (রা) নিজেই তো প্রথম দিন আমাদের কাছে ছবি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন (আর এখন তার পর্দায় ছবি)? উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, তুমি কি

শুনোনি, তখন তিনি এ-ও বলেছেন যে, কাপড়ে নক্সা করা এর আওতাভুক্ত নয় (মুসলিম, লিবাস, বাব ২৬, নং ৫৫১৭/৮৫)?

١٧٦ (٥٢)- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ . قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا نَحْنُ فِىْ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ اَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيْرِ قَالَ اِنَّهُ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ اَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لاَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرَ ذٰلِكَ .

১৭৬(৫২)। আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ঘরে জীবের ছবি থাকে সেখানে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। বুসর (র) বলেন, যায়েদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে গেলাম। তখন তার ঘরের পর্দা জীবের ছবিযুক্ত দেখতে পেলাম। আমি উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (র)-কে বললাম, যায়েদ (রা) কি আমাদের কাছে ছবি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেননি? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি এ-ও বলেছেন, "কিন্তু কাপড়ের নক্সা ছাড়া।" তুমি কি তা শুননি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হাঁ, যায়েদ (রা) একথাও বলেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৫৫১৮/৮৬)।

١٧٧ (٥٣)- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلُ قَالَ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا يُخْبِرُنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلُ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكُمْ مَا رَاَيْتُهُ فَعَلَ رَاَيْتُهُ خَرَجَ فِىْ غَزَاتِهِ فَاَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَاَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِىْ وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتّٰى هَتَكَهُ اَوْ قَطَعَهُ

وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَاْمُرْنَا اَنْ نَّكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَىَّ .

১৭৭(৫৩)। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে আবু তালহা আল-আনসারী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে কুকুর অথবা জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আয়েশা (রা)-র নিকট এসে বললাম, ইনি আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর অথবা জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একথা আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, না, তবে আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি তা তোমার নিকট বর্ণনা করবো। আমি তাঁকে এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে যেতে দেখলাম। অতঃপর আমি একটি চাদর নিয়ে তা পর্দা হিসাবে ঘরের দরজায় টানালাম। তিনি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে এসে পর্দাটি দেখতে পেলেন। আমি তাঁর মুখমণ্ডলে বিতৃষ্ণার ভাব লক্ষ্য করলাম, তিনি তা টেনে নামিয়ে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে পাথর ও মাটিকে কাপড় পরাতে নির্দেশ দেননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম, যার মধ্যে আমি খেজুর গাছের আঁশ ঢুকালাম। এতে তিনি আমার ত্রুটি ধরেননি (মুসলিম, লিবাস, বাব ২৬, নং ৫৫১৯-২০/৮৭)।

৭ ঃ ২৯

١٧٨ (٥٤)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ اِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوِّلِىْ هٰذَا فَاِنِّىْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَاَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَقُوْلُ عَلَمُهَا حَرِيْرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا .

১৭৮(৫৪)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটা পর্দা ছিল, তাতে পাখীর ছবি অংকিত ছিল। যখন কেউ ভিতরে আসতো তখন এ

ছবি তার সামনে পড়তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ এটা উলটিয়ে দাও। কেননা যখনই আমি ভিতরে আসি আর এটা দেখি তখন দুনিয়ার কথা মনে পড়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের একটা চাদর ছিল, আমরা বলতাম, এর নকশাকে রেশমী সুতায় করা হয়েছে। এটা আমরা পরতাম (মুসলিম, ঐ, নং ৫৫২১/৮৮)।

١٧٩ (٥٥)- عَنْ عَائِشَـــةَ قَالَتْ قَـدِمَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَـدْ سَتَّـرْتُ عَلٰى بَابِـىْ دُرْنُوكًا فِيْـهِ الْخَيْـلُ ذَوَاتُ الْاَجْنِحَـةِ فَاَمَرَنِىْ فَنَزَعْتُهُ .

১৭৯(৫৫)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার ঘরের দরজায় ডানাযুক্ত ঘোড়ার ছবি সম্বলিত একটি রেশমী পর্দা টানিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তা সরিয়ে ফেললাম (মুসলিম, নং ৫৫২৩/৯০)।

١٩٠ (٥٦)- عَنْ عَـائِشَـةَ قَـالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مُتَـسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُـهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَـهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ.

১৮০(৫৬)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তখন ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানাচ্ছিলাম। তা দেখে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি পর্দাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন সেইসব লোকের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করে (মুসলিম, নং ৫৫২৫/৯১)।

৭ ঃ ৩০

١٨١ (٥٧)- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ اَوْ فَعُرِفَتْ

فِىْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ فَمَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ .

১৮১(৫৭)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত ছোট একটা গদী কিনলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, ভিতরে গেলেন না। আমি বুঝতে পারলাম অথবা বুঝা গেলো, তাঁর চেহারায় বিরক্তির লক্ষণ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কি গুনাহ্ করেছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এ গদী কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আপনার বসার এবং শিথান দেয়ার জন্য এটা কিনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই ছবি যারা তৈরি করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে আর বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তা জীবিত করো। তিনি আরো বলেন ঃ যে ঘরে জীবজন্তুর ছবি থাকে তাতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না (মুসলিম, লিবাস, নং ৫৫৩৩/৯৬)।

١٨٢(٥٨)- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيْ سَاعَةٍ يَاْتِيْهِ فِيْهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَاْتِهِ وَفِيْ يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتٰى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ هٰهُنَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتَنِيْ فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِيْ كَانَ فِيْ بَيْتِكَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ .

১৮২(৫৮)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময় জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসার ওয়াদা করেন। কিন্তু সেই সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তিনি আসলেন না। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। তিনি তা ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ (দূতগণ) প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করেন না। অতঃপর তিনি এদিক-সেদিক তাকালেন এবং তাঁর খাটের নিচে একটা কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! এখানে কখন কুকুর ঢুকেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি বলতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে তা বের করে দেয়া হলো। তখন জিবরীল (আ) আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন আর আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু আপনি আসেননি। জিবরাঈল (আ) বলেন, যে কুকুরটা আপনার ঘরে ছিল সেটাই আমাকে আসতে বাধা দিয়েছিল। কেননা যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না (মুসলিম, লিবাস, বাব ২৬, নং ৫৫১১/৮১)।

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, প্রাণীর চিত্রাংকন করা শক্ত হারাম এবং কবীরা গুনাহ, তা কাপড়, বিছানার চাদর, মুদ্রা, পাত্র এবং দেয়াল ইত্যাদি যেখানেই হোক।

অবশ্য নিষ্প্রাণ জিনিসের, যেমন গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির চিত্রাংকন জায়েয। জমহুর উলামা, সাহাবা, তাবেঈ, তাবা-তাবেঈ, ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সাওরী এবং শাফি'ঈরও এই মত। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী 'তাওযীহ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, চিত্রাংকন করা শক্ত হারাম এবং কবীরা গুনাহ [নববী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯; আইনী, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৭০। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মওদূদী রচিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে সূরা সাবার ১৩ নম্বর আয়াত এবং ২০ নং টীকা দ্রষ্টব্য]।

৭ঃ৩২

١٨٣(٥٩)- عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ وَعَدَنِيْ اَنْ يَّلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِيْ اَمَ وَاللّٰهِ مَا اَخْلَفَنِيْ قَالَ فَظَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَهُ ذٰلِكَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا اَمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِيْ اَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتّٰى اِنَّهُ يَاْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيْرِ .

১৮৩(৫৯)। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপিসারে উঠলেন। মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ সকাল থেকেই আমি আপনার চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জিবরীল (আ) আজ রাতে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু তিনি দেখা করেননি। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমার সাথে কখনো ওয়াদার বরখেলাফ করেননি। এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সারা

দিন কেটে গেলো। অতঃপর একটা কুকুরের বাচ্চার কথা তাঁর স্মরণ হলো, যেটা আমাদের খাটের নীচে ছিল। সাথে সাথে তিনি হুকুম দিয়ে সেটা তাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি পানি হাতে নিলেন এবং সেখানে ছিটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা হলে জিবরীল (আ) আসলেন। তিনি (ﷺ) বলেন ঃ গত রাতে আপনি আসার ওয়াদা করেছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, হাঁ, কিন্তু যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর মারার নির্দেশ দেন, এমনকি তিনি ছোট বাগানের কুকুরও মারার নির্দেশ দেন এবং বড় বাগানের কুকুর বাদ দিতে বলেন (মুসলিম, লিবাস, বাব ২৬, নং ৫৫১৮/৮২)।

(৪) ইনফাক (অর্থব্যয়) اَلْاِنْفَاقُ

(ক) অর্থব্যয়ের ফযীলাত فَضْلُ الْاِنْفَاقِ

৭ঃ৩৩

١٨٤(٦٠)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمَانُ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِىْ كَفِّ الرَّحْمَانِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ .

১৮৪(৬০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পবিত্র অর্থাৎ হালাল মাল থেকে দান-খয়রাত করে, আর আল্লাহ পবিত্র বা হালাল মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, করুণাময় আল্লাহ তার দান তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা একটি খেজুরও হয়। অতঃপর এই দান দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তা পাহাড়ের চেয়েও অনেক বড়ো হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বা উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে এবং দিন দিন বড়ো হতে থাকে (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৯, নং ২৩৪২/৬৩)।

١٨٥ (٦١) - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْاٰنُ سَحًّاءُ لاَ يَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

১৮৫(৬১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! খরচ (দান) করো, আমিও তোমার জন্য খরচ করবো। নবী ﷺ আরো বলেন ঃ আল্লাহ্‌র হাত প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রাত-দিন অনবরত ব্যয় করলেও তা মোটেই কমে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ১১, নং ২৩০৮/৩৬)।

١٨٦ (٦٢) - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِىْ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى لاَ يَغِيْضُهَا سَحًّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَمِيْنِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ .

১৮৬(৬২)। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি হলো, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, 'খরচ করো, তোমার জন্যও খরচ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হাত প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রাত-দিন খরচ করা সত্ত্বেও তা মোটেই কমে না। একটু ভেবে দেখো! তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করা থেকে এ পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করেছেন তাতে তাঁর হাত একটুও খালি হয়নি। তিনি বলেন ঃ তাঁর (আল্লাহ্‌র) আরশ পানির উপর এবং তার অপর হাতে রয়েছে মৃত্যু। তিনি যাকে ইচ্ছা উপরে উঠান ও উন্নত করেন এবং যাকে চান নীচু করেন, অবনত করেন (মুসলিম, যাকাত, বাব ১১, নং ২৩০৯/৩৭)।

١٨٧ (٦٣)- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَسْقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ .

১৮৭(৬৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো বিশ্বজগতের প্রভু, আমি কিভাবে তোমার সেবা করতে পারি! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জ্ঞাত ছিলে না যে, আমার অমুক বান্দাহ রোগাক্রান্ত হয়েছিলো। তখন তুমি তার খোঁজ-খবর নাওনি। যদি তুমি তার সেবা করতে তাহলে আমাকে সেখানে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি তো সারা জাহানের মালিক, আমি কিভাবে তোমাকে খাওয়াতে পারি! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তোমার কি জানা ছিলো না যে, তুমি যদি তাকে খেতে দিতে তাহলে এর সওয়াব আমার কাছে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি

চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। সে বলবে, প্রভু হে! আমি তোমাকে কিভাবে পান করাতে পারি, তুমি তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে পানি চেয়েছিলো, তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে এখন তা আমার কাছে পেতে (মুসলিম, বির্‌র, বাব ১৩, নং ৬৫৫৭/৪৪)।

١٨٨ (٦٤)- عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَاُ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مِنْ مَالِكَ اِلاَّ مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ .

১৮৮(৬৪)। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা আত-তাকাসুর পড়ছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট পৌছলাম। তিনি বললেন ঃ আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল আমার সম্পদ'। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল-সম্পদ তো এছাড়া আর কিছুই না ঃ (১) যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করো, (২) যা পরিধান করে পুরাতন করো এবং (৩) যা দান-খয়রাত করে ব্যয় করো (মুসলিম, যুহ্‌দ, বাব ১, নং ৭৪২০/৩)।

١٨٩ (٦٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ اِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهٖ ثَلاَثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ .

১৮৯(৬৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বান্দাহ বলে থাকে, আমার মাল, আমার সম্পদ। তার মাল-সম্পদ থেকে তিন প্রকার মাল তার নিজস্ব ঃ (১) যা ভোগ-ব্যবহার করে নিঃশেষ করে, (২) যা পরিধান করে পুরাতন করে এবং (৩) যা দান-খয়রাত করে সঞ্চয় করলো। এছাড়া অবশিষ্ট মাল তার কাছ থেকে চলে যাবে এবং সে তা মানুষের জন্য ছেড়ে যাবে (মুসলিম, ঐ, নং ৭৪২২/৪)।

৭ঃ৩৭

١٩٠(٦٦)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

১৯০(৬৬)। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম বা কল্যাণকর? তিনি বললেন ঃ অভুক্তকে আহার করানো এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেয়া (মুসলিম, ঈমান, বাব ১৪, নং ১৬০/৬৩)।

৭ঃ৩৮

١٩١(٦٧)- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفَكُّوا الْعَانِيْ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ .

১৯১(৬৭)। আবু মূসা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করো, বন্দীকে মুক্ত করো এবং রুগ্নকে দেখতে যাও (মুসনাদ আত-তায়ালিসী)।

৭ঃ৩৯

١٩٢(٦٨)-عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

১৯২(৬৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিদিন বান্দাহ্ যখন সকালে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন আরো বাড়িয়ে দাও এবং দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দাও (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৭, নং ২৩৩৬/৫৭)।

١٩٣(٦٩)- عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِىْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ اَيَّتُهُنَّ اَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ اَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لاَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ .

১৯৩(৬৯)। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর স্ত্রীদের) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত সবেচেয় বেশী লম্বা সে-ই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। রাবী বলেন, স্ত্রীগণ নিজ নিজ হাত পরিমাপ করে দেখতে লাগলেন কার হাত অধিক লম্বা। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে যয়নাবের হাতই ছিল সর্বাধিক লম্বা। কেননা তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে তা দান-খয়রাত করতেন (মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, বাব ১৭, নং ৬৩১৬/১০১)।

١٩٤(٧٠)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ اُحُدًا ذَهَبًا تَاْتِىْ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ دِيْنَارٌ اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ .

১৯৪(৭০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এতে আমি খুশি নই যে, উহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হোক এবং তিন দিনের অধিক সময় আমার কাছে তার এক দীনারও অবশিষ্ট থাকুক। তবে আমার উপর যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করার দীনারটি ব্যতীত (মুসলিম, যাকাত, বাব ৮, নং ২৩০২/৩১)।

١٩٥(٧١)- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ اِلَى اُحُدٍ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ اُحُدًا ذَاكَ عِنْدِىْ

ذَهَبٌ اُمْسِىَ ثَالِثَةً عِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ دِيْنَارًا اَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ اَنْ
اَقُوْلَ بِهِ فِىْ عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَهٰكَذَا
عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا
وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ
يَا اَبَا ذَرٍّ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اٰتِيَكَ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّىْ قَالَ
سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَ
لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ اَنْ اَتَّبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لاَ تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ
قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ
جِبْرِيْلُ اَتَانِىْ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ
الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ .

১৯৫(৭১)। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতের প্রথমাংশে আমি নবী ﷺ-এর সাথে মদীনার কংকরময় মাঠ দিয়ে পদব্রজে যাচ্ছিলাম এবং আমরা উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লহর রাসূল! আমি আপনার কাছে হাযির আছি। তিনি বল্লেন ঃ যদি এ উহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হয় তাহলে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করার পরিমাণ অর্থ ছাড়া অতিরিক্ত একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। বরং তা আমার হস্তগত হলে আমি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে বণ্টন করে দিবো। তিনি সামনের দিকে, ডানে-বামে হাতের ইঙ্গিতে এক এক মুঠ দেখালেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা আবার অগ্রসর হলাম। তিনি আবার বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন অঢেল সম্পদের মালিকরা হবে নিঃস্ব। তবে যারা সৎপাত্রে যথোচিতভাবে এভাবে

এভাবে দান করবে তারা ব্যতীত। তিনি মুষ্ঠিভরে পূর্বের ন্যায় ইঙ্গিত করে দেখালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা চলতে থাকলাম এবং কিছুদূর অগ্রসর হলে তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি এখানে অপেক্ষা করো আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। তারপর আমি কিছু গোলমাল ও শব্দ শুনতে পেয়ে মনে করলাম, বোধ হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রু কবলিত হয়েছেন। আমি তাঁকে খোঁজার জন্য মনস্থ করলাম, কিন্তু সাথে সাথে এ স্থান ত্যাগ না করার জন্য তাঁর নির্দেশ আমার মনে পড়ে গেলো। তাই আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। অতঃপর তিনি ফিরে আসলে আমি যা কিছু শুনেছিলাম তা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ তুমি যার শব্দ শুনেছো তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে বলেছেন, "আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন প্রকার শিরক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে বেহেশতে যাবে"। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে! তিনি বললেন ঃ যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও (মুসলিম, যাকাত, বাব ৯, নং ২৩০৪/৩২)।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, ঈমানদার ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করার পর বা ক্ষমা লাভের মাধ্যমে বেহেশতে যাবে, যদিও সে গুরুতর পাপকাজ করে (অনু.)।

৭ ঃ ৪২

١٩٦(٧٢)- عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَبَيْنَا اَنَا فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا مَلَأٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ اَخْشَنُ الثِّيَابِ اَخْشَنُ الْجَسَدِ اَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْىِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ فَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا مِّنْهُمْ رَجَعَ اِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَاَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا

رَأَيْتُ هٰؤُلاَءِ الاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ انَّ هٰؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا انَّ خَلِيْلِيْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ دَعَانِيْ فَاَجَبْتُهُ فَقَالَ اَتَرٰى اُحُدًا فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَاَنَا اَظُنُّ اَنَّهُ يَبْعَثُنِيْ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ اَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ لِيْ مِثْلَهُ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ الاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ هٰؤُلاَءِ يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلاِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لاَ تَعْتَرِيْهِمْ وَتُصِيْبُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ وَرَبِّكَ لاَ اَسْاَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلاَ اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْحَقَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ .

১৯৬(৭২)। আল-আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসার পর একদা কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক সমাবেশে বসা ছিলাম। এমন সময় মোটা কাপড় পরিহিত সুঠাম দেহের অধিকারী ও রুক্ষ চেহারার এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কারো বুকের মাঝখানে রাখা হবে। এমনকি তা তার কাঁধের হাড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হলে তা স্তনের বোঁটা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (আগুনের উত্তাপে) কাঁপতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত লোকেরা মাথানত করে থাকলো এবং তার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে কাউকে কিছু বলতে দেখলাম না। অতঃপর তিনি পিছনের দিকে ফিরে এসে একটি খুঁটির কাছে বসে পড়লে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। তারপর আমি বললাম, এরা তো আপনার কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, এরা (দীন সম্পর্কে) কিছুই জ্ঞান রাখে না। আমার বন্ধুবর আবুল কাসিম ﷺ আমাকে ডাকলে আমি তাতে সাড়া দিলাম। তিনি বললেন ঃ "তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছো? আমি তখন সূর্যের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম এবং ধারণা করলাম, হয়ত তিনি আমাকে তার কোন কাজে পাঠাবেন। আমি বললাম, হাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ আমাকে এটা আনন্দিত করবে না যে, এই পাহাড় পরিমাণ সোনা আমার মালিকানাধীন হোক। আর যদি এত অঢেল সম্পদের মালিক

আমি হয়েও যাই তাহলে (ঋণ পরিশোধের জন্য) শুধু তিন দীনার রেখে বাকি সব খরচ করে দেবো। অতঃপর এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে, আর কিছুই বুঝছে না।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনার ও কুরাইশী ভাইদের মধ্যে কি হয়েছে যে, আপনি তাদের সাথে মেলামেশা করেন না, যান না এবং তাদের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেন না? তিনি বললেন, তোমার প্রভুর শপথ! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) তাদের কাছে পার্থিব কোন কিছু চাবো না এবং দীন সম্পর্কেও কিছু জিজ্ঞেস করবো না (মুসলিম, যাকাত, বাব ১০, নং ২৩০৬/৩৪)।

৭ঃ ৪৩

١٩٧ (٧٣)- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَاَبِي الدَّرْدَاءِ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِيْ وَجْهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ .

১৯৭(৭৩)। আলী ইবনে আবু তালিব, আবু দারদা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা আল-বাহিলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের খরচ বহন করে এবং সে নিজ আবাসে থেকে যায়, সে তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত শত দিরহামের সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সশরীরে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে এবং এর খরচও বহন করে, তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সে সাত লাখ দিরহামের সওয়াব পায়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা

বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন” (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬১; ইবনে মাজা, জিহাদ, বাব ৪, নং ২৭৬১)।

৭ ঃ ৪৪

١٩٨(٧٤)- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ .

১৯৮(৭৪)। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি লাগামযুক্ত উষ্ট্রীসহ এসে বললো, এটা আল্লাহ্‌র পথে সদাকা (হিসাবে দান করলাম)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে সাত শত উষ্ট্রী দেয়া হবে এবং এর প্রত্যেকটিই লাগামযুক্ত থাকবে (মুসলিম, ইমারাত, বাব ৩৭, নং ৪৮৯৭/১৩২)।

١٩٩(٧٥)- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اُبْدِعَ بِىْ فَاَحْمِلْنِىْ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَدُلُّهُ عَلٰى مَنْ يَّحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ .

১৯৯(৭৫)। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো, আমার সওয়ারী ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাকে একটি জন্তুযান দান করুন। নবী ﷺ বললেন ঃ (তোমাকে দেয়ার মত) জন্তুযান আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাকে এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যে তাকে সওয়ারীর পশু দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে (মুসলিম, ইমারাত, বাব ৩৮, নং ৪৮৯৯/১৩৩)।

৭ ঃ ৪৫

٢٠٠(٧٦)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ مَّنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِه وَمَالِه قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه .

২০০(৭৬)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি তার জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা জিজ্ঞেস করেন, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি কোন গিরিখাতে অবস্থান করে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং মানুষের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকে (বুখারী, জিহাদ, বাব ২, নং ২৭৮৬ ও ৬৪৯৪)।

৭ ঃ ৪৬

٢٠١(٧٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْاَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى السَّائِلَةُ .

২০১(৭৭)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত করতে এবং যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম"। উপরের হাত হলো দানকারী এবং নীচের হাত হলো দান গ্রহণকারী (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩২, নং ২৩৮৫/৯৪)।

٢٠٢(٧٨)- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

২০৮(৭৮)। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। উপরের হাত (দাতা) নীচের হাতের (ভিক্ষাকারী) চেয়ে উত্তম। তুমি তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩২, নং ২৩৮৬/৯৫)।

৭ঃ৪৭

٢٠٣ (٧٩) - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ثَلاَثَةً فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى فَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى الَّذِىْ قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْاِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ اِسْحَاقُ اِلاَّ اَنَّ الْاَبْرَصَ اَوِ الْاَقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْاِبِلُ وَقَالَ الْاٰخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَاُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا . قَالَ فَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّىْ هٰذَا الَّذِىْ قَذِرَنِى النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَاُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَاُعْطِىَ بَقَرَةً حَامِلاً قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ فِيْهَا . قَالَ فَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ اَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَاُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاُعْطِىَ شَاةً وَالِدًا فَاُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا قَالَ فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ

مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِى الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْراً اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَبِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَاَنِّىْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْراً فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ اِنَّمَا وُرِّثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ .قَالَ وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ . قَالَ وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ اِنْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللّٰهِ لاَ اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا اُبْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رُضِىَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ .

২০৩(৭৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল—শ্বেতরোগী, টাক মাথাওয়ালা ও অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন। অতএব তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। উক্ত ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, কোন জিনিস তোমার নিকট বেশী প্রিয়? সে বললো, সুন্দর রং, সুন্দর চামড়া, আর চাই এ রোগটা

যেন চলে যায়, যে কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। রাবী বলেন, ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার রোগটা নিরাময় হলো এবং তাকে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া দান করা হলো। এরপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! কোন মাল তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে বললো, উট অথবা বললো, গরু। তবে শ্বেতরোগী ও টাকওয়ালা এ দু'জনের একজন বলেছে উট, অপরজন বলেছে গরু। এরপর তাকে একটা গর্ভবতী উষ্ট্রী দান করা হলো এবং ফেরেশতা বললেন, তোমাকে আল্লাহ্ এর মধ্যে বরকত দান করুন।

এরপর ফেরেশতা টাক মাথাওয়ালার নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? সে বললো, সুন্দর কেশ, আর কামনা এই যে, আমার এ রোগ যেন নিরাময় হয়ে যায়, যে কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার টাক সেরে গেলো এবং তাকে মনোরম কেশ দান করা হলো। এরপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললো, গরু। এরপর তাকে একটা গর্ভবতী গাভী দান করা হলো। ফেরেশতা দোয়া করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন।

এরপর উক্ত ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি জিনিস বেশী পছন্দনীয়? সে বললো, আল্লাহ্ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি মানুষকে দেখতে পাই। রাবী বলেন, ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাল তোমার নিকট বেশী প্রিয়? সে বললো, ছাগল। এরপর তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দান করা হলো। কিছু কাল পর উটনী, গাভী ও বকরী প্রত্যেকটির বাচ্চা হলে শ্বেতরোগীর উটে এক মাঠ ভরে গেলো, টাক মাথাওয়ালার গরুর পালে এক মাঠ ভরে গেলো এবং অন্ধ ব্যক্তির বকরীর পালে এক মাঠ ভরে গেলো।

রাবী বলেন, পরে উক্ত ফেরেশতা তার পূর্ববৎ আকৃতিতে শ্বেতরোগীর নিকট এসে বললেন, আমি একজন গরীব মানুষ। দীর্ঘ সফরে আমার সব সম্বল শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ ও তোমার সাহায্য ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তোমার কাছে ঐ আল্লাহ্র নামে একটা উট চাই যিনি তোমাকে সুন্দর রং, মনোরম চামড়া ও প্রচুর ধন দান করেছেন, যাতে আরোহণ করে আমি সফরের অভিযান চালিয়ে যেতে পারি। এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললো,

আমার অনেক দাবি পূরণ করতে হয়, তাই দেয়া সম্ভব নয়। তখন আগন্তুক তাকে বললেন, মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি শ্বেতরোগী ছিলে না, তোমাকে লোকে ঘৃণা করতো? তুমি কি নিঃস্ব ছিলে না, আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন? সে বললো, আমি তো বংশপম্পরায় এসব সম্পদের অধিকারী। এ কথা শুনে আগন্তুক ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়ে নেন।

এরপর তিনি তার পূর্বের আকৃতিতে টাক মাথাওয়ালার নিকট এসে তার কাছেও ঐরূপ আবদার জানালেন, যেরূপ শ্বেতরোগীর নিকট জানিয়েছিলেন এবং সেও একইরূপ জওয়াব দিয়েছে, যেরূপ ঐ ব্যক্তি জওয়াব দিয়েছে। অতঃপর আগন্তুক ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

এরপর তিনি পূর্ববৎ আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, আমি একজন গরীব মানুষ ও মুসাফির। দীর্ঘ সফরে আমার যাবতীয় সম্বল শেষ হয়ে গিয়েছে। অতএব এখন আল্লাহ্ ছাড়া ও তোমার সাহায্য ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই। এমতাবস্থায় আমি তোমার কাছে ঐ আল্লাহ্র নামে একটা বকরীর জন্য আবদার জানাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন যাকে সম্বল করে আমি এই সফর শেষ করতে পারি। অন্ধ ব্যক্তি বললো, সত্যই আমি ছিলাম অন্ধ। আল্লাহ্ দয়া করে আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তুমি যা মনে চায় নিয়ে যাও, আর যা মনে চায় রেখে যাও। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি যা কিছুই নিয়ে যাও, তাতে আমি তোমাকে কোন বাধা দিবো না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমিই রেখে দাও। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হলো। এ পরীক্ষায় আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন (মুসলিম, যুহ্দ, বাব ১, নং ৭৪৩১/১০)।

৭ঃ ৪৮

٢٠٤ (٨٠) - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحّٰى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهُ فِىْ حَرَّةٍ فَاِذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ

اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ لِلْاِسْمِ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ سَاَلْتَنِيْ عَنِ اسْمِيْ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَنٍ لِاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ اَمَّا اِذْ قُلْتَ هٰذَا فَاِنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ .

২০৪(৮০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, একদা এক ব্যক্তি বিজন প্রান্তরে বিচরণকালে মেঘমালার মধ্যে একটা আওয়ায শুনলো, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতঃপর মেঘখণ্ড একদিকে সরে যেতে লাগলো, একটু পর এর পানি একটা প্রস্তরময় ভূমিতে বর্ষিত হলো। দেখা গেলো পানি উক্ত স্থানের একটা নালাতে জমা হয়েছে। উক্ত ব্যক্তি ঐ পানির দিকে এগিয়ে এসে দেখলো, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে তার কোদাল দিয়ে পানি বাগানের সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ! তোমার নাম কি? উত্তরে সে ঐ নাম উল্লেখ করলো যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছে। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ! আমার নাম কেন জিজ্ঞেস করলে? প্রথমোক্ত ব্যক্তি বললো, এ পানি যে মেঘ থেকে বর্ষিত হয়েছে ঐ মেঘের মধ্যে আমি একটা আওয়ায শুনেছি, তা তোমার নাম নিয়ে বলছে, অমুকের বাগানে পানি দাও। আচ্ছা! বলো, তুমি বাগানের ব্যাপারে কি করো? সে বললো, আচ্ছা, যখন তুমি জিজ্ঞেস করেছ তাহলে শোনো। আমি বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা হিসাব করি। অতঃপর তার এক-তৃতীয়াংশ দান-খয়রাত করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি পরিবার-পরিজনকে নিয়ে খাই এবং এক-তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নে ব্যয় করি (মুসলিম, যুহ্‌দ, বাব ২, নং ৭৪৭৩/৪৫)।

٢٠٥ (٨١)- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

২০৫(৮১)। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার সামর্থ্য রাখে সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তাই করে (মুসলিম, যাকাত, বাব ২০, নং ২৩৪৭/৬৬)।

٢٠٦ (٨٢)- عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَالْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْحَشْرِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ . تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجِزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا

وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

২০৬(৮২)। আল-মুনযির ইবনে জারীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দিনের প্রথমভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে নগ্নপদে, বস্ত্রহীন, চামড়ার আবা পরিহিত এবং নিজেদের গলায় তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক এসে উপস্থিত হলো। এদের অধিকাংশ সদস্য, বরং সকলেই ছিল মুদার গোত্রীয়। দুর্ভিক্ষে তাদের এ করুণ দশা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিষণ্ন হয়ে গেলো। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। নামায শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে মানবজাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী" (সূরা আন-নিসা ঃ ১)। অতঃপর তিনি সূরা আল-হাশরের শেষের দিকের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ্য করে" (আয়াত ১৮)। অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক সা' আটা ও কেউ এক সা' খেজুর দান করলো। শেষে তিনি বললেন ঃ অন্তত এক টুকরা খেজুর হলেও নিয়ে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে আসলেন। এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়েই গেলো। রাবী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকলো। ফলে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা মুবারক খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করতে লাগলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এ কাজের সওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও

—১১

সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ বা শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ২০, নং ২৩৫১/৬৯)।

৭ঃ৫০

٢٠٧ (٨٣)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ اَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثَدْيِهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ الْمُنْفِقُ وَقَالَ الْاٰخَرُ فَاِذَا اَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ اَوْ مَرَّتْ . وَاِذَا اَرَادَ الْبَخِيْلُ اَنْ يُّنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتّٰى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ .

২০৭(৮৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ খরচকারী ও দান-খয়রাতকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার পরনে দু'টি জামা অথবা দু'টি বর্ম রয়েছে। তা বুক থেকে গলা পর্যন্ত বিস্তৃত। অতঃপর যখন ব্যয়কারী ইচ্ছা করে অথবা দানকারী দান করতে ইচ্ছা করে তখন ঐ বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার সমস্ত শরীরে ছেয়ে যায়। আর যখন কৃপণ ব্যক্তি ব্যয় করতে চায় তখন ঐ বর্ম তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং বর্মের পরিধি স্ব-স্ব স্থানে বসে যায়, এমনকি তার সব গ্রন্থি আবৃত করে ফেলে এবং দাগ বসিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, "অতঃপর নবী ﷺ বলেন ঃ সে তা প্রসারিত করতে চায় কিন্তু প্রসারিত হয় না (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৩, নং ২৩৫৯/৭৫)।

৭ঃ৫১

٢٠٨ (٨٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ اَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ اَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُوْ بِعُسٍّ وَتَرُوْحُ بِعُسٍّ اِنَّ اَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ .

২০৮(৮৪)। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন একটি উষ্ট্রী দান করে যা সকালে ও সন্ধ্যায় বড়ো একটি পাত্র ভর্তি দুধ দেয়, এর বিনিময়ে তার অনেক সওয়াব হয় (মুসলিম, যাকাত, বাব ২২, নং ২৩৫৭/৭৩)।

৭ঃ৫২

٢٠٩(٨٥)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

২০৯(৮৫)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন স্ত্রীলোক ক্ষতিকর মনোভাব না নিয়ে স্বামীর ঘরের খাদ্যদ্রব্য দান করে, সে তার দানের সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও তার উপার্জনের সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারীও মালিকের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। এতে একজনের দ্বারা অপরজনের প্রাপ্য সওয়াব মোটেও কমবে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৫, নং ২৩৬৪/৮০)।

৭ঃ৫৩

٢١٠(٨٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِىٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِىٍّ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى غَنِىٍّ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى

زَانِيَةٍ وَعَلٰى غَنِىٍّ وَعَلٰى سَارِقٍ فَأُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ .

২১০(৮৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমি আজ রাতে কিছু দান-খয়রাত করবো। অতঃপর সে তার দানের বস্তু নিয়ে বের হয়ে এক যেনাকারিণীর হাতে অর্পণ করলো। সকালবেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, আজ রাতে এক যেনাকারিণীকে দান-খয়রাত করা হয়েছে। সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমার প্রদত্ত দান যেনাকারিণীর হাতে পড়েছে। এরপর সে (আবার) বললো, আজ আমি আরো কিছু দান করবো। অতঃপর সে তা নিয়ে বের হয়ে এক ধনী লোকের হাতে অর্পণ করলো। লোকজন সকালবেলা আলাপ করতে লাগলো, আজ রাতে এক ধনী লোককে দান করা হয়েছে। সে বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমার দান তো ধনীর হাতে গিয়ে পড়েছে। তারপর সে পুনরায় বললো, আমি আজ রাতে কিছু দান-খয়রাত করবো। অতএব দানের বস্তু নিয়ে বের হয়ে সে এক চোরের হাতে অর্পণ করলো। সকালবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, আজ রাতে এক চোরকে দান-খয়রাত করা হয়েছে। সে বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই। আমার প্রদত্ত দানের বস্তু যেনাকারিণী, ধনী ও চোরের হাতে পড়েছে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে তাকে বললো, তোমার প্রদত্ত সকল দান কবুল হয়েছে। যেনাকারিণীকে দেয়া দান কবুল হওয়ার কারণ হলো, সম্ভবত সে যেনা থেকে বিরত হবে। ধনী ব্যক্তিকে যে সদাকা দেওয়া হয়েছিলো তা কবুল হওয়ার কারণ হলো, ধনী ব্যক্তি এতে লজ্জিত হয়ে হয়ত উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ থেকে সেও দান করবে। আর চোরকে দেয়া দান কবুল হওয়ার কারণ হলো, হয়ত সে চুরি থেকে বিরত হবে (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৪, নং ২৩৬২/৭৮)।

৭ ঃ ৫৪

٢١١ (٨٧)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ

الاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَاْذَنْ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ الاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّ نِصْفَ اَجْرِهِ لَهُ .

২১১(৮৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যেন (নফল) রোযা না রাখে। তার উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া সে যেন তার ঘরে প্রবেশ করার জন্য অন্য কাউকে অনুমতি না দেয়। তার (স্বামীর) নির্দেশ ছাড়া সে তার উপার্জিত সম্পদ থেকে যা কিছু দান করবে তাতে সে অর্ধেক সওয়াব পাবে (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৬, নং ২৩৭০/৮৪)।

৭ ঃ ৫৫

٢١٢ (٨٨) - عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَاَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِىَّ بِشَىْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْاَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ .

২১২(৮৮)। আবুল লাহম (রা)-র মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম ক্রীতদাস। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার মালিকের সম্পদ থেকে কিছু দান করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আর তোমরা দু'জনেই এর অর্ধেক অর্ধেক সওয়াব পাবে (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৬, নং ২৩৬৮/৮২)।

٢١٣ (٨٩) - عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِىْ مَوْلاَىَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَائَنِىْ مِسْكِيْنٌ فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُعْطِىْ طَعَامِىْ بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ فَقَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا .

২১৩(৮৯)। আবু লাহম (রা)-এর মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মালিক আমাকে গোশত কাটার নির্দেশ দিলেন। আমার কাছে একজন মিসকীন আসলো। আমি তাকে এ থেকে খাওয়ার জন্য দিলাম। তা টের পেয়ে আমার মালিক আমাকে মারধর করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তিনি তাকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি একে মারলে কেন? আমার মালিক বললেন, আমার খাদ্যদ্রব্য আমার অনুমতি ছাড়া সে দান করেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা দু'জনেই এর সমান সওয়াব পাবে (মুসলিম, ঐ, নং ২৩৬৯/৮৩)।

৭ ঃ ৫৬

٢١٤ (٩٠)- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ .

২১৪(৯০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দান-খয়রাত করলে সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করেন (মুসলিম, বির্‌র, বাব ১৯, নং ৬৫৯২/৬৯)।

৭ ঃ ৫৭

٢١٥ (٩١)- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتّٰى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ قَالَ يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ .

২১৫(৯১)। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তি তার দান-খয়রাতের ছায়াতলে অবস্থান করবে, যাবত না লোকজনের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে অথবা বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে বিচার চূড়ান্ত করা না হবে (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ১৪৭-৮, নং ১৭৪৬৬)।

٢١٦ (٩٢)- عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثَلاَثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا اِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَّعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَّلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَّلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِىْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا (فَهُوَ) بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ .

২১৬(৯২)। আবু কাবশা আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে বলছি। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন ঃ দান-খয়রাত করলে কোন বান্দার সম্পদ কমে না। কোন বান্দার উপর জুলুম হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। কোন বান্দাহ যাঞ্চার দরজা উন্মুক্ত করলে আল্লাহও অবশ্যই তার অভাবের দরজা উন্মুক্ত করে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্ত করে রাখবে। অতঃপর

তিনি বলেন ঃ এই দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্য। যে বান্দাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও ইল্‌ম (জ্ঞান) দান করেছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার রবকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং এতে আল্লাহ্‌রও প্রাপ্য আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। অপর এক বান্দাহ, যাকে আল্লাহ ইল্‌ম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দান করেননি, সে সৎ নিয়্যাতের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকতো তবে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ব্যক্তির মর্যাদা তার নিয়াত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই উভয় ব্যক্তির সওয়াব সমান সমান হবে। আরেক বান্দাহ, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু ইল্‌ম দান করেননি। আর সে ইল্‌মহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার দরুন তার সম্পদ নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও করে না। আর এতে যে আল্লাহ্‌র হক রয়েছে তাও সে জানে না। এই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অপর এক বান্দাহ, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদও দেননি, ইল্‌ম-কালামও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকতো তবে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামত) কাজ করতাম। তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়াত অনুসারে। অতএব এদের দু'জনের পাপ হবে সমান সমান (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্‌দ, বাব ১৭, নং ২২৬৭)।

(খ) অর্থব্যয়ের পরিধি حَدُّ الْاِنْفَاقِ

৭ঃ৫৯

٢١٧(٩٣)- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نَزَلَتْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ حَلَفَتْ اُمُّ سَعْدٍ اَنْ لاَّ تُكَلِّمَهُ اَبَدًا حَتّٰى يَكْفُرَ بِدِيْنِهٖ وَلاَ تَاْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتَ اَنَّ اللّٰهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ فَاَنَا اُمُّكَ وَاَنَا اٰمُرُكَ بِهٰذَا قَالَ مَكَثَتْ ثَلاَثًا حَتّٰى غُشِىَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلٰى سَعْدٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرْاٰنِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا . قَالَ وَاَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنِيْمَةً عَظِيْمَةً فَاِذَا فِيْهَا سَيْفٌ فَاَخَذْتُهُ فَاَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ نَفِّلْنِىْ هٰذَا السَّيْفَ فَاَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ فَقَالَ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اِذَا اَرَدْتُ اَنْ اُلْقِيَهُ فِى الْقَبْضِ لاَمَتْنِىْ نَفْسِىْ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ اَعْطِنِيْهِ قَالَ فَشَدَّ لِىْ صَوْتَهُ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ . قَالَ وَمَرِضْتُ فَاَرْسَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَانِىْ فَقُلْتُ دَعْنِىْ اَقْسِمْ مَالِىْ حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَاَبٰى قُلْتُ فَالنِّصْفَ قَالَ فَاَبٰى قُلْتُ فَالثُّلُثَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا .

قَالَ وَاَتَيْتُ عَلٰى نَفَرٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالُوْا تَعَالَ نُطْعِمُكَ وَنَسْقِيْكَ خَمْرًا وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ قَالَ فَاَتَيْتُهُمْ فِىْ حُشٍّ وَالْحُشُّ الْبُسْتَانُ فَاِذَا رَاْسُ جَزُوْرٍ مَشْوِىٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌّ مِّنْ خَمْرٍ قَالَ فَاَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذَكَرْتُ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُوْنَ خَيْرٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ.قَالَ فَاَخَذَ رَجُلٌ اَحَدَ لَحْىِ الرَّاْسِ فَضَرَبَنِىْ بِهِ فَجَرَحَ بِاَنْفِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ يَعْنِىْ نَفْسَهُ شَاْنَ الْخَمْرِ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

২১৭(৯৩)। মুসাআব ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার সম্পর্কে কুরআনের কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মা শপথ করেছে যে, সে সা'দের সাথে কখনও কথা

বলবে না যে পর্যন্ত তিনি তার ধর্মকে অস্বীকার না করেন এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে না। তার মা বললো, তুমি তো দাবি করেছ যে, আল্লাহ তোমাকে মাতাপিতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। আমি তো তোমার মা! আমি তোমাকে এ সম্পর্কে আদেশ করছি। সা'দ (রা) বলেন, এরপর আমি তিনদিন অপেক্ষা করলাম, এমনকি (পানাহার না করায়) সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এ সময় উমার নামক তার এক ছেলে এসে তাকে পানি পান করায়। (সংজ্ঞা ফিরে আসলে) সে সা'দ (রা)-কে অভিশাপ দিতে লাগলো। এ সময় মহান আল্লাহ কুরআনের এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য বাধ্য করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। বরং জাগতিক দিক থেকে তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখো" (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৮)। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এলো। তন্মধ্যে আমি দেখলাম একখানা তরবারি। আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তরবারিটা আমাকে অতিরিক্ত হিসাবে দিন। আপনি তো আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যেখান থেকে তা নিয়েছ সেখানে রেখে আসো। আমি ফিরে গেলাম এবং ইচ্ছা করলাম গনীমত স্তূপে তা রেখে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার মনটা আমাকে শক্ত বাধা দিলো। পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তা দিন। তিনি বলেন, এবার তিনি একটু কড়া স্বরেই বললেন ঃ যাও, যেখান থেকে নিয়ে এসেছ ওখানে তা রেখে এসো। এ সময় মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে" (৮ঃ১)। তিনি বর্ণনা করেন, আমি একবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ-এর নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি আসলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমার যেখানে ইচ্ছা আমার যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করলেন। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক বণ্টন করে দেই? কিন্তু তাতেও তিনি রাজী হলেন না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ বণ্টন করি? এবার তিনি নীরব রইলেন। এরপর এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়াত করা) জায়েয হয়ে গেলো।

তিনি আরও বর্ণনা করেন, একবার আমি আনসার ও মুহাজিরদের সম্মিলিত একটা দলের নিকট গেলাম। আমাকে দেখে তারা বললো, আসো, আমরা তোমাকে আহার ও মদ্যপান করাবো। এটা মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। তিনি বলেন, আমি একটা বাগিচার মধ্যে তাদের নিকট গেলাম, 'হুশ্য' শব্দের অর্থ বাগান। গিয়ে দেখি, তাদের নিকট উটের ভুনা মাথা আর শরাবের পেয়ালা। আমি তাদের সাথে পানাহার করলাম। তিনি বলেন, এরপর আমি তাদের নিকট আনসার ও মুহাজিরদের আলোচনা করলাম। আমি বললাম, মুহাজিরগণ আনসারগণ অপেক্ষা উত্তম। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি মাথার একটা হাড় নিয়ে আমাকে সজোরে আঘাত করলো যাতে আমার নাক জখম হয়ে গেলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানালাম। তখন মহান আল্লাহ আমার ব্যাপারে মদের হুকুম নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিকৃষ্ট বস্তু, শয়তানের কাণ্ড" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৯০; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, বাব ৫, নং ৬২৩৮/৪৩)।

৭ ঃ ৬০

٢١٨(٩٤)- وَقَالَ كَعْبٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَّالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِه ﷺ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَاِنِّىْ اُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ .

২১৮(৯৪)। কা'ব (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমার সম্পদ পৃথক করে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান করে দিচ্ছি। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সম্পদের অংশবিশেষ নিজের জন্য রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি বললাম, তাহলে আমি আমার সম্পদের খায়বারে প্রাপ্ত অংশ রেখে দিচ্ছি।

বরাত ঃ বুখারী, ওয়াসায়া, বাব ১৬, নং ২৭৫৭; মুসলিম, তাওবা, বাব ৯, নং ৭০১৬/৫৩; আবু দাউদ, আয়মান, বাব ২৩, নং ৩৩২১; নাসাঈ, আয়মান, বাব ৩৭, নং ৩৮৫৫-৭; মুওয়াত্তা, নুযূর, বাব ১৬; দারিমী, যাকাত, বাব ৩৫; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., ৪৫৫, নং ১৫৮৬২।

(গ) অর্থব্যয়ের ধরন كَيْفِيَّةُ الْاِنْفَاقِ

৭ঃ৬১

٢١٩(٩٥)- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ وَبَدَاَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ وَاَىُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ اَوْ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمْ .

২১৯(৯৫)। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেসব দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে থাকে এর মধ্যে ঐ দীনারটি উত্তম যা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) তার আরোহণের জন্য জন্তুর পিছনে সে যে দীনার ব্যয় করে তা উত্তম এবং আল্লাহ্র পথে তার সাথীদের জন্য সে যে দীনার ব্যয় করে তা উত্তম। আবু কিলাবা (র) বলেন, তিনি পরিবারের লোকজন দিয়ে শুরু করেছেন। অতঃপর আবু কিলাবা (র) আরো বলেন, ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী সওয়াবের অধিকারী যে তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য খরচ করে এবং আল্লাহ এর বিনিময়ে তাদেরকে রক্ষা করেন, উপকৃত করেন এবং সম্পদশালী করেন (মুসলিম, যাকাত, বাব ১২, নং ২৩১০/৩৮)!

٢٢٠(٩٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ .

২২০(৯৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার

গোলাম আযাদ করার জন্য, একটি দীনার মিসকীনদেরকে দান করলে এবং আর একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) ঐ দীনারটিই উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করলে (মুসলিম, ঐ, নং ২৩১১/৩৯)।

٢٢١(٩٧)- عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ قَالَ لاَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ يَّمْلِكُ قُوْتَهُ .

২২১(৯৭)। খায়ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার কোষাধ্যক্ষ আসলেন। তিনি বললেন, তুমি কি গোলামদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছো? তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাদের ভরণপোষণ করা, ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য তা না করাই কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট (মুসলিম, ঐ, নং ২৩১২/৪০)।

٢٢٢(٩٨)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِبْدَاْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ اَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِىْ قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِىْ قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

২২২(৯৮)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর দাসত্বমুক্ত হওয়ার ঘোষণা

দিলেন। অতঃপর এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ এ ছাড়া তোমার কাছে কি আর কোন সম্পদ আছে? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন ঃ এমন কে আছে যে আমার কাছ থেকে গোলামটি ক্রয় করবে? নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদাবী (রা) তাকে আট শত দিরহামে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ দিরহামগুলো নিয়ে আসলেন। তিনি তা গোলামের মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। তারপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য তা ব্যয় করো, এরপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করো, এরপরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তা এদিকে-সেদিকে ব্যয় করো। এই বলে তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন (মুসলিম, ঐ, বাব ১৩, নং ২৩১৩/৪১)।

٢٢٣(٩٩)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ بَيْرَحَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ .

২২৩(৯৯)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে আবু তালহা (রা) প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তার সকল সম্পদের মধ্যে তার বাগানস্থ "বীরে হা" নামক কূপ তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। এটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ

এই বাগানে যেতেন এবং এর মিষ্টি পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত "তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে ততক্ষণ কিছুতেই তোমরা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ৯২) নাযিল হলো, আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে বলেন, "তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমাদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে।" আর আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো "বীরে হা" নামক বাগানটি। আমি তা আল্লাহ্‌র পথে দান করলাম। আমি এর থেকে কল্যাণ পেতে চাই এবং আল্লাহ্‌র কাছে এর সওয়াব জমা হওয়ার আশা রাখি। কাজেই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার ইচ্ছামত তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ অত্যন্ত ভালো কথা; এটা তো খুব লাভজনক সম্পদ। এটা তো খুব লাভজনক সম্পদ। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য আমি শুনেছি এবং আমি মনে করি, তা দান না করে তুমি তোমার প্রিয়জন ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। অতঃপর আবু তালহা (রা) এটা তার আত্মীয়স্বজন ও তার চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৪, নং ২৩১৫/৪২)।

টীকা ঃ 'বীরে হা' খেজুর বাগান এবং তার মধ্যস্থ পানির কূপ উভয়টির নাম (অনু.)।

٢٢٤(١٠٠)- عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لاَجْرِكِ .

২২৪(১০০)। মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় একটি দাসী আযাদ করেন। তারপর তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানালেন। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এ দাসীটি তোমার মামাদের দান করতে তাহলে অনেক বেশী সওয়াব পেতে (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৪, নং ২৩১৭/৪৫)।

٢٢٥(١٠١)- عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ

اللّٰه فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا
بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ يَجْزِىْ عَنِّىْ وَاِلاَّ صَرَفْتُهَا اِلٰى
غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلْ اِئْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا
امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِىْ حَاجَتُهَا قَالَتْ
وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا
بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ
تَسْأَلاَنِكَ اَتَجْزِىْ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ
حُجُوْرِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِّنَ
الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ
اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ .

২২৫(১০১)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত করো, যদিও তা তোমাদের গহনাপত্র হয়। যয়নাব (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি গিয়ে আমার স্বামী আবদুল্লাহ (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান-খয়রাত করতে বলেছেন। আর আপনি তো গরীব, অভাবী মানুষ। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে দান করলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে কিনা? অন্যথায় অপর কাউকে দান করবো। রাবী বলেন, আমার স্বামী আবদুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরজায় আনসার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী। অতঃপর বিলাল (রা) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম,

আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, যদি তারা তাদের দানের বস্তু নিজ নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমদের দান করে তাহলে তা যথেষ্ট হবে কিনা, আর অনুরোধ আপনি আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, একজন আনসার গোত্রের এবং অপরজন যয়নাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন যয়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নাব। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তারা উভয়ই তাদের দানের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব পাবে ঃ (এক) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদয় ব্যবহারের জন্য; (দুই) দান করার জন্য (মুসলিম, ঐ, নং ২৩১৮/৪৫)।

٢٢٦(١٠٢)- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ اَجْرٌ فِىْ بَنِى اَبِىْ سَلَمَةَ اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ فِيْهِمْ اَجْرٌ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

২২৬(১০২)। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি যা খরচ করি তার বিনিময়ে আমি কি সওয়াব পাবো? আর আমি চাই না যে, তারা আমার হাতছাড়া হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ুক। কেননা তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাদের জন্য তুমি যা খরচ করবে তার সওয়াবও পাবে (মুসলিম, ঐ, নং ২৩২০/৪৭)।

٢٢٧(١٠٣)- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا اَنْفَقَ عَلٰى اَهْلِه نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .

২২৭(১০৩)। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ মুসলমান ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে তা সবই তার জন্য দান হিসাবে গণ্য হয় (মুসলিম, ঐ, নং ২৩২২/৪৮)।

٢٢٨(١٠٤)- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَوْ رَاهِبَةٌ اَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ .

২২৮(১০৪)। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার আম্মা এসেছেন। তবে তিনি আমাদের দীনের অনুসারী নন। আমি কি তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ (মুসলিম, ঐ, নং ২৩২৪/৪৯)।

৭ ঃ ৬২

٢٢٩(١٠٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا فَقَالَ اَمَا وَاَبِيْكَ لَتُنَبَّاَنَّهُ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَامُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২২৯(১০৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ ধরনের দানে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ জেনে রাখো, তোমার পিতার শপথ! আমি অবশ্যি তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি সুস্থ, সবল ও অনুরক্ত অবস্থায় এবং দারিদ্র্যের ভয় জাগরুক রেখে ও সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করবে। আর দানের ব্যাপারে জীবনবায়ু কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না যে, তখন বলতে থাকবে ঃ অমুকের জন্য এটা, অমুকের জন্য এটা। বরং তখন তো এসব অমুকের হয়েই যাবে (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩১, নং ২৩৮৩/৯৩)।

৭ ঃ ৬৩

٢٣٠(١٠٦)- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِىْ اَوِ انْفَحِىْ اَوِ انْضَحِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

২৩০(১০৬)। আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ খরচ করো, তবে কতো খরচ করলে তা গুণে রেখো না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৮, নং ২৩৭৫/৮৮)।

٢٣١(١٠٧)- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ شَىْءٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ ارْضَخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ .

২৩১(১০৭)। আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যুবাইর (রা) আমাকে যা কিছু দেন, এ ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। আমি যদি তা থেকে দান করি তাহলে আমার কি গুনাহ হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সামর্থ অনুযায়ী দান করো, কিন্তু পুঞ্জীভূত করে রেখো না। যদি জমা করে রাখো তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন, তোমাকে দিবেন না (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৮, নং ২৩৮৭/৮৯)।

৭ ঃ ৬৪

٢٣٢(١٠٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَاَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمُ يَمِيْنُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

২৩২(১০৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ এমন একদিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (শাসক), (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থেকে বড়ো হয়েছে, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে (অর্থাৎ জামাআতের সাথে নামায আদায়ে যত্নবান), (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা

একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে ও পরস্পর মিলিত হয় এবং এজন্যেই (পরস্পর) বিচ্ছিন হয়, (৫) যে ব্যক্তিকে কোন অভিজাত সুন্দরী রমণী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান জানায়, আর তার জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি এতো গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা তার বাম হাত টের পায় না এবং (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চোখ দুটো (আল্লাহর ভয়ে বা ভালোবাসায়) অশ্রুপাত করে (বুখারী, আযান, বাব ৩৬, নং ৬৬০; যাকাত, বাব ১৬, নং ১৪২৩; হুদূদ/মুহারিবীন, বাব ১৯, নং ৬৮০৬; মুসলিম, যাকাত, বাব ২১, ২৯, নং ২২৫০, ২৩৮০/৯১ (মাওসূআ, বাব ৩০, নং ২৩৮০/৯১); তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ৫৩, নং ২৩৯১; নাসাঈ, কুদাত, বাব ২, নং ৫৩৮২; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ৪৩৯, নং ৯৬৬৩) ।

৭ ঃ ৬৫

২٣٣(١٠٩)- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

২৩৩(১০৯)। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার পাঠ করলেন। আবু যার (রা) বলেন, তারা তো ধ্বংস হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এরা কারা? তিনি বললেন ঃ যে লোক পায়ের গোছার নীচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে, যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে (মুসলিম, ঈমান, বাব ৪৬, নং ২৯৩/১৭১)।

টীকা ঃ কোনো ওযর ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুব্বা ইত্যাদি পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে পরা নিষিদ্ধ। গর্ব-অহংকারের ভাব অন্তরে না থাকলেও তা নিষিদ্ধ (অনু.)।

অধ্যায় ঃ ৮

বাজার ব্যবস্থাপনা

اِدَارَةُ السُّوْقِ

ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতিতে অন্যান্য কার্যকারণ অপরিবর্তিত থাকলে বাজার চালিকাশক্তির তৎপরতার মাধ্যমে পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়। মহানবী ﷺ মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র বা ব্যক্তির যে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি নিয়ন্ত্রণমূলক কোন প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি অসংগতিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টিকারী বাণিজ্যিক তৎপরতাও নিষিদ্ধ করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি মজুদদারী, ফটকাবাজারী, গোষ্ঠীবিশেষ কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের দোষত্রুটি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা এবং মিথ্যা শপথপূর্বক পণ্য বিক্রয় (বর্তমান যুগের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচারকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়) ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন। মহানবী ﷺ এভাবেই মূল্য ব্যবস্থাপনার উপর অর্থনৈতিক প্রভাবকে অকেজো করে দিয়েছিলেন। যুগপৎভাবে তিনি ওয়াকেফহাল বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অনভিজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তিবর্গের শোষণের মূলোৎপাটন করেছেন। সমকালীন সমাজে এসব নির্দেশকে ব্যবসায়ী সংঘের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আচরণবিধির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব নির্দেশের পাশাপাশি কতগুলো নৈতিক মূল্যবোধও কার্যকর রয়েছে। ব্যবসায়ীদেরকে সৎ ও সত্যবাদী হতে এবং পারস্পরিক লেনদেনে উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একে অপরের ক্ষতিসাধনের মনোভাব পরিহার করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। একটি সম্পূর্ণ মুক্তবাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি মহানবী ﷺ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি নির্ভরযোগ্য ও সুষম কাঠামোও প্রদান করেছেন।

সমাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন, অংশীদারগণের কর্তব্য ও অধিকার, ঋণদান ও তা সংগ্রহ, ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকার ও কর্তব্য এবং লেনদেনের বৈধতা তথা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেন সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন প্রয়োজন ছিল।

এ ধরনের একটি কাঠামো ব্যতীত সমাজের পক্ষে উন্মুক্ত ও অবাধ বাজার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিলো না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবাধ প্রতিযোগিতার একটি মৌলিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি অনুসরণীয় আদর্শ ব্যবস্থা প্রবর্তন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে ইসলামী বাণিজ্যিক কাঠামোর প্রধান দিকগুলো ব্যাখ্যাকারী কিছু সংখ্যক হাদীস পেশ করবো। তবে দৃশ্যত ইসলামী অর্থনীতিতে অবাধ বাজারব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদের মধ্যে মিল আছে বলে মনে হলেও এতদুভয়কে অভিন্ন মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি নৈতিক ও আইনগত কাঠামোর আওতায় মানুষের আচরণ পরিশীলিত করার মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের গতি ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আচরণকে ন্যায়নীতি, স্বচ্ছতা, ইনসাফ, সহযোগিতা ও মহানুভবতার মূল্যবোধের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সাথে এর বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। সেখানে মানুষের আনন্দ-বেদনা উপেক্ষা করে উপযোগবাদী মানদণ্ডই বাজারব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে ইসলাম সম্ভাব্য হস্তক্ষেপকারী উপাদানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়ী সংঘকে পরিশীলিত আচরণবিধি শিক্ষাদানের মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহের চালিকাশক্তির অবাধ কার্যক্রম অনুমোদন করে। এই আচরণবিধিই আইনগত কাঠামোকে জীবনীশক্তি দান করে।

(১) মূল্য নির্ধারণ اَلتَّسْعِيْرُ

৮৪১

٢٣٠(١)- عَنْ اَنَسٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْلَنَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقٰى رَبِّىْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِىْ دَمٍ وَّلاَ مَالٍ .

২৩০(১)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌ই মূল্য নির্ধারণকারী, তিনিই নিয়ন্ত্রণকারী, অপ্রশস্তকারী, প্রশস্তকারী ও রিযিক দানকারী। আমি এমন অবস্থায়

আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখি যে, তোমাদের কেউ যেন তার জান-মালের উপর আমি হস্তক্ষেপ করেছি বলে (আমার বিরুদ্ধে) অভিযোগ না করতে পারে (তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ূ, বাব ৭১, নং ১২৫২; মাওসূআ, বাব ৭৩, নং ১৩১৪))।

(২) বাজারের অসচ্ছতা نَقْصُ السُّوْقِ

(ক) মজুতদারী اَلْاِحْتِكَارُ

৮ঃ২

২৩১(২)- عَنْ يَحْىَ ابْنِ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ اَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيْلَ لِسَعِيْدٍ فَاِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيْدٌ اِنَّ مَعْمَرًا الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ كَانَ يَحْتَكِرُ .

২৩১(২)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলতেন, মা'মার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে পাপী। সাঈদ (র)-কে বলা হলো, আপনি নিজে তো গুদামজাত করেন! উত্তরে সাঈদ (র) বললেন, যে মা'মার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনিও গুদামজাত করতেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ২৬, নং ৪১২২/১২৯)।

টীকা ঃ সকল মজুদদারই অপরাধী নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মজুদদার সময় সংশ্লিষ্ট উপযোগিতা তৈরি করে এবং এভাবে উৎপাদন কার্যে ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সে বাজারে পণ্যের প্রাচুর্যের সময় পণ্য গুদামজাত করে রাখে এবং যে সময় অপেক্ষাকৃত বেশী চাহিদা হয় তখন তা বিক্রয় করে। এভাবে সে উৎপাদনে একটি অংশ লাভের অধিকারী হয়। কারণ সে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্য সংরক্ষণ করে রাখে এবং বাজারে অব্যাহতভাবে পণ্য সরবরাহ বজায় রাখতে সহায়তা করে। সেই মজুতদারই অপরাধী যে পণ্যের কৃত্রিম সংকট ও ঘাটতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আসল ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ না দিয়ে তা বাজার থেকে সরিয়ে রাখে এবং এরপর অসহায় লোকদের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করে (অধ্যাপক আবদুল হামীদ ছিদ্দিকী থেকে সংকলক কর্তৃক উদ্ধৃত)।

٢٣٢(٣)- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْتَكِرُ الاَّ خَاطِئٌ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ مُسْلِمٌ .

২৩২(৩)। মা'মার ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাপাত্মা ছাড়া কেউ গুদামজাম করে না (ঐ, নং ৪১২৩/১৩০)।

(খ) ক্রয় করার পর দখলে না এনে বিক্রয় اَلْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ

৮ঃ৩

٢٣٣(٤)-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ .

২৩৩(৪)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য খরিদ করলো, তা তার পুরো অধিকারে না আনা পর্যন্ত সে যেন তা বিক্রি না করে। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৮, নং ৩৮৩৬/২৯)।

٢٣٤(٥)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ اَلاَ تَرَاهُمْ يَبْتَايَعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًا وَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُرْجًا .

২৩৪(৫)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ খাদ্যদ্রব্য কিনলে তা ওজন দেয়ার আগে যেন বিক্রি না করে। তাউস (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেনঃ তুমি কি দেখো না লোকেরা সোনার বিনিময়ে বেচাকেনা করে, অথচ খাদ্যশস্য পাওয়া যায় পরে? আবু কুরাইবের বর্ণনায় "খাদ্যশস্য পাওয়া যায় পরে" কথাটি উল্লেখ নেই (মুসলিম, ঐ, ৩৮৩৯/৩১)।

টীকা ঃ ইসলামে বৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার পাশাপাশি ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যটিও বিদ্যমান থাকতে হবে। আর অবিদ্যমান বস্তু ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে গণ্য হয় না। অতএব কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করে তা নিজ দখলে না আনা পর্যন্ত সে তা বিক্রয়ের অধিকার রাখে না। কারণ পণ্যের উপস্থিতি ছাড়া এ

ধরনের বেচাকেনা নগদ অর্থের সাথে অর্থ বিনিময় মাত্র, যাতে সুদের উপাদান রয়েছে। এ ধরনের লেনদেনে আন্দায-অনুমানের সুযোগ থাকে, যা কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ও বাজারে পণ্যঘাটতির জন্য দায়ী। এ কারণে ইসলাম এ ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছে (অধ্যাপক আবদুল হামীদ ছিদ্দিকী থেকে সংকলক কর্তৃক উদ্ধৃত)।

٢٣٥(٦)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ .

২৩৫(৬)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য খরিদ করে, সে যেন তা স্থানান্তরিত ও পুরোপুরি হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪৪/৩৫)।

٢٣٦(٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ .

২৩৬(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যবস্তু খরিদ করে তা পুরোপুরি হস্তগত করার পূর্বে যেন বিক্রি না করে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪৫/৩৬)।

٢٣٧(٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ .

২৩৭(৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে তা পুনরায় ওজন না করা পর্যন্ত যেন বিক্রি না করে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪৮/৩৯)।

٢٣٨(٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ اَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يُسْتَوْفٰى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ

النَّاسَ فَنَهٰى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ اِلٰى حَرَسٍ يَاْخُذُوْنَهَا مِنْ اَيْدِى النَّاسِ .

২৩৮(৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বললেন, আপনি কি সুদের কারবার হালাল করে দিয়েছেন? মারওয়ান বললেন, আমি তো তা করিনি। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি তো হুণ্ডির ব্যবসা হালাল করে দিয়েছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যদ্রব্যের উপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, মারওয়ান লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং তাদেরকে এই ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করলেন। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, অতঃপর আমি দেখলাম, শান্ত্রীরা লোকদের হাত থেকে হুণ্ডির কাজগগুলো কেড়ে নিচ্ছে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪৯/৪০)।

টীকা ঃ মূল শব্দ হচ্ছে الصكاك ; এর একবচন হচ্ছে الصك। এর অর্থ হচ্ছে- চেক, হুণ্ডি এবং বিল অব একচেঞ্জ ইত্যাদি। তৎকালীন যুগে হুণ্ডি এবং বিল অব একচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হতো এবং ডকুমেন্টগুলো একের হাত থেকে অপরের হাতে চলে যেতো, কিন্তু বাস্তবে পণ্যের দখলস্বত্ব ক্রেতার হাতে আসতো না। বর্তমান কালের তথাকথিত ব্রিফকেস ব্যবসার মত এই ডকুমেন্টগুলো প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কাছে, দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাছে, তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের কাছে বিক্রি করতো এবং পণ্যদ্রব্য পূর্বাবস্থায়ই থেকে যেতো, মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর হতো না। এই প্রথা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। কেননা কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই ডকুমেন্টগুলোর হাত বদলের সাথে সাথে পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকতো। ইসলাম এই ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে (অনু.)।

٢٣٩(١٠)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ.

২৩৯(১০)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট পরিমাণে খেজুরের স্তূপ ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৫১/৪২)

٢٤٠(١١)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَّأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِيْ ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ اِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ .

২৪০(১১)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। তিনি আমাদের নিকট কোন ব্যক্তিকে (নির্দেশ সহকারে) পাঠাতেন। আমরা যে জায়গায় পণ্য খরিদ করেছি তা পুনরায় বিক্রি করার পূর্বে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য সে আমাদের নির্দেশ দিতো (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৮, নং ৩৮৪১/৩৩)।

٢٤١(١٢)-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

২৪১(১২)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করবে, সে যেন তা পুরাপুরি নিজ অধিকারে আনার আগে পুনরায় বিক্রি না করে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা (অগ্রগামী হয়ে) পণ্যবাহী কাফেলার নিকট থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য খরিদ করতাম। তা ক্রয়ের স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার পূর্বে পুনরায় বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪২/৩৪)।

٢٤٢(١٣)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا اَنْ يَّبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِ حَتّٰى يُحَوِّلُوْهُ .

২৪২(১৩)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তারা যদি অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করে স্থানান্তরিত করার পূর্বেই তা পুনরায় বিক্রি করতেন তাহলে তাদেরকে পেটানো হতো (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪৬/৩৭)।

٢٤٣(١٤)- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ النَّاسَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ابْتَاعُوا طَعَامًا جِزَافًا يُضْرَبُوْنَ فِىْ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِمْ ذٰلِكَ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِى الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ اِلٰى اَهْلِهِ .

২৪৩(১৪)। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দেখেছি যে, লোকেরা অনুমান করে খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসার পূর্বে (ক্রয়ের স্থানে) বিক্রি করলে তাদেরকে প্রহার করা হতো। ইবনে শিহাব (র) বলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (র) আমাকে বলেছেন, তার পিতা ('আবদুল্লাহ) অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য খরিদ করার পর তা নিজ বাড়িতে নিয়ে আসতেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৪৭/৩৮)।

৮ঃ৫

٢٤٤(١٥)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .

২৪৪(১৫)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহারোপযোগী বা পরিপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফল বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৩, নং ৩৮৬২/৪৯)।

٢٤٥(١٦)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَاْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ .

২৪৫(১৬)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত এবং খাদ্যশস্য (ধান, গাম, যব ইত্যাদি) পুষ্ট হওয়ার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা ও খরিদদার উভয়কেই নিষেধ করেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৬৪/৫০)।

টীকা ঃ ফল পুষ্ট হওয়ার পূর্বে কেটে নেয়ার শর্তে ক্রয় করা হলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে জায়েয। যদি কেটে নেয়ার শর্ত না করা হয় তাহলে ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে এই লেনদেন বাতিল গণ্য হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে লেনদেন শুদ্ধ হবে। তবে ক্রেতাকে ফল কেটে নেয়ার নির্দেশ দিতে হবে। কিন্তু পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত ফল গাছে থাকার শর্ত আরোপ করলে সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। যদি কেটে নেয়ার শর্ত আরোপ করার পরও তা কেটে না নেওয়া হয় এবং পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত ফল গাছে থেকে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা, মালেক এবং শাফিঈর মতে, বিক্রয় চুক্তি ঠিক থাকবে, বাতিল হবে না। ইমাম আহমাদের এক মতে চুক্তি বাতিল হবে, অপর মতে তা বাতিল হবে না।

ফল পরিপুষ্ট হওয়ার পর পেকে যাওয়া পর্যন্ত গাছে থাকার শর্ত আরোপ করে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হলে ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে বিক্রয় শুদ্ধ হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে শর্ত আরোপ করলে বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। কিন্তু কেটে নেয়ার শর্ত আরোপ করলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে না। যদি বিক্রেতার সম্মতিতে তা গাছে রেখে দেয়া হয় এবং তাতে ফল বৃদ্ধি পায় তাহলে এই বর্ধিত অংশও ক্রেতাই পাবে। অনুরূপভাবে ফলসহ গাছ ক্রয় করা জায়েয। বাগানের কোন একটি গাছ মালিকের জন্য রেখে অবশিষ্টগুলো বিক্রি করা জায়েয। কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল (যেমন এক মণ বা দুই মণ) চুক্তির বাইরে রাখা জায়েয নয়। ক্ষেতের ফসল সম্পর্কেও প্রায় একই নিষেধ (অনুবাদক)।

٢٤٦(١٧)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبْتَاعُوا

الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ .

২৪৬(১৭)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়ার আগে বেচা-কেনা করো না। তিনি বলেছেন, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার অর্থ হলো লাল বর্ণ ও হলুদ বর্ণ ধারণ করা (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৬৫/৫১)।

٢٤٧(١٨)-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ . فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَا صَلاَحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

২৪৭(১৮)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল ক্রয়-বিক্রয় করো না। ইবনে 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "ব্যবহারোপযোগী হওয়া কি"? তিনি বললেন. প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়া (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৬৯/৫২)।

٢٤٨(١٩)- عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَاكُلَ مِنْهُ اَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتّٰى يُوْزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوْزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْزَرَ .

২৪৮(১৯)। আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাস (রা)-কে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, খাওয়ার উপযোগী হওয়ার এবং ওজন করার আগে খেজুর বেচা-কেনা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আমি (বাখতারী) বললাম, 'ওজন করা' কি? তার নিকটে বসা এক ব্যক্তি বললো, অনুমানে পরমাণ নির্ধারণ করার পূর্বে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৭৩/৫৫)।

৮৪৬

٢٤٩(٢٠)- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لاَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ اَرَاَيْتَكَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ .

২৪৯(২০)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রং ধারণ না করা পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রং ধারণ কি? তিনি বলেন, লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা। তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ যদি (কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) ফল থেকে বঞ্চিত করেন, তাহলে তুমি কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল (অর্থ) নিজের জন্য বৈধ করবে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ২৪, নং ৩৯৭৭/১৫)!

টীকা : এ হাদীসে বলা হয়েছে, বিক্রেতা ফলের আকারে যা পাচ্ছে, তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া অর কিছু নয়। তিনি যদি ফলের পরিবৃদ্ধিতে বাধা দেন অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নিশ্চিহ্ন করে দেন তাহলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি নেই, যে তাকে এই নিআমত ফিরিয়ে দিতে পারে। এই কথা বিবেচনা করে ক্রেতার লোকসানে বিক্রেতার অংশীদার হওয়া উচিৎ। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর তাদের কোন হাত নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সূরা 'নূন ওয়াল-কালাম'-এর ১৭-৩৩ আয়াত অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পাঠ করুন (অনু.)।

৮৪৭

٢٥٠(٢١)- عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَوْ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى هٰكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِىْ يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ وَقَدْ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ تُدْرِكَ .

২৫০(২১)। তামীম গোত্রের একজন প্রবীণ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি তাতে বলেন, অচিরেই মানবজাতি এমন একটি যুগে পৌঁছবে যখন মানুষ পরস্পরকে কামড়াবে। সম্পদশালীরা তাদের সম্পদ আকড়ে ধরে রাখবে, যদিও তাদেরকে সেই নির্দেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথা ভুলে যেও না" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৭)। লোকজন মারাত্মক অসুবিধায় পড়ে (তার সম্পদ) বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। অথচ নবী ﷺ অনন্যোপায় ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়, প্রতারণাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় এবং ফল পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ২৫, নং ৩৩৮২)।

৮ঃ৮

٢٥١(٢٢)- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ .

২৫১(২২)। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেনঃ সাবধান! তোমরা বেচা-কেনায় অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা তা পণ্য বিক্রয়ে সহায়ক বটে কিন্তু পরে তার বরকত নষ্ট করে দেয় (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৪৮, নং ৪১২৬/১৩২)।

৮ঃ৯

٢٥٢(٢٣)- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ تَبِيْعُ الْاَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّىْ اَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِىْ سَمَّيْنَا بِهِ اَنْفُسَنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ .

২৫২(২৩)। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনার বাজারসমূহে ক্রয়-বিক্রয় করতাম এবং নিজেদের নামকরণ করেছিলাম আস-সামাসিরা (দালাল)। লোকজনও আমাদেরকে ঐ নামেই

অভিহিত করতো। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং আমাদের এমন একটি নামে অভিহিত করলেন যা ছিল আমাদের নিজেদের দেয়া নামের চেয়ে উত্তম। তিনি বললেনঃ হে তুজ্জার (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়কালে মিথ্যা শপথ ও অবাঞ্ছিত কথাবার্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অতএব তোমরা দান-খয়রাতের মাধ্যমে তার পরিশুদ্ধি করো (নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ু, বাব ৭, নং ৪৪৬৮)।

৮ঃ ১০

٢٥٣(٢٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ .

২৫৩(২৪)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, এদের দিকে নযরও দিবেন না এবং এদেরকে পবিত্রও করবেন না, বরং এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (১) যে ব্যক্তির নিকট মাঠে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও তা পথিককে দেয় না। (২) যে ব্যবসায়ী আসরের পর তার পণ্যসামগ্রী ক্রেতার নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে বিক্রি করে আর বলে, আমি এ পণ্য এতো এতো মূল্যে ক্রয় করেছি, আর ক্রেতা তাকে সত্যবাদী মনে করে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার উল্টো। (৩) যে ব্যক্তি ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) হাতে কেবল পার্থিব স্বার্থে আনুগত্যের শপথ করে, যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব সুযোগ দেন, তাহলে সে তার আনুগত্যের শপথ পূর্ণ করে, আর যদি তা থেকে কিছু না দেন তাহলে তার শপথ পূরণ করে না (মুসলিম, ঈমান, বাব ৪৬, নং ২৯৭/১৭৩)।

(গ) অন্যান্য অন্যায় আচরণ اَلصُّوَرُ الْفَاسِدَةُ الْأُخْرٰى

৮ঃ১১

٢٥٤(٢٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلُبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ .

২৫৪(২৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (আগেভাগে সস্তায় খরিদ করার উদ্দেশ্যে) অগ্রবর্তী হয়ে পথিমধ্যে পণ্যবাহী কাফেলার সাথে সাক্ষাত করা যাবে না। তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের দর কষাকষি করার সময় দর না করে। তোমরা দালালী করবে না। শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়ার জন্য চাপ না দেয়। উট ও বকরীর পালানে দুধ জমিয়ে রাখা যাবে না (ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে)। কেউ এমন ধরনের পশু খরিদ করলে তার জন্য (ক্রয়চুক্তি বাতিল করার) এখতিয়ার রয়েছে। দোহনের পর পছন্দ হলে ক্রয়চুক্তি বহাল রাখবে, আর অপছন্দ হলে এক সা' খেজুরসহ তা ফেরত দিবে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৫, নং ৩৮১৫/১১)।

৮ঃ১২

٢٥٥(٢٦)- عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقّٰى فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ .

২৫৫(২৬)। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পণ্যবাহী

কাফেলার সাথে মাঝপথে অগ্রসর হয়ে সাক্ষাত করো না। কোন ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে কিছু খরিদ করলে, পরে যখন মালের মালিক বিক্রেতা এসে পৌছবে, তখন তার (বিক্রয় বাতিল বা বহালের) এখতিয়ার থাকবে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৫, নং ৩৮২৩/১৭)।

৮ ঃ ১৩

٢٥٦(٢٧)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২৫৬(২৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না। আর যুহাইর (র)-এর বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ কোন শহরবাসীকে পল্লীবাসীর পক্ষে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৬, নং ৩৮২৪/১৮)।

٢٥٧(٢٨)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ اَوْ اَبَاهُ .

২৫৭(২৮)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ঃ কোন শহরবাসী যেন কোন বেদুঈনের পক্ষে বিক্রি না করে, এমনকি সে তার ভাই অথবা পিতা হলেও (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮২৮/২১)।

৮ ঃ ১৪

٢٥٨(٢٩)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ .

২৫৮(২৯)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালে নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা না বলে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৪, ৩৮১১/৭)।

٢٥٩(٣٠)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ الاَّ اَنْ يَّاْذَنَ لَهُ .

২৫৯(৩০)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালে নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা না তোলে এবং কোন ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর যেন প্রস্তাব না পাঠায় (মুসলিম, বুয়ূ, নং ৩৮১২/৮)।

(৩) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি عَقْدُ الْبَيْعِ

(ক) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির অপরিহার্য উপাদান مُسْتَلْزِمَاتُ عَقْدِ الْبَيْعِ

৮ ঃ ১৫

٢٦٠(٣١)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

২৬০(৩১)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে হবে (ইবনে মাজা, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ১৮, নং ২১৮৫)।

(খ) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী شُرُوْطُ عَقْدِ الْبَيْعِ

৮ ঃ ১৬

٢٦١(٣٢)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا الاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ .

২৬১(৩২)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করার অবকাশ আছে—যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে আলাদা না হয়। তবে শর্তাধীন বেচা-কেনা হয়ে থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১০, নং ৩৮৫৩/৪৩)।

টীকা ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য চুক্তি প্রত্যাহারের যেসব অবকাশ বা সুযোগ রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ক্রেতা পণ্যদ্রব্য না দেখে কেবল মৌখিক কথাবার্তার উপর ভিত্তি করে তা ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য দেখার পর কোন দোষক্রটি ব্যতিরেকেই শুধু পূর্বে না দেখার অজুহাতে সে ক্রয়চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ইসলামের বাণিজ্যিক আইনের পরিভাষায় এটাকে খেয়ারে রুইয়াত (দেখার অবকাশ) বলে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা কোনরূপ অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করলে গুনাহগার হবে।

(খ) ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার, এমনকি মূল্য পরিশোধ করার পর পণ্যের মধ্যে কোন ক্রটি পরিলক্ষিত হলে (যে সম্পর্কে পূর্বে কোন মীমাংসা হয়নি) ক্রেতার জন্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না। এই অবকাশকে খেয়ারে 'আয়েব (ক্রটির অবকাশ) বলে।

(গ) ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোন একপক্ষ বা উভয় পক্ষ ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত করাকালে যদি তা প্রত্যাহার করার অবকাশ রাখে, তাহলে এই শর্ত আরোপকারী পক্ষ লেনদেন প্রত্যাহার করতে পারবে। এই অবকাশকে খেয়ারে শর্ত বলে।

(ঘ) বিক্রেতা কোন বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার জন্য ক্রেতাকে কথা দিয়েছে। এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট মূল্যে ঐ পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারবে।

(ঙ) অনুরূপভাবে ক্রেতা কোন বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার জন্য বিক্রেতাকে কথা দিয়েছে। এক্ষেত্রেও পক্ষদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা ক্রেতাকে ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর কেউ কাউকে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে না। এটাকে খেয়ারে 'আকদ (চুক্তির অবকাশ) বলে।

(চ) ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ এখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি, বরং স্বস্থানেই আছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা কোন কারণ ছাড়াই লেনদেন প্রত্যাহার করার অবকাশ রাখে। এই অবকাশকে খেয়ারে মসজিস বলা হয়।

(ছ) কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর এক পক্ষ বললো, গ্রহণ করবেন তো? তদুত্তরে অপর পক্ষ বললো, গ্রহণ করলাম। এক্ষেত্রে লেনদেন প্রত্যাহার করার আর অবকাশ থাকে না (অনু.)।

٢٦٢ (٣٣) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

২৬২(৩৩)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যখন দুই ব্যক্তি (ক্রেতা-বিক্রেতা) ক্রয়-বিক্রয় করে, তাদের প্রত্যেকেরই অপরের উপর (লেনদেন) প্রত্যাহার করার এখতিয়ার রয়েছে, যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, বরং (লেনদেন সংঘটিত হওয়ার স্থানে) একত্র থাকে। অথবা যদি তাদের একজন অপরজনকে লেনদেন বাতিল করার অধিকার দেয় এবং এরূপ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে। যদি তারা পণ্যের দরদাম চূড়ান্ত করার পর পরস্পর পৃথক হয়ে যায় এবং কোন পক্ষই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান না করে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লেনদেন বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১১, নং ৩৮৫৫/৪৪)।

٢٦٣ (٣٤) - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَاعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَاِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ . زَادَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ اِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَاَرَادَ اَنْ لاَّ يُقِيْلَهُ قَامَ فَمَشٰى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ .

২৬৩(৩৪)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনা-বেচা করলে তারা যতক্ষণ পরস্পর থেকে আলাদা না হয় অথবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয় ততক্ষণ তাদের উভয়েরই এই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করার এখতিয়ার আছে। ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রহণ করার কথা বলে দিলে সে ক্ষেত্রে (পরস্পর পৃথক হওয়ার

পূর্বেই) লেনদেন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ইবনে আবু উমার (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন কারো সাথে বেচা-কেনা করতেন এবং তিনি তা বহাল রাখতে চাইতেন, তখন উঠে গিয়ে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ হাঁটতেন, অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষের কাছে পুনরায় ফিরে আসতেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৫৬/৪৫)।

টীকা ঃ "অথবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়" অর্থাৎ একজন অপরজনকে অবকাশ দিয়ে বললো, তুমি এটা গ্রহণ করলে কিনা? এর জবাবে সে বললো, আমি গ্রহণ করলাম। এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অবকাশ থাকে না (অনু.)।

٢٦٤(٣٥)- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَابًا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

২৬৪(৩৫)। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে, যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়। যদি তারা (বেচা-কেনার ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং জিনিসের মধ্যে কোন দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তাদের বেচা-কেনায় বরকত ও প্রাচুর্য দান করা হয়। কিন্তু তারা যদি মিথ্যা বলে এবং জিনিসের মধ্যকার দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যকার বরকত নিঃশেষ হয়ে যায় (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১১, নং ৩৮৫৮/৪৭)।

৮ ঃ ১৭

٢٦٥(٣٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ اِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ .

২৬৫(৩৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যেন পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে ক্রয়-বিক্রয় (অকুস্থল) থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (মুসনাদ আহমাদ, ২খ., নং ১০৯৩৫)।

(গ) অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় بَيْعُ السَّلَمِ

৮ ঃ ১৮

٢٦٦ (٣٧) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

২৬৬(৩৭)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আসেন তখন এখানকার লোকজন এক অথবা দুই বছর মেয়াদে ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয় করতো। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি অগ্রিম খেজুরের বাগান ক্রয় করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওজনে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা ক্রয় করে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৪৬, নং ৪১১৮/১২৭)।

টীকা ঃ বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) অর্থাৎ কোন জিনিস নগদ মূল্যে অগ্রিম ক্রয় করা এবং পণ্য পরে সরবরাহ নেয়া। সব ফিক্‌হবিদের মতে নিম্নলিখিত শর্তে বায়' সালাম জায়েয ঃ মালের বর্ণনা, শ্রেণী, পরিমাণ, মেয়াদ ও দাম নির্দিষ্ট হতে হবে এবং মূল্য নগদ প্রদান করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর সাথে আরো একটি শর্ত যোগ করেছেন। তা হচ্ছে, পণ্য সরবরাহের স্থানও নির্দিষ্ট হতে হবে। অন্য ইমামদের মতে এটা শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। যেসব জিনিস পরিমাপ করা যায়, ওজন করা যায় এবং যেসব কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করা যায় তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে পশু, গোশত, রুটি ইত্যাদি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয় (অনু.)।

٢٦٧ (٣٨) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ اِلاَّ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

২৬৭(৩৮)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (মদীনায়) আসেন, লোকজন তখন (ফলের বাগান ক্রয় করে) অগ্রিম মূল্য প্রদান করতো। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আগাম খরিদ করে সে

যেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওজনে খরিদ করে (মুসলিম, ঐ, নং ৪১১৯/১২৮)।

৮ ঃ ১৯

٢٦٨ (٣٩) -عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اَسْلَفَ رَجُلاً فِىْ نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تُسْلِفُوْا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

২৬৮(৩৯)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির খেজুর বাগান অগ্রিম ক্রয় করলো। কিন্তু ঐ বছর বাগানে ফলই ধরেনি। তারা উভয়ে তাদের বিবাদ নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি বলেন ঃ তুমি (বিক্রেতা) কিসের বিনিময়ে তার মাল (প্রদত্ত মূল) হালাল করেছো? তুমি তার মাল (মূল্য) তাকে ফেরত দাও। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা খেজুর বাগানের ফল পরিপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করো না (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, ইজারা, বাব ৫৬, নং ৩৪৬৭)।

(ঘ) বিক্রেতার অধিকার حُقُوْقُ الْبَائِعِ

৮ ঃ ২০

٢٦٩ (٤٠) - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِىْ بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২৬৯(৪০)। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বলতে শুনেছি ঃ তা'বীর করার পর কেউ খেজুর বাগান ক্রয় করলে তার ফল বিক্রেতার– যদি না ক্রেতার জন্য হওয়ার শর্ত করে। কেউ মালদার গোলাম ক্রয় করলে তার মাল বিক্রেতার,

যদি না ক্রেতা তার জন্য হওয়ার শর্ত করে (বুখারী, কিতাবুল মুযারাআ, বাব ১৭, নং ২৩৭৯, আরো দ্র. ২২০৪ ও ২২০৬)।

(ঙ) অগ্র-ক্রয়াধিকার (শুফ্আ) اَلشُّفْعَةُ

৮ ঃ ২১

٢٧٠ (٤١) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِىْ رَبْعَةٍ اَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ رَضِىَ اَخَذَ وَاِنْ كَرِهَ تَرَكَ .

২৭০(৪১)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন ঘরে কিংবা বাগানে অন্য কেউ অংশীদার রয়েছে, সে তার অংশীদারের অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারে না। যদি সে পছন্দ করে তাহলে রাখবে আর যদি অপছন্দ হয় তবে ছেড়ে দিবে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৪৯, নং ৪১২৭/১৩৩)।

٢٧١ (٤٢) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ فَاِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ .

২৭১(৪২)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি অবিভক্ত অংশীদারী (স্থাবর) সম্পত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুফ্আ নির্ধারণ করেছেন, চাই তা ঘর হোক কিংবা বাগান। কোন ব্যক্তির জন্য তার অংশীদারকে অবগত না করে তা বিক্রি করা হালাল (বৈধ) নয়। সে ইচ্ছা করলে তা রাখবে, অন্যথায় ছেড়ে দিবে। আর সে যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে তাহলে সে (শুফআর দাবি তোলার ব্যাপারে) সকলের চেয়ে বেশী হকদার (মুসলিম, ঐ, নং ৪১২৮/১৩৪)।

টীকা ঃ শুফআ (Pre-Emption) হলো অন্যের পূর্বে ক্রয় করার অধিকার। প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর অধিকার আছে। এটাই সকল আলেমের মত। তবে বিভক্ত সম্পদের মধ্যে শুফআর অধিকার প্রতিবেশীর জন্য আছে কি না তাতে মতভেদ রয়েছে। শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ (র) বলেন, অংশীদার ও

প্রতিবেশী চাই মুসলমান হোক কিংবা যিম্মী, অংশীদার কিংবা প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত তা বিক্রি করলে হারাম হবে না। তবে সে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচারালয়ের সহায়তায় এই বিক্রি বাতিল করাতে পারবে। পশু, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদির মধ্যে শুফআর অধিকার নেই (অনু.)।

৮ ঃ ২২

٢٧٢(٤٣)- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْضُ لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهَا شِرْكٌ وَلاَ قَسْمٌ اِلاَّ الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ .

২৭২(৪৩)। আমর ইবনুশ-শারীদ (র) থেকে তার পিতা আশ-শারীদ ইবনে সুয়াইদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমার) এমন এক খণ্ড জমি আছে যাতে কোন অংশীদার নেই এবং যা কারো সাথে বিভক্ত হয়নি, তবে একজন প্রতিবেশী আছে। তিনি (ﷺ) বললেনঃ নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশীর তা ক্রয়ে অগ্রাধিকার রয়েছে (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ৩৮৯, নং ১৯৬৯০-১ ও পৃ. ৩৯০, নং ১৯৭০৬; ইবনে মাজা, শুফআ, বাব ২, নং ২৪৯৬)।

৮ ঃ ২৩

٢٧٣(٤٤)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيْكٍ عَلٰى شَرِيْكٍ اِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيْرٍ وَلاَ لِغَائِبٍ .

২৭৩(৪৪)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক শরীক যখন অন্য শরীকের আগেই ক্রয় করে তখন সে ব্যাপারে অপরাপর শরীকের শুফআর দাবি অচল। নাবালেগ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই বিধান (ইবনে মাজা, শুফআ, বাব ৪, নং ২৫০১)।

৮ ঃ ২৪

٢٧٤(٤٥)- عَنْ جَابِرٍ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِىْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২৭৪(৪৫)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবণ্টিত প্রতিটি মালে 'শুফ্আ' (অগ্র- ক্রয়াধিকার) নির্ধারণ করছেন। কিন্তু (বণ্টিত হয়ে) সীমানা নির্ধারিত হলে এবং রাস্তা (আইল) বাঁধা হলে আর শুফ্আর দাবি করা যায় না (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৯৬, নং ২২১৩-১৪; শুফআ, বাব ১, নং ২২৫৭, আরো বহু স্থানে)।

(৪) হারাম চুক্তি اَلْعُقُوْدُ الْمُحَرِمَةُ

(ক) হারাম পণ্য বিক্রয় بَيْعُ الْاَشْيَاءِ الْمُحَرِمَةِ

৮ ঃ ২৫

٢٧٥(٤٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا .

২৭৫(৪৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ ইহূদীদের অভিশপ্ত করুন। তাদের জন্য চর্বি (ভক্ষণ) হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বিক্রয় করতো এবং তার মূল্য ভোগ করতো (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ৩৬২, নং ৮৭৩০, পৃ. ৫১২, নং ১০৬৫৬; ৪খ., পৃ. ২২৭, নং ১৮১৫৮, আবদুর রহ্‌মান ইবনে গানাম আল-আশআরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত)।

(খ) মদ বিক্রয় بَيْعُ الْخَمْرِ

৮ ঃ ২৬

٢٧٦(٤٦)- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأِىِّ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَجُلاً اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لاَ فَسَارَّ اِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ اَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتّٰى ذَهَبَ مَا فِيْهَا .

২৭৬(৪৭)। আবদুর রহমান ইবনে ওয়া'লাহ আস-সাবায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মিসরবাসী। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে আঙ্গুর নিংড়ানো রস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক মশক মদ উপঢৌকন দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কি জানো, আল্লাহ তায়ালা তা হারাম করেছেন? সে বললো, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কি যেন বললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এর সাথে চুপিচুপি কি বলেছ? সে বললো, আমি তাকে এটা বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ যেই মহান সত্তা মদপান হারাম করেছেন, তিনি তার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর সে পাত্রের মুখবন্ধন খুলে দিলো এবং এর ভেতরে যা কিছু ছিল তা গড়িয়ে পড়ে গেলো (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৩৩, নং ৪০৪৪/৬৮)।

٢٧٧(٤٨)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْتَرَاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهٰى عَنِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ .

২৭৭(৪৮)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা আল-বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো নাযিল হলো, নবী ﷺ বাইরে আসলেন এবং তা লোকদের পড়ে শুনালেন। অতঃপর তিনি শরাবের ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৪৬/৬৯)।

٢٧٨(٤٩)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ .

২৭৮(৪৯)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা আল-বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে চলে গেলেন এবং মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৪৭/৭০)।

টীকা ঃ এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, সুদের আয়াতের সাথে মদের সম্পর্ক কি? মূলত যেসব আয়াতে মদের কথা এসেছে তাতে মদপান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এর ব্যবসা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সুদের আয়াত নাযিল করে সুদ হারাম করার সাথে সাথে এর ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করেন। এ আয়াত থেকে যে মূলনীতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, "যে জিনিসের ব্যবহার হারাম, তার ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যও হারাম"। তাই সুদের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদের ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করেন (অনু.)।

٢٧٩(٥٠)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

২৭৯(৫০)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? কেননা তা দ্বারা নৌকায় মালিশ করা হয়, চামড়া তৈলাক্ত করা হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। তিনি বলেন ঃ না, তা হারাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন ঃ আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন। মহামহিম আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃত জীবের চর্বি হারাম করেছেন, তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতো এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করতো (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৩, নং ৪০৪৮/৭১)।

টীকা ঃ আল্লাহ তায়ালা যেসব জীবজন্তু খাওয়া হালাল করেছেন তা মারা গেলে তার চামড়া, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জমহুরের মতে জায়েয নয়। ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মৃত জীবের চর্বি বিক্রি জায়েয নয়। কিন্তু তা অন্য কাজে

লাগানো জায়েয। যেমন নৌকায় লাগানো, প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের গায়ে মাখা জায়েয নয়। আতা ইবনে আবু রাবাহ ও মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারীরও এই মত। কিন্তু সবার মতে এর চামড়া শুকিয়ে তা কোন কাজে ব্যবহার করা জায়েয। হযরত মায়মূনা (রা)-এর একটি বকরী মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এর চামড়া খুলে নিয়ে কোন কাজে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন (মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত)। মানুষের লাশ বিক্রি করাও জায়েয নেই। মুসলমানরা খন্দকের যুদ্ধে নাওফাল ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাখযূমীকে হত্যা করে। কাফেররা তার লাশের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দশ হাজার দিরহাম দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং লাশ তাদের ফেরত দেন (অনু.)।

টীকা ঃ ইহূদীদের জন্য চর্বি খাওয়া যে হারাম ছিল তার প্রমাণস্বরূপ বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোক কয়টি দেখুন ঃ "It shall be a perpetual staute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood"—(Leviticus. 3:17). "And the priest shall burn them upon the altar : it is the food of the offering made by fire for a sweet savour : all the fat is the Lord's"—(Leviticus. 3:16). "Speak unto the children of Israel, saying, Ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat"—(Leviticus. 7:23).

৮ ঃ ২৭

٢٨٠(٥١)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَايِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ اِلَيْهِ .

২৮০(৫১)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন মাদক দ্রব্যকে, তা পানকারীকে, তা পরিবেশনকারীকে, তার বিক্রেতাকে, তার ক্রেতাকে, তার উৎপাদককে, যার জন্য তা উৎপাদন করা হয় তাকে, তা পরিবহনকারীকে এবং যার জন্য তা পরিবহন করা হয় তাকে (আবু দাউদ. কিতাবুল আশরিবা, বাব ২, নং ৩৬৭৪)।

(গ) অন্যান্য হারাম বিক্রয় চুক্তি اَلْبُيُوعُ الْمُحَرَّمَةُ الْأُخْرٰى

৮ ঃ ২৮

٢٨١(٥٢)- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذٰلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا .

২৮১(৫২)। বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে তার কতিপয় প্রতিবেশী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তাদের একজন হলেন সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ এটা সুদ ভিত্তিক লেনদেন এবং এটাই হচ্ছে মুযাবানা। কিন্তু তিনি আরিয়্যার বেলায় একটি কিংবা দু'টি খেজুর গাছ (দানের) ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করেছেন। আর তা হচ্ছে, দানকারী পরিবার অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে (দানকৃত গাছের) কাঁচা খেজুর ক্রয় করতে পারে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৪, নং ৩৮৮৭/৬৭)।

টীকা ঃ বাশীর বা বুশাইর ইবনে ইয়াসার আল-মাদানী আল-আনসারী (র)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেন, ইনি সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের ভাই নন। মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন প্রবীণ লোক এবং ফকীহ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রায় সকল সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম (অনুবাদক)।

আরিয়্যা ঃ ইমাম মালেক (র) বলেন, 'আরিয়্যা এই যে, কোন ব্যক্তির খেজুরের বাগান আছে। সে তা থেকে কোন গরীব লোককে একটি অথবা দু'টি গাছ দান করলো। কিন্তু দরিদ্র লোকটির বারবার বাগানে যাতায়াত সে অপছন্দ করে। তাই সে বললো যে, 'ফল কাটার সময় উক্ত গাছের সমপরিমাণ খেজুর ওজন করে তাকে দিবে'। আমাদের কাছে এই পদ্ধতি নাজায়েয নয়। কেননা খেজুরের মালিক মূলত দানকারীই। সে ইচ্ছা করলে গাছ থেকে ফল কেটেও তাকে দিতে পারে অথবা ইচ্ছা

করলে এর সমপরিমাণ শুকনা খেজুরও তাকে ওজন করে দিতে পারে। কারণ এটা আসলে ক্রয়-বিক্রয় নয়। যদি তা ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাবে দেয়া হতো, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি জায়েয নয় (অনু.)।

٢٨٢(٥٣)- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ قَالُوْا رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

২৮২(৫৩)। বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরিয়ার আওতায় অনুমানের ভিত্তিতে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে কাঁচা খেজুর ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৮৮/৬৮)।

٢٨٣(٥٤)- عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيْعُوْنَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

২৮৩(৫৪)। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি 'আরিয়ার' ব্যাখ্যায় বলেছেন, এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে কিছু খেজুর গাছ দান করে, অতঃপর তারা গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৮২/৬২)।

٢٨٤(٥٥)- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُّبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يُّبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْاَرْضِ بِالْقَمْحِ . قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ سَالِمٌ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ

رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ .

২৮৪(৫৫)। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হলো, গাছের খেজুর যা এখনো গাছেই আছে, তা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর 'মুহাকালা' হলো, ঘরে রক্ষিত শুকনা গমের বিনিময়ে ক্ষেতের অসংগৃহীত গম বিক্রি করা এবং গমের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া নেয়া। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল বেচা-কেনা করো না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুরও বিক্রি করো না। সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর সূত্রে আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তীতে আরিয়া পদ্ধতির অধীনে শুকনা খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু অন্য কিছুর বেলায় এই অনুমতি দেননি (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৭৮/৫৯)।

টীকা ঃ কারো এই ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া ঠিক নয় যে, ইসলামী শরীআতে বুঝি সরাসরি পণ্য বিনিময় (Barter system) জায়েয নয়। ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়। কতগুলো শর্তসাপেক্ষে ইসলামে বার্টার প্রথা জায়েয। যে পণ্যের আন্ত-বিনিময় হবে যদি তার সাধারণ মূল্যমান থাকে এবং তার বিনিময় হার নিরূপণ করা যায়, তাহলে বার্টার প্রথা কার্যকর হতে পারে। ইসলাম কেবল একই প্রজাতি বা শ্রেণীভুক্ত কিন্তু বিভিন্ন মানের দ্রব্যের সরাসরি বিনিময়ে বাধা দেয়। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনা খেজুর এবং তাজা খেজুরের মধ্যে সরাসরি বিনিময় করা যাবে না। অনুরূপভাবে ক্ষেতের ফসলের সাথে ঘরের ফসলের সরাসরি বিনিময় করা যাবে না। ইসলামী শরীআত সবচেয়ে নিরাপদ যে পন্থা নির্ধারণ করেছে তা হচ্ছে, নির্দিষ্ট পণ্য খোলা বাজারে বিক্রি করে এর মূল্য হাতে নিয়ে অতঃপর একই শ্রেণীভুক্ত পৃথক মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় করতে হবে। এই নীতির ভিত্তিতে সোনা বা সোনার অলংকারের আন্ত-বিনিময় হতে পারবে না। চাউলের সাথে চাউলের বিনিময় হতে পারবে না। যদি বিনিময় করতে হয় তাহলে গুণ ও মানের পার্থক্য বাদ দিয়ে তা পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। এক সের উন্নত মানের চাউলের বিনিময়ে এক সেরের অধিক নিম্ন মানের চাউল নেয়া যাবে না, এক সেরের পরিবর্তে এক সেরই নিতে হবে। হাঁ,

স্বর্ণের সাথে রূপার বিনিময় বা চাউলের সাথে গম বা আটার বিনিময় ইত্যাদি হতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়টির পরিমাণ সমান সমান হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। 'গমের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া নেয়া' অর্থাৎ জমির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য (যেমন ২৫ মন, ৩০ মন ইত্যাদি) দেওয়ার চুক্তিতে জমি কেরায়া নেয়া বা দেয়া জায়েয নয় (অনু.)।

٢٨٥(٥٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ .

২৮৫(৫৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ অথবা পাঁচ ওয়াসাকের চেয়ে কম পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে 'আরায়ার' অধীনে (কাঁচা খেজুর) কেনার অনুমতি দিয়েছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৫, নং ৩৮৯২/৭১)।

টীকা ঃ উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ মুফতী শফী (র) বলেন, দেশীয় ওজনে এক ওয়াসাকের পরিমাণ হচ্ছে 'পাঁচ মণ চার সের বারো ছটাক' (আওযানে শরীআহ পুস্তিকা দ্র.)। আল্লামা ইউসুফ আল-কারদাবীর মতে, পাঁচ ওয়াসাক, ৯৪৯ কিলোগ্রাম বা সাড়ে ছাব্বিশ মণের সমান। এ মতকে বর্তমান যুগের আলেমদের এক ব্যাপক অংশের মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে (অনু.)।

٢٨٦(٥٧)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً .

২৮৬(৫৭)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা এই যে, অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে (গাছের মাথার) তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং শুকনা আঙ্গুর বা কিসমিসের বিনিময়ে (গাছের) তাজা আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৯৩/৭২)।

٢٨٧(٥٨)- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ

الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً

২৮৭(৫৮)। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে অবহিত করেছেন, নবী ﷺ 'মুযাবানা' পদ্ধতির লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা এই যে, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বৃক্ষের তাজা খেজুর (যা এখনো কাটা হয়নি) বিক্রি করা, শুকনা আঙ্গুর বা কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং গমের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল (গম) ক্রয়-বিক্রয় করা (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৯৪/৭৩)।

٢٨٨(٥٩)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .

২৮৮(৫৯)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা ধরনের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হলোঃ অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং শুকনা আঙ্গুরের (কিসমিস) বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা; অনুরূপভাবে যাবতীয় ফল অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ করে বেচা-কেনা করা (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৯৬/৭৪)।

٢٨٩(٦٠)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُّبَاعَ مَا فِىْ رُءُوْسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى اِنْ زَادَ فَلِىَ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ .

২৮৯(৬০)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হচ্ছে ঃ অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে গাছের মাথার তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের বিনিময়ে

ক্রয়-বিক্রয় করা এবং সাথে সাথে এ কথাও বলা যে, (সংগ্রহের পর) পরিমাণে (অনুমানের চেয়ে) বেশী হলে অতিরিক্তটা আমার এবং (অনুমিত পরিমাণের চেয়ে) কম হলে ঘাটতি আমি পূরণ করে দিবো (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৯৭/৭৫)।

٢٩٠(٦١)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

২৯০(৬১)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো বাগানের ফল মুযাবানার নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, যদি তাজা খেজুর হয় তবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে, যদি তাজা আঙ্গুর হয় তবে তা কিসমিসের বিনিময়ে, আর যদি ক্ষেতের ফসল হয় তবে তা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। তিনি এই প্রকারের যাবতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৯৯/৭৬)।

٢٩١(٦٢)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا .

২৯১(৬২)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি দ্রব্যসামগ্রী দিরহাম এবং দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করতে বলেছেন, কিন্তু আরিয়া পদ্ধতি জায়েয রেখেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৬, নং ৩৯০৮/৮১)।

٢٩٢(٦٣)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ اِلاَّ

بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ الاَّ الْعَرَايَا . قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ اَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْاَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيْهَا ثُمَّ يَاْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ وَزَعَمَ اَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَالْمُحَاقَلَةُ فِى الزَّرْعِ عَلٰى نَحْوِ ذٰلِكَ يَبِيْعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً .

২৯২(৬৩)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখাবারা, মুহাকালা ও মুযাবানা পদ্ধতিতে পণ্য বিনিময় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ফল খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) এবং দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে বলেছেন। কিন্তু আরিয়ার অধীনে ফলের বিনিময়ে ফল বিক্রি করা জায়েয।

আতা (র) বলেন, জাবের (রা) আমাদেরকে উপরোক্ত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মুখাবারা' হচ্ছে ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একটি (শস্যবিহীন) খালি জমি প্রদান করলো। সে তাতে পুঁজি খাটিয়ে চাষাবাদ করলো এবং উৎপাদনের একাংশ নিয়ে গেলো। মুযাবানা হলো ঃ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের উপরের তাজা খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মুহাকালাও অনুরূপ। তা হচ্ছে, জমিনে শীষের উপরের ফসল ঘরের শস্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯১০/৮২)।

٢٩٣(٦٤)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَاَنْ يُّشْتَرَى النَّخْلُ حَتّٰى يُشْقِهَ وَالْاِشْقَاهُ اَنْ يَّحْمَرَّ اَوْ يَصْفَرَّ اَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يُّبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُوْمٍ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُّبَاعَ النَّخْلُ بِاَوْسَاقٍ مِّنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَاَشْبَاهُ ذٰلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ

بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

২৯৩(৬৪)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ফল না পাকা পর্যন্ত খেজুর গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আল-ইশকাহ হচ্ছে ঃ লাল অথবা হলুদ বর্ণ ধারণ করা অথবা খাওয়ার উপযোগী হওয়া। 'মুহাকালা হচ্ছে ঃ জমির ফসল খাদ্যশস্যের বিনিময়ে প্রচলিত ওজনে বিক্রি করা। মুযাবানা' হচ্ছে ঃ কয়েক 'ওয়াসাক' শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথার তাজা খেজুর বিক্রি করা। 'মুখাবারা' হচ্ছে ঃ (একটি অংশ) তা (উৎপাদিত ফসলের) এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা অনুরূপ কিছু। যায়েদ (র) বলেন, আমি আতা ইবনে আবু রাবাহ (র)-কে বললাম, আপনি কি জাবের (রা)-কে এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯১১/৮৩)।

٢٩٤(٦٥)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تُشْقِحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيْدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

২৯৪(৬৫)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা, মুহাকালা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রং পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন। সুলাইম (র) বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, রং পরিবর্তিত হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ও হলুদ বর্ণ হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯১২/৮৪)।

٢٩٥(٦٦)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِيْنَ هِىَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا .

২৯৫(৬৬)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুহাকালা, মুযাবানা, মুআওয়ামা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।' অধস্তন রাবী বলেন, কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ফল বিক্রি করাকে 'মুআওয়ামা' বলে। তিনি ব্যতিক্রম করতেও নিষেধ করছেন, কিন্তু আরাইয়ার অনুমতি দিয়েছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯১৩/৮৫)।

টীকা ঃ 'ব্যতিক্রম করা', যেমন গোটা বাগানের ফল বিক্রি করে বলা হলো, এর থেকে দু'টি গাছের ফল বিক্রেতার জন্য থাকবে। কিন্তু কোন গাছ দু'টি থাকবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। যদি নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় তাহলে সেই ব্যতিক্রম নাজায়েয নয় (অনু.)।

৮ ঃ ২৯

٢٩٦(٦٧)-عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

২৯৬(৬৭)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পতিত জমি দুই বা তিন বছরের জন্য বিক্রি করতে (ভাড়ায় দিতে) নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ু, বাব ১৭, নং ৩৯২৯/১০০)।

٢٩٧(٦٨)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِيْنَ .

২৯৭(৬৮)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে কয়েক বছরের জন্য জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আবু শাইবার হাদীসে আছে, কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল (অগ্রিম) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯৩০/১০১)।

৮ ঃ ৩০

٢٩٨(٦٩)-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

২৯৮(৬৯)। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উরবান' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বুয়ূ, বাব ১, নং ১; আবু দাউদ, বুয়ূ, বাব ৬৭, নং ৩৫০২; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব ২২, নং ২১৯২)।

(৪) 'উরবান' হচ্ছে কোন জিনিস ক্রয়ের জন্য অগ্রিম (বায়না) প্রদান, যেক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদি হলে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ মূল্যের অংশ হিসাবে গণ্য হবে। আর ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত না হলে অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। এখানে অগ্রিম প্রদান একটি প্রতীকী ব্যাপার মাত্র। কারণ এক্ষেত্রে কার্যত ক্রেতার কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। সে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে তাহলে চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় করবে, অন্যথায় চুক্তি থেকে সরে যাবে (লেখক)।

৮ঃ৩১

২৯৯(৭০)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

২৯৯(৭০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মোলামাসা ও মোনাবাযা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১, নং ৩৮০১/১)।

৩০০(৭১)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ اَمَّا الْمُلاَمَسَةُ فَاَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَاَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَّنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَوْبَهُ اِلَى الْاٰخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا اِلٰى ثَوْبِ صَاحِبِهِ .

৩০০(৭১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই পদ্ধতিতে কেনা-বেচা করতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ 'মোলামাসা' ও 'মোনাবাযা'। মোলামাসা এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা নির্দ্বিধায় পরস্পরের কাপড় স্পর্শ করবে (তাতেই লেনদেন বাধ্যতামূলক হবে)। আর মোনাবাযা এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাপড় পরস্পরের দিকে ছুড়ে মারবে, কিন্তু একে অপরের কাপড় চাক্ষুস দেখেনি (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮০৫/২)।

৮ ঃ ৩২

৩٠١(٧٢)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

৩০১(৭২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করতে এবং অনিশ্চিত বস্তুর (প্রতারণাপূর্ণ) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ২, নং ৩৮০৮/৪)।

টীকা ঃ 'আল-গারার' অর্থাৎ অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের বহুবিধ পন্থা আমাদের সমাজে চালু আছে। যেমন পানির ভেতরের মাছ (ধরার পূবে), গাভীর পালানের দুধ (দোহনের পূর্বে), ধান, চাউল, গম ইত্যাদির স্তূপ থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ, অনেক কাপড়ের মধ্য থেকে যে কোন একখানা কাপড়, হাতে আসার পূর্বে আকাশের উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি বেচা-কেনা করা হারাম। এটা এমন ধরনের লেনদেন যেখানে বিক্রেতা পণ্যের মূল্য গ্রহণ করার পরও ক্রেতাকে তা সরবরাহ করতে বাধ্য নয়। জাহিলী যুগে এ ধরনের বেচা-কেনা চালু ছিলো (অনু.)।

৮ ঃ ৩৩

٣٠٢(٧٣)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .

৩০২(৭৩)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাবালুল-হাবালা' ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৩, নং ৩৮০৯/৫)।

٣٠٣(٧٤)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لَحْمَ الْجَزُوْرِ اِلٰى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِىْ نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ .

৩০৩(৭৪)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা উটের গোশত 'হাবালুল-হাবালা' পর্যন্ত বিক্রি করতো।

হাবালুল-হাবালা হচ্ছে ঃ কোন উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করলো, অতঃপর এই বাচ্চা বড়ো হওয়ার পর এর পেটে আবার বাচ্চা আসলো (গর্ভস্থ এই বাচ্চাই হচ্ছে হাবালুল-হাবালা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এই ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮১০/৬)।

৮ ঃ ৩৪

٣٠٤(٧٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَاِنْ رَضِىَ حِلاَبَهَا اَمْسَكَهَا وَاِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ .

৩০৪(৭৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি পালানে দুধ আটক করে রাখা বকরী খরিদ করে, সে যেন তা নিয়ে ফিরে যায় এবং তা দোহন করে। দুধের পরিমাণ যদি তার পছন্দ হয় তাহলে বকরী রেখে দিবে, অন্যথায় এক সা' খেজুরসহ তা ফেরত দিবে (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৭, নং ৩৮৩০/২৩)।

টীকা ঃ আমাদের এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক। দোহন করার পর যে পরিমাণ দুধ সে পান করেছে, তার বিনিময়ে এক সা' খেজুর দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ক্রেতা পশুকে যে ঘাস-পানি খাইয়েছে তার বিনিময়ে এই দুধ ধরা হবে। সুতরাং পশু ফেরত দেয়ার সময় খেজুর দিতে হবে না। তার মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খেজুর দিতে বলেছেন তা সৌজন্যমূলক, বাধ্যতামূলক নয় (অনু.)।

٣٠٥(٧٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ .

৩০৫(৭৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি পালানে দুধ আটকে রাখা বকরী খরিদ করে, তার জন্য (ক্রয়চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তিন দিনের অবকাশ আছে। যদি সে চায় তা রেখে দিবে, আর যদি চায় তা (তিন দিনের মধ্যে) ফেরত দিবে এবং সাথে এক সা' খেজুরও দিবে (মুসলিম, ঐ, নং ৩৮৩১/২৪)।

৮ : ৩৫

٣٠٦(٧٧)- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِىْ مِثْلِ هٰذَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

৩০৬(৭৭)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা গায়িকা দাসী বিক্রয় করো না, ক্রয়ও করো না এবং তাদেরকে গানের প্রশিক্ষণও দিও না। এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নেই এবং এদের বিনিময় মূল্য হারাম। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে এই আয়াত নাযিল হয়েছে : "মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিদ করে নিয়ে আসে, যাতে সে লোকদেরকে অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এই ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন ও অপমানকর শাস্তি" (সূরা লোকমান ৬; তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ূ, বাব ৫১, নং ১২১৯)।

৮ : ৩৬

٣٠٧(٧٨)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ سَمِعْتُ مُسْلِمَ ابْنَ الْحَجَّاجِ يَقُوْلُ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

৩০৭(৭৮)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওলায়া' (মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসীর উত্তরাধিকার) বিক্রি বা দান করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, এ হাদীসের ব্যাপারে সব রাবী আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের উপর নির্ভর করেছেন (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ৩, নং ৩৭৮৮/১৬)।

অধ্যায় ঃ ৯

অর্থ ও ঋণ

اَلْاَمْـوَالُ وَالْقُرُوْضُ

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ পণ্যের আন্ত-বিনিময় পদ্ধতির সাথে পরিচিত। কিন্তু পণ্যের আন্ত-বিনিময় ছিল একটি অসুবিধাজনক পদ্ধতি এবং তা বাজার ব্যবস্থাপনায় অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করতো। তাই একটি দ্রুত বিনিময়ের মাধ্যম উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা আবিষ্কারের জন্য মানুষ চিন্তা করতে থাকে। বহু শতাব্দী পূর্বেই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। কুরআন মজীদে উক্ত আসহাবুল কাহ্‌ফ-এর ঘটনা থেকে ধাতব মুদ্রার প্রচলনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ "অতএব তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও" (১৮ ঃ ১৯)।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় মানুষের মাঝে মুদ্রার পুরোপুরি প্রচলন ছিল। তৎকালীন সভ্য জগতে বিভিন্ন নামে বহু ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং রীতিমত টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে তাতে মুদ্রা তৈরি করা হতো। আরব ব্যবসায়ীরা বিশ্বের অন্যান্য এলাকার সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রাখতো। ফলে তারা এসব মুদ্রার সাথে পরিচিত ছিল এবং দৈনন্দিন লেনদেনে তা ব্যবহার করতো। একই সাথে পাশাপাশি এক পণ্যের দ্বারা অপর পণ্যের মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল এবং ব্যাপক ভিত্তিতে লেনদেন, বিশেষত কৃষি পণ্যাদির আন্ত-বিনিময় প্রচলিত ছিল।

মহানবী ﷺ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধাতব মুদ্রার ব্যবহারকে উৎসাহিত করেন এবং পণ্যের দ্বারা পণ্যের মূল্য পরিশোধ চুক্তিকে নিরুৎসাহিত করেন। কারণ উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে এমন কতক ধরনের বিনিময় পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল যার ফলে অবিচার ও শোষণের সম্ভাবনা থাকতো। সামান্য কয়টি ক্ষেত্রে বার্টার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভিন্ন প্রজাতির দু'টি পণ্যের আন্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে দখলস্বত্ব হস্তান্তরিত করতে হবে। একই প্রজাতির দু'টি পণ্যের মধ্যে কেবল নগদ ও পরিমাণে সমান সমান হলে

তার আন্ত-বিনিময় অনুমোদনযোগ্য। কেবল সমাজে প্রচলিত থাকার কারণে এ ধরনের বিনিময়কে মেনে নেয়া হলেও তা পছন্দনীয় বিবেচিত হতো না। কয়েকটি ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ পণ্যের আন্ত-বিনিময় চুক্তি না করার জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লোকজনকে নিজ পণ্য নগদ অর্থে বিক্রয় করে সেই মূল্য দ্বারা তার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের পরামর্শ দিয়েছেন।

মহানবী ﷺ এভাবে মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি মুদ্রাকে মূল্য নির্ধারণের একক হিসাবেও স্বীকৃতি প্রদান করেন নগদ অর্থের উপর যাকাত আরোপের মাধ্যমে। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় বছরশেষে নগদ অর্থের যাকাত প্রদান করা অপরিহার্য। যাকাতের সাধারণ তত্ত্ব হচ্ছে ঃ 'যে সম্পদের মধ্যে বর্ধিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাই যাকাত আরোপযোগ্য'। নগদ অর্থের উপর যাকাত ধার্য করা প্রমাণ করে যে, অর্থকে উৎপাদনের সহায়ক উপাদান হিসাবেও গণ্য করা হয়েছে। এর মধ্যে বৃদ্ধি ও আরো অর্থ উৎপাদনের শক্তি নিহিত আছে। এজন্য আমরা অর্থকে উৎপাদনের একটি উপাদানরূপে এবং উৎপাদনে এর অংশগ্রহণের পারিতোষিক লাভের বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে অর্থকে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালনকারী মনে করা হয়। উৎপাদন কার্যক্রমের ফলাফল যাই হোক, ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারটি উৎপাদনের মধ্যে পুঁজি হিসাবে অর্থের পুরস্কার পূর্ব-নির্ধারিত ও নিশ্চিত হতে হবে বলে গ্রহণ করা হয়েছে। পুঁজির এই পুরস্কারকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পারিভাষিকভাবে 'সুদ' (interest) বলা হয়।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নগদ অর্থকে উৎপাদনের একটি উপকরণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু এর পুরস্কার পূর্ব-নির্ধারিত বা নিশ্চিত নয়। পুঁজির পুরস্কার প্রাপ্তিকে উৎপাদনের ফলাফল সাপেক্ষ করা হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম যদি কোন উদ্বৃত্ত মূল্য (লাভ) অর্জন করে তবে তা উৎপাদনের সবগুলো উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হতে পারে। আর লোকসানের ক্ষেত্রে পুঁজিও তার একটি আনুপাতিক অংশ বহন করে। বিনিয়োগের ফলাফল যাই হোক, সর্বাবস্থায় পুঁজির জন্য পুরস্কার নিশ্চিত করা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তা রিবা (সুদ) হিসাবে গণ্য। পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণীত না করেই সুনির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পুরস্কার দাবি করা যায় না। লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করেই পুঁজি ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

তাই যেসব লেনদেনে পুঁজির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা নিশ্চিত করা হয় তা রিবা (সুদ) ভিত্তিক লেনদেন হিসাবে গণ্য। এর পরিবর্তে পুঁজির জন্য শিরকাত ও মুদারাবা (দুই ধরনের অংশীদারী কারবার) পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

রিবা (সুদ) কেবল উৎপাদনের একটি উপাদান হিসাবে পুঁজির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মুনাফা নির্ধারণ করে দেয়া নয়, বরং এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলামের বিধান এই যে, কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া হলে তার কাছে ঋণের অতিরিক্ত দাবি করা যায় না (দ্র. সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৫ ও ২৭৯ আয়াত)। যে উদ্দেশ্যেই অর্থ ধার দেয়া হোক, মূলের উপর অতিরিক্ত প্রদান করাই হলো রিবা (সুদ)। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারীর জন্য দু'টি পথ উন্মুক্ত আছে।

(এক) সে এই অর্থ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াই ধার হিসাবে দিতে পারে—যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'করযে হাসানা' বলা হয়।

(দুই) সে অর্থগ্রহণকারীর সাথে অর্জিতব্য মুনাফায় অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থ সরবরাহ করতে পারে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে সে লাভ-লোকসানে অংশীদার হতে পারে অথবা মুদারাবা পদ্ধতিতে "রব্বুল মাল (পুঁজি সরবরাহকারী) হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। এ উভয় অবস্থায় তাকে লাভবান হওয়ার জন্য লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সে প্রদত্ত ঋণের অতিরিক্ত কিছুই পাবে না। আর ঋণ যদি ভোগের উদ্দেশ্যে নেয়া ও দেয়া হয় তাহলে তা অবশ্যই 'করযে হাসানা' হতে হবে। করযে হাসানা প্রদানের অর্থ হলো, নৈতিক দায়িত্ব পালন করা এবং তার বিনিময়ে কোন আর্থিক পুরস্কার দাবি না করা। দরিদ্র ও অভাবীদেরকে সাহায্য করার বিষয়টি মানবজাতির পুরো ইতিহাসে সব সময়ই একটি উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে।

করযে হাসানা

করযে হাসানা হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এটি হচ্ছে সাংসারিক, পারিবারিক, স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক তথা বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তার সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি উপাদান। পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, পরিবারের অভাবী সদস্যদেরকে করযে

হাসানা প্রদান করা। যদি তাদের পক্ষে এটা দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে তাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে, এ ধরনের অভাবীদেরকে এই প্রকারের ঋণ দান করা। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও পাড়া-প্রতিবেশী যদি তাদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারকেই সামগ্রিকভাবে এই ধরনের সুবিধা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। যেভাবেই হোক, করযে হাসানাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি যেন করযে হাসানা না পাওয়ার কারণে কারো শোষণের শিকারে পরিণত না হয়।

করযে হাসানা হলো ইন্‌ফাক-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। 'নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য এবং সেই সাথে দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য অর্থ ব্যয় করাকে 'ইনফাক' (ব্যয়, খরচ) বলে'। আর করযে হাসানা হচ্ছে এক প্রকার ঋণ যা গ্রহীতার নিকট থেকে আদায়যোগ্য। ইসলামী শরীআত ইনফাক-এর উপর 'করযে হাসানা'-কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কারণ করযে হাসানা গ্রহীতার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে উপার্জন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা-সাধনা ও উদ্যোগ সৃষ্টি করে। ইন্‌ফাক কেবল সেইসব খাতেই আবশ্যক যেখান থেকে ব্যয়িত অর্থ হয় ফেরত পাওয়া সম্ভব নয় (যেমন বিধবা, ইয়াতীম, পঙ্গু ইত্যাদি) অথবা তা বাঞ্ছনীয় নয় (যেমন নির্ভরশীল পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি)।

করযে হাসানার আভিধানিক অর্থ 'উত্তম ঋণ'। এই জাতীয় ঋণ প্রদান করতে কুরআন মজীদে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرًا .

"কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪৫; আরো দ্র. সূরা আল-হাদীদ ঃ ১১, এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- "কর্যে হাসানা দানকারীর জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার")।

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ .

"তোমরা আল্লাহকে কর্যে হাসানা দান করো, আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবো এবং তোমাদের প্রবেশ করাবো জান্নাতে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১২)।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا .

“আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করো, তোমরা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য উত্তম যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে। তা উৎকৃষ্ট এবং পুরস্কার হিসাবে অতীব মহান” (সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ .

“নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহকে কর্যে হাসানা (উত্তম ঋণ) দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহু গুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার” (সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৮)।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ .

“যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ (কর্যে হাসানা) দান করো তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল” (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৭)।

করযে হাসানা তত্ত্বের সাথে ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য আচরণবিধি যুক্ত করা হয়েছে। (এক) নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঋণ চাওয়া যাবে না। একটি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জন্য ঋণ চাওয়ার বিষয়টি চিন্তাও করা যায় না। কেবল তখনই কেউ ঋণ চাইতে পারে যখন সে জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয়ে পড়ে। একইভাবে কোন ব্যক্তি অপব্যয় এবং আরাম-আয়েশের জন্য করযে হাসানা চাইলে তাকে তা প্রদান করা কারো সামাজিক দায়িত্ব নয়। বরং ইসলামী শরীআতের স্বাভাবিক কাঠামোর আওতায় এটাই কাম্য যে, এ ধরনের অনুরোধকে উৎসাহিত করা যাবে না।

(দুই) করযে হাসানার আদান-প্রদানের বিষয়টি সাক্ষীদের সামনে লিখিতভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় (অবশ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলে না লিখলেও চলে)।

(তিন) যিনি করযে হাসানা দিবেন তিনি গ্রহীতার নিকট থেকে রাহ্ন (বন্ধক) চাইতে পারেন। বন্ধক সম্পর্কে ফিকহের কিতাবাদিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাকে নির্ধারিত তারিখে দ্রুত তা পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(পাঁচ) সে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই তা পরিশোধ করতে সক্ষম হলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করবে। নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য অপরিহার্য নয়।

(ছয়) ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঋণ আদায়ের জন্য গ্রহীতাকে তাড়া করে বেড়ানো তার উচিত নয়। ঋণ আদায়ে কঠোর বা অসৌজন্যমূলক পন্থার আশ্রয় নিয়ে ঋণগ্রহীতার মর্যাদা ক্ষুন্ন করাও ঠিক নয়।

(সাত) ঋণগ্রহীতা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করলে উদারতার সাথে তা অনুমোদন করা উচিত।

(আট) ঋণগ্রহীতা পুরো ঋণ বা তার অংশবিশেষ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তা ঋণদাতার মওকুফ করে দেয়া উচিৎ। ঋণদাতা যদি তার দেয়া ঋণ মওকুফ করতে না চান, অথচ ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ করতেও সক্ষম নয়, সেক্ষেত্রে সরকার যাকাত তহবিল (সূরা আত-তওবার ৬০ নং আয়াত দ্র.) থেকে তাকে সাহায্য করবে। এভাবে করযে হাসানা হচ্ছে সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার একটি উপাদান। ইসলামী শরীআত ইনফাক (অর্থব্যয়) ও যাকাতের মাধ্যমে তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে।

দু'টি প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(এক) সুদ (রিবা)

একই শ্রেণীভুক্ত মালের লেনদেনকালে কোন পক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষের নিকট থেকে যে বর্ধিত মাল গ্রহণ করে তাকে সুদ (রিবা) বলে।

'সুদ' শব্দটি এখানে আরবী 'রিবা' (ربا) শব্দের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিবৃদ্ধি বা পরিবর্ধন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

"মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সূদের যা দিয়ে থাকো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না" (সূরা আর-রূম ঃ ৩৯)।

সুদ হারাম এবং লেনদেনে সূদের যোগ ঘটলে তা বাতিল গণ্য হবে। মহান আল্লাহ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ . يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। কারণ তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল (বৈধ) করেছেন এবং সুদকে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৫-২৭৬)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না করো তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরাও অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৩০)।

মহানবী ﷺ বলেন ঃ

دِرْهَمُ رِبٰوا يَاْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلاَثِيْنَ زَنِيَّةً .

"কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ গ্রহণ করলে তাহা ছত্রিশবার যেনা করার চাইতেও মারাত্মক"।

اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ .

"সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক হালকা স্তর হলো ঃ কোন ব্যক্তির নিজ মাতার সাথে যেনা করার সমতুল্য"।

اِنَّ الرِّبٰوا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ .

"সূদের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও পরিণামে অভাব-অনটন আসবেই"।

সুদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ ও মালের সুদ বা 'রিবা আল-ফাদল" (ربا الفضل)।

(ক) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর, মেয়াদশেষে চুক্তি মোতাবেক উক্ত জিনিসের সাথে যে অতিরিক্ত পরিমাণ তাকে প্রদান করে সেই অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবা আন-নাসিয়া' বলে।

(খ) একই প্রজাতির দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেনকালে এক পক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীআত সম্মত বিনিময় (عِوَضٌ) ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল প্রদান করে তাকে রিবা আল-ফাদল বলে।

(দুই) ঋণ ও মুদ্রাস্ফিতি (اَلدُّيُوْنُ وَتَضَخُّمُ الْعُمْلاَتِ) ঃ মুদ্রাস্ফিতির কারণে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আজ যে জিনিসটি ১০০.০০ টাকায় ক্রয় করা

যায় দুই বছর পর তার মূল্য হবে ১২০.০০ টাকা। সুতরাং বিনা পারিতোষিকে ঋণ দান করলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে মুনাফা দুই ধরনের ঃ একটি পার্থিব এবং অপরটি পারলৌকিক। যেমন উপরোক্ত আয়াতসমূহে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মহান আল্লাহ ঋণদাতাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের মাল বর্ধিত করে দিবেন, তাদের গুনাহ্ মাফ করবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। একজন ঋণদাতা মুমিন বান্দার জন্য এসব সৌভাগ্যপূর্ণ পুরস্কারের সামনে মুদ্রাস্ফিতির ক্ষতি কিছুই নয়। অনন্তর মহানবী ﷺ বলেছেন ঃ "দান-খয়রাত করলে যেখানে সওয়াব পাওয়া যায় দশ গুণ, ঋণ দান করলে সেখানে সওয়াব পাওয়া যায় আঠারো গুণ" (মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস নং ৪২৪৩)।

(১) লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা اَلنُّقُوْدُ لِلصَّرْفِ (১)

৯ঃ১

٣٠٨(١)- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيْرًا فَذَهَبَ الْغُلاَمُ فَاَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا اَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَاْخُذَنَّ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَاِنِّىْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرُ قِيْلَ لَهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُضَارِعَ .

৩০৮(১)। মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার গোলামকে এক সা' গম নিয়ে (বাজারে) পাঠালেন এবং বলে দিলেন, প্রথমে এটা বিক্রি করো, অতঃপর এর বিক্রয়মূল্য দিয়ে বার্লি ক্রয় করো। গোলামটি তা নিয়ে বাজারে গেলো এবং গমের বিনিময়ে এক সা'-এর কিছু অধিক বার্লি নিয়ে আসলো। সে মা'মারের কাছে ফিরে এসে তাকে এটা জানালে মা'মার (রা) তাকে বললেন, তুমি এরূপ করলে কেন? ফিরে যাও এবং তা ফেরত দাও। পরিমাণে সমান সমান ছাড়া কখনো গ্রহণ করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "গমের বিনিময়ে গম পরিমাণে সমান

সমান হতে হবে"। রাবী বলেন, তখনকার দিনে যবই ছিল আমাদের খাদ্য। তাকে বলা হলো, গম তো বার্লির অনুরূপ নয়? জবাবে মা'মার (রা) বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে এটাও সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১৮, নং ৪০৮০/৯৩)।

টীকা ঃ ইমাম মালেক (র) বলেন, যব ও গম একই প্রজাতিভুক্ত। তাই এর মধ্যে সমান সমান না হলে সুদ হবে। কিন্তু অন্য সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে তা পৃথক দুই জিনিস। কাজেই এর বিনিময়ে কম-বেশী হলে সুদ হবে না (অনু.)।

৩০৯(২)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَخَا بَنِىْ عَدِىٍّ الْاَنْصَارِىِّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلٰى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ اَوْ بِيْعُوْا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيْزَانُ .

৩০৯(২)। আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ আদী আল-আনসারী গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য খায়বার এলাকায় পাঠালেন। সে সেখান থেকে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ খায়বারের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বললো, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা বিভিন্ন প্রকারের দুই সা' নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তা করো না, বরং পরিমাণে সমান সমান নিতে হবে অথবা তোমাদের খারাপ খেজুর বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে। এভাবেই পরিমাপও (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৮১/৯৪)।

টীকা ঃ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একই প্রজাতির জিনিস ভালো-মন্দের তারতম্য করে বিনিময়ের সময় পরিমাণে কম-বেশী করা যাবে না। হাদীস থেকে

একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওজন ও পরিমাপের শ্রেণীভুক্ত বস্তুতে কম-বেশী হলে তা সুদে পরিণত হবে (অনু.)।

٣١٠(٣)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ جَاءَ بِلاَلٌ بِتَمْرٍ بَرْنِىٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا فَقَالَ بِلاَلٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِىٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَشْتَرِىَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عِنْدَ ذٰلِكَ .

৩১০(৩)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, বিলাল (রা) উন্নত মানের খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কোথা থেকে এনেছো। বিলাল (রা) বলেন, আমাদের কাছে কিছু নিম্ন মানের খেজুর ছিল। নবী ﷺ-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে এর এক সা'-এর বিনিময়ে আমাদের দুই সা' (নিম্ন মানের) খেজুর বিক্রি করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হায়! এ তো একেবারে সুদ। এরূপ করো না, বরং যখন তুমি (উত্তম) খেজুর খরিদ করতে চাও, তোমার খারাপ খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করো। অতঃপর তার মূল্য দিয়ে এগুলো খরিদ করো। ইবনে সাহলের হাদীসে "ইনদা যালিকা" শব্দটি উল্লেখ নেই (মুসলিম, ঐ, ৪০৮৩/৯৬)।

٣١١(٤)- عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلاَ بَاْسَ بِهِ فَاَخْبَرْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلاَ بَاْسَ بِهِ قَالَ اَوَ قَالَ ذٰلِكَ اِنَّا سَنَكْتُبُ اِلَيْهِ فَلاَ يُفْتِيْكُمُوْهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَاَنْكَرَهُ فَقَالَ كَاَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ اَرْضِنَا قَالَ كَانَ فِىْ تَمْرِ اَرْضِنَا اَوْ فِىْ تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّىْءِ فَاَخَذْتُ هٰذَا وَزِدْتُّ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ اَضْعَفْتَ

اَرَيْتَ لاَ تَقْرَبَنَّ هٰذَا اِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَىْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِىْ تُرِيْدُ مِنَ التَّمْرِ .

৩১১(৪)। আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে সোনা-রূপার বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি নগদ বিনিময়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, তা নগদ ও হাতে হাতে কিনা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। আবু নাদরা (র) বলেন, আমার কথা শুনে আবু সাঈদ (রা) বললেন, আচ্ছা, আমরা অচিরেই তাকে লিখবো যেন তিনি তোমাদের এই ফতোয়া না দেন। অতঃপর আবু সাঈদ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন গোলাম তাঁর নিকট কিছু খেজুর নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান এবং বলেন ঃ মনে হচ্ছে এগুলো আমাদের এলাকার খেজুর নয়। গোলামটি বললো, এ বছর মদীনায় খেজুরের ফলন ভালো হয়নি এবং প্রাকৃতিক দোষ পড়েছে, তাই পুষ্ট হয়নি। আমি এগুলো অন্যের থেকে নিয়েছি এবং যে পরিমাণ গ্রহণ করেছি, বিনিময়ে আমাদের খেজুর থেকে তার চেয়ে কিছু অধিক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি অধিক প্রদান করে সুদী কারবারে লিপ্ত হয়েছো। আর কখনো এরূপ লেনদেন করো না। যখন তুমি নিজের খেজুর নিয়ে সন্দেহে পতিত হও (এর মান নির্ণয়ে), তা নগদ মূল্যে বিক্রি করো। অতঃপর এই অর্থ দিয়ে তোমার পছন্দসই খেজুর কিনে নাও (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৮৬/৯৯)।

(২) পণ্যের আন্ত-বিনিময় بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ

৯ ঃ ২

৩১২(৫)- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ اَنَا وَشَرِيْكٌ لِىْ شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيْئَةً

فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيْكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوْهُ .

৩১২(৫)। সুলায়মান ইবনে মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল মিনহাল (র)-কে মুদ্রার নগদ লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক অংশীদার নগদ ও বাকিতে ক্রয় করলাম। আমাদের নিকট আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি ও আমার অংশীদার যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) তা করেছি এবং নবী ﷺ -কে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ যা নগদে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে তা গ্রহণ করো এবং যা বাকিতে হয়েছে তা বর্জন করো (বুখারী, কিতাবুশ-শিরকা, বাব ১০, নং ২৪৯৭-৯৮)।

(৩) মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় بَيْعُ الصَّرْفِ

৯ ঃ ৩

٣١٣(٦)- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

৩১৩(৬)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না এবং একদিক অপরদিক অপেক্ষা বেশী করো না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ আর এক অংশ হতে কম বা বেশী হলেও রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করো না এবং নগদের বিনিময়ে বাকীতেও বিক্রি করো না (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৬, নং ৪৪৫৪/৭৫)।

٣١٤(٧)- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ

تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرَقَ بِالْوَرِقِ الاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ .

৩১৪(৭)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রূপার বিনিময়ে রূপা, সমান সমান এবং পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য এক হওয়া ব্যতীত বেচা-কেনা করো না (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৫৭/৭৭)।

٣١٥(٨)- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ .

৩১৫(৮)। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার বিনিময়ে রূপা এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ আমরা যেভাবে চাই ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি তাকে (মূল্য পরিশোধের ধরন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তা নগদ হতে হবে। আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে) এরূপই শুনেছি (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৭৩/৮৮)।

٣١٦(٩)- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِيْ فِي الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ .

৩১৬(৯)। ফাদালা ইবনে উবাইদ আল-আনসারী (রা) বলেন, খায়বার এলাকায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মুক্তা ও স্বর্ণখচিত একটি হার আনা হলো। এটা গনীমতের মাল ছিল এবং তা বিক্রির জন্য রাখা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন ঃ এর সাথে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথক করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় তাদের বললেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ওজনে বিক্রি করতে হবে (মুসলিম, ঐ, বাব ১৭, নং ৪০৭৫/৮৯)।

৯ ঃ ৪

٣١٧(١٠)- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ .

৩১৭(১০)। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা এক দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে দুই দীনার এবং এক দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) বিনিময়ে দুই দিরহাম কেনা-বেচা করো না (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৪, ৪০৫৮/৭৮)।

٣١٨(١١)- عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ اَقُوْلُ مَنْ يَّصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا اِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِيْكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ اَوْ لَتَرُدَّنَّ اِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

৩১৮(১১)। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে বলতে আসলাম, কে (আমার স্বর্ণের সাথে) দিরহাম বিনিময় করবে? তখন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি (তালহা) বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদের

দেখাও এবং (পরে এক সময়) আমাদের কাছে আসো। পরে যখন আমাদের খাদেম আসবে তখন তোমাকে তোমার দিরহাম দিবো। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কখনো তা হতে পারে না। হয় তুমি এখনই তাকে রৌপ্য মুদ্রা দাও অথবা তার স্বর্ণ মুদ্রা তাকে ফেরত দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদে পরিণত হবে। গমের বিনিময়ে গম নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে। যবের বিনিময়ে যব নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ ও হাতে হাতে তৎক্ষণাৎ বিক্রি না হলে তাও সুদে পরিণত হবে (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৫, নং ৪০৫৯/৭৯)।

টীকা ঃ এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দ্রব্যের বিনিময়ে রিবা আল-ফাদ্‌ল হয় সে প্রশ্নে ফকীহ্‌গণের মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের কতকের মতে, বিষয়টি এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহে উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এগুলো হচ্ছেঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, খেজুর, গম, যব ও লবণ। কিন্তু অন্যারা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আবু হানীফা (র) মনে করেন, যেহেতু এসব দ্রব্য পাত্র বা ওযনদণ্ড দ্বারা মাপা যায়, সেহেতু এসব দ্রব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে মাপক পাত্র (কায়ল) ও ওযনকে গণ্য করতে হবে। এর ভিত্তিতে তিনি যৌক্তিক উপসংহারে উপনীত হন যে, যেসব দ্রব্য পাত্র বা ওযনদণ্ড দ্বারা মাপা যায় তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই রিবা আল-ফাদ্‌ল-এর হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) ভক্ষণযোগ্যতা ও মূল্য (অর্থাৎ পণ্যের মূল্যায়নের মানদণ্ড) হওয়ার বিষয়টিকে এসব দ্রব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ কারণে তিনি সেইসব দ্রব্যকে এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা খাদ্য হিসেবে গণ্য বা যা মূল্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে (অর্থাৎ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। কিন্তু ইমাম মালেক (র) এগুলোকে খাদ্যদ্রব্য এবং যা কিছু জমিয়ে রাখা বা গুদামজাত করা যায় এমন পর্যায়ের দ্রব্য হিসেবে দেখেছেন। এ কারণে তিনি এ দুই পর্যায়ের সকল বস্তুকে রিবা আল-ফাদ্‌ল-এর হুকুমের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। (সংকলক)

৩১৯(১২)- عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا مُسْلِمُ ابْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ قَالُوْا اَبُو الْاَشْعَثِ فَقُلْتُ اَبُو الْاَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ اَخَانَا حَدِيْثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَكَانَ فِيْمَا غَنِمْنَا اٰنِيَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ فَاَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً اَنْ يَّبِيْعَهَا فِيْ اَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِيْ ذٰلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى فَرَدَّ النَّاسُ مَا اَخَذُوْا فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ اَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَّتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَادِيْثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَاَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ اَوْ قَالَ وَاِنْ رَغِمَ مَا اُبَالِيْ اَنْ لاَّ اَصْحَبَهُ فِيْ جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا اَوْ نَحْوَهُ .

৩১৯(১২)। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তাতে মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র)-ও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সেখানে আবুল আশআছ (র) আসলেন। লোকেরা বললো, আবুল আশআছ, আবুল আশআছ। আমিও বললাম, আবুল আশআছ! অতঃপর তিনি বসলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের ভাইদের কাছে উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা! আমরা এক অভিযানে গেলাম। লোকদের অধিনায়ক ছিলেন মুআবিয়া (রা)। আমরা প্রচুর গনীমত পেয়ে গেলাম। আমাদের গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে একটি রূপার পাত্রও ছিল। মুআবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে তা লোকদের (সৈনিকদের) কাছে তাদের বেতনের বিনিময়ে বিক্রি করার আদেশ দিলেন। লোকেরা তা ক্রয় করার জন্য তাড়াহুরা করলো (কে আগে কিনে

নিতে পারে)। উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিষেধ করতে শুনেছি ঃ "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বেচা-কেনা করতে; তবে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দ্রব্য এবং পরিমাণে সমান সমান হলে কোন দোষ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি অধিক দিলো কিংবা নিলো সে সুদে (সুদ খাওয়ার অপরাধে) লিপ্ত হলো। অতএব লোকেরা ইতিমধ্যে যে যা গ্রহণ করেছিল তা ফেরত দিলো। মুয়াবিয়া (রা)-র নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, লোকদের কি হলে! তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে, যা আমরা শুনিনি? অথচ আমরাও তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছি! উবাদা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং পূর্ব-বর্ণিত হাদীসটি আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছি তা অবশ্যই বর্ণনা করবো, তা মুআবিয়ার কাছে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে হলেও, তা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও। আমি যদি অন্ধকার রাতে তার বাহিনীতে না থাকি তাতেও আমার আপত্তি নেই (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৬১/৮০)।

টীকা ঃ এই বিক্রয়ের অন্তরালে যে বিষয়টি লুক্কায়িত ছিল তা হচ্ছে, সৈনিকগণ যখন গনীমত থেকে নিজেদের অংশ পাবে তখন তারা এর মূল্য পরিশোধ করবে। এই ধরনের অনিশ্চিত লেনদেন ইসলামে বৈধ নয়। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না, সৈনিকদের ভাগে কি পড়বে এবং তার প্রকার ও গুণগত মানই বা কি হবে।

টীকা ঃ আমীর মুআবিয়া (রা)-র অবস্থান দুর্বল। যেহেতু তিনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেননি, তাই তিনি তা মানতে বাধ্য নন তার এই দৃষ্টিভংগী যথার্থ নয়। প্রামাণ্য হাদীস মানতে যে কোন মুসলমান বাধ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন তার সম্পূর্ণটা জানা কেবল এক ব্যক্তি বা একটি দলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। হাদীসবিশারদদের মতে রাবী হিসাবে উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র অবস্থান আমীর মুআবিয়া (রা)-র তুলনায় উত্তম। কেননা তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তিনি মুয়াবিয়া (রা)-র তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক বেশী কাল সাহচর্য লাভ করেছেন। আর আমীর মুআবিয়া (রা) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম মালেক (র)-ও আমীর মুআবিয়া (রা)-র অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, মুআবিয়া ইবনে আবু

সুফিয়ান (রা) সোনা অথবা রূপার একটি পানপত্র তার ওজনের চেয়ে অধিক মূল্যে (স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রায়) বিক্রি করেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে শুনেছি, কিন্তু সমান সমান হলে কোন আপত্তি নেই"। মুআবিয়া (রা) তাকে বললেন, আমি এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন দোষ আছে বলে মনে করি না। আবু দারদা (রা) বললেন, কে আমার ওজর কবুল করবে, যদি এর বিনিময় দেই? (অর্থাৎ আমি যদি তার রায়ের ভিত্তিতে নাজায়েয লেনদেনে লিপ্ত হই তাহলে আমার এই ওজর কি গ্রহণযোগ্য হবে?)। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস শুনাচ্ছি আর সে আমাকে তার রায় শুনাচ্ছে! অতএব তুমি (মুআবিয়া) যে এলাকায় আছো আমি (আবু দারদা) সেখানে বসবাস করবো না। অতঃপর আবু দারদা (রা) মদীনায় উমার (রা)-র কাছে চলে আসেন এবং তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করেন। 'উমার (রা) মুআবিয়াকে লিখে পাঠালেন, "আর কখনো এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করো না। ওজন করে সমান সমান পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় করো" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ. ২৬১)।

টীকা ঃ ইবনে আবদুল বার তার আল-ইস্তীয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব গ্রন্থে এবং ইবনুল আছীর তার উসদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উমার (রা) উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-কে সিরিয়ার কাযী ও মুবাল্লিগ (প্রচারক) নিযুক্ত করেন। তার কাছে আমীর মুআবিয়ার (সিরিয়ার গভর্নর) যে কাজই শরীআত পরিপন্থী মনে হতো, তিনি তাতে বাধা দিতেন। আমীর মুআবিয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকতে দিবো না। অতঃপর তিনি তাকে মদীনায় ফেরত পাঠান। 'উমার (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? উবাদা (রা) পুরো ঘটনা খুলে বললেন। তা শুনে 'উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যাও। কেননা তোমাকে যে স্থান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। তিনি আমীর মুআবিয়াকে লিখলেন, উবাদা তোমার অধীনস্থ নন। তিনি হচ্ছে কাযী এবং এ কারণে তিনি স্বাধীন (অনু.)।

৩২০.(১৩)- عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِىْ وَرِقًا بِنَسِيْئَةٍ اِلَى الْمَوْسِمِ اَوْ اِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ اِلَىَّ فَاَخْبَرَنِىْ فَقُلْتُ هٰذَا اَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِى السُّوْقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ فَاَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَبِيْعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَاْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَهُوَ

رِبًا وَائْتِ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّىْ فَاَتَيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৩২০(১৩)। আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক অংশীদার হজ্জ মওসুমে অথবা হজ্জের দিনগুলোতে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে কিছু রূপা ধারে বিক্রি করলো। অতঃপর সে আমার নিকট এসে তা আমাকে অবহিত করলো। আমি বললাম, তোমার এই লেনদেন বাঞ্ছিত নয়। সে বললো, আমি তা বাজারে বিক্রি করেছি, কিন্তু কেউ তাতে আপত্তি করেনি। অতঃপর আমি আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-এর কাছে এসে তাকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, নবী ﷺ (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন। তখন আমরা এ ধরনের বেচা-কেনা করতাম। তিনি বললেন ঃ "এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেটা হাতে হাতে নগদ হবে তার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু যা (লেনদেন) ধারে হবে তা সুদের কারবার হবে"। তবে তুমি (ব্যাপারটি) যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করো। কেননা তিনি আমার চেয়ে বড়ো ব্যবসায়ী। অতএব আমি তার নিকট এসে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৬, নং ৪০৭১/৮৬)।

(৫) রিবা আন-নাসিয়া (মহাজনী সুদ) رِبَا النَّسِيَةِ

৯ ঃ ৫

٣٢١(١٤)- عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلاً بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ غَيْرَ هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَرَاَيْتَ هٰذَا الَّذِىْ تَقُوْلُ اَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَجِدْهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ .

৩২১(১৪)। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, উভয় দিকে সমান সমান বিক্রি করা যেতে পারে। কিন্তু যে কেউ এর বেশি নিলো বা দিলো সে সুদের কারবার করলো। (আবু সালেহ বলেন) আমি তাকে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) এর বিপরীত বলেন। আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, আপনি যে কথাটি বলছেন তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছেন, না মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, "এর কোনটি নয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছেও শুনিনি এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও পাইনি। বরং আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র ধারের ক্ষেত্রেই সুদ হয় (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৮, নং ৪০৮৮/১০১)।

টীকা ঃ উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস থেকে আমরা 'রিবা আন- নাসিয়া'র পরিচয় পাই। ঋণদাতা নিজের মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে শর্তসাপেক্ষে লাভ করে থাকে তাকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় রিবা আন-নাসিয়া বলা হয়। অর্থাৎ ঋণ ব্যাপদেশে যে রিবা (সুদ) আদান-প্রদান করা হয়। কুরআন মজীদে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 'রিবা আন-নাসিয়া' হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ফিক্‌হবিদদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এই সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, এ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং যারা এ নির্দেশ মানতে প্রস্তুত হবে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা বাকরা, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ ও ২৮৯ নম্বর আয়াত। সূরা আল ইমরান, ১৩০ নম্বর আয়াত এবং সূরা রূম, ৩৯ নম্বর আয়াত।

সুদ সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ টাকা-পয়সা ধার দিয়ে সুদ গ্রহণ করা বা প্রদান করা হারাম ছিল। কিন্তু বস্তুসামগ্রীর আন্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে আদান-প্রদানকে তখনো সুদের পর্যায়ভুক্ত ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও হারাম ঘোষণা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রথম দিকে উসামা ইবনে যায়েদের এই হাদীসের ভিত্তিতেই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, সুদ কেবল ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, হাতে হাতে বা নগদ লেনদেনের মধ্যে সুদ নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি যখন সহীহ হাদীস থেকে জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নগদ লেনদেনের ব্যাপারেও

অতিরিক্ত বস্তু (রিবা আল-ফাদল) গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন, তখন তিনি নিজের পূর্বেকার ফতোয়া প্রত্যাহার করেন। হযরত জাবের (রা) বলেন, رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّرْفِ وَعَنْ قَوْلِهِ فِي الْمُتْعَةِ "ইবনে আব্বাস (রা) তার সুদ ও মুত'আ বিবাহ সম্পর্কিত মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন"। অনুরূপভাবে ইমাম হাকেমও বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) পরবর্তী কালে সেই ফতোয়া থেকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রিবা আল-ফাদলকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে থাকেন।

আমাদের দেশের ব্যাংক, শিল্পঋণ সংস্থা, গৃহ নির্মাণ ঋণ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যে ঋণ দিয়ে থাকে তার সুদ এই 'রিবা আন-নাসিয়ার' আওতাভুক্ত। সুতরাং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন, এসব প্রতিষ্ঠানের সুদের হার অত্যন্ত কম, তাই এটা কুরআনের নিষিদ্ধ ঘোষিত সুদের আওতায় পড়ে না। এরূপ কথা সুদের ইসলামী বিধান সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। কারণ পরিমাণে কম বা বেশীর ভিত্তিতে কুরআন সুদকে হারাম ঘোষণা করেনি। বস্তুত যে জিনিস হারাম তা পরিমাণে কম বা বেশী যাই হোক তা হারাম (অনু.)।

٣٢٢(١٥)- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ .

৩২২(১৫)। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, উসামা ইবনে যায়েদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র ঋণের সাথে সুদী লেনদেন সম্পৃক্ত (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৮৯/১০২)।

৯ ঃ ৬

٣٢٣(١٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ فَلَهُ اَوكَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا .

৩২৩(১৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একই সাথে দু'টি বেচা-কেনা করে, তার উচিৎ কম মূল্যের বিক্রিটি কার্যকারী করা, অন্যথায় তা সুদ হবে (আবু দাউদ, বুয়ূ, বাব ৫৩, নং ৩৪৬১; ইং অনু. ২/৩৪৫৪)।

৯ঃ৭

٣٢٤(١٧)- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ كُلَّ رِبًا مِّنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৩২৪(১৭)। সুলায়মান ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ জাহিলী যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো, তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং জুলুমের শিকারও হবে না। জেনে রাখো, জাহিলী যুগের হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রত্যাহার করা হলো। আর প্রথম খুনের দাবি যা আমি প্রত্যাহার করছি তা হলো, আল-হারিছ ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের প্রাপ্য খুনের দাবি। লায়ছ গোত্রে দুধপান অবস্থায় হুযাইল গোত্রীয় লোকেরা তাকে হত্যা করে। মহানবী ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? লোকজন বললো, হাঁ। এভাবে তিনবার। তিনি তিনবার বলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন (আবু দাউদ, বুয়ূ, বাব ৫, নং ৩৩৩৪)।

৯ঃ৮

٣٢٥(١٨)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ اِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا .

৩২৫(১৮)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহণকারী ও সুদ প্রদানকারী উভয়কেউ অভিসম্পাত করেছেন। আলকামা (র) বলেন, আমি বললাম, এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা শুধু এতটুকু বলবো যতটুকু শুনেছি (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ১৯, নং ৪০৯২/১০৫)।

٣٢٦(١٩)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

৩২৬(১৯)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, এর হিসাবরক্ষক (বা চুক্তিপত্র লেখক) এবং এর সাক্ষীদ্বয় সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এরা সবাই সমান অপরাধী (মুসলিম, ঐ, নং ৪০৯৩/১০৬)।

টীকা ঃ পবিত্র কুরআনে সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি তোমরা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করো তাহলে সুদভিত্তিক লেনদেন পরিহার করো (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৮-৭৯)। হাদীস শরীফে সুদখোরদের কার্যক্রম আরো ঘৃণ্য ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জেনেশুনে এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পরিমাণ সুদ খায় তার গুনাহ ছত্রিশবার যেনা করার চেয়েও গুরুতর" (আহমাদ, দারা কুতনী, বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)। সুদের বিস্তারিত বিধান জানার জন্য মাওলানা মওদূদী (র) রচিত 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করুন (অনু.)।

৯ ঃ ৯

٣٢٧(٢٠)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَاَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

৩২৭(২০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে তোমরা বিরত থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, যাদুটোনা করা, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাত করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাধবী নিষ্কলুষ মুমিন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটানো (মুসলিম, ঈমান, বাব ৩৮, নং ২৬২/১৪৫)।

৯ঃ১০

٣٢٨(٢١)- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ مِّنَ الْحِجَارَةِ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِى النَّهْرِ اٰكِلُ الرِّبَا .

৩২৮(২১)। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি গত রাতে দুই ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তারা আমার নিকট এসে আমাকে একটি পবিত্রময় এলাকায় নিয়ে গেলো। অতএব আমরা অগ্রসর হতে হতে রক্তে পরিপূর্ণ একটি ঝর্ণার পাশে উপস্থিত হলাম। ঝর্ণার মধ্যস্থলে একটি লোক দাঁড়ানো ছিল। আর ঝর্ণার কিনারায় ছিল এক ব্যক্তি, তার সামনে ছিল পাথরের স্তূপ। ঝর্ণার মধ্যকার লোকটি এগিয়ে এসে ঝর্ণা থেকে উঠে আসতে চাইলে কিনারার লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। যখনই লোকটি ঝর্ণা থেকে উঠার জন্য আসে তখনই ঐ লোকটি তার মুখমণ্ডলে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে স্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আমি বললাম ঃ এই লোকটি কে? আমার সাথী বললো, আপনি ঝর্ণার মধ্যস্থলে যাকে দেখেছেন সে হচ্ছে সুদখোর (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ২৪, নং ২০৮৫)।

৯ঃ১১

٣٢٩(٢٢)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَّ يَبْقٰى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَّمْ يَاْكُلْ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ .

৩২৯(২২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগের সম্মুখীন হবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যাবে না, যে সুদখোর নয়। সে সুদ না খেলেও তার ধূলোবালি (মলিনতা) তাকে স্পর্শ করবে (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৫৮, নং ২২৭৮)।

৯ ঃ ১২

٣٣٠(٢٣)- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرِّبَا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تُصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ .

৩৩০(২৩)। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ সুদ যদিও বাড়ে কিন্তু তার পরিণতি কমের দিকে (ধনসম্পদ হ্রাসের দিকে) নিয়ে যায় (মুসনাদ আহমাদ, ১খ., পৃ. ৩৯৫, নং ৩৭৫৪, নং ৪০২৬)।

(৪) করযে হাসানা اَلْقَرْضُ الْحَسَنَةُ

(ক) হালাল প্রসংগ اَلْحِلُّ

৯ ঃ ১৩

٣٣١(٢٤)- عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ .

৩৩১(২৪)। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবীআ (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম কর্য নিলেন। তাঁর নিকট মাল এলে তিনি আমার পাওনা আমাকে ফেরত দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজন ও মালে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান হলো প্রশংসা করা ও তা পরিশোধ করা (নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৯৭, নং ৪৬৮৭; ইবনে মাজা, কিতাবুস সাদাকাত, বাব ১৬, নং ২৪২৪)।

(খ) ঋণ পরিশোধ اَدَاءُ الْقَرْضِ

৯ঃ১৪

٣٣٢(٢٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ .

৩৩২(২৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাল গ্রহণ করলে (কর্য নিলে) এবং তা পরিশোধের অভিপ্রায় থাকলে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর কোন ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাতের অভিপ্রায়ে গ্রহণ করলে আল্লাহ তাকে বরবাদ করেন (বুখারী, কিতাবল ইসতিকরাদ, বাব ২, নং ২৩৮৭; ইবনে মাজা, কিতাবুস সাদাকাত, বাব ১১, নং ২৪১১)।

৯ঃ১৫

٣٣٣(٢٦)- عَنْ صُهَيْبٍ الْخَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ يَدِيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ اَنْ لاَّ يُوَفِّيَهُ اِيَّاهُ لَقِىَ اللّٰهَ سَارِقًا .

৩৩৩(২৬)। সুহাইব আল-খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো এবং তা পরিশোধ না করতে সংকল্পবদ্ধ হলো, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সাথে তস্কররূপে সাক্ষাত করবে (ইবনে মাজা, কিতাবুস সাদাকাত, বাব ১১, নং ২৪১০)।

৯ঃ১৬

٣٣٤(٢٧)- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَتْ مَيْمُوْنَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا اَهْلُهَا فِىْ ذٰلِكَ وَلاَمُوْهَا وَوَجَدُوْا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لاَ اَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ وَصَفِيِّىْ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُرِيْدُ قَضَاءَهُ اِلاَّ اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا .

৩৩৪(২৭)। ইমরান ইবনে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) প্রচুর ঋণ গ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে তার পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, উচ্চবাচ্য করলো এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলো। তিনি বললেন, আমি ঋণ গ্রহণ ত্যাগ করবো না। অবশ্যই আমি আমার বন্ধু ও প্রশংসিত (মহানবী ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ জানেন যে, তা পরিশোধ করার সংকল্প তার আছে, তার সেই ঋণ এই পৃথিবীতেই আল্লাহ তায়ালা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন (নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৯৯, নং ৪৬৯০)।

৯ ঃ ১৭

٣٣٥(٢٨)- عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَّجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَّقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

৩৩৫(২৮)। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি অল্প বয়সের উট ধার নেন। তার কাছে সদাকার (যাকাতের) উট এলো। তিনি আবু রাফে' (রা)-কে আদেশ দিলেন পাওনাদারকে একটি উট প্রদান করতে। আবু রাফে' (রা) ফিরে এসে বললেন, আমি এর মধ্যে ছয় বছরের উট পাইনি, বরং এর চেয়ে উত্তম উট আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে সেটিই দাও। কেননা যে ব্যক্তি সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে লোকদের মধ্যে সে-ই সর্বোৎকৃষ্ট (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ২২, নং ৪১০৮/১১৮)।

টীকা ঃ পশু ধার দেয়া-নেয়া সম্পর্কে দু'টি ভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশ আলেমসহ ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ-এর মতে পশু ধার দেয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফা ও অন্যদের মতে পশু ধার দেয়া জায়েয নয়। তারা মনে করেন, এই হাদীস নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে মানসূখ (রহিত) হয়েছে। তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (মিরকাত, ৫খ., পৃ. ৬৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব ৫৬, নং ২২৭০)।

আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে মূল পাওনার চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান করা জায়েয প্রমাণিত হয়। এই কথা মনে রাখা দরকার যে, এই অতিরিক্ত পরিমাণ শর্ত হিসাবে নয়, বরং স্বেচ্ছায় দেয়া হলে তা জায়েয। কারণ শর্ত থাকলে তা সুদে পরিণত হবে, যা হারাম। এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সদাকা-যাকাত গ্রহণ অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সদাকার উট দিয়ে ধার শোধ করলেন কেন? ইমাম শাফিঈ (র) এর উত্তরে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এই ধার নেননি; বরং গরীবদের জন্য নিয়েছিলেন। তাই ধার সদাকার সম্পদের মাধ্যমে পরিশোধ করা সম্পূর্ণ বৈধ ছিল (নায়লুল আওতার, ৫খ., পৃ. ২৩০-৩১, অনুবাদক)।

٣٣٦(٢٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَقَالُوْا اِنَّا لاَ نَجِدُ اِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَوْ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

৩৩৬(২৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তির কিছু পাওনা ছিল। সে তার পাওনার জন্য কড়া তাগাদা দিলো এবং শক্ত কথা বললো। এতে নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ অধৈর্য হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ বললেন ঃ হকদারের (পাওনাদারের) উচ্চবাচ্য করার অধিকার আছে। তোমরা একটা উট খরিদ করে তাকে দাও। তারা বললো, সে যে বয়সের উট দিয়েছিল আমরা তার সমান উট পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে উত্তম উট পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ সেটিই খরিদ করে তাকে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে (মুসলিম, ঐ, নং ৪১১০/১২০)।

৯ : ১৮

٣٣٧(٣٠)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ

تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَالاَّ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ وَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ .

৩৩৭((৩০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য ঋণগ্রস্ত লাশ উপস্থিত করা হলো তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে তার দেনা পরিশোধ করার মতো কোনো সম্বল রেখে গেছে কি? যদি বলা হতো যে, সে ঋণ শোধ হবার পরিমাণ সম্বল রেখে গেছে, তবে তিনি তার নামায (জানাযা) পড়তেন, অন্যথায় (অর্থাৎ যদি ঋণ পরিশোধের পরিমাণ মাল রেখে না যেতো) বলতেন ঃ তোমরাই তোমাদের সঙ্গীর নামায পড়ো। আর যখন আল্লাহ তাঁকে অনেক দেশে বিজয়ী করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ আমিই মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও অতি নিকটবর্তী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তি দেনা রেখে মারা যাবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর সে যে মাল-সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশদের (মুসলিম, ফারাইদ, বাব ৪, নং ৪১৫৭/১৪)।

٣٣٨(٣١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنْ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَاَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَاَنَا مَوْلاَهُ وَاَيُّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَاِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ .

৩৩৮(৩১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য আমিই সমস্ত মানুষের চেয়ে অতি নিকটতম। সুতরাং তোমাদের যে কেউ ঋণ কিংবা ইয়াতীম শিশু সন্তান রেখে মারা যাবে, আমিই তার মনিব বা তত্ত্বাবধায়ক। আর তোমাদের যে কেউ ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার প্রকৃত ওয়ারিশ আসাবাদের প্রাপ্য (মুসলিম, ঐ, নং ৪১৫৯/১৫)।

(গ) বন্ধক اَلرُّهُوْنُ

৯ ঃ ১৯

٣٣٩(٣٢)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ فَاَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا .

৩৩৯(৩২)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ইহূদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যশস্য বাকীতে খরিদ করেন এবং নিজের লৌহবর্মটি তার কাছে বন্ধক রাখেন (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ২৪, নং ৪১১৪/১২৪)।

টীকা ঃ শরীআত অনুমোদিত বিষয়সমূহে শরীআত অনুমোদিত পন্থায় অমুসলিম ব্যক্তির সাথে সামাজিক লেনদেন করায় কোন বাধা নেই (অনু.)।

(ঘ) জামিন اَلْكَفَالَةُ

৯ ঃ ২০

٣٤٠(٣٣)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيْمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ شَىْءٌ اُعْطِيْكَهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُفَارِقُكَ حَتّٰى تَقْضِيَنِىْ اَوْ تَاْتِيَنِىْ بِحَمِيْلٍ فَجَرَّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنَا اَحْمِلُ لَهُ فَجَاءَهُ فِى الْوَقْتِ الَّذِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لاَ خَيْرَ فِيْهَا وَقَضَاهَا عَنْهُ .

৩৪০(৩৩)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি তার দেনাদারের পেছনে লাগলো। সে তার নিকট দশ দীনার পাওনা ছিল। দেনাদার বললো, আমার নিকট তোমাকে দেয়ার মত কোন জিনিস নাই। পাওনাদার বললো, না, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার দেনা পরিশোধ না করা অথবা একজন যামিনদার উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

সে তাকে টেনে-হেঁচড়ে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলো। তিনি পাওনাদারকে বলেন ঃ তুমি তাকে কতো দিনের অবকাশ দিতে পারো? সে বললো, এক মাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাহলে আমিই তার যামিন। দেনাদার নবী ﷺ -এর বলে দেয়া সময়সীমার মধ্যে পাওনাসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি এগুলো কোথায় পেলে? সে বললো, ভূগর্ভে। তিনি বলেন ঃ এতে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে ঋণদাতার পাওনা পরিশোধ করেন (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৯, নং ২৪০৬)।

٣٤١(٣٤)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَا اَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وكَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا .

৩৪১(৩৪)। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। জানাযার নামায পড়ার জন্য একটি লাশ নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি তার ঋণের যামিন হচ্ছি। নবী ﷺ বলেন ঃ পরিশোধ করার জন্য তো? তিনি বলেন, পরিশোধ করার জন্য। তার ঋণের পরিমাণ ছিলো আঠার বা উনিশ দিরহাম (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৯, নং ২৪০৭)।

(ঙ) ঋণের দায় অর্পণ اَلْحَوَالَةُ

৯ : ২১

٣٤٢(٣٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ .

৩৪২(৩৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ধনী ব্যক্তির পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অন্যায়। তোমাদের কাউকে ঋণ

উসূল করার জন্য ধনীর হাওয়ালা করা হলে তা মেনে নেয়া উচিত (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৭, নং ৪০০২/৩৩)।

টীকা ঃ যেমন ক খ-এর কাছ থেকে ধার নিলো। ক খ-এর উপস্থিতিতে এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ-এর উপর অর্পণ করলো এবং গ তা পরিশোধ করার কথা দিলো। এক্ষেত্রে খ-এর এটা মেনে নেয়া উচিত। ইসলামের ঋণ আইনের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় হাওয়ালা, তা বৈধ (অনু.)।

(চ) দরিদ্রের ঋণ মওকুফ اعْفَاءُ الْمُدَيَّنِ

৯ ঃ ২২

٣٤٣(٣٦)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِه فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَمَائِه خُذُوْا مَا وَجَدْتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ الاَّ ذٰلِكَ .

৩৪৩(৩৬)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ফল খরিদ করে লোকসানের শিকার হয়। এতে তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের বললেন ঃ তোমরা তাকে সদাকা (দান-খয়রাত) করো। লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করলো। কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণদাতাদের বললেন ঃ যে পরিমাণ তোমরা পাচ্ছো তাই গ্রহণ করো, তোমরা এর অধিক আর কিছু পাবে না (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ৪, নং ৩৯৮১/১৮)।

টীকা ঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আরো কতিপয় বিশেষজ্ঞ দাবি করে বলেছেন যে, ক্রেতা লোকসানের সম্মুখীন হলে, ক্ষতির সমপরিমাণ দাবি পরিত্যাগ করা বিক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যদি তাই হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিক্রেতাকে ক্ষতির সম-পরিমাণ অর্থের দাবি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। এটা করার পরিবর্তে বরং তিনি মুসলমানদের আহ্বান জানালেন ক্রেতাকে ঋণ পরিশোধে সাহায্য করার জন্য। যখন দেখা গেলো দানের অর্থে পূরা ঋণ পরিশোধ হচ্ছে না, তখন তিনি বিক্রেতাকে অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিয়ে ক্রেতার সাথে নরম ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন (অনু.)।

٣٤٤(٣٨)- عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُمَا وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمَا فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَاَلِّيْ عَلَى اللّٰهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَهُ اَيُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ .

৩৪৪(৩৭)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের দ্বারপ্রান্তে দুই বিবদমান ব্যক্তির উঁচু স্বর শুনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনকে ঋণের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বলছে এবং তার সহানুভূতি কামনা করছে। প্রতিউত্তরে অপরজন বলছে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তা করবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ সেই লোকটি কোথায় যে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছে যে, সে ভালো কাজ করবে না? সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যা চায় আমি তাই করবো (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯৮৩/১৯)।

٣٤٥(٣٨)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ .

৩৪৫(৩৮)। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার প্রাপ্য ঋণ পরিশোধের

তাগাদা দেন। এক পর্যায়ে তাদের উভয়ের গলা চরমে ওঠে। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। এ সময় তিনি নিজের ঘরেই ছিলেন। তিনি উঠে তাদের দিকে আসলেন এবং হুজরার (দরজার) পরদা তুলে কা'বকে ডেকে বললেন ঃ হে কা'ব! তিনি সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি হাতের ইশারায় তাকে বললেন ঃ তোমার ঋণের অর্ধেকটা ছেড়ে দাও। কা'ব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাই করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন ঃ ওঠো, এবার তার ঋণ পরিশোধ করো (মুসলিম, ঐ, নং ৩৯৮৪/২০)।

৯ : ২৩

٣٤٦(٣٩)- عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالُوْا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ اُدَايِنُ النَّاسَ فَاٰمُرُ فِتْيَانِىْ اَنْ يُّنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوْا عَنْهُ .

৩৪৬(৩৯)। রিব'ঈ ইবনে হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ তোমাদের পূর্ব যুগের জনৈক ব্যক্তির রূহ কবজ করলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ভালো কোন কাজ তুমি করেছ কি? সে উত্তর দিলো, না। তারা বললো, মনে করতে চেষ্টা করো। এবার সে বললো, আমি লোকদের ঋণ দিতাম। আমি আমার কর্মচারীদের (গোলামদের) সংকটাপন্ন ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের সাথে উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতাম। নবী ﷺ বলেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরাও তার সাথে উদার ব্যবহার করো (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৬, নং ৩৯৯৩/২৬)।

٣٤٧(٤٠)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ فَتَوَارٰى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ اِنِّىْ مُعْسِرٌ فَقَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ

قَالَ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ .

৩৪৭(৪০)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) তার এক দেনাদারের খোঁজ করলেন। কিন্তু সে তার থেকে আত্মগোপন করে। পরে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। সে (দেনাদার) বললো, আমি অভাবী। আবু কাতাদা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সত্যিই কি তুমি অভাবী? সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! (আমি অসমর্থ)। আবু কাতাদা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিনের কোন বিপদ থেকে নাজাত দিন, সে যেন নিঃসম্বল ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সময় দেয় অথবা তা ছেড়ে দেয় (মুসলিম, ঐ, নং ৪০০০/৩২)।

৯ : ২৪

٣٤٨(٤١)- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِىْ نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِىْ هٰذَا الْحَىِّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَنْ يَّهْلِكُوْا فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْنَا اَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِّنْ صُحُفٍ وَعَلٰى اَبِى الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِىٌّ وَعَلٰى غُلاَمِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِىٌّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ يَا عَمِّ اِنِّىْ اَرٰى فِىْ وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ اَجَلْ كَانَ لِىْ عَلٰى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ الْحَرَامِىِّ مَالٌ فَاَتَيْتُ اَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثَمَّ هُوَ قَالُوْا لاَ فَخَرَجَ عَلَىَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ اَبُوْكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ اَرِيْكَةَ اُمِّىْ فَقُلْتُ اُخْرُجْ اِلَىَّ فَقَدْ عَلِمْتُ اَيْنَ اَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنِ اخْتَبَاْتَ مِنِّىْ قَالَ اَنَا وَاللّٰهِ اُحَدِّثُكَ ثُمَّ لاَ اَكْذِبُكَ خَشِيْتُ

وَاللّٰهِ اَنْ اُحَدِّثَكَ فَاَكْذِبَكَ وَاَنْ اَعِدَكَ فَاُخْلِفَكَ وكُنْتَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وكُنْتُ وَاللّٰهِ مُعْسِراً قَالَ قُلْتُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ فَاَتٰى بِصَحِيْفَتِهٖ فَمَحَاهَا بِيَدِهٖ قَالَ فَاِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاَقْضِنِيْ وَاِلاَّ اَنْتَ فِيْ حِلٍّ فَاَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ اُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى مَنَاطِ قَلْبِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِراً اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَنَا يَا عَمِّ لَوْ اَنَّكَ اَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلاَمِكَ اَوْ اَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ وَاَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَاَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَمَسَحَ رَاْسِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمْعُ اُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى مَنَاطِ قَلْبِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وكَانَ اَنْ اَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৪৮(৪১)। উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতার (উবাদা ও ওয়ালীদ) ইলমের সন্ধানে বের হলাম। আমরা মনস্থ করলাম, আনসারদের মহল্লায় তাদের মৃত্যুর পূর্বেই (তাদের থেকে) প্রয়োজনীয় ইল্‌ম সংগ্রহ করে নিবো। আমরা এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এসে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবুল ইয়াসার (রা)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তার সাথে তার এক গোলামও ছিল এবং তার হাতে ছিল নথিপত্রের একটা স্তূপ। আর তার পরিধানে একটা নকশী চাদর ও একটা মুয়াফিরী কাপড়। অনুরূপ তার গোলামের পরিধানেও একটা চাদর ও একটা মুয়াফিরী কাপড়।

আমার পিতা তাকে বললেন, চাচা! আমি যেন আপনার চেহারায় রাগের আলামত লক্ষ্য করছি। তিনি বললেন, হাঁ, বনী হারাম গোত্রের অমুকের বেটা অমুকের কাছে আমার কিছু মাল পাওনা আছি। আমি তার পরিবারস্থ লোকদের নিকট গেলাম। তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায়, বাড়ী আছে কি? ভেতর থেকে তারা বললো, না। একটু পর তার একটা ছোট ছেলে বের হয়ে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতা কোথায়? ছেলেটি বললো, তিনি আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমার আম্মার খাটের নিচ ঢুকেছেন। আমি একটু আগে বেড়ে বললাম, আরে বেরিয়ে আসো, আমি তোমার ছেলের কাছে জেনে ফেলেছি। তারপর সে বেরিয়ে আসলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন আমার থেকে আত্মগোপন করেছ? সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে সঠিক কথা বলবো, আপনার সাথে মিথ্যা বলবো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলতে এবং ওয়াদা করে বরখেলাপ করতে ভয় করি। কারণ আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি অভাবগ্রস্ত। আবুল ইয়াসার (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কসম? সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ কসম? সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কসম! সে বললো, হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম (আমি একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি)। তিনি তার নথিটা নিয়ে নিজ হাতে তার নাম মুছে ফেললেন এবং বললেন, পরিশোধ করতে পারলে করবে, অন্যথায় তুমি ঋণমুক্ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমার এ দু'চোখ দেখেছে (দুই আঙ্গুল দু'চোখের উপর রেখে), আমার এ দু'কান শুনেছে, আমার এ দিল স্মরণ রেখেছে (হৃদয়স্থানের প্রতি ইশারা করে), রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত ঋণী ব্যক্তিকে সময় দেয় অথবা ঋণমুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তাকে তাঁর নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, হে চাচাজান আপনি যদি গোলামের চাদরটা নিয়ে নেন এবং তাকে আপনার মুআফিরীটা দিয়ে দেন অথবা তার মুআফিরীটা নিয়ে নেন, আর তাকে আপনার চাদরটা দিয়ে দেন, তাহলে কেমন হয়? এতে আপনার গায়েও এক জোড়া এবং তার গায়েও এক জোড়া থাকবে। এ কথায় তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! একে বরকত দান করুন। হে ভাতিজা! আমার এ দু'টো চোখে দেখা, এ দু'কানে

শোনা, আমার এ অন্তরে স্মরণ আছে (বক্ষস্থলের প্রতি ইশারা করে), রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের খাদেমদের তাই খাওয়াও যা তোমরা নিজেরা খাও, তাদেরকে তা-ই পরাও যা তোমরা নিজেরা পরিধান করো। আমি দুনিয়াতে তাকে আমার পার্থিব বস্তু দান করা—কিয়ামতের দিন আমার নেকীসমূহ তার নিয়ে নেয়ার চাইতে অধিকতর সহজ মনে করি (মুসলিম, যুহ্দ, বাব ১৮, নং ৭৫১২/৭৪)।

৯ : ২৫

٣٤٩(٤٢)- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

৩৪৯(৪২)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে পরিমাণ ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মূল্য বাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (মুসলিম, মুযারাআ, বাব ৩, নং ৩৯৮০/১৭)।

অধ্যায় ঃ ১০

সরকারী আয়-ব্যয়

اَلدَّخْلُ الرَّسْمِيْ وَالتَّكْلِفَةُ

সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহে তার যোগ্যতা এবং সামষ্টিক প্রয়োজনে তা দক্ষতার সাথে বিলি-বণ্টন করার উপর যে কোন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। মহানবী ﷺ মদীনায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর এই অপরিহার্য প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ ও ইসলামী সমাজের অপরিহার্য আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঐচ্ছিক দান ছাড়াও সম্পদশালী মুসলমানদের উপর যাকাত ধার্য করা হয়। কুরআন মজীদে নির্ধারিত এটাই হচ্ছে একমাত্র কর, যা মহানবী ﷺ সাথে সাথে কার্যকর করেছেন, যদিও প্রয়োজনে আরো বিভিন্নমুখী কর আরোপের এখতিয়ার রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

যাকাত হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। এটি ঈমানের অন্যতম উপাদান এবং কুরআন মজীদে বহুবার এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। নামায ও রোযার মত যাকাত একটি 'ইবাদত'। যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো অথবা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাওয়া ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করার সমতুল্য। অনেক দিক থেকে যাকাত একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য করের সাথে কোনভাবেই যার তুলনা করা চলে না।

(এক) যাকাত হচ্ছে সম্পদের উপর কর, আয়ের উপর কর নয়।

(দুই) যাকাত ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ কুরআন মজীদে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ অন্য কোন কাজে ব্যয় করা যায় না।

(তিন) এটি একটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা; গোটা মুসলিম সমাজের প্রায় সবগুলো ঝুঁকিই এর আওতাভুক্ত। কিন্তু যারা এ থেকে লাভবান হবে তাদেরকে এ তহবিলে কোন কোন অর্থ দান করতে হয় না।

(চার) যাকাত প্রাথমিকভাবে কেবল সেই জায়গার অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টিত হয় যেখান থেকে তা সংগৃহীত হয়।

(পাঁচ) যাকাতের হার, যাকাত থেকে রেহাই দেয়ার সীমারেখা এবং এর মৌলিক বিধিবিধানসমূহ স্বয়ং মহানবী (সা) কর্তৃক নির্ধারিত, যা স্থান-কাল নির্বিশেষে এবং অনাগত কালের জন্য অপরিবর্তনযোগ্য।

(ছয়) যাকাত হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা, যার ব্যবস্থাপনার ব্যয়সমূহ এই তহবিল থেকেই নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

(সাত) যাকাত সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং এর প্রয়োগ এতই সহজ যে, এমনকি নিরক্ষর লোকদের পক্ষেও তা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সম্ভব।

(আট) তা থেকে অব্যাহতি দানের সীমা এতই নীচে যে, সমাজের জনগণের একটি বিরাট অংশের এ তহবিলে অবদান রাখতে হয়।

(নয়) যাকাত বন্টনের বিধিবিধানে সুপারিশ করা হয়েছে যে, যাকাত যেন স্থায়ী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়, যাতে দরিদ্ররা দানের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার পরিবর্তে সমাজের উপার্জনশীল সম্পদে পরিণত হতে পারে।

(দশ) সংজ্ঞার বিবেচনায় যাকাত অর্থ 'লোকদের ধন-সম্পদকে পবিত্রকরণ'। অতএব সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখাকে এক ধরনের অপবিত্রকরণ বলে গণ্য করা হয়।

ইসলামী সমাজের মূল্যবোধ এরূপ যে, যাকাত গ্রহণ না করে চলতে সমাজ লোকেরা যাকাত গ্রহণকে নিজেদের জন্য অমর্যাদাকর গণ্য করে। যদিও যাকাতদাতাগণ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে যাকাত প্রদান করেন, তথাপি একটি মুসলিম সমাজের কোন সদস্যের পক্ষে অন্যের দেয়া যাকাতের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা সম্মানজনক নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত ছাড়াও রাজস্বের অন্যান্য উৎসও ছিল, কিন্তু সেগুলোকে কেবল ঘটনাক্রমে সাময়িক ব্যয় নির্বাহের জন্য আরোপ করা হতো। মহানবী (সা)-কে অনেকগুলো প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর ফলে আনফাল (গনীমত) ও জিয্‌য়ার প্রশ্ন এসেছে। কুরআন মজীদে আনফাল সংক্রান্ত বিধান নাযিল হয়েছে (দ্র. সূরা আল-আন্‌ফাল ঃ ১) এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। এই মর্মে বিধান জারি করা হয় যে, আনফালের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) জন্য নির্ধারিত। এভাবে খুমুস রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি নিয়মিত উৎসে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে শত্রুপক্ষের যেসব জমি বিনাযুদ্ধে হস্তগত হয় তাকে 'ফাই' বলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ায় ফাই-ও

রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎসে পরিণত হয়। অন্যদিকে যেসব খৃস্টান ও ছাবিয়ী (তারকা পুজারী) ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিয়ে বসবাস করতে রাযী হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর জিয্য়া আরোপ করেন।

পরবর্তী কালে অমুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর 'উশূর' (বাণিজ্য শুল্ক) আরোপ করা হয়। কারণ অমুসলিম দেশসমূহে মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর অনুরূপ কর ধার্য করা হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে ফিতরা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। স্বচ্ছল লোকদের জন্য নগদ অর্থে বা দ্রব্যের (খাদ্যশস্যের) মাধ্যমে নির্ধারিত হারে দরিদ্রদেরকে ফিতরা প্রদান করা জরুরী গণ্য করা হয়েছে। ফিতরা প্রদান বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তা আদায় করা হতো, যদিও তা সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবেও দরিদ্র লোকদেরকে দান করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব প্রশাসন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে, তবে এর সাধারণ কাঠামো তখনই গড়ে তোলা হয়। যাকাত সংগ্রহকারীদেরকে বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করা হতো। একইভাবে যাকাত প্রদানকারীদেরকেও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত করা হতো। যাকাত তহবিলের অর্থব্যয় সম্বন্ধেও মৌলিক বিধান কার্যকর করা হয়।

রাষ্ট্রীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও বন্টন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশাবলী বায়তুল মালকে একটি পবিত্র বা ধর্মীয় ভাবধারাযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। বায়তুল মাল মুসলিম জনগণের আমানত হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং খলীফাগণ ছিলেন তার আমানতদার (ট্রাস্টি)। খলীফা বায়তুল মালের প্রতিটি কপর্দক ব্যয়ের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। যাই হোক, মুসলমানদের নৈতিক অবনতি ঘটার সাথে সাথে বায়তুল মাল সংক্রান্ত এ ধারণাও ম্লান হয়ে যায় এবং অচিরেই বায়তুল মাল দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়।

(১) বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) بَيْتُ الْمَالِ

(ক) জবাবদিহিতা اَلْمَسْؤُلِيَّةُ

১০৪১

٣٥١(١)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ

مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৩৫১(১)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের রাখালী (শাসন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম (শাসক বা নেতা) জনগণের রাখাল, সে তার শাসিত অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের রাখাল (অভিভাবক)। সুতরাং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানের রাখাল (রক্ষণাবেক্ষণকারিণী)। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস তার মালিকের অর্থ-সম্পদের রাখাল (পাহারাদার), সুতরাং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমাদের সকলেই রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাখালী (দায়িত্ব ও কর্তব্য) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে (মুসলিম, ইমারাত, বাব ৫, নং ৪৭২৪/২০; বুখারী, জুমুআ, বাব ১১, নং ৮৯৩)।

টীকা ঃ ইসলাম সমাজের প্রতিটি মানুষের উপর সমাজকে সুন্দর করে গড়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পালন করলেই সুন্দর সমাজ গঠিত হতে পারে। নির্বোধ বা পাগল ব্যতীত দায়িত্ব থেকে কেউই মুক্ত নয়, বরং আমরা দায়িত্বের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মানুষ 'মুকাল্লাফ' বা দায়িত্বশীল। তাই ইসলাম বলছে, ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকের উপর কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যার কর্তৃত্ব যত বিস্তৃত তার দায়িত্বও তত বেশী। দায়িত্বে ফাঁকি দেয়া বা দায়িত্বে থেকে দুর্নীতি করা ইসলামের পরিপন্থী। তাই নবী ﷺ সেই দায়িত্বের কথাই প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং জবাবদিহি সন্তোষজনক না হলে আল্লাহ্‌র শাস্তি অবশ্যই তাকে গ্রাস করবে (অনু.)।

(খ) সরকারী সম্পদের ক্ষেত্রে আমানতদারী اَلْاَمَانَةُ فِى الْاَمْوَالِ الْعَامَّةِ

১০ ঃ ২

৩৫১(২)- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِىَّ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ اِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ لِىْ حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

৩৫১(২)। আল-হাসান আল-বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রা) যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে সময় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (বসরার শাসক) তাকে দেখতে গেলো। মা'কিল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবো যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। কিন্তু যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমি আরো কিছুদিন জীবিত থাকবো, তাহলে আজও আমি তোমার নিকট তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোনো বান্দাহকে আল্লাহ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের অধিকার হরণ করে এবং খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন (মুসলিম, ঈমান, বাব ৬৩, নং ৩৬৩/২২৭)।

১০ ঃ ৩

৩৫২(৩)- عَنْ عَدِىِّ ابْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَاْتِىْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّىْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَاَنَا اَقُوْلُهُ الْاٰنَ مَنِ

اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِه وَكَثِيْرِه فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ
اَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى .

৩৫২(৩)। আদী ইবনে আমীরা আল-কিন্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাদের কাউকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করি। আর যদি সে আমাদের থেকে একটি সূঁচ বা তার চেয়ে অধিক কিছু লুকিয়ে রাখে তবে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ। কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে নিয়ে আসবে। রাবী বলেন, এ সময় আনসারদের মধ্যকার এক কালো ব্যক্তি উঠে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। আমি যেন এখনও তাকে দেখছি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার দেয়া কাজের দায়িত্বটি আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ কেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। নবী ﷺ বলেন ঃ আমি এখনো তাই বলছি, আমরা তোমাদের কাউকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করি। সে ছোট-বড়ো বা কম-বেশী সবকিছু নিয়ে এসে জমা দিবে। তা থেকে যা দেয়া হবে সে তা গ্রহণ করবে এবং যা তার জন্য নিষিদ্ধ করা হবে সে নিজেকে তা গ্রহণ করা থেকে রিবত রাখবে (মুসলিম, ইমারাহ, বাব ৭, নং ৪৭৪৩/৩০; বিআইসি ৬/৪৫৯৪; ইফা. ৬/৪৫৯০)।

১০ ঃ ৪

٣٥٣(٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ
فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِه بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ
لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلٰى رَقَبَتِه فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ
اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلٰى رَقَبَتِه شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ

اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ .

৩৫৩(৪)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি (অপরের সম্পদ) আত্মসাৎ করার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি এটাকে গুরুতর অপরাধ এবং কঠিন গুনাহের কাজ ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে যেন চিৎকাররত উট নিজ কাঁধে বহন করে নিয়ে আসা অবস্থায় না দেখি। আর সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন (আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করুন)। আমি বলবো ঃ তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো আল্লাহ্‌র বিধান পূর্বেই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে চিৎকাররত ঘোড়া নিজ কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসতে না দেখি। সে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো ঃ তোমার ব্যাপারে কিছুই করার এখতিয়ার আমার নেই। আমি ইতিপূর্বেই আল্লাহ্‌র বিধান তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে চিৎকাররত বকরী নিজ কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসতে না দেখি। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো ঃ তোমার ব্যাপারে কিছুই করার এখতিয়ার আমার নেই। আমি তো আগেই আল্লাহ্‌র হুকুম তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে চিৎকাররত মানুষ নিজ কাঁধে বহন করে নিয়ে আসতে না দেখি। সে চিৎকার করে বলবে, হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো ঃ আমি আজ তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহ্‌র বিধান তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমন অবস্থায় আসতে না দেখি যে, তার ঘাড়ে কাপড়ের গাইট পেঁচানো থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো, আজ আমি তোমার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহ্‌র বিধান তোমাকে অবহিত করেছি।

কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে তার ঘাড়ে করে সোনা-রূপার বোঝা বহন করে নিয়ে আসতে না দেখি। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো, আজ আমি তোমার কোনো উপকারই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহ্‌র বিধান তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি (মুসলিম, ইমারাত, বাব ৬, নং ৪৭৩৪/২৪)।

টীকা ঃ এ হাদীসটি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যা কিছু অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিজ কাঁধে বহন করে নিয়ে আসবে"-এরই ব্যাখ্যা (অনু.)।

٣٥٤(٥)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَلَيْهِ كِسَاءً اَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا .

৩৫৪(৫)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা (কারকারা) নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মালপত্র পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে নবী ﷺ বলেন ঃ সে জাহান্নামী। সাহাবীগণ অনুসন্ধান করে তার সাথে একটি কম্বল অথবা একটি আবা পেলো যা সে আত্মসাৎ করেছিল (ইবনে মাজা, জিহাদ, বাব ৩৪, নং ২৮৪৯; বুখারী, ঐ, বাব ১৯০, নং ৩০৭৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ১৬০, নং ৬৪৯৩)।

٣٥٥(٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَّلاَ فِضَّةً اِلاَّ الْاَمْوَالَ الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَاَهْدٰى رَجُلٌ مِّنْ بَنِى الضَّبِيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمُ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى وَادِى الْقُرٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ بِوَادِى الْقُرٰى بَيْنَمَا مِدْعَمُ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكٌ مِّنْ نَارٍ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ .

৩৫৫(৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধকালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা মাল (গবাদি পশু), কাপড়-চোপড় ও যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত গনীমত হিসাবে সোনা বা রূপা পাইনি। দাবীব গোত্রের রিফাআ ইবনে যায়েদ নামীয় এক ব্যক্তি মিদআম নামীয় একটি গোলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদিল কুরা নামক এলাকা অভিমুখে যাচ্ছিলেন। শেষে তিনি ওয়াদিল কুরায় পৌছলে মিদআম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনের শিবিকা খুলছিল। এমতাবস্থায় একটি অদৃশ তীর এসে তাকে আঘাত হানলো এবং সে নিহত হলো। লোকজন বললো, সে জান্নাতে পৌছে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে খায়বারের যুদ্ধের দিন যে আলখাল্লাটি গনীমতের অবন্টিত মাল থেকে নিয়েছে তার কারণে দোযখের আগুন তাকে গ্রাস করবে। লোকজন তা শোনার পর কেউ একটি বা দুইটি জুতার ফিতা নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি বলেন ঃ দোযখের আগুনের একটি ফিতা অথবা আগুনের দুইটি ফিতা (বুখারী, কিতাবুল আয়মান, বাব ৩৩, নং ৬৭০৭; কিতাবুল মাগাযী, বাব ৩৯, নং ৪২৩৪)।

(গ) সরকারী সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার

مَعْقُوْلِيَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْاَمْوَالِ الْعَامَّةِ

১০ঃ৬

٣٥٦(٧)- عَنْ اَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ اَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ النَّارُ .

৩৫৬(৭)। হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র স্ত্রী খাওলা বিনতে কায়েস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ এ পার্থিব ধন-সম্পদ হলো সবুজ-শ্যামল, মনোরম ও মধুময়। যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে তার প্রয়োজন মাফিক তা গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া এই সম্পদ স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ-ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছুই নেই (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্‌দ, বাব ৪১, নং ২৩১৫; মাওসূআ ২৩৭৪)।

১০ঃ৭

٣٥٧(٨)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْاَضْحٰى فَقَرَّبَ اِلَيْنَا خَزِيْرَةً فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ لَوْ قَرَّبْتَ اِلَيْنَا مِنْ هٰذَا الْبَطِّ يَعْنِي الْوَزَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَكْثَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ زُرَيْرٍ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ مَالِ اللّٰهِ اِلاَّ قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَاْكُلُهَا هُوَ وَاَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَىِ النَّاسِ.

৩৫৭(৮)। আবদুল্লাহ ইবনে যুরাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদুল আযহার দিন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি

আমাদের জন্য 'খাযীরাহ' (এক প্রকার খাদ্য) পরিবেশন করলেন। আমি বললাম, 'আল্লাহ্ আপনার জন্য সুব্যবস্থা করুন। আপনি যদি আমাদেরকে এই রাজহাঁসটি পরিবেশন করতেন। মহামহিম আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ বৃদ্ধি করুন। তিনি বললেন, হে ইবনে যুরাইর! নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "খলীফার (রাষ্ট্রপ্রধানের) জন্য আল্লাহ্‌র সম্পদ (সরকারী মাল) থেকে দুই পেয়ালার বেশী গ্রহণ করা হালাল নয়। এক পেয়ালা (খাবার) সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা খাবে এবং অপর পেয়ালা লোকজনকে (মেহমানদের) পরিবেশন করবে (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ৭৮, নং ৫৭৮)।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষের মহানুভবতা سَمَاحَةُ الْخَازِنِ

১০ ঃ ৮

٣٥٨(٩)- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ انَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يُنَفِّذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِه فَيُعْطِيْه كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِه نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِه اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ .

৩৫৮(৯)। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম কোষাধ্যক্ষ নির্দেশ মোতাবেক যথাযথভাবে হুকুম পালন করে বা দান করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপককে পূর্ণমাত্রায় দান করে, সেও দু'জনের একজন দাতা হিসাবে গণ্য (সেও মূল মালিকের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে) (মুসলিম, যাকাত, বাব ২৫, নং ২৩৬৩/৭৯)।

(২) যাকাত اَلزَّكَاةُ

(ক) যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক وُجُوْبُ الزَّكَاةِ

১০ ঃ ৯

٣٥٩(١٠)- عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِه وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ الاَّ اَنْ تَطَوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ الاَّ اَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ الاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ .

৩৫৯(১০)। আবু সুহাইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নজ্‌দ এলাকার অধিবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিলো এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুণ গুণ আওয়ায শুনছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিলো তা বুঝা যাচ্ছিলো না। মনে হলো সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায'। সে বললো, এ ছাড়া আমার আরো কোনো নামায আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল পড়তে পারো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এবং রমযান মাসের রোযা। সে বললো, এ ছাড়া আমার উপর আরো রোযা আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল রোযা রাখতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাত প্রদানের কথাও বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, এ ছাড়া আমার উপর আরো কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল দান-খয়রাত করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেলো, আমি এর বেশীও করবো না, আর কমও করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ লোকটি যদি তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে তাহলে সফলকাম হয়েছে (মুসলিম, ঈমান, বাব ২, নং ১০০/৮)।

১০ ঃ ১০

٣٦٠(١١)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

৩৬০(১১)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামের বুনিয়াদ হলো পাঁচটি বিষয়ের উপর। এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব ২, নং ৮)।

১০ ঃ ১১

٣٦١(١٢)- عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৩৬১(১২)। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট নামায কায়েম করার, যাকাত দানের এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার জন্য বায়আত হয়েছি, শপথ করেছি (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ২, নং ১৪০১)।

১০ : ১২

٣٦٢(١٣)-عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

৩৬২(১৩)। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো, আপনি আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন ঃ তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে! নবী ﷺ আরো বললেন ঃ তার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কিছু শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখো (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ১, নং ১৩৯৬)।

১০ ঃ ১৩

٣٦٣(١٤)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَىْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِىْءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ

الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اٰللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِيْ اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلّٰى قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ.

৩৬৩(১৪)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করতে (কুরআনে) আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করতাম, গ্রামাঞ্চল থেকে কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে তাকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। অতএব গ্রামাঞ্চল থেকে এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিনিধি আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন, আপনি নাকি দাবি করেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, কে আসমান সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ। সে জিজ্ঞেস করলো, মাটির পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ।

সে জিজ্ঞেস করলো, এই সুউচ্চ পর্বতমালা দাঁড় করিয়ে তন্মধ্যে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যথাস্থানে স্থাপন করেছেন! আল্লাহ কি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছেন, আমাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ধার্য করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছেন, আমাদের মাল-সম্পদের যাকাত দেয়া আমাদের উপর ফরয। তিনি বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছেন, আমাদের উপর প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে এই হুকুম দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছেন, 'আমাদের উপর বাইতুল্লায় গিয়ে হজ্জ করা ফরয করা হয়েছে, যদি রাস্তা অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি চলে যেতে যেতে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি এ নির্দেশগুলোর মধ্যে কমবেশী করবো না। নবী ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে (মুসলিম, ঈমান, বাব ৩, নং ১০২/১০)।

১০ ঃ ১৪

١٦٤ (١٥) - عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ اَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِىْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ

اَوْ لَقَدْ هُدِيَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَاَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ .

৩৬৪(১৫)। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সফরকালে তাঁর সামনে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। সে তাঁর উটের লাগাম ধরে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল অথবা হে মুহাম্মাদ! আমাকে এমন কিছু কাজের কথা বলুন যা আমাকে বেহেশতের নিকটবর্তী করবে এবং আগুন (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ থেমে গেলেন। তিনি সাহাবীদের দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেন ঃ নিশ্চয় তাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে অথবা তিনি বললেন ঃ তাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? রাবী বলেন, লোকটি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো, উষ্ট্রীর লাগাম ছেড়ে দাও (মুসলিম, ঈমান, বাব ৪, নং ১০৪/১২)।

১০ ঃ ১৫

٣٦٥(١٦)- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيْدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فِيْ حَدِيْثِهِ هٰذَا اَنَّ اُنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّا حَيٌّ مِّنْ رَبِيْعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ اِلاَّ فِيْ اَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَاْمُرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ اِذَا نَحْنُ اَخَذْنَا بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَصُوْمُوْا رَمَضَانَ

وَاَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيْرِ قَالَ بَلٰى جِذْعٌ تَنْقُرُوْنَهُ فَتَقْذِفُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ اَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّوْنَ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوْهُ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَكُمْ اَوْ اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ اَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَالِكَ قَالَ وَكُنْتُ اَخْبَأُهَا حَيَاءً مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ فَفِيْمَ نَشْرَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِىْ اَسْقِيَةِ الْاَدَمِ الَّتِىْ يُلَاثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضَنَا كَثِيْرَةُ الْجِرْذَانِ وَلَا تَبْقٰى بِهَا اَسْقِيَةُ الْاَدَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ اَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَاِنْ اَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَاِنْ اَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ .

৩৬৫(১৬)। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগত আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকারী এক ব্যক্তি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাঈদ (র) বলেছেন, কাতাদা (র) আবু নাদরার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তার এ হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল কায়েসের ক'জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা রাবী'আ জনপদের লোক। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের অবস্থান। তাই আমরা হারাম (নিষিদ্ধ) মাসসমূহ ব্যতীত অন্য কোন সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দিন, যা করার জন্য আমরা আমাদের পশ্চাতের লোকদেরকে হুকুম করবো এবং আমরা নিজেরাও তা বাস্তবায়ন করে এর মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের হুকুম করবো, আর চারটি জিনিস থেকে বিরত

থাকতে বলবো। তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রমযান মাসের রোযা রাখো, আর গনীমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করো। আমি তোমাদের কদুর শুকনা খোল, সবুজ রং লাগানো কলসী, আলকাতরা লাগানো হাঁড়ি-পাতিল ও কাঠের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! 'নাকীর' (কাঠের পাত্র) সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। খেজুর গাছের কাণ্ডমূল যা তোমরা খোদাই করে পাত্র তৈরি করে এর মধ্যে খেজুরের টুকরাগুলো নিক্ষেপ করো (খেজুরের মধ্যে পানি ঢেলে তা দ্বারা 'নাবীয' অথবা 'মদ' প্রস্তুত করে থাকো)। সাঈদ (র) বলেন, অথবা তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন ঃ খুরমার টুকরা নিক্ষেপ করো, পরে তন্মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দাও। অবশেষে যখন তার ফেনা থেমে যায় (তা মদে পরিণত হয়) তখন তোমরা তা পান করো। ফলে তোমাদের কেউ অথবা তাদের কেউ মদের নেশায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আপন চাচাত ভাইকে তরবারি দিয়ে হত্যা করে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, উক্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যার দেহে ছিলো ক্ষতের চিহ্ন। সে বললো, লজ্জাবশত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার ক্ষত চিহ্নটি লুকিয়ে রাখলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা হলে আমরা পানীয় বস্তু কিসে পান করবো? তিনি বললেন ঃ চামড়ার থলি বা মশকের মধ্যে যার মুখ রশি দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের এলাকায় ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেশী, ফলে চামড়ার থলি একটিও নিরাপদ থাকে না। নবী ﷺ বললেন ঃ যদিও তা ইঁদুরে খেয়ে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে খেয়ে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে খেয়ে ফেলে। অতঃপর নবী ﷺ আবদুল কায়েস গোত্রের আল-আশাজ্জের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ অবশ্য.তোমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়। একটি বুদ্ধিমত্তা, অপরটি ধৈর্য বা স্থিরতা (মুসলিম, ঈমান, বাব ৬, নং ১১৮/২৬)।

১০ ঃ ১৬

٣٦٦(١٧)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُعَاذاً قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ

اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ.وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

৩৬৬(১৭)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (ইয়ামানে) পাঠাবার সময় বললেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো যারা কিতাবধারী। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান জানাবে এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, প্রত্যহ দিন-রাতে আল্লাহ্ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। আর মযলুমের অভিশাপকে ভয় করো, কেননা (তার) অভিশাপ ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন আড়াল নেই (মুসলিম, ঈমান, বাব ৭, নং ১২১/২৯)।

১০ ঃ ১৭

٣٦٧(١٨)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৬৭(১৮)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট

হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিবে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল, আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এ কাজগুলো করলো, আমার হাত থেকে তাদের জান-মাল রক্ষা করলো। অবশ্য তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত (মুসলিম, ঈমান, বাব ৮, নং ১২৯/৩৬)।

১০ ঃ ১৮

٣٦٨(١٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وكَفَرَمَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ الاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ الاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

৩৬৮(১৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর আবু বাক্র (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন। এ সময় আরবের একদল লোক (যাকাত অস্বীকার করে) মুরতাদ হয়ে গেলো। [আবু বাক্র (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলেন]। উমার (রা) বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ "আমি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ছাড়া কোনো

ইলাহ নেই)। আর যে ব্যক্তি লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ বললো, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করলো। অবশ্য আইনের দাবি আলাদা (ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে)। তার আসল বিচারের ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের (উপর বঞ্চিতের) অধিকার। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা আমাকে একটি রশি প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা (যাকাত বাবদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করতো, তবে আমি এ অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এবার উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মহামহিম আল্লাহ আবু বাক্‌র (রা)-র হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম, এটাই (আবু বাক্‌রের সিদ্ধান্তই) সঠিক ও যথার্থ (মুসলিম, ঈমান, বাব ৮, নং ১২৪/৩২)।

(খ) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি اَلْاِمْتِنَاعُ عَنْ اَدَاءِ الزَّكَاةِ

১০ ঃ ১৯

৩৬৯ (২০)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ اُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ اِبِلٍ لاَ يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ

أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ فَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلٰى اَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا وَاَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يَّسْقِيَهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَيَّ فِى الْحُمُرِ شَيْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ

الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

৩৬৯(২০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা দোযখের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তার ললাট, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন একদিনে যার পরিমাণ (দৈর্ঘ্য) হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উটের (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি উটের মালিক হয়ে তার উটের হক আদায় করবে না, আর উটের হকগুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে অন্যদেরকে দান করাও একটি হক, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে। এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে। এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে মাড়াই করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে। সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে যে, দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ বেহেশতে আর কেউ দোযখের দিকে পথ ধরবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গরু-ছাগলের (মালিকের) কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি গরু-ছাগলের মালিক হয়ে এর হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। আর তার সেসব গরু-ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলেরও শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও বাদ থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে, দ্বিতীয়টি

এর পিছে পিছে এসে যাবে। সারাদিন তাকে এভাবে পিষা হবে যে, এই দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে পথ ধরবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্ রাসূল! ঘোড়ার (মালিকের) কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন ঃ ঘোড়া তিন প্রকারের—(ক) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য গুনাহর কারণ হয়; (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণস্বরূপ এবং (গ) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের কারণস্বরূপ। বস্তুত সেই ঘোড়াই তার মালিকের জন্য বোঝা বা গুনাহ্র কারণ হবে, যা সে লোক দেখানোর জন্য, অহংকার প্রকাশের জন্য এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে পোষে। আর যে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য পোষে এবং পিঠে সওয়ার হওয়া এবং খাবার ও ঘাস দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র হক ভুলে না, এ ঘোড়া তার দোষত্রুটি গোপন রাখার জন্য আবরণ হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় ঘোড়া পোষে এবং কোন চারণভূমি বা ঘাসের বাগানে লালন-পালন করে তার এ ঘোড়া তার জন্য সওয়াবের কারণ হবে। তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানে যা কিছু খাবে তার সমপরিমাণ তার জন্য সওয়াব লেখা হবে, এমনকি এর গোবর ও পেশাবেও সওয়াব লেখা হবে। আর যদি তা রশি ছিঁড়ে একটি বা দু'টি মাঠও বিচরণ করে তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের সমপরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া মালিক যদি একে কোন নদীর তীরে নিয়ে যায়, আর সেটি নদী থেকে পানি পান করে, অথচ তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা মালিকের ছিলো না, তথাপি পানির পরিমাণ তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! গাধা সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন ঃ এই অতুলনীয় ও পরিপূর্ণ আয়াত আমার উপর নাযিল হয়েছে—"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তার শুভ প্রতিফল পাবে, আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তার মন্দফল ভোগ করবে" (সূরা আয-যিলযাল)। এছাড়া গাধার ব্যাপারে আমার উপর কিছুই নাযিল হয়নি (মুসলিম, যাকাত, বাব ৬, নং ২২৯০/২৪)।

(গ) যাকাত নির্ধারণ تَقْدِيْرُ الزَّكَاةِ

১০ ঃ ২০

٣٧٠(٢١)- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

৩৭০(২১)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে যাকাত বাধ্যতামূলক করেন যাকাতের সেই বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আবু বাক্‌র (রা) তাকে পত্র লিখেন ঃ যাকাত দেয়ার ভয়ে (একাধিক শরীকের) বিচ্ছিন্ন পশু একত্র করা যাবে না এবং একত্রকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না (বুখারী, কিতাবুল হিয়াল, বাব ৩, নং ৬৯৫৫)।

১০ ঃ ২১

١٣٧١(٢٢)- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ .

৩৭১(২২)। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না (আবু দাঊদ, ইমারাত, বাব ৭, নং ২৯৩৭)।

১০ ঃ ২২

٣٧٢(٢٣)- عَنْ اَبِى الْخَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ اَمِيْرًا عَلٰى مِصْرَ عَلٰى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ اَنْ يُّوَلِّيَهُ الْعُشُوْرَ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِى النَّارِ .

৩৭২(২৩)। আবুল খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসরের গভর্ণর মাসলামা ইবনে মাখলাদ উশূর আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রুওয়াইফে' ইবনে ছাবেত (রা)-কে প্রস্তাব দেন। উত্তরে তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় (যালেম) কর আদায়কারীরা দোযখে যাবে" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ১০৯, নং ১৭১২৬)।

টীকা ঃ অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত বাণিজ্যিক শুল্ককে উশূর বলে (অনু.)।

১০ ঃ ২৩

৩৭৩(২৪)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .

৩৭৩(২৪)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাকাত আদায়ে বা প্রদানে অন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী যাকাত আদায়ে বাধাদানকারীর সমতুল্য (ইবনে মাজা, যাকাত, বাব ১৪, নং ১৮০৮)।

১০ ঃ ২৪

৩৭৪(২৫)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلاَّ فِىْ دُوْرِهِمْ .

৩৭৪(২৫)। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যাকাত আদায়কারী (যাকাত প্রদানকারীকে) দূরে টেনে নিবে না এবং যাকাতদাতা তার মাল দূরে সরিয়ে রাখবে না (যাতে লেনদেনে কষ্ট না হয়), আর তাদের যাকাতের মাল তাদের ঘর-বাড়ি ব্যতীত কোথাও হতে গ্রহণ করবে না।

১০ ঃ ২৫

৩৭৫(২৬)- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ .

৩৭৫(২৬)। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানদেশে পাঠানোর সময় বলেন ঃ তুমি খাদ্যশস্য থেকে শস্য, মেষপাল থেকে বকরী, উটপাল থেকে উট এবং গরুর পাল থেকে গরু (যাকাত বাবদ) আদায় করবে (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ১২, নং ১৫৯৯)।

১০ ঃ ২৬

٣٧٦(٢٧)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ اَوْ عِنْدَ اَفْنِيَتِهِمْ .

৩৭৬(২৭)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুসলমানদের (পশুসম্পদের) যাকাত গ্রহণ করতে হবে তাদের পানি পান করানোর জায়গায় অথবা তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় (মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী, নং ২২৬৪)।

(ঘ) নিসাব (সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়) اَلنِّصَابُ

১০ ঃ ২৭

٣٧٧(٢٨)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

৩৭৭(২৮)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ শস্যের যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কমে (রৌপ্য দ্রব্যের জন্য) যাকাত নেই।

টীকা ঃ 'যাকাত' শব্দের অভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি ও পবিত্রতা। যাকাতদানে যাকাতদাতার সম্পদ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষতা থেকে পবিত্রতা লাভ করে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে—যাকাত। ইসলামের পরিভাষায়, শরীয়াতের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির নিজ মালের একটি নির্দিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবী লোকের প্রতি অর্পণ করাকে যাকাত বলা হয়।

উল্লিখিত দু'টি অর্থের প্রেক্ষিতে যাকাত এমন একটি ইবাদতকে বলা হয়, যা প্রত্যেক সাহেবে নিসাব বা যাকাত প্রদানে সমর্থ মুসলমানের উপর এই উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করে তার অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তার নিজের আত্মা ও তার সমাজ কৃপণতা, স্বার্থান্ধতা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত হবে। অন্যদিকে তার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, ঔদার্য, কল্যাণ কামনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধি লাভ করবে (অনু.)।

(ঙ) যাকাতের হার مَعْدِلُ الزَّكَاةِ

(১) নগদ অর্থের যাকাত زَكَاةُ النُّقُوْدِ

১০ঃ২৮

٣٧٨(٢٩)- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .

৩৭৮(২৯)। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও দাস-দাসীর যাকাত মাফ করলাম এবং প্রতি চল্লিশ তোলা রৌপ্যের যাকাত হলো এক দিরহাম বা এক তোলা। আর এক শত নিরানব্বই তোলা পর্যন্ত রৌপ্যের কোন যাকাত নেই। অতঃপর রৌপ্যের পরিমাণ দুই শত তোলা হলে (প্রতি চল্লিশ তোলায় এক তোলা হিসাবে) পাঁচ দিরহাম পরিমাণ যাকাত দিতে হবে (আবু দাঊদ, বাব ৫, নং ১৫৭৪)।

(২) অলঙ্কারের যাকাত زَكَاةُ الْحُلِيَّةِ

১০ঃ২

٣٧٩(٣٠)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اِمْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ .

৩৭৯(৩০)। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক মহিল তার কণ্যাসহ রাসূলুল্লাহ

-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তার কণ্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাকন ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ তোমরা কি এর যাকাত দাও? মহিলা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ্ বলেন ঃ তুমি কি পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর পরিবর্তে তোমাকে একজোড়া আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী -এর সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি মহামহিম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য (আবু দাঊদ, যাকাত, বাব ৪, নং ১৫৬৩)।

٣٨٠(٣١)- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدّٰى زَكَاتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .

৩৮০(৩১)। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই অলংকার 'কান্‌য' হিসাবে গণ্য হবে কি? তিনি বলেন ঃ যে মালের পরিমাণ এতটা হবে যার উপর যাকাত ধার্য হয়, তার যাকাত দিতে হবে, তা কান্‌য (ভূগর্ভে গচ্ছিত ধন) নয় (আবু দাঊদ, ঐ, নং ১৫৬৪)।

٣٨١(٣٢)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰى فِىْ يَدِىْ فَتَخَاتٍ مِّنْ وَّرِقٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ .

৩৮১(৩২)। আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইব্‌নুল হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড়ো বড়ো আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন ঃ হে

আয়েশা! এ কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা করার জন্য তা গড়িয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাকো? আমি বললাম, না, অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট (আবু দাউদ, ঐ, নং ১৫৬৫)।

(৩) ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত زَكَاةُ اَمْوَالِ التِّجَارَةِ

১০ ঃ ৩০

٣٨٢(٣٣)- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَانَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

৩৮২(৩৩)। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ৩, নং ১৫৬২)।

(৪) গবাদি পশুর যাকাত زَكَاةُ الْاَنْعَامِ

১০ ঃ ৩১

٣٨٣(٣٤)- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْاِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبُرِّ صَدَقَتُهُ .

৩৮৩(৩৪)। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ উটের উপর তার যাকাত ধার্য হবে, মেষ-বকরীর উপর তার যাকাত ধার্য হবে, গরু-মহিষের উপর তার যাকাত ধার্য হবে এবং গমের (উৎপাদিত শস্যের) উপর তার যাকাত ধার্য হবে (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫খ., পৃ. ১৭৯, নং ২১৮৯০)।

১০ ঃ ৩২

٣٨٤(٣٥)- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ وَاَمَرَنِى اَنْ اٰخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ وَاَمَرَنِى اَنْ اٰخُذَ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا حَوْلِيًّا وَاَمَرَنِى فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِىْ نِصْفَ الْعُشْرِ .

৩৮৪(৩৫)। মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (অমুসলিম) ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের বস্তু গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে আরো আদেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি বছর প্রতি চল্লিশটি গরুর জন্য একটি পূর্ণ বয়স্ক (তিন বছর বয়সী) গাভী এবং ত্রিশটি গরুর জন্য একটি বাছুর (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করি। আর তিনি আমাকে আরো নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির ফসলের এক-দশমাংশ (উশর) এবং সেচের মাধ্যমে সিক্ত জমির ফসলের অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করি (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫খ., পৃ. ২৩৩, নং ২২৩৮৭)।

টীকা ঃ কেবল মুসলিম ব্যক্তির গবাদি পশুর উপর যাকাত এবং তার ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের উশর ধার্য হবে, অমুসলিম নাগরিকের সম্পদে নয় (অনু.)।

১০ ঃ ৩৩

٣٨٥(٣٦)-عَنْ يَحْىَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُصَدِّقُ اَهْلَ الْيَمَنِ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا قَالَ هَارُوْنُ وَالتَّبِيْعُ الْجَذَعُ اَوِ الْجَدَعَةُ وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً قَالَ فَعَرَضُوْا عَلَىَّ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْاَرْبَعِيْنَ قَالَ هَارُوْنُ مَا بَيْنَ الْاَرْبَعِيْنَ وَالْخَمْسِيْنَ وَبَيْنَ السِّتِّيْنَ وَالسَّبْعِيْنَ وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِيْنَ وَالتِّسْعِيْنَ فَاَبَيْتُ ذَاكَ وَقُلْتُ لَهُمْ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَدِمْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنَ السِّتِّيْنَ تَبِيْعَيْنِ وَمِنَ السَّبْعِيْنَ

مُسِنَّةً وَتَبِيْعًا وَمِنَ الثَّمَانِيْنَ مُسِنَّتَيْنِ التِّسْعِيْنَ ثَلاَثَةَ اَتْبَاعٍ وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيْعَيْنِ وَمِنَ الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ثَلاَثَ مُسِنَّاتٍ اَوْ اَرْبَعَةَ اَتْبَاعٍ قَالَ وَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ اٰخُذَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ هَارُوْنُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّبْلُغَ مُسِنَّةً اَوْ جَذَعًا وَزَعَمَ اَنَّ الْاَوْقَاصَ لاَ فَرِيْضَةَ فِيْهَا .

৩৮৫(৩৬)। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে ইয়ামানবাসীদের নিকট পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ আমি যেন প্রতি তিরিশ সংখ্যক গরুর যাকাত বাবদ একটি তাবীআ (এক বছর বয়সের বাছুর) এবং প্রতি চল্লিশ সংখ্যক গরুর যাকাত বাবদ একটি মুসিন্না (দুই বছর বয়সের বাছুর) গ্রহণ করি। রাবী হারূন (র) বলেন, আত-তাবী' হলো এড়ে বা বকনা বাছুর। রাবী বলেন, লোকজন চল্লিশ সংখ্যক গরুর যাকাত গ্রহণের জন্য তা আমার নিকট পেশ করে। অধস্তন রাবী হারূন বলেন, অর্থাৎ চল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যবর্তী সংখ্যক; যাট ও সত্তরের মধ্যবর্তী সংখ্যক এবং আশি ও নব্বই-এর মধ্যবর্তী সংখ্যক গরুর যাকাত আদায়ের সমস্যা উদ্ভূত হয়। আমি এগুলোর যাকাত গ্রহণ করতে রাজী হলাম না। আমি জনগণকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর সমাধান জেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। অতএব আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি আমাকে নিম্নোক্ত হারে যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দেন ঃ তিরিশ সংখ্যক গরুতে একটি তাবীআ, চল্লিশ সংখ্যকে একটি মুসিন্না, ষাট সংখ্যকে দু'টি তাবীআ, সত্তর সংখ্যকে একটি তাবীআ ও একটি মুসিন্না, আশি সংখ্যকে দু'টি মুসিন্না, নব্বই সংখ্যকে তিনটি তাবীআ, এক শত সংখ্যকে একটি মুসিন্না ও দু'টি তাবীআ, এক শত দশ সংখ্যকে দু'টি মুসিন্না ও একটি তাবীআ, এক শত বিশ সংখ্যকে তিনটি মুসিন্না অথবা চারটি তাবীআ। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সংখ্যার মধ্যবর্তীর জন্য কিছু গ্রহণ না করার নির্দেশ দেন, যতক্ষণ না তা মুসিন্না অথবা তাবীআ প্রদান ওয়াজিব হওয়ার সংখ্যায় পৌঁছে (মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ., পৃ. ২৪০, নং ২২৪৩৫)।

٣٨٦ (٣٧) - عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ اِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ فَكَانَ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِيْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ ابْنَةُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ . وَفِي الْغَنَمِ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ اَثْلاَثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَاَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يُذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .

৩৮৬(৩৭)। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (বিভিন্ন এলাকার) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট পত্র লিখে তা প্রেরণের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। তিনি নির্দেশনামাখানি তাঁর তরবারির সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা) (খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উমার (রা)-ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করেন। উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু ছিল ঃ পাঁচটি উটের যাকাত হলো একটি বকরী এবং দশটি উটের যাকাত হলো দু'টি বকরী, পনেরটি উটের জন্য তিনটি, বিশটির জন্য চারটি, পঁচিশের জন্য এক বছর বয়সের একটি মাদী উট এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। অতঃপর একটি বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যক উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। যখন এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য গর্ভধারণক্ষম চার বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ এক ষষ্টিটি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত সংখ্যক উটের জন্য পাঁচ বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন এর সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হলে এর জন্য দু'টি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একানব্বই থেকে এক শত বিশটি উট হলে গর্ভধারণ উপযোগী দু'টি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা যদি তারও অধিক হয় তবে প্রতি পঞ্চাশের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে এবং প্রতি চল্লিশ উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

বকরীর ক্ষেত্রে চল্লিশ থেকে এক শত বিশটির যাকাত হলো একটি বকরী। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয় তবে দুই শত পর্যন্ত দুইটি বকরী দিতে হবে। এর উপর একটি বৃদ্ধি হলে তিন শত পর্যন্ত তিনটি বকরী প্রদান করতে হবে। বকরীর সংখ্যা এর অধিক হলে প্রতি শতের জন্য একটি বক্রী প্রদান করতে হবে এবং এক শত পূর্ণ না হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে না। যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র ও একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই শরীকের উপর যে যাকাত নির্ধারিত হবে তারা পরস্পর অংশ অনুপাতে প্রদান করবে। যাকাত গ্রহণকারী যাকাত বাবদ বৃদ্ধ পশু গ্রহণ করবে না এবং ত্রুটিযুক্ত পশুও গ্রহণ করবে না। আয-যুহরী (র) বলেন, যাকাত উসুলকারী এলে

বকরীকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে হবে—এক-তৃতীয়াংশ নিম্ন মানের, এক-তৃতীয়াংশ উত্তম মানের এবং এক-তৃতীয়াংশ মধ্যম মানের। যাকাত উসূলকারী মধ্যম মানের অংশ থেকে (যাকাত) গ্রহণ করবে। তিনি গরু সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ৫, নং ১৫৬৮)।

টীকা ঃ এ হাদীসে যাকাত সংগ্রহকারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন কাউকে যাকাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্য তার বা তাদের সংযুক্ত পশুপালকে বিভক্ত করে যাকাত প্রাক্কলন না করে, তেমনি বেশি যাকাত ধার্য করার লক্ষ্যে কারো বিভক্ত ও স্বতন্ত্র পশুপালকে একত্রে হিসাব না করে। এ হাদীস যাকাত-দাতাদের জন্যও প্রযোজ্য; তারা যেন যাকাত এড়াবার জন্য কোনরূপ কৌশলের আশ্রয় না নেয় (অনু.)।

১০ ঃ ৩৫

٣٨٧(٣٨)- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ الَى الْبَحْرَيْنِ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ) هٰذِه فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ الٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلاَثِيْنَ الٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ الٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَّسِتِّيْنَ الٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاذَا بَلَغَتْ يَعْنِىْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ الٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ فَاذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ الٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ فَاذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ . وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ

مَعَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِّنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِّنَ الْاِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِىْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلاَثَ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلاَثَ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا .

৩৮৭(৩৮)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) তাকে বাহ্‌রাইনে প্রেরণকালে তার জন্য এ পত্রটি লিখেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এই হচ্ছে ফরয যাকাত সম্পর্কে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে যার কাছেই এর ভিত্তিতে যাকাত চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। আর যার কাছে এর বেশী চাওয়া হবে সে যেন তা না দেয়। চব্বিশটি বা তার কম সংখ্যক উটের ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। এর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছলে পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত একটি 'বিনতে মাখাদ (দুই বছর বয়সের মাদী উট)। এরপর যখন তার সংখ্যা ছত্রিশে পৌঁছবে তখন পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত একটি 'বিনতে লাবূন' (তিন বছরে পদার্পণকারী মাদী উট)। এরপর যখন তার সংখ্যা ছেচল্লিশে পৌঁছবে তখন ষাটটি পর্যন্ত একটি 'হিককাহ' (পূর্ণ তিন বছর বয়সের মাদী উট যা সঙ্গম উপযোগী হয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করে)। এরপর যখন তার সংখ্যা একষট্টিতে উপনীত হয় তখন পঁচাত্তরটি পর্যন্ত একটি 'জাযাআহ' (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। এরপর যখন তার সংখ্যা ছিয়াত্তরে উপনীত হয় তখন নব্বইটি পর্যন্ত দু'টি 'বিনতে লাবূন'। এরপর যখন তার সংখ্যা একানব্বই-এ উপনীত হয় তখন এক শত বিশটি পর্যন্ত দুইটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী সঙ্গমোপযোগী উষ্ট্রী। এরপর এক শত বিশের বেশী হলে প্রতি চল্লিশটির জন্য

একটি ‘বিনতে লাবূন’ এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য একটি ‘হিক্কাহ’। আর যে ব্যক্তির কেবল চারটি উট আছে তাকে যাকাত দিতে হবে না, যদি না তার মালিক ইচ্ছা করে। অতঃপর যখন উটের সংখ্যা পাঁচটিতে উপনীত হয় তখন তার জন্য একটি বকরী দিতে হবে। আর বিচরণকারী বকরীর (ছাগল, ভেড়া, মেষ) যাকাত এই যে, চল্লিশ থেকে এক শত পর্যন্ত সংখ্যকের জন্য একটি বকরী। এরপর এক শত বিশটির বেশী দুই শতটি পর্যন্ত দুইটি বকরী। অতঃপর তা বেড়ে দুই শতের বেশী হলে তিন শতটি পর্যন্ত তিনটি। এরপর তা বেড়ে তিন শতের উপরে গেলে প্রতি এক শতটির জন্য একটি বকরী। আর কোন ব্যক্তির বিচরণশীল বকরীর সংখ্যা যখন চল্লিশটির চেয়ে একটিও কম হয় সেক্ষেত্রে তাকে যাকাত দিতে হবে না, যদি না তার মালিক ইচ্ছা করে। আর রূপার জন্য শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে কারো যদি এক শত নব্বই (দিরহাম)-এর বেশী না থাকে তাহলে তাকে কিছুই দিতে হবে না, যদি না তার মালিক ইচ্ছা করে (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ৩৮, নং ১৪৫৪)।

(চ) বছর পূর্ণ হওয়া حَوْلاَنُ الْحَوْلِ

১০ ঃ ৩৬

৩৮৮(৩৯)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ زَكٰوةَ فِيْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

৩৮৮(৩৯)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কোন সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না, যতক্ষণ না তা পূর্ণ এক বছর স্থায়ী হয় (ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, বাব ৫, নং ১৭৯২)।

টীকা ঃ যাকাতযোগ্য মাল পূর্ণ এক চান্দ্র বছর মালিকের মালিকানাধীন থাকাকে ‘বছর পূর্তি হওয়া’ বুঝায় (অনু.)।

১০ ঃ ৩৭

৩৮৯(٤٠)- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِه قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ .

৩৮৯(৪০)। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস (রা) মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত প্রদান সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন (ইবনে মাজা, যাকাত, বাব ৭, নং ১৭৯৫)।

(ছ) যাকাত বহির্ভূত মাল اَلْاِسْتِثْنَاءَاتُ

১০ ঃ ৩৮

٣٩٠(٤١)- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَفٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِبِلِ الْعَوَامِلِ تَكُوْنُ فِى الْمِصْرِ وَعَنِ الْغَنَمِ تَكُوْنُ فِى الْمِصْرِ فَاذَا رَعَتْ وَجَبَتْ فِيْهَا الزَّكَاةُ وَعَنِ الدُّوْرِ وَالرَّقِيْقِ وَالْخَيْلِ وَالْحُمُرِ وَالْبُرِّ اَذِيْنٍ وَالْكَسْوَةِ وَالْيَاقُوْتِ وَالزُّمُرُّدِ مَا لَمْ تَرِدْ بِهِ تِجَارَةً .

৩৯০(৪১)। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনবসতির ভারবাহী উটের ও মেষ-বকরীর পালের যাকাত মওকূফ করেছেন। কিন্তু যখন তা (চারণভূমিতে) চরে বেড়াবে, তখন তার জন্য যাকাত বাধ্যতামূলক হবে। এছাড়া তিনি বসতবাড়ী, ক্রীতদাস, ঘোড়া, গাধা, ভারবাহী পশু, পোশাক, নীলকান্ত মণি ও পান্নার যাকাত মওকূফ করেছেন, যদি তা ব্যবসায়িক পণ্য না হয় (মুসনাদ যায়েদ ইবনে আলী, নং ৩৮৩)।

১০ ঃ ৩৯

٣٩١(٤٢)-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَسْتُ اٰخُذُ فِىْ اَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتّٰى اٰتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَاْمُرْنِىْ فِيْهَا بِشَىْءٍ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ لَسْتُ بِاٰخِذٍ فِى الْاَوْقَاصِ .

৩৯১(৪২)। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গরুর ভগ্নাংশের যাকাত গ্রহণ করবো না – যাবত না আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ২৩১, নং ২২৩৬৮)।

٣٩٢(٤٣)- عَنْ طَاوُسٍ أُتِـىَ مُعَاذٌ بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ فَقَالَ لَمْ يَأْمُـرْنِـى النَّبِىُّ ﷺ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ قَالَ سُفْيَانُ الْأَوْقَاصُ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِيْنَ .

৩৯২(৪৩)। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। মুআয (রা)-র নিকট তিরিশের কম সংখ্যক গরু ও মধু উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে এই বিষয়ে কিছু নির্দেশ দেননি। সুফিয়ান (র) বলেন, 'আল-আওকাস' অর্থ তিরিশের কম সংখ্যক (মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ., পৃ. ২৩১, নং ২২৩৬৯)।

১০ ঃ ৪০

٣٩٣(٤٤)- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُوْرِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَ فِى الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ .

৩৯৩(৪৪)। আবু উমামা ইবনে সাহ্ল (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জু'রূর ও লাওনুল হুবাইক থেকে যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আয-যুহরী (র) বলেন, এ দু'টি হচ্ছে মদীনার দুই ধরনের খেজুর (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ১৬, নং ১৬০৭)।

১০ ঃ ৪১

٣٩٤(٤٥)- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلَا فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

৩৯৪(৪৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুসলমানের ক্রীতদাস ও ঘোড়ার উপর কোন যাকাত নেই (মুসলিম, যাকাত, বাব ১, নং ২২৭৩/৮)।

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্যবহারিক প্রয়োজনে যেসব আসবাবপত্র রাখা হয় তার উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে ঘোড়া ও ক্রীতদাস ইত্যাদি যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে। এটাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, হাম্মাদ ইবনে

আবু সুলায়মান ও যুফারের মতে প্রতি ঘোড়ার উপর এক দীনার হিসাবে যাকাত ওয়াজিব। তবে ইচ্ছা করলে মালিক ঘোড়ার মূল্য সাব্যস্ত করে ২.৫০% হিসাবেও যাকাত আদায় করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এই শেষোক্ত অভিমতের পক্ষে কোন দলীল নেই (অনু.)।

٣٩٥(٤٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَمْرُو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

৩৯৫(৪৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার উপর কোন সদাকা (যাকাত) ধার্য হয় না (মুসলিম, ঐ, নং ২২৭৪/৯)।

১০ ঃ ৪২

٣٩٦(٤٧)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَمِيْرِ فِيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ مَا جَاءَنِىْ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ .

৩৯৬(৪৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, গাধার যাকাত দিতে হবে কিনা? তিনি বলেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যতীত এসম্পর্কে আমার নিকট কোন নির্দেশ আসেনি ঃ "কেউ অণু পরিমাণ সতকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে সেও তা দেখতে পাবে" (সূরা আয-যিলযাল ঃ ৭-৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ৪২৩-৪, নং ৯৪৭০)।

(জ) যাকাত সংগ্রহ করা تَحْصِيْلُ الزَّكَاةِ

১০ ঃ ৪৩

٣٩٧(٤٨)- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهِ .

৩৯৭(৪৮)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যাকাত বিভাগের সত্যবাদী কর্মচারী আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত সৈনিকতুল্য যাবত না সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, বাব ৭, নং ২৯৩৬)।

১০ ঃ ৪৪

٣٩٨(٤٩)- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ .

৩৯৮(৪৯)। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রদত্ত উপহার হলো আত্মসাৎ (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫খ., ৪২৪, নং ২৩৯৯৯)।

১০ ঃ ৪৫

٣٩٩٧(٥٠)- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِّنَ الْاَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ اَفَلاَ قَعَدَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ فِىْ بَيْتِ اُمِّهِ حَتّٰى يَنْظُرَ اَيُهْدٰى اِلَيْهِ اَمْ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى عُنُقِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَتَىْ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৯(৫০)। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তার নাম ছিল ইবনুল

লুতবিয়া। আমর এবং আবু উমার (র) বলেন, তাকে যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। সে (মদীনায়) ফিরে এসে বললো, এগুলো আপনাদের জন্য (এগুলো যাকাতের মাল), আর এগুলো আমার। এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন ঃ কি হলো কর্মচারীর। আমি তাকে (যাকাত সংগ্রহের জন্য) প্রেরণ করি। সে ফিরে এসে বলে, 'এটা তোমাদের জন্য আর ওটা আমার জন্য'। সে তার পিতার ঘরে অথবা তার মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? তারপর দেখুক তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। সে চিৎকাররত উট অথবা হাম্বা হাম্বা রবে চিৎকাররত গরু অথবা ভ্যাঁভ্যাঁ রবে চিৎকাররত ছাগল কাঁধে করে নিয়ে আসবে। অতঃপর তিনি (নবী ﷺ) নিজ হস্তদ্বয় এমনভাবে উপরের দিকে উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তিনি দু'বার বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি কি আপনার বিধান যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছি?

(ঝ) যাকাত পরিশোধ اَدَاءُ الزَّكَاةِ

১০ ঃ ৪৬

٤٠٠(٥١)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاَتَاهُ اَبِىْ اَبُوْ اَوْفٰى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى .

৪০০(৫১)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কোন গোত্র সদাকা (যাকাত) নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর সদয় হোন।" একবার আমার পিতা আবু আওফা (রা) তার সদাকা নিয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন" (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫৪, নং ২৪৯২/১৭৬)।

১০ ঃ ৪৭

٤٠١ (٥٢)- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ .

৪০১(৫২)। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে যাকাত আদায়কারী আসলে তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করো, যাতে সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় ফিরে যেতে পারে (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫৫, নং ২৪৯৪/১৭৭)।

টীকা ঃ যেহেতু যাকাত আদায়কারীগণ ইমাম বা আমীরের প্রতিনিধি, তাই তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত। আমীরের অনুসরণ ও তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার মধ্যেই ইসলামী উম্মাহ্‌র ঐক্য ও মধুর সম্পর্ক নির্ভরশীল (অনু.)।

১০ ঃ ৪৮

٤٠٢ (٥٣)- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ اُنَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَنَا فَيَظْلِمُوْنَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّىْ مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّىْ رَاضٍ .

৪০২(৫৩)। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করলেন, কোন কোন যাকাত আদায়কারী আমাদের কাছে গিয়ে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তোমরা যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো (যদিও তারা বাড়াবাড়ি করে)। জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একথা শোনার পর থেকে যখনই কোন যাকাত আদায়কারী আমার কাছে আসতেন আমি তাকে সন্তুষ্ট না করে ছাড়তাম না (মুসলিম, যাকাত, বাব ৭, নং ২২৯৮/২৯)।

১০ঃ ৪৯

৪০৩(৫٤)- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

৪০৩(৫৪)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) তাকে পত্র লিখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন ঃ দুই অংশীদার তাদের নিজ নিজ অংশ অনুপাতে যাকাত পরিশোধ করবে (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ৩৫, নং ১৪৫১)।

১০ঃ ৫০

٤٠٤(٥٥)- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ ﷺ وَلاَ يُخْرَجُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ اِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

৪০৪(৫৫)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পত্র মারফত আবু বাক্‌র (রা) তাকে জানিয়েছেন, "কেউ যেন বৃদ্ধ পশু অথবা ত্রুটিযুক্ত পশু অথবা নর পশু যাকাত বাবদ না দেয়—যদি না যাকাত আদায়কারী তা স্বেচ্ছায় নিতে চায় (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ৩৯, নং ১৪৫৫)।

(ঞ) যাকাত ব্যয় تَوْزِيْعُ الزَّكَاةِ

(১) ধনী লোককে যাকাত দেয়া জায়েয নয় لاَ يَجُوْزُ اَدَاءُ الزَّكَاةِ لِلْغَنِىِّ

১০ঃ ৫১

٤٠٥(٥٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِىٍّ .

৪০৫(৫৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য এবং দৈহিকভাবে সুস্থ-সবল লোকের জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয় (নাসাঈ, কিতাবুয যাকাত, বাব ৯০, নং ২৫৯৮)।

১০ ঃ ৫২

٤٠٦(٥٧)- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ .

৪০৬(৫৭)। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ধরনের লোক ব্যতীত ধনীদের জন্য যাকাত হালাল নয় ঃ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত ব্যক্তি, যাকাত আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তা (যাকাতের মাল) নিজের মাল দ্বারা ক্রয় করে নিয়েছে এবং যে (সচ্ছল) ব্যক্তির দরিদ্র প্রতিবেশীকে যাকাত দেয়া হয়েছে, এরপর সে তা (থেকে) উক্ত (সচ্ছল) ব্যক্তিকে উপহার দিয়েছে (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ২৫, নং ১৬৩৫)।

٤٠٧(٥٨)- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ابْنِ السَّبِيْلِ اَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِيْ لَكَ اَوْ يَدْعُوْكَ .

৪০৭(৫৮)। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তবে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে নিয়োজিত ব্যক্তি, পথিক (পরিব্রাজক) এবং দরিদ্র প্রতিবেশী- যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তোমাকে উপঢৌকন দিলে অথবা তোমাকে দাওয়াত করে খাওয়ালে তা জায়েয (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাব ২৫, নং ১৬৩৭)।

(২) যাকাত গরীবের প্রাপ্য اَلزَّكَاةُ حَقُّ الْمِسْكِيْنِ

১০ঃ৫৩

٤٠٨(٥٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهٰذَا الطَّوَافِ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُّغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْاَلُ النَّاسَ شَيْئًا .

৪০৮(৫৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং দুই-এক গ্রাস খাবার বা দুই-একটা খেজুর ভিক্ষা নিয়ে ফিরে যায় তারা (প্রকৃত) মিসকীন নয়। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বলেন ঃ মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর মত সামর্থ্য যার নেই, সমাজের মানুষও তাকে অভাবী বলে জানে না—যাতে তাকে দান করতে পারে এবং সে নিজেও (মুখ খুলে) কারো কাছে কিছু চায় না (এ ব্যক্তি হলো প্রকৃত মিসকীন অর্থাৎ আর্থিক অনটনক্লিষ্ট গরীব ভদ্রলোক) (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৪, নং ২৩৯৩/১০১)।

(৩) لاَ يَجُوْزُ اَدَاءُ الزَّكَاةِ لِاٰلِ الْبَيْتِ

নবী ﷺ-এর পরিবারের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়

১০ঃ৫৪

٤٠٩(٦٠)- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنُ زِيَادٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَخْ كَخْ اِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ .

৪০৯(৬০)। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ থু থু করে এটা ফেলে দাও। তুমি কি জানো না, আমরা সদাকা (যাকাত) খাই না (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫০, নং ২৪৭৩/১৬১)?

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, যেসব কাজ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অবৈধ তা থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও ফিরিয়ে রাখা অভিভাবকদের কর্তব্য (অনু.)।

٤١٠ (٦١) - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ لَاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ ثُمَّ اَرْفَعُهَا لِاٰكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاَلْقِيْهَا .

৪১০(৬১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমি ঘরে ফিরে গিয়ে (কোন কোন সময়) আমার বিছানার উপর খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। আমি তা খাওয়ার জন্য তুলে নেই, কিন্তু পরক্ষণেই সদাকার খেজুর হতে পারে এই আশংকায় তা ফেলে দেই (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫০, নং ২৪৭৬/১৬২)।

১০ ঃ ৫৫

٤١١ (٦٢) - عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالاَ وَاللّٰهِ لَوْ بَعَثْنَا هٰذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ قَالاَ لِىْ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ فَاَمَّرَهُمَا عَلٰى هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَاَدَّيَا مَا يُؤَدِّى النَّاسُ وَاَصَابَا مِمَّا يُصِيْبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَاهُمَا فِىْ ذٰلِكَ جَاءَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ لاَ تَفْعَلاَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ

وَاللّٰه مَا تَصْنَعُ هٰذَا الاَّ تَفَاسَةً مِّنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللّٰه لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِىٌّ اَرْسِلُوْهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِىٌّ قَالَ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الظُّهْرَ سَبَقَاهُ اِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِاٰذَانِنَا ثُمَّ قَالَ اَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ اَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَنْتَ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلٰى بَعْضِ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّى النَّاسُ وَنُصِيْبَ كَمَا يُصِيْبُوْنَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيْلاً حَتّٰى اَرَدْنَا اَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ اَنْ لاَّ تُكَلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِىْ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ اُدْعُوَا لِىْ مَحْمِيَةَ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ اِبْنَتَكَ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَاَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ اِبْنَتَكَ لِىْ فَاَنْكَحَنِىْ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لِىْ .

৪১১(৬২)। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাবী'আ ইবনুল হারিস ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) সম্মিলিতভাবে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা এ ছেলে দু'টিকে অর্থাৎ আমি ও ফাদল ইবনে আব্বাসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যদি পাঠিয়ে দিতাম এবং তারা উভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাদেরকে যাকাত

আদায়কারী হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করতো। অতঃপর তারা অন্যান্য আদায়কারীদের ন্যায় যাকাত আদায় করে আনবে এবং অন্যরা যেভাবে পারিশ্রমিক পায় তারাও সেভাবে পারিশ্রমিক পেতো। রাবী বলেন, তারা উভয়ে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এসে তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তারা প্রস্তাবটি তার কাছে উত্থাপন করলেন। আলী (রা) বললেন, তোমরা এ কাজ করো না। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি এটা করবেন না (কারণ আমাদের জন্য যাকাত হারাম)। তখন রাবী'আ ইবনুল হারিস (রা) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি শুধু বিদ্বেষের বশীবর্তী হয়েই আমাদের সাথে এরূপ করছো। অথচ তুমি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছো, এজন্যে তো তোমার প্রতি আমরা কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করি না! আলী (রা) বললেন, এদের দু'জনকে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর তারা উভয়ে চলে গেলো এবং আলী (রা) বিছানায় শুয়ে থাকলেন। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবীআ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের নামায আদায় করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি করে তার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই তার কামরার কাছে গিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দু'জনের কান ধরে (স্নেহসিক্ত কণ্ঠে) বললেনঃ কোন মতলবে এসেছো! বলে ফেলো। তারপর তিনি ও আমরা হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)--এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, এবার আমরা পরস্পরকে কথাটি তোলার জন্য বলছিলাম। অবশেষে আমাদের একজন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! "আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমাদের এখন বিবাহের বয়স হয়েছে, অথচ আমরা বেকার। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। অন্যান্য যাকাত আদায়কারীদের মত আপনি আমাদেরকেও যাকাত আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ করুন। অন্যান্যরা যেভাবে যাকাত আদায় করে এনে আপনাকে দেয় আমরাও তাই করবো এবং তাদের মত আমরাও কিছু পারিশ্রমিক পাবো। এ কথার পর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা পুনর্বার আমাদের কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পর্দার আড়াল থেকে যয়নব (রা) কথা না বলার জন্য আমাদেরকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজন তথা বংশধরদের জন্য 'যাকাত' গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা যাকাত হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা। বরং তোমরা গিয়ে খুমুসের কোষাধ্যক্ষ মাহমিয়াহ ও

নাওফাল ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে আমার কাছে ডেকে আনো। রাবী বলেন, তারা দু'জনে এসে উপস্থিত হলে প্রথমে তিনি (নবী ﷺ) মাহমিয়াকে বললেন ঃ তুমি তোমার কন্যাকে এই ছেলে অর্থাৎ ফাদল ইবনে আব্বাসের সাথে বিবাহ দাও। তিনি তাই করলেন। অতঃপর তিনি নাওফাল ইবনুল হারিসকে বললেন ঃ তুমি এই ছেলের সাথে তোমার কন্যাকে বিবাহ দাও। তিনি আমাকেও বিবাহ করিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন ঃ এই দুইজনের পক্ষ থেকে এতো এতো পরিমাণ মোহরানা খুমুসের তহবিল থেকে পরিশোধ করে দাও। আয-যুহরী (র) বলেন, আমার শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছে মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ উল্লেখ করেননি (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫১, নং ২৪৮১/১৬৭)।

১০ ঃ ৫৬

٤١٢(٦٣)- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ اِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ اِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ اُعْطِيَتْهُ مَوْلاَتِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِّبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

৪১২(৬৩)। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উবাইদ ইবনুস সাব্বাক (র) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রী জুয়াইরিয়া (রা) তাকে এই হাদীস অবহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে এসে বললেন ঃ খাওয়ার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কাছে খাওয়ার মত কিছু নেই। তবে বকরীর কয়েকটি হাড় আছে। এটা আমার মুক্তদাসীকে সদাকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তা আমার কাছে নিয়ে এসো, কেননা সদাকা তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছে (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫২, নং ২৪৮৩/১৬৯)।

টীকা ঃ সদাকা প্রাপকের হস্তগত হওয়ার পর সে যদি অন্য কাউকে তা পুনরায় দান করে বা উপঢৌকন হিসাবে দেয় তখন এটা আর সদাকা হিসেবে গণ্য হয় না। যাদের জন্য সদাকা গ্রহণ নিষিদ্ধ তারাও এটা গ্রহণ করতে পারে (অনু.)।

٤١٣(٦٤)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَهْدَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪১৩(৬৪)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা) নবী ﷺ-কে কিছু গোশত উপহার দিলেন। এটা তাকে সদাকা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো। নবী ﷺ বললেন ঃ এ গোশত তার (বারীরার) জন্য সদাকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসেবে গণ্য (মুসলিম, ঐ, নং ২৪৮৫/১৭০)।

টীকা ঃ আরবী সদাকা শব্দটি যাকাত, ঐচ্ছিক দান-খয়রাত ও মানতের বস্তু এই তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে মানতের বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অনু.)।

(ট) যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব اَلْاٰثَارُ الْاِقْتِصَادِيَةُ لِلزَّكَاةِ

১০ ঃ ৫৭

٤١٤(٦٥)- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَيُوْشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِيْ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِيْ اُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْاَمْسِ قَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْاٰنَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا .

৪১৪(৬৫)। হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সদাকা (যাকাত) দাও, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তার সদাকা নিয়ে যাকে দিতে যাবে সে বলবে, যদি তুমি গতকাল আসতে তাহলে আমি এটা গ্রহণ করতাম। এখন তা আমার আর প্রয়োজন নেই। অতঃপর সে সদাকা নেয়ার মত কোন লোক পাবে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৮, নং ২৩৩৭/৫৮)।

٤١٥(٦٦)- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتّٰى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى تَعُوْدَ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا .

৪১৫(৬৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত সম্পদের প্রাচুর্য না আসবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে কিন্তু তা নেয়ার মত লোক পাবে না। আরবের মাঠ-ঘাট তখন চারণভূমি ও নদী-নালায় পরিণত হবে (মুসলিম, ঐ, নং ২৩৩৯/৬০)।

(৩) উশর (কৃষি পণ্যের যাকাত) اَلْعُشْرُ

(ক) উশরের হার مَعْدِلُ الْعُشْرِ

১০ ঃ ৫৮

٤١٦(٦٧)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

৪১৬(৬৭)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে জমি নদী-নালা ও বর্ষার পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর (উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের একভাগ যাকাত) ধার্য হবে। আর যে জমিতে উটের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয় তাতে অর্ধেক উশর (বিশ ভাগের একভাগ যাকাত) ধার্য হবে (মুসলিম, যাকাত, বাব ১, নং ২২৭২/৭)।

১০ ঃ ৫৯

٤١٧(٦٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

৪১৭(৬৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার পানিতে সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ এবং সেচকার্য দ্বারা জমিনের উৎপন্ন ফসলের বিশের এক অংশ যাকাত হিসাবে দিতে হবে (ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, বাব ১৭, নং ১৮১৬)।

(খ) 'উশরের পরিমাণ নির্ধারণ تَخْمِيْنُ الْعُشْرِ

১০ ঃ ৬০

٤١٨(٦٩)- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اِلٰى مَجْلِسِنَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَّمْ تَدَعُوْا اَوْ تَجِدُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .

৪১৮(৬৯)। আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্ল ইবনে আবু হাছমা (রা) আমাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন ঃ ফসল সংগ্রহকালে তোমরা যখন (অনুমানে) পরিমাণ নির্ধারণ করবে তখন (ফসলের) এক-তৃতীয়াংশ বাদ দাও। যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে না পারো তাহলে এক-চতুর্থাংশ বাদ দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, "প্রাক্কলনকারী (মালিকের) উৎপাদন খরচ বাবদ এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাব ১৫, নং ১৬০৫)।

১০ ঃ ৬১

٤١٩(٧٠)- عَنْ عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَّخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ .

৪১৯(৭০)। আত্তাব ইবনে আসীদ/উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফল পাকার মৌসুমে লোকদের কাছে কাউকে পাঠাতেন, যিনি তাদের আঙ্গুরের ও তাদের ফলের অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করতেন (ইবনে মাজা, কিতাবুয যাকাত, বাব ১৮, নং ১৮১৯)।

(গ) ফিতরা زَكَاتُ الْفِطْرِ

১০ ঃ ৬২

٤٢٠(٧١)- عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ سَاَلْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ثُمَّ نَزَلَتِ

الزَّكَاةُ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِلَ رَمَضَانُ ثُمَّ نَزَلَ رَمَضَانُ فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ .

৪২০(৭১)। আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে কায়েস (রা)-কে সদাকাতুল ফিত্‌র (ফিতরা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (ফিতরা প্রদানের) নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর যাকাতের বিধান নাযিল হলে তিনি আমাদেরকে ফিতরা দিতে বারণও করেননি এবং নির্দেশও দেননি, কিন্তু আমরা তা দিতে থেকেছি। আমি সা'দ (রা)-র নিকট আশূরার রোযা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন, রমযানের রোযার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাদেরকে আশূরার রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর রমযানের রোযার বিধান নাযিল হলে তিনি আমাদেরকে আশূরার রোযা রাখতে নির্দেশও দেননি এবং বারণও করেননি, আর আমরা তা রেখেছি (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৬খ., পৃ. ৬, নং ২৪৩৪১; নাসাঈ, যাকাত, বাব ৩৫ ঃ ফারদিস সাদাকাতিল ফিতর কাবলা নুযূলিয যাকাত, নং ২৫০৮, সংক্ষিপ্ত)।

১০ ঃ ৬৩

٤٢١ (٧٢)- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَمِيْرُ الْبَصْرَةِ فِيْ اٰخَرِ الشَّهْرِ اَخْرِجُوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا فَعَلِّمُوْا اِخْوَانَكُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّ هٰذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى حُرٍّ وَّمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ فَقَامُوْا .

৪২১(৭২)। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বসরার গভর্ণর থাকাকালীন রমযান মাসের শেষের দিকে বললেন, তোমরা নিজ নিজ রোযার ফিতরা আদায় করো। তাতে লোকেরা পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকলো। তিনি বললেন, এখানে মদীনাবাসী কারা আছে? তোমরা

উঠে দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাইদের অবগত করো। কারণ নিশ্চয়ই তারা (এ বিষয়ে) অবহিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষ ও নারী, স্বাধীন ও গোলাম নির্বিশেষে মাথা পিছু এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম ফিতরা হিসাবে ধার্য করেছেন। তারপর তারা তা আদায় করতে প্রস্তুত হলো (নাসাঈ, যাকাত, বাব ৩৬, নং ২৫১০)।

১০ ঃ ৬৪

٤٢٢(٧٣)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ .

৪২২(৭৩)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে (ঈদের) নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫, নং ২২৮৮/২২)।

১০ ঃ ৬৫

٤٢٣(٧٤)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عِدْلَ صَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ اَنْكَرَ ذٰلِكَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ لاَ اُخْرِجُ فِيْهَا اِلاَّ الَّذِىْ كُنْتُ اُخْرِجُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ .

৪২৩(৭৪)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এক সা' খেজুরের পরিবর্তে অর্ধ সা' গম (ফিতরার জন্য) নির্ধারণ করলে আবু সাঈদ (রা) এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমরা যেভাবে এক সা' খেজুর বা শুকনা আঙ্গুর বা যব বা পনির দিতাম, এখনো আমি সে পরিমাণই দিবো (মুসলিম, যাকাত, বাব ৪, নং ২২৮৭/২১)।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল থেকেই গমের বেলায় অর্ধ সা'-এর বিধানও প্রচলিত ছিল। অর্ধ সা' মুআবিয়া (রা) চালু করেছেন বলে অপপ্রচার করা হয় তা উদ্দেশ্যমূলক (অনু.)।

১০ ঃ ৬৬

٤٢٤(٧٥)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَثَةِ اَصْنَافِ الْاَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ .

৪২৪(৭৫)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিন প্রকারের জিনিস, যথা পনির, খেজুর ও বার্লি দিয়ে ফিতরা আদায় করতাম (মুসলিম, ঐ, নং ২২৮৬/২০)।

(৫) খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ) اَلْخُمُسُ

১০ ঃ ৬৭

٤٢٥(٧٦)- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِّنْ جَنْبِ بَعِيْرٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِىْ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هٰذِهِ اِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِسْمُ اَبِىْ سَلاَّمٍ مَمْطُوْرٌ وَهُوَ حَبَشِىٌّ وَاِسْمُ اَبِىْ اُمَامَةَ صُدَىُّ بْنُ عَجْلاَنَ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

৪২৫(৭৬)। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের যুদ্ধের দিন একটি উটের পাঁজরের এক গাছি পশম তুলে নিয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদেরকে 'ফাই' হিসাবে যা দিয়েছেন তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) ব্যতীত এই (সামান্য) পরিমাণ গ্রহণও আমার জন্য হালাল নয়। আর এই এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের জন্য ব্যয়িত হবে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু সাল্লামের নাম মামতূর এবং তিনি একজন হাবশী। আর আবু উমামা (রা)-র নাম সুদাই ইবনে আজলান। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত (নাসাঈ, কিতাবুল ফায়, নং ৪১৪৩)।

٤٢٦(٧٧)- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى بَعِيْرًا فَاَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَّلاَ هٰذِهِ اِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ .

৪২৬(৭৭)। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটের কাছে এসে সেটির কুঁজের

একগাছি পশম তাঁর আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে ধরে বললেন ঃ নিশ্চয় ফায় থেকে আমার জন্য এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত কোন প্রাপ্য নেই, এমনকি এটুকু পরিমাণও নয়। আর এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের জন্য ব্যয়িত হবে (নাসাঈ, কিতাবুল ফায়, নং ৪১৪৪)।

১০ ঃ ৬৮

٤٢٧(٧٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُـوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

৪২৭(৭৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ গবাদি পশুর ক্ষতির জন্য দণ্ড নেই, কূপের জন্য দণ্ড নেই এবং খনির জন্যও দণ্ড নেই। তবে ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব (মুসলিম, আকদিয়া, বাব ১১, নং ৪৪৬৫/৪৫)।

টীকা ঃ উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও গবাদি পশুর আক্রমণে কেউ আহত বা নিহত হলে তার জন্য তার মালিককে দিয়াত দিতে হবে না। কূপ অথবা খনি খননকালে অথবা অন্য কোনো সময়ে তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায় তবে তার জন্যে মালিককে দিয়াত দিতে হবে না, যদি কূপ বা খনি নিজস্ব জমিতে কিংবা জনশূন্য অঞ্চলে খনন করা হয়। অবশ্য মানুষের চলাচলের পথে কূপ খনন করা হলে সে ক্ষেত্রে দিয়াত দিতে হবে (অনু.)।

(৬) জিয্য়া اَلْجِزْيَةُ

১০ ঃ ৬৯

٤٢٨(٧٩)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى اُكَيْدِرِ دُوْمَةَ فَاَخَذُوْهُ فَاَتَوْهُ بِهٖ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ .

৪২৮(৭৯)। আনাস ইবনে মালেক (রা) ও উছমান ইবনে আবু সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে দূমা এলাকার শাসক উকায়দির-এর নিকট পাঠালেন। মুসলিম বাহিনী তাকে আটক করে তার (খালিদের) নিকট নিয়ে এলো। কিন্তু তিনি তার রক্তপাত ঘটাতে (হত্যা করতে) বাধা দিলেন এবং জিয্য়া প্রদানের শর্তে তার সাথে শান্তিচুক্তি করলেন (আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারা, বাব ২৯-৩০, নং ৩০৩৭)।

٤٢٩(٨٠)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى اَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِيْ صَفَرٍ وَالنِّصْفُ فِيْ رَجَبٍ يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَعَارِيَةِ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَرَسًا وَّثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا وَّثَلاَثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِّنْ اَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُوْنَ بِهَا وَالْمُسْلِمُوْنَ ضَامِنُوْنَ لَهَا حَتّٰى يَرُدُّوْهَا عَلَيْهِمْ اِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدُ ذَاتُ غَدْرٍ عَلٰى اَنْ لاَّ تُهْدَمَ لَهُمْ بِيْعَةٌ وَلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلاَ يُفْتَنُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوْا حَدَثًا اَوْ يَاْكُلُوا الرِّبَا قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَقَدْ اَكَلُوا الرِّبَا .

৪২৯(৮০)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীদের সাথে শান্তিচুক্তি করেন যে, তারা মুসলমানদেরকে জিয্‌য়াস্বরূপ (বছরে) দুই হাজার খণ্ড চাদর দিবে, এর অর্ধেক সফরে মাসে ও বাকী অর্ধেক রজব মাসে। এ ছাড়া তারা ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট ও যুদ্ধে ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের ত্রিশটি অস্ত্র ধার দিবে। মুসলমানরা তা (বর্ম, ঘোড়া, উট ও অস্ত্রগুলো) ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে এবং ইয়ামানে যদি কোন ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটে তাহলে মুসলমানরা তা (আদায়কৃত কর) তাদেরকে ফেরত দিবে। তাদের ইবাদতখানাগুলো ধ্বংস করা হবে না, তাদের যাজকদেরকে বহিষ্কার করা হবে না এবং তাদেরকে তাদের ধর্মের কারণে কষ্ট দেয়া হবে না, যতক্ষণ না তারা কোনরূপ (ষড়যন্ত্রমূলক বা বিদ্রোহাত্মক) ঘটনা ঘটায় বা সুদের লেনদেন করে। ইসমাঈল (র) বলেন, তারা সুদের লেনদেন করতো (আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারা, বাব ২৯-৩০, নং ৩০৪১)।

১০ : ৭১

٤٣٠(٨١)- عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلٰى مُنَاذِرَ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ اُنْظُرْ مَجُوْسَ مِنْ قِبَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمُ

الْجِزْيَةَ فَانَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ .

৪৩০(৮১)। বাজালা ইবনে আবদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুনাযির এলাকায় জায' ইবনে মুআবিয়ার সচিব ছিলাম। আমাদের নিকট উমার (রা)-র পত্র এলো ঃ তোমরা এখানকার মাজূসীদের দেখো এবং তাদের কাছ থেকে জিয্‌য়া গ্রহণ করো। কারণ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার এলাকার মাজূসীদের নিকট থেকে জিয্‌য়া গ্রহণ করেছেন (তিরমিযী, আবওয়াবুস সিয়ার, বাব ৩০, নং ১৫৩৩; মাওসূআ, নং ১৫৮৬)।

٤٣١(٨٢)- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ الْبَحْرَيْنِ وَاَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَاَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ .

৪৩১(৮২)। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনের মাজূসীদের নিকট থেকে জিয্‌য়া গ্রহণ করেছেন। আর উমার (রা) পারস্যবাসীদের নিকট থেকে তা আদায় করেছেন এবং উছমান (রা)-ও পারস্য থেকে (সেখানকার মাজূসীদের কাছ থেকে) তা (জিয্‌য়া) আদায় করেছেন (তিরমিযী, আবওয়াবুস সিয়ার, বাব ৩০, নং ১৫৩৫; মাওসূআ, নং ১৫৮৮)।

টীকা ঃ পারস্যের মাজূসীরা ছিল অগ্নিউপাসক, তারা একটি স্থানে অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে রাখে এবং তার পূজা করে। ভারতের বর্তমান পার্সী সম্প্রদায় এদের অন্তর্ভুক্ত (অনু)।

১০ ঃ ৭২

٤٣٢(٨٣)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِىْ اَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ .

৪৩২(৮৩)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একই ভূখণ্ডে দুই কিবলার অবস্থান সংগত নয়। আর

মুসলমানদের উপর জিযয়া ধার্য হবে না (তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, বাব ১০, নং ৫৮৮; মাওসূআ, নং ৬৩৩)।

(৭) আল-‘উশূর اَلْعُشُوْرُ

১০ ঃ ৭৩

٤٣٣(٨٤)- عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ اُمِّهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ .

৪৩৩(৮৪)। হার্‌ব ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) থেকে তার নানার সূত্রে, তার থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় ‘উশূর (শুল্ক) ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উপর ধার্য হবে এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে উশূর প্রয়োজ্য হবে না (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, বাব ৩৩, নং ৩০৩৫; মাওসূআ, নং ৩০৪৬)।

টীকা ঃ অমুসলিম জনগণের উপর আরোপিত বাণিজ্য শুল্ককে ‘উশূর বলে (অনু.)।

(৮) অন্যান্য কর اَلتَّكَالِيْفُ الْاُخْرٰى

১০ ঃ ৭৪

٤٣٤(٨٥)- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَالْتُ اَوْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ اَلْاٰيَةُ.

৪৩৪(৮৫)। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ অবশ্যই ধনসম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও আরো প্রাপ্য রয়েছে। এরপর তিনি “এতে কোন পুণ্য নিহিত নেই যে, তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাবে...” বাকারা ঃ ১৭৭) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, বাব ২৭, নং ৬১১; মাওসূআ, নং ৬৫৯)।

অধ্যায় ঃ ১১

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

اَلتَّنْمِيَةُ الاقْتِصَادِيَةُ

আধুনিক কালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সরকারী নীতিমালায় কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। তবে অতীতেও সকল মহৎ শাসকই তাদের জনগণের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, যদিও আমরা 'উন্নয়ন' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি, সেই অর্থে তা তাদের কাছে পরিচিত ছিলো না। অনুরূপভাবে সম্পদকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর আধুনিক কলাকৌশলও সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত হয়েছে। অতীতে জনগণের আর্থিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ছিল, কিন্তু তখনো এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপকরণের উন্নতি হয়নি। সেকালে প্রধানত শাসকের বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞাই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মুসলিম জনগণকে ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয় অবস্থার পরিবর্তে স্বচ্ছল দেখতে পছন্দ করতেন। কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকে উন্নতির উচ্চতর সোপানের দেখতে পছন্দ করতেন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পদক্ষেপেই মহানবী ﷺ আনসার ও মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রাতৃত্ব ছিল নবাগত মুহাজির মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করার একটি পদক্ষেপ। এর পরপরই মহানবী ﷺ মদীনার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির সম্পদের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন।

মদীনার একটি কৃষিভিত্তি ছিল। স্থানীয় জনগণের অধিকাংশই কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণকে অনাবাদী জমি (মাওয়াত) উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি

কৃষির আওতায় আনবে তা তারই হবে। অনুরূপভাবে তিনি চাষাবাদ ও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সম্বন্ধে বহু বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। এসব বিধান সুবিচার, সহযোগিতা ও মহানুভবতার উপর ভিত্তিশীল ছিল। এভাবে তিনি কৃষিখাতের উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও বিস্তারিত বিধান প্রণয়ন করেন। সকল প্রকার বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শোষণের অবসান ঘটানো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

মহানবী ﷺ সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহারের প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। তিনি এমনকি একটি মৃত পশুর চামড়ার অপচয়ও অপছন্দ করতেন। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সম্পদের ব্যাপক ও সুদক্ষ ব্যবহারের আগ্রহ ও মানসিকতা সৃষ্টি করেন। আমরা আহারশেষে আঙ্গুল চাটার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক মূল্য আছে এমন যে কোন কিছুর অপচয় থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা পর্যন্ত অনেক আদেশ-নিষেধ দেখতে পাই, যাতে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সকল সম্পদই আল্লাহ তায়ালার দেয়া নেয়ামত—এই ধারণার স্বাভাবিক দাবি হলো, সতর্কতার সাথে এই সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।

মহানবী ﷺ শারীরিক সম্পদের বিবেচনায় মানবিক সম্পদের ব্যাপক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি অধ্যবসায়, দক্ষতা ও শ্রমের মর্যাদা ঘোষণা করেছেন। পরগাছার মতো অন্যের উপর নির্ভরশীলতা, অলসতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অকর্মন্য বসে থেকে কর্মশক্তির অপচয় করার পরিবর্তে লোকজনকে কঠোর পরিশ্রম ও জীবিকা অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এই চেতনায় উজ্জীবিত ইসলামী শরীআহ উপযোগিতাবিহনী মূল্যহীন অবসর বিনোদনকে অপছন্দ করেছে।

আমরা কতগুলো হাদীসে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পদ বণ্টনের নিশ্চিত আভাস পাই। এক যুদ্ধাভিযানে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যঘাটতি দেখা দিলে মহানবী ﷺ সৈনিকদেরকে নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে জমা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর জমাকৃত খাদ্যদ্রব্য তিনি সকলের মধ্যে সমানভাবে

বণ্টন করেন। আরো কয়েকটি ঘটনায় তিনি উক্তরূপ অনুশীলনের প্রশংসা করেছেন। এসবই কাম্য যে, যার উদ্বৃত্ত সম্পদ আছে সে তা দরিদ্রদের অভাব দূর করার জন্য ব্যবহার করবে। এ ছিল সর্বকালের জন্য এবং সকল ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নির্দেশ। এ নির্দেশকে অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মহানবী ﷺ অ-অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধেও নির্দেশ দান করেছেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ বা তাতে বিনিয়োগ পছন্দ করতেন। তিনি ভাগ্য গণনার মাধ্যমে কোথাও যাত্রার শুভাশুভ বিবেচনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ কুসংস্কারে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে অকর্মন্যতা ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী বানায়। তাই তিনি এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। একটি হাদীসে আমরা সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগ করাতে তার আনন্দবোধ করার বিষয়টি লক্ষ্য করেছি।

মহানবী ﷺ এমন কতগুলো মূল্যবোধ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা সম্পদের উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইনফাক, ইহ্সান, ইকতিসাদ, তা'আউন (পারস্পরিক সহযোগিতা) এবং যুলুম, ইকতিনায (সম্পদ কুক্ষিগত করা) ও বুখল (কার্পণ্য) পরিহার ইত্যাদি মূল্যবোধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু ইসলামী শরী'আতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সকল তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি জনগণকে এর অবাঞ্ছিত দিকগুলো সম্বন্ধেও সতর্ক করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন সম্পদ লিপ্সার দিকে ঠেলে না দেয়। মানুষের কর্মতৎপরতার মানদণ্ডে সম্পদ অর্জনের পাল্লাই যেন ভারী হয়ে না যায়। কারণ তা মানুষকে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের তৎপরতা এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের তৎপরতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তিনি পার্থিব সম্পদ অর্জনে মাত্রাতিরিক্ত জড়িত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মানুষের জীবনের লক্ষ্য কোন পার্থিব স্বচ্ছলতা অর্জন নয়, বরং ফালাহ (প্রকৃত সাফল্য) অর্জনই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'ফালাহ' অর্থ পার্থিব জীবনে অর্থনৈতিক

সচ্ছন্দ এবং আখেরাতে সাফল্যমণ্ডিত জীবনের অধিকারী হওয়া। আর কেবল আল্লাহ তায়ালার নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আখেরাতের জীবনে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। সব সময় একটা আশংকা বিরাজ করে, না জানি অর্থনৈতিক তৎপরতায় অত্যধিক নিমগ্ন হয়ে কেউ আল্লাহ্‌র সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তাই মহানবী ﷺ এতদুভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছেন।

(১) দরিদ্রতা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ

১১ ঃ ১

٤٣٥(١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ .

৪৩৫(১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অনাহারী অবস্থা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। কারণ তা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। আমি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। কারণ তা খুবই নিকৃষ্ট প্রবণতা (নাসাঈ, কিতাবুল ইসতিআযা, বাব ১৮, নং ৫৪৭০)।

১১ ঃ ২

٤٣٦(٢)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلاَنِ قَالَ نَعَمْ .

৪৩৬(২)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। এক ব্যক্তি বললো, এ দু'টি কি সমান? তিনি বললেন ঃ হাঁ। (নাসাঈ. কিতাবুল ইসতিআযা, বাব ২৮, নং ৫৪৮৭)।

১১ঃ৩

٤٣٧ (٣)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ .

৪৩৭(৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি দারিদ্র্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আপনার নিকট অভাব-অনটন ও অপমানিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আমি যুলুম করা ও যুলুমের শিকার হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই (নাসাঈ, কিতাবুল ইসতিআযা, বাব ১৬, নং ৫৪৬২)।

১১ঃ৪

٤٣٨ (٤)- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ فَرَاٰى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَبْطَؤُا عَنْهُ حَتّٰى رُؤِىَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ قَالَ ثُمَّ اِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِّنْ وَّرِقٍ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوْا حَتّٰى عُرِفَ السُّرُوْرُ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ .

৪৩৮(৪)। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক বেদুঈন কম্বল পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তিনি তাদের দুরবস্থা দেখলেন। তারা ভীষণ অভাবগ্রস্ত ছিল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। কিন্তু তারা তাতে কিছুটা বিলম্ব করলো। এতে তাঁর চেহারায় কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত

হলো। জারীর (রা) বলেন, কিছুক্ষণ পর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রৌপ্য মুদ্রাভর্তি একটা থলে নিয়ে আসলো। এভাবে আরেকজন, তারপর আরেকজন আসতে থাকলো। তাতে তাঁর চেহারায় প্রসন্নভাব ফুটে উঠলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম নিয়ম চালু করে যা পরবর্তী সময় মানষ অনুসরণ করে, তার জন্য অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হয় এবং অনুসরণকারীদের সওয়াব থেকে সামান্য কিছুও কমানো হয় না। অপর দিকে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নিয়ম চালু করে যা পরবর্তী সময় মানুষ অনুসরণ করে, তার উপর সকল অনুসরণকারীর সমপরিমাণ পাপ লেখা হয় এবং তাতে অনুসরণকারীদের পাপও কোন অংশে কমানো হয় না (মুসলিম, এলেম, বাব ৬, নং ৬৮০০/১৫; যাকাত, বাব ২০, নং ২৩৫১/৬৯)।

১১ ঃ ৫

٤٣٩(٥)- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِىْ اِبِلِهِ فَجَاءَهُ اِبْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَاٰهُ سَعْدٌ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ اَنَزَلْتَ فِىْ اِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُوْنَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِىْ صَدْرِهِ فَقَالَ اُسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ الْغَنِىَّ الْخَفِىَّ .

৪৩৯(৫)। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) তার উটের বাথানে ছিলেন। তার ছেলে উমার তথায় তার কাছে এলেন। সা'দ (রা) তাকে দেখে বললেন, আমি এ আরোহীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। তার ছেলে সওয়ারী থেকে তাকে বললেন, আপনি আপনার উট-বকরীর বাথানে পড়ে রয়েছেন, আর জনসাধারণ থেকে নির্লিপ্ত রয়েছেন। তারা রাষ্ট্র নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। সা'দ (রা) তার বুকে থাপ্পর মেরে বললেন, চুপ করো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ মুত্তাকী, আত্মনির্ভরশীল ও নির্জনবাসী বান্দাকে ভালোবাসেন (মুসলিম, যুহ্‌দ, বাব ১, নং ৭৪৩২/১১)।

১১ঃ৬

٤٤٠(٦)- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ بَعَثَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ عَلٰى ثِيَابِىْ وَسِلاَحِىْ ثُمَّ اٰتِيْهِ قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَنِى الْبَصَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ ثُمَّ قَالَ يَا عَمْرُو اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَبْعَثَكَ عَلٰى جَيْشٍ فَيُغَنِّمُكَ اللّٰهُ وَيُسَلِّمُكَ وَاَرْغَبُ لَكَ رَغْبَةً صَالِحَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اُسْلِمْ رَغْبَةً فِى الْمَالِ وَلٰكِنِّىْ اَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِى الْاِسْلاَمِ وَاَنْ اَكُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ .

৪৪০(৬)। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট লোক পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি আমাকে আমার পোশাক ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট আসতে বললেন। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম, এরপর তাঁর নিকট এলাম। তিনি তখন উযু করছিলেন। তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন, তারপর দৃষ্টি অবনত করলেন, তারপর বললেন ঃ হে আমর! আমি তোমাকে একটি সামরিক অভিযানে পাঠাতে চাই, যাতে আল্লাহ তোমাকে গনীমত দান করেন এবং তোমাকে নিরাপদ রাখেন। আর আমি তোমার ধনসম্পদের প্রতি উত্তম ও যথোপযুক্ত আকর্ষণ কামনা করি। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণবশত ইসলাম গ্রহণ করিনি, বরং ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কারণে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে থাকার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন ঃ হে আমর! উত্তম লোকের জন্য হালাল সম্পদ কতই না উত্তম (মুসতাদরাক হাকেম, ২খ., পৃ. ২)।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন فَلْسَفَةُ التَّطَوُّرِ الْاِقْتِصَادِىْ

১১ঃ৭

٤٤١(٧)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْكَافِرَ اِذَا عَمِلَ حَسَنَةً اُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِّنَ الدُّنْيَا وَاَمَّا الْمُؤْمِنُ

فَانَّ اللّٰهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلٰى طَاعَتِهِ .

৪৪১(৭)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন ঃ কাফের ব্যক্তি যখন উত্তম কাজ করে, তাকে দুনিয়ায় কোন উপভোগ্য বস্তু দান করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ মুমিন ব্যক্তির নেকীসমূহ পরকালের জন্য জমা করে রাখেন। অবশ্য তিনি তার আনুগত্যের বিনিময়ে তাকে দুনিয়াতেও কিছু জীবিকা অগ্রিম দিয়ে থাকেন (মুসলিম, মুনাফিকীন, বাব ১৩, নং ৭০৯০/৫৭)।

(৩) উন্নয়নের অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ عَوَامِلُ التَّطَوُّرِ الْاِقْتِصَادِيْ

(ক) সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার اَلْاِسْتِفَادَةُ الْقُصْوٰى لِلْمَوَارِدِ

১১ ঃ ৮

٤٤٢(٨)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلاَّ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا .

৪৪২(৮)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা)-র এক মুক্তদাসীকে সদাকাস্বরূপ একটি বকরী দেয়া হয়েছিলো। সেটা মারা গেলো (তাই ফেলে দেয়া হলো)। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ তোমরা এর চামড়াটা খুলে পাকা করে নিলে না কেন? তাহলে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারতে। তারা বললেন, ওটা তো মৃত। নবী ﷺ বললেন ঃ মরে গেলে তো তা খাওয়া হারাম করা হয়েছে (মুসলিম, তাহারাত, বাব ২৭, নং ৮০৬/১০০)।

১১ ঃ ৯

٤٤٣(٩)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا .

৪৪৩(৯)। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাদ্য গ্রহণ করে, সে যেন হাত মোছার

আগে তা চেটে খায় কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটায় (মুসলিম, আশারিবা, বাব ১৮, নং ৫২৯৪/১২৯)।

٤٤٤(١٠)- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ قَالَ وَقَالَ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْاَذٰى وَلْيَاْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِىْ اَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

৪৪৪(১০)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার শেষ করে তাঁর তিনটি আঙ্গুল চাটতেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ তোমাদের কারো গ্রাস নিচে পড়ে গেলে সে যেন ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন খাবারের থালা চেটে খাই। তিনি বলেন ঃ কেননা তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত আছে (মুসলিম, বাব ১৮, নং ৫৩০৬/১৩৬)।

(খ) অপচয় اَلْاِتْلاَفُ

১১ ঃ ১০

٤٤٥(١١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضٰى لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ .

৪৪৫(১১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন ঃ তোমরা (ক) তাঁর ইবাদত করো, (খ) তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করো না এবং (গ) আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দলবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন ঃ (ক) অতিরিক্ত বা

নিরর্থক কথা বলা, (খ) প্রয়োজন অধিক যাঞ্চা করা এবং (গ) সম্পদ ধ্বংস করা (মুসলিম, আকদিয়া, বাব ৫, নং ৪৪৮১/১০)।

১১ ঃ ১১

٤٤٦(١٢)- عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ مِنْ بَاْسٍ .

৪৪৬(১২)। আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মধ্যে বলবৎ ও প্রচলিত মুদ্রা ত্রুটিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাংতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৪৮, নং ৩৪৪৯)।

(গ) ভূমি উন্নয়ন تَنْمِيَةُ الْاَرَاضِىْ

১১ ঃ ১২

٤٤٧(١٣)- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضٰى بِهِ عُمَرُ فِىْ خِلاَفَتِهِ .

৪৪৭(১৩)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কেউ মালিকানাহীন জমি চাষাবাদযোগ্য করলে সে-ই তার অধিক হকদার। উরওয়া (র) বলেন, উমার (রা) তার খিলাফতকালে এ হাদীস অনুসারে ফয়সালা করতেন (বুখারী, কিতাবুল মুযারাআ, বাব ১৫, নং ২৩৩৫)।

(ঘ) শ্রম উন্নয়ন تَطَوُّرُ الْعَمَلِ

১১ ঃ ১৩

٤٤٨(١٤)- عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .

৪৪৮(১৪)। আল-মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের নিজ শ্রমে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম কোন খাদ্য নাই। আল্লাহ্র

নবী দাউদ (আ) নিজ শ্রমে উপার্জিত খাদ্য আহার করতেন (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ১৫, নং ২০৭২)।

٤٤٩(١٥)-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ .

৪৪৯(১৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য এক বোঝা জ্বালানী কাঠ তার পিঠে বহন করে এনে বিক্রি করে তার প্রয়োজন পূরণ করা—কারো কাছে তার ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম, সে তাকে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ১৫, নং ২০৭৪; যাকাত, বাব ৫০, নং ১৪৭০)।

১১ ঃ ১৪

٤٥٠(١٦)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْاَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَىْءٌ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِىْ بِهِمَا قَالَ فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَّرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَاْتِنِىْ بِهٖ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِىْءَ الْمَسْاَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُوْجِعٍ .

৪৫০(১৬)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ,এক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরে কি কিছু নাই? সে বলে, হাঁ, একটি কম্বল মাত্র—যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকী অর্ধেকে আমি শয়ন করি, আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বলেন ঃ উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়ে আসো। রাবী বলেন, সে তা নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা স্বহস্তে ধারণ পূর্বক (নিলাম ডেকে) বলেন ঃ কে এই দু'টি ক্রয় করতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলে, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এক দিরহামের অধিক কে দিবে? তিনি দুই বা তিনবার এইরূপ উচ্চারণ করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে দুই দিরহাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন ঃ এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনকে দাও, আর বাকী এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে আসো। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বহস্তে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেন ঃ এখন তুমি যাও এবং জংগল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো, আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি। অতঃপর সে চলে গেলো এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকে। অতঃপর সে (পনের দিন পর) আসলো, সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং কিছু খাদ্য ক্রয় করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হতো। ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য হালাল নয় ঃ (১) ধূলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য, (২) প্রচণ্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং (৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন—এ ধরনের ব্যক্তিরা যাঞ্চা করতে পারে (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ২৬, নং ১৬৪১; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব ২৫, নং ২১৯৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ৩খ., পৃ. ১১৪, নং ১২১৫৮)।

১১ঃ১৫

٤٥١(١٧)- عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أُنْطُلِقَ بِرَجُلٍ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَاذَا عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبٌ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ الْوَاحِدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِاَنَّ صَاحِبَ الْقَرْضِ لاَ يَاْتِيْكَ اِلاَّ وَهُوَ مُحْتَاجٌ وَاِنَّ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَضَعْتَ فِىْ غِنًا .

৪৫১(১৭)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেনঃ এক ব্যক্তিকে জান্নাতের দরজায় নিয়ে যাওয়া হলো। সে তার মাথা তুলে দেখতে পেলো, জান্নাতের দরজায় লেখা আছে, দান-খয়রাতের প্রতিদান হলো দশ গুণ, আর ধারকর্জ দেয়ার প্রতিদান হলো আঠারো গুণ। কেননা খুব ঠেকায় পড়েই কোন ব্যক্তি তোমার নিকট ধারকর্জ চাইতে আসে। কিন্তু দান-খয়রাত তুমি এমন পাত্রে রাখলে যে (মূলত) আভাবী নয় (আবু দাউদ তায়ালিসী, নং ১১৪১)।

(ঙ) অলসতা ও ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় اَلنَّهْىُ عَنِ التَّبَطُّلِ وَالسُّؤَالِ

১১ঃ১৬

٤٥٢(١٨)- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

৪৫২(১৮)। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমাকে কিছু দেয়ার জন্য আবেদন করলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার আবেদন করলে তিনি আবারও দিলেন। আমি পুনরায় আবেদন করলে তিনি এবারও আমাকে দিলেন এবং বললেন ঃ "এ সম্পদ টাটকা এবং মিষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি তুষ্টি সহকারে তা গ্রহণ করে

তাকে এর মধ্যে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি লালায়িত মনে তা গ্রহণ করে তাকে এই মালের মধ্যে বরকত দেয়া হয় না। তার অবস্থাটা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত (দাতা) নীচের হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩২, নং ২৩৮৭/৯৬)।

٤٥٣(١٩)- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

৪৫৩(১৯)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল খরচ করতে থাকো, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তুমি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখো তাহলে এটা তোমার জন্য ক্ষতিকর হবে। তবে প্রয়োজন পরিমাণ রাখা দূষণীয় নয়। যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদের থেকেই দান শুরু করো। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (মুসলিম, ঐ, নং ২৩৮৮/৯৭)।

১১ ঃ ১৭

٤٥٤(٢٠)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَاَحَادِيْثَ اِلاَّ حَدِيْثًا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ فَاِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيْفُ النَّاسَ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَنَا خَازِنٌ فَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَمُبَارَكٌ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْاَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ .

৪৫৪(২০)। আবদুল্লাহ ইবনে আমের আল-ইয়াহ্সুবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেবলমাত্র সেই সকল হাদীস বর্ণনা করে যা

উমার (রা)-র সময় ছিলো। কেননা উমার (রা) লোকদের মনে মহামহিম আল্লাহ্র ভয় বদ্ধমূল করার প্রয়াস পেতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরো বলতে শুনেছি ঃ আমি তো শুধুমাত্র একজন খাজাঞ্চী। যাকে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করি, তাতে তার বরকত হয়। আর যাকে আমি তার সনির্বন্ধ মিনতি ও উত্যক্ত করার পর দেই, তার অবস্থা এমন ব্যক্তির ন্যায় যে খায় অথচ পরিতৃপ্ত হতে পারে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৩, নং ২৩৮৯/৯৮)।

১১ ঃ ১৮

٤٥٥(٢١)- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَاْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ .

৪৫৫(২১)। হামযা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা (আবদুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অনবরত লোকের কাছে হাত পেতে প্রার্থনা (ভিক্ষা) করতে থাকে। পরিণামে কিয়ামতের দিন যখন সে উপস্থিত হবে তখন তার মুখমণ্ডলে গোশতের একটি টুকরাও থাকবে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৫, নং ২৩৯৮/১০৪)।

٤٥٦(٢٢)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْاَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ .

৪৫৬(২২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়না ছাড়াই) তার সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে বেড়ায় সে আগুনের ফুলকি ভিক্ষা করে। কাজেই সে তা বৃদ্ধি করুক অথবা হ্রাস করুক (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৫, নং ২৩৯৯/১০৫)।

٤٥٧(٢٣)- عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتّٰى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرُ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تُحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْاَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتًا يَاْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

৪৫৭(২৩)। কাবীসা ইবনে মুখারিক আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (দেনার যামিন হয়ে) বিরাট অংকের ঋণী হয়ে পড়লাম। তা পরিশোধের ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত আমার কাছে অবস্থান করো। আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে কাবীসা! তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়-ঃ (১) যে ব্যক্তি (কোন ভালো কাজ করতে গিয়ে বা দেনার যামিন হয়ে) ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। যখন দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে সে যাঞ্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে; (২) যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্যও সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। (৩) যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানবান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যিই অমুকে অভাবে পড়েছে, তার জন্য

জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল। হে কাবীসা! এই তিন প্রকার লোক ছাড়া আর সকলের জন্যই সাহায্য চাওয়া হারাম। যে লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় সে হারাম খায় (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৬, নং ২৪০৪/১০৯)।

১১ ঃ ২০

٤٥٨(٢٤)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ اٰجِلٍ .

৪৫৮(২৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ অভাব-অনটনে পতিত হয়ে মানুষের কাছে তা পেশ করলে তার অভাব-অনটন কখনো দূর হবে না। আর কোন ব্যক্তি অভাব-অনটনে পতিত হয়ে তা আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ত্বরিৎ অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন (তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ১৮, নং ২৩২৬)।

১১ ঃ ২১

٤٥٩(٢٥)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ فِىْ وَجْهِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ .

৪৫৯(২৫)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতসহ আগমন করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রাচুর্য কি? তিনি বলেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম বা পঞ্চাশ দিরহাম পরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না) (আবু দাউদ, যাকাত, বাব ২৪, নং ১৬২৬)।

(চ) উদ্যোগ اَلْاَقْدَامُ (চ)

১১ ঃ ২২

٤٦٠(٢٦)- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ التَّيْمِىِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً اُكْرِىَ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ وكَانَ نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ لِىْ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِنِّىْ رَجُلٌ اُكْرِىَ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ واَنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ لِىْ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّىْ وَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِى الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ لَكَ حَجًّا . جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَاَلْتَنِىْ عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَرَاَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقَالَ لَكَ حَجٌّ .

৪৬০(২৬)। আবু উমামা আত-তামীমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে, আমি এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান) ভাড়ায় দিতাম এবং লোকেরা (আমাকে) বলতো, তোমার হজ্জ হয় না। অতএব আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান) ভাড়ায় দিয়ে থাকি। আর লোকেরা আমাকে বলে, তোমার হজ্জ হয় না। ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি কি ইহরামের বস্ত্র পরিধান করোনি, তালবিয়া পাঠ করোনি, আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করোনি, আরাফাতে উপস্থিত হওনি, জামরায় পাথর নিক্ষেপ করোনি? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ, সবই করেছি। তিনি বলেন, তবে তো তোমার হজ্জ হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করেন, যেরূপ প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন, যতক্ষণ না এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোনও পাপ নেই" (২ ঃ ১৯৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার

—২২

সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে (আবু দাউদ, মানাসিক, বাব ৬, নং ১৭৩৩)।

১১ ঃ ২৩

٤٦١(٢٧)- عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِىْ سَعِيْدُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا كَانَ قَمِنًا اَنْ لاَّ يُبَارَكَ لَهُ اِلاَّ اَنْ يَّجْعَلَهُ فِىْ مِثْلِهِ اَوْ غَيْرِهِ .

৪৬১(২৭)। আমর ইবনে হুরাইছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাই সাঈদ ইবনে হুরাইছ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি বাড়ি-ঘর বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করলে তার মূল্য দ্বারা অনুরূপ বা অন্যরূপ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে তাতে বরকত দান করা হয় না (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৪৬৭, নং ১৫৯৩৬; ১খ., পৃ. ১৯০, নং ১৬৫০; ৪খ., পৃ. ৩০৭, নং ১৮৯৬)।

১১ ঃ ২৪

٤٦٢(٢٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَلاَ تَعْجِزْ فَاِنْ غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَاِيَّاكَ وَاللَّوْ فَاِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

৪৬২(২৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ শক্তিমান মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যে কল্যাণ আছে। তোমাদের জন্য উপকারী প্রতিটি উত্তম কাজের প্রতি তোমরা আগ্রহী হও এবং কর্মবিমুখ হয়ো না। কোন কাজ তোমাকে পরাভূত করলে তুমি বলো, আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন এবং নিজ মর্জি মাফিক করে রেখেছেন। 'যদি' শব্দ সম্পর্কে সাবধান থাকো। কেননা 'যদি' শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে (ইবনে মাজা, কিতাবুয যুহ্‌দ, বাব ১৪, নং ৪১৬৮)।

১১ ঃ ২৫

٤٦٣ (٢٩) - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ .

৪৬৩(২৯)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ কোন সূত্রে আমদানী পেয়ে গেলে সে যেন তাতে লেগে থাকে (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৪, নং ২১৪৭)।

১১ ঃ ২৬

٤٦٤ (٣٠) - عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ وَاِلٰى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لِاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِّنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ اَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ .

৪৬৪(৩০)। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসা পরিচালনা করতাম। আমি ইরাকে ব্যবসা করার মনস্থ করে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-র নিকট এসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! সিরিয়ার সাথে আমার ব্যবসা রয়েছে, এবার ইরাকে ব্যবসা করতে চাই। তিনি বলেন, তুমি তা করো না, তোমার আগের গন্তব্য ঠিক রাখো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ কোন স্থান থেকে তোমাদের কারো রিযিকের ব্যবস্থা করে দিলে সে যেন ঐ স্থান পরিবর্তন না করে, যতক্ষণ না সেই স্থান তার জন্য প্রতিকূল হয় অথবা অসহনীয় হয় (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৪, নং ২১৪৮)।

(ছ) জনসংখ্যা নীতি اَلسِّيَاسَةُ السُّكَّانِيَةُ

১১ ঃ ২৭

٤٦٥ (٣١) - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنَّ

ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ .

৪৬৫(৩১)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে গুরুতর পাপ কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ (কাউকে) আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাকে বললাম, এটা অবশ্যই মহাপাপ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই আশংকায় তাকে তোমার হত্যা করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনা করা (মুসলিম, ঈমান, বাব ৩৭, নং ২৫৭/১৪১)।

(জ) পরিকল্পনা اَلتَّخْطِيْطُ

১১ ঃ ২৮

٤٦٦ (٣٢)- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَجُوْعُ اَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ .

৪৬৬(৩২)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যাদের কাছে খেজুর আছে সেই গৃহবাসী অভুক্ত নয় (মুসলিম, আশরিবা, বাব ২৬, নং ৫৩৩৬/১৫২)।

১১ ঃ ২৯

٤٦٧ (٣٣)- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ لِى الثَّوْرِىُّ هَلْ سَمِعْتَ فِى الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِاَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ اَوْ بَعْضِ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَلَمْ يَحْضُرْنِىْ ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيْثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَيَحْبِسُ لِاَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ .

৪৬৭(৩৩)। ইবনে উয়াইনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'মার (র) আমাকে বললেন, আছ-ছাওরী (র) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি তার

পরিবারের এক বছরের বা বছরের অংশবিশেষের খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে রাখে তার সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন কি? মা'মার (র) বলেন, এমন ব্যক্তি আমার সামনে পড়েনি। অতঃপর আমি একটি হাদীস উল্লেখ করলাম, যা ইবনে শিহাব আয-যুহ্‌রী (র) মালেক ইবনে আওস (র)-উমার (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তা হলো, নবী ﷺ বানূ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান ক্রয় করতেন এবং তাঁর পরিবারের সংবৎসরের খোরাকির জন্য তা সংরক্ষণ করতেন (বুখারী, কিতাবুন নাফাকাত, বাব ৩, নং ৫৩৫৭)।

১১ ঃ ৩০

٤٦٨(٣٤)- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ .

৪৬৮(৩৪)। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনায় আশ'আরী গোত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্যঘাটতি দেখা দিলে অথবা তাদের পরিবার-পরিজনদের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তারা নিজেদের কাছের অবশিষ্ট খাদ্য একই কাপড়ে জমা করে, অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে সমান অংশে বণ্টন করে নেয়। এরা আমারই লোক আর আমিও তাদেরই লোক (মুসলিম, ফাদাইলুস-সাহাবা, বাব ৩৯, নং ৬৪০৮/১৬৭)।

১১ ঃ ৩১

٤٦٩(٣٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَسِيْرٍ قَالَ فَنَفِدَتْ اَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتّٰى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِىَ مِنْ اَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللّٰهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهٖ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهٖ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ وَمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ بِالنَّوٰى قَالَ كَانُوْا يَمُصُّوْنَهُ وَيَشْرَبُوْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتّٰى مَلَاَ الْقَوْمُ

اَزْوِدَتَهِمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৪৬৯(৩৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ -এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। লোকদের খাদ্যসম্ভার নিঃশেষ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, তিনি সওয়ারীর উট যবেহ্ করার মনস্থ্ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী এক জায়গায় জমা করে বরকতের জন্য আপনি যদি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতেন! বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাই করলেন। ফলে গমওয়ালা তার গম, খেজুরের মালিক তার খেজুর নিয়ে আসলো। (অধস্তন) রাবী বলেন, বীচিওয়ালা তার বীচি নিয়ে হাজির হলো। আমি (মুজাহিদকে) বললাম, খেজুর বীচি দিয়ে তারা কি করতেন? তিনি বললেন, (ক্ষুধার সময়) লোকেরা তা চুষতো এবং পানি পান করতো। রাবী বলেন, তিনি খাদ্যে বরকত দানের দোয়া করলেন। লোকেরা তাদের পাত্রসমূহ পরিপূর্ণ করে নিলো। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল! যে কোনো বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এ বাক্য দু'টির উপর ঈমানদার অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম, ঈমান, বাব মান মাতা আলাত-তাওহীদ(১০), নং ১৩৮/৪৪)।

(৪) উন্নয়নের অর্থনীতি বহির্ভূত উপাদানসমূহ اَلْعَوَامِلُ غَيْرِ الْاِقْتِصَادِيَةِ

(ক) কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ বাতিল اِبْطَالُ الْخُرَافَاتِ

১১ ঃ ৩২

٤٧٠(٣٦)- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاْتِى الْكُهَّانَ قَالَ ﷺ فَلاَ تَاْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ .

৪৭০(৩৬)। মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলী যুগে আমরা কিছু কিছু কাজ

করতাম, যেমন গণকের কাছে যেতাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা গণকের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমরা অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করতাম। তিনি বলেন ঃ এটা তো তোমাদের কারো অন্তরে উদিত একটা খেয়াল। অতএব তা যেন তোমাদের (কোন কাজ থেকে) বিরত না রাখে (মুসলিম, সালাম, বাব ৩৫, নং ৫৮১৩/১২১)।

১১ ঃ ৩৩

٤٧١ (٣٧)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ الْاِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَجِىْءُ الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ .

৪৭১(৩৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বললেন, ছোঁয়াচে রোগ, সাফার এবং হামাহ বলতে কিছু নেই, তখন এক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে উটের অবস্থা কি? বালুতে তো হরিণের মত পরিষ্কার থাকে। অতঃপর খোশপাঁচড়ায় আক্রান্ত একটা উট এসে সুস্থ উটের সাথে মিশে যায় এবং সেগুলোও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। তিনি বললেন ঃ প্রথম উটটিকে কে আক্রান্ত করেছে (মুসলিম, সালাম, বাব ৩৩, নং ৫৭৮৮/১০১)?

টীকা ঃ 'হামাহ' এক ধরনের পাখি অথবা পশুর নাম। জাহিলী যুগে আরবদের বিশ্বাস ছিল, নিহত ব্যক্তির আত্মা একটি পাখির রূপ ধারণ করে। নিহত ব্যক্তির পরিবার অথবা তার গোত্রের লোকেরা যতদিন তার হত্যার প্রতিশোধ না নিবে, এই পাখি সারা দিনরাত অভিশাপ দিতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে একটা কুসংস্কার বলে আখ্যায়িত করেন।

'সাফার' শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। জাহিলী যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল, মুহাররম মাস শেষ হলেই মানুষের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসতে শুরু করে। তাই তারা সফর মাসকেও মুহাররম মাসের অন্তর্ভুক্ত করে এটাকে দীর্ঘতর মাস হিসাবে গণনা করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রথারও বিলোপ সাধন করেন। একদল হাদীস বিশারদ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পেটের পোকা'। পেটের মধ্যকার এই পোকাগুলোর ক্ষুধা লাগলে অভ্যন্তরভাগে কামড়াতে থাকে

এবং এর ফলে মানুষ ক্ষুধা অনুভব করে। জাহিলী আরবদের ধারণা অনুযায়ী এই পোকাগুলো চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগের জন্ম দেয়।

'নাওয়া'ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল, তারকার উদয়াস্ত ও গতিবিধির প্রভাবে বৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধারণাকে অবাস্তব বলে ঘোষণা করেন (অনু.)।

٤٧٢(٣٨)- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ غُوْلَ وَلاَ صَفَرَ .

৪৭২(৩৮)। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি, গূল এবং সাফার বলতে কিছু নেই (মুসলিম, সালাম, বাব ৩৩, নং ৫৭৯৬/১০৮)।

٤٧٣(٣٩)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُوْلَ وَسَمِعْتُ اَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ اَنَّ جَابِراً فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ وَلاَ صَفَرَ فَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ الصَّفْرُ الْبَطْنُ وَقِيْلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّهَا دَوَابُّ الْبَطْنِ قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُوْلَ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ هٰذِهِ الْغُوْلُ الَّتِىْ تَغُوْلُ .

৪৭৩(৩৯)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ছোঁয়াচে রোগ, সাফার ও গূল বলতে কিছু নেই। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি আবুয যুবাইর (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, জাবের (রা) 'সাফার' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। আবুয যুবাইর (র) বলেন, 'সাফার' পেটকে বলা হয়। জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তা কিভাবে? তিনি বলেন, সবাই তো পেটের পোকাকে 'সাফার' বলে। তিনি 'গূল' শব্দের ব্যাখ্যা করেননি। আবুয যুবাইর (র) বলেন, গূল হলো যা পথিককে মেরে ফেলে (মুসলিম, সালাম, বাব ৩৩, নং ৫৭৯৭/১০৯)।

টীকা ঃ 'গূল' শব্দটি দ্বারা এক ধরনের দেবতা, জিন অথবা শয়তানকে বুঝানো হতো। জাহিলী যুগের আরবরা বিশ্বাস করতো যে, পাপিষ্ঠ আত্মা, জিন অথবা শয়তানকে গূল বলা হয়। এরা কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে লোকদেরকে বিপথগামী করে তাদের ধ্বংস সাধন করে (অনুবাদক)।

٤٧٤(٤٠)- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ اِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

৪৭৪(৪০)। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়ায় ফজরের নামায পড়লেন। ঐ রাতে বর্ষা হয়েছিলো। নামাযশেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা জানো কি, তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, আমার কিছু বান্দাহ আমার প্রতি ঈমানদার থাকে এবং কিছু বান্দাহ কাফের হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের এখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়ের কারণে আমাদের এখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মুসলিম, ঈমান, বাব ৩২, নং ২৩১/১২৫)।

(৫) মাত্রাতিরিক্ত সম্পদপ্রীতি নিষিদ্ধ اَلنَّهْيُ عَنْ حُبِّ الْمَالِ

১১ ঃ ৩৫

٤٧٥(٤١)- عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَاِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ .

৪৭৫(৪১)। কা'ব ইবনে ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মত বা জাতির জন্য বিপদ বা

বিপর্যয় আছে। আর আমার উম্মতের বিপদ হলো ধন-সম্পদ (মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ., পৃ. ১৬০, নং ১৭৬১০৪; তিরমিযী, যুহ্দ, বাব ২৬, নং ২৩৩৬)।

১১ ঃ ৩৬

٤٧٦(٤٢)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ اَوْ خَيْرٌ هُوَ اِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَلاَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثَلَطَتْ اَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَاَكَلَتْ فَمَنْ يَّاْخُذْ مَالاً بِحَقِّهٖ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ يَاْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهٖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ .

৪৭৬(৪২)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! না, আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন কিছুর আশংকা নেই। তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পার্থিব সৌন্দর্য ও চাকচিক্য নির্গত করবেন এ সম্পর্কে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা রয়েছে। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কল্যাণের পরিণামে কি অকল্যাণও হয়ে থাকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? সে বললো, আমি বলেছিলাম, "হে আল্লাহ্র রাসূল! কল্যাণের পরিণামে কি অকল্যাণও হয়ে থাকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে। তবে কথা হলো, বসন্তকালে যেসব তৃণলতা ও সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয়, এটা কোন পশুকে ডায়রিয়ার প্রকোপে মারে বা মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। কিন্তু চারণভূমিতে বিচরণকারী

পশুরা এগুলো খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলে। অতঃপর সূর্যের দিকে তাকিয়ে পায়খানা-পেশাব করতে থাকে, অতঃপর জাবর কাটতে থাকে। এগুলো পুনরায় চারণভূমিতে যায় এবং এভাবে খেতে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি সৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে- সে আহার করছে কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ৪১, নং ২৪২১/১২১)।

১১ঃ৩৭

٤٧٧(٤٣)- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّيْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ .

৪৭৭(৪৩)। বনূ আমের ইবনে লুআই-এর মিত্র আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা (রা)-কে 'জিয্‌য়া' নিয়ে আসার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং আল-আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-কে তাদের শাসক নিয়োগ করেছিলেন।

অতঃপর আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে কিছু ধনসম্পদ নিয়ে (মদীনায়) এসে পৌছলেন। আনসারগণ আবু উবায়দা (রা)-র আগমনের সংবাদ পেলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ফজরের নামাযে শরীক হলেন। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুখ ফিরিয়ে বসলেন, তখন তারা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তাদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন ঃ মনে হয় তোমরা শুনেছ যে, আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু মালসম্পদ নিয়ে এসেছে। তারা বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সন্তোষজনক অবস্থার প্রতীক্ষা করো। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের বেলায় দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের আশঙ্কা করছি না। বরং তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের প্রতি দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ঢেলে দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় তোমরা প্রাচুর্যের মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাবে যেভাবে তারা ডুবে গিয়েছিল। পরিশেষে দুনিয়া তোমাদেরকেও তেমনি ধ্বংস করবে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছে (মুসলিম, যুহ্দ, বাব ১, নং ৭৪২৫/৬)।

১১ ঃ ৩৮

٤٧٨(٤٤)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اذَا تَبَيـعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ .

৪৭৮(৪৪)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যতদিন 'বায়উল ইনাহ' করবে, গরুর লেজ আকড়ে থাকবে, কৃষিকাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ বর্জন করবে, ততদিন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে রাখবেন এবং তা অপসারণ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনে প্রত্যাবর্তন করো (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু, বাব ৫৪, নং ৩৪৬২)।

টীকা ঃ 'বায়'উল ইনাহ' হচ্ছে এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যাতে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট বাকীতে কোন জিনিস বিক্রি করে, পরে তার থেকে তা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম দামে পুনঃক্রয় করে (অনু.)।

٤٧٩(٤٥)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِى الدُّنْيَا قَالَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبِرَاذَانَ مَا بِرَذَانَ وَبِالْمَدِيْنَةِ بِالْمَدِيْنَةِ .

৪৭৯(৪৫)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (অযাচিত) পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না, অন্যথায় তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। অধস্তন রাবী বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, তবে ইতিমধ্যে বারাযানে এবং মদীনায় (তোমার) যা অর্জিত হয়েছে তা তোমারই থাকবে (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ৪২৬, নং ৪০৪৮; পৃ.৩৭৭, নং ৩৫৭৯; পৃ. ৪৪৩,নং ৪২৪৩; তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব-লা তাত্তাখিযুদ দাইয়াতা, নং ২৩২৮ (মাওসূআ); ২২৭০ (বিআইসি); বায়হাকী ও হাকেম)।

অধ্যায় ঃ ১২

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

اَلْقِيَمُ الْاِقْتِصَادِيَةُ

সামাজিকভাবে অনুমোদিত কতগুলো মূল্যবোধ ও বিশ্বাস দ্বারা মানবীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানবিক আচরণ সম্পর্কে সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা সঠিক হতে পারে না। প্রাপ্য অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ মানবীয় আচরণ নিয়ে অধ্যয়ন করে বটে, কিন্তু যেসব মূল্যবোধ কল্পনায় নিয়ে গবেষণা করা হয় তা কচিৎ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। পাশ্চাত্য জগতে বসবাসকারী জনগণের আচরণ নিয়ে অধ্যয়নের ভিত্তিতে সেই সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। অতএব মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সুস্পষ্ট বর্ণনা না দিলেও এসব তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পাঠকদের বেলায় প্রাসংগিক ও অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু প্রাচ্যের পাঠকদের এসব তত্ত্ব অধ্যয়নের সময় তাদের সামনে পাশ্চাত্য সমাজের মূল্যবোধসমূহের স্পষ্ট ও যথোপযুক্ত বিবরণ উপস্থিত থাকা জরুরী, যাতে এই বিশ্লেষণকে তার প্রেক্ষিত অনুসারে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু কচিৎ তা করা হয় এবং প্রায়ই সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ধারণাকে তার মূল্যবোধের স্পষ্ট বর্ণনা না দিয়েই রপ্তানী করা হয়। এই প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা আমাদের মূল্যবোধের ব্যাখ্যা দিতে চাই।

একটি ইসলামী সমাজ কতগুলো মূল্যবোধের মাধ্যমে জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এসব মূল্যবোধের কতগুলো অপরিহার্যরূপে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে। 'অর্থনৈতিক' বলতে আমরা উৎপাদন, বিনিময়, দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার ও সেবার সাথে সম্পৃক্ত মানুষের কর্মতৎপরতাকে বুঝি। এসব মূল্যবোধ বাঞ্ছিত আচরণকে একটি কাঠামো প্রদান করে, যা সামাজিকভাবে অনুমোদিত ও স্বীকৃত। একটি ইসলামী সমাজে সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনের জন্য একজন স্বাভাবিক মুসলমান আচরণের এই কাঠামো পছন্দ করেন। আইনগত কাঠামোকে অটুট রাখাই হচ্ছে এসব

মূল্যবোধের আসল কাজ। আইনের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য থাকলেই কেবল তখন তাকে তার সত্যিকার প্রাণসত্তাসহ কার্যকর করা সম্ভব। জনগণকে সামাজিকভাবে বাঞ্ছিত আচরণে অভ্যস্ত করার মাধ্যমেই এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য লাভ করা যেতে পারে।

ইসলামী শরীআত 'আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল-মুনকার' (উত্তম কাজের নির্দেশদান এবং মন্দ কাজে বাধাদান)-এর ধারণা পেশ করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আভ্যন্তরীণ অতন্দ্র প্রহরীরূপে একটি সামাজিক চেতনাবোধ গড়ে উঠে। অনুমোদিত পথ থেকে বিচ্যুত হলে সামাজিকভাবে তিরস্কৃত হতে হয়। বাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর চাপ সৃষ্টি হয়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক অনুমোদনের হাতল শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়। পরিবার বলতে নিকটাত্মীয় ও দূরাত্মীয় সমন্বিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। প্রতিটি পরিবার তার সদস্যদের আচরণের ক্ষেত্রে একজন পরিদর্শকের ভূমিকা পালন করে। এইরূপে কোন ব্যক্তি তার পরিবার কর্তৃক ধিকৃত ও বহিষ্কৃত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই অনুমোদিত পথের বাইরে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সে কোন আইন লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য কেবল গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেই আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইসলামের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসমূহকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায় ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক মূল্যবোধসমূহ কাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম নির্দেশ করে। যেমন কোন ব্যক্তিবর্গকে অপরের প্রতি ন্যায়নীতি (আদল), মহানুভবতা (ইহ্‌সান), বিশ্বস্ততা (আমানত), পারস্পরিক সহযোগিতা ও অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আশা করা যায়, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্বিপাকের সময় ধৈর্যের পরিচয় দিবে। হারাম (নিষিদ্ধ) কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে সে ধৈর্য (সবর) ও অল্পে তুষ্ট (কানা'আত) থাকবে। তার অর্থ এই নয় যে, সে তার অর্থনৈতিক অবস্থাকে তাকদীরের উপর সোপর্দ করে চুপচাপ বসে থাকবে, যেমন পাশ্চাত্যের কতিপয় প্রাচ্যবিদ (ইসলামের অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে) ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন। এর অর্থ কেবল এই যে, কোন অবস্থায়ই হালাল-হারামের কাঠামো বা সীমারেখা লংঘন করা উচিৎ নয়। এই কাঠামোর আওতায় থেকে যাবতীয় কার্যক্রমই বৈধ, অনুমোদিত ও অর্থবহ।

নেতিবাচক মূল্যবোধ বলতে সেইসব আচরণ বুঝায় যা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। যেমন পারস্পরিক কাজকর্মে ও আচার-আচরণে কেউ কারো সাথে প্রতারণা করবে না। একইভাবে লোভ-লালসা (হির্স), সম্পদ কুক্ষিগত করা (ইকতিনায), কৃপণতা (শুহ্হ), যুলুম (অন্যকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা) ইত্যাদি হলো নেতিবাচক মূল্যবোধের কয়েকটি উদাহরণ।

ইসলামের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে একটি শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এসব মূল্যবোধ বদ্ধমূল করতে হবে।

(১) ইতিবাচক মূল্যবোধসমূহ اَلْقِيَمُ الْاِيْجَابِيَةُ

(ক) ন্যায়নীতি (আদ্ল) اَلْعَدْلُ

১২ঃ১

٤٨٠(١)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِّنْ نُوْرٍ عَنْ يَّمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا .

৪৮০(১)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক মহান আল্লাহর নিকট নূরের উচ্চ মিনারায় অবস্থান করবে, যা থাকবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র ডানপাশে। তবে আল্লাহ্র (কুদরতের) উভয় হাতই ডান দিক। যেসব শাসক ন্যায়-ইনসাফ ও সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, নিজেদের পরিজনদের ও জনগণের সাথে ইনসাফ করবে এবং তাদের উপর ন্যস্ত প্রতিটি দায়িত্বের ক্ষেত্রে আদলের পরিচয় দিবে- কেবল তারাই এই মর্যাদার অধিকারী হবে (মুসলিম, ইমারা, বাব ৫, নং ৪৭২১/১৮)।

টীকা ঃ 'উচ্চ মিনারা' অর্থ হচ্ছে বুলন্দ মর্যাদা। আর সেসব দায়িত্ব হলো, যেমন শাসন, বিচার-আচার, বদান্যতা, ইয়াতীতের প্রতি দয়ার দৃষ্টি, দান-খয়রাত এবং যে সমস্ত সরকারী দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ইত্যাদি (অনু.)।

٤٨١(٢)- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ اَلاَ اِنَّ رَبِّيْ اَمَرَنِيْ اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هٰذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَاِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَاِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ يُّشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ اُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اِلاَّ بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُكَ لاَبْتَلِيْكَ وَاَبْتَلِيَ بِكَ وَاَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَاُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ اِذًا يَثْلَغُوْا رَاْسِيْ فَيَدَعُوْهُ خُبْزَةً فَقَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَاَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَاَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ وَمُتَعَفِّفٌ ذُوْعِيَالٍ قَالَ وَاَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيْفُ الَّذِيْ لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُوْنَ اَهْلاً وَّلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِيْ لاَ يَخْفٰى لَهُ طَمَعٌ وَاِنْ دَقَّ اِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِيْ اِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ اَوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ غَسَّانَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَاَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ .

৪৮১(২)। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর ভাষণে বললেন ঃ জেনে রাখো! আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাদেরকে শিখিয়ে দেই, যা কিছু তোমরা জানো না, যেসব তথ্য মহান আল্লাহ আজ পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, যেসব সম্পদ আমি বান্দাকে দান করেছি তা হালাল এবং নিশ্চয়ই আমি আমার সকল বান্দাকে (জন্মগতভাবে) নিষ্কলুষ করে তথা সঠিক পথের অনুসারী করে সৃষ্টি করেছি। এরপর শয়তান তাদের নিকট এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং আমি যা তাদের জন্য হালাল করেছি শয়তান তা তাদের উপর হারাম করেছে। তদুপরি শয়তান আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার আদেশ দিয়েছে, যে সম্পর্কে আমি কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করিনি এবং মহান আল্লাহ পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরব-অনারব সবার প্রতি (তাদের কার্যকলাপে) ক্রোধান্বিত হলেন। কেবল্ল আহলে কিতাবদের কিছু সংখ্যক লোক যারা সঠিক পথকে ধরে রেখেছিল (তারা স্রষ্টার রোষ থেকে বেঁচে গেলো)। মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি 'আপনাকে পরীক্ষা করা' ও 'আপনার দ্বারা জগদ্বাসীকে পরীক্ষা করা' এ দুই উদ্দেশ্যে আপনাকে জগতে পাঠিয়েছি এবং আমি আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না। তা আপনি শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় পাঠ করতে পারেন। আর মহান আল্লাহ আমাকে কুরাইশ সম্প্রদায়কে (আল্লাহদ্রোহীদেরকে) জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করেছেন। আমি বললাম ঃ হে প্রভু! এটা করলে তারা আমার মাথাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে অবেশেষ রুটির ন্যায় বিছিয়ে ফেলবে। আল্লাহ বললেন, তাদের বহিষ্কারের চেষ্টা করুন, যেরূপ তারা আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমি যুদ্ধে আপনাকে সহায়তা করবো। আপনি এটা করুন, অচিরেই আপনার জন্য ব্যয় করা হবে। আপনি বাহিনী পাঠান, আমি এরূপ পাঁচ গুণ বাহিনী পাঠিয়ে দিবো। আপনি আপনার অনুগামীদেরকে নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করুন।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, বেহেশতের অধিবাসী তিন শ্রেণীর লোক হবে ঃ (১) এমন ক্ষমতাশালী সামর্থ্যবান ব্যক্তি যে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও নেক কাজে সহায়তাকারী; (২) এমন দয়ালু ব্যক্তি যার হৃদয় সকল আত্মীয়-অনাত্মীয় তথা প্রতিটি মুসলমান ভাইয়ের জন্য বিগলিত হয়; (৩) এমন ব্যক্তি যার সন্তান-সন্তুতি আছে এবং তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা

করেন। তিনি বলেন, জাহান্নামবাসীরাও পাঁচ প্রকার ঃ (১) এমন নিঃস্ব বিবেকহারা ব্যক্তি, যার ভালো-মন্দ ও হালাল-হারামের জ্ঞান নেই। এ শ্রেণীর লোক তোমাদের মাঝেই পশ্চাতে থাকে। তারা পরিবার ও মাল আহরণের কোন চেষ্টা-তদবীর করে না; (২) পরধন আত্মসাৎকারী ব্যক্তি, যার লোভ-লালসা গোপন থাকে না। লোভনীয় বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক সে আত্মসাৎ করে অথবা তার লোভ প্রকাশ পায় না অথচ ক্ষুদ্র ও সামান্য কিছুও খেয়ানত করে; (৩) আর এক ব্যক্তি সকাল-বিকাল সর্বাবস্থায় তোমার ধন-জনের ব্যাপারে তোমার সাথে প্রতারণা করে; (৪) চতুর্থত, তিনি কৃপণতা বা মিথ্যা কথার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কৃপণ ও মিথ্যাবাদী এ দুই শ্রেণীও জাহান্নামের যোগ্য (মুসলিম, জান্নাত, বাব ১৬, নং ৭২০৭/৬৩)।

(খ) বদান্যতা (ইহ্সান) اَلْاِحْسَانُ

১২ ঃ ৩

٤٨٢(٣)- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْاَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ اَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِيْ غَزَاتِكُمْ هٰذِهِ فَقَالَ مَا نَقِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا اِنْ كَانَ لَيَمُوْتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيْرُ فَيُعْطِيْهِ الْبَعِيْرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيْهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ اِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيْهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ اَمَا اِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنَى الَّذِيْ فَعَلَ فِيْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَخِيْ اَنْ اُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ بَيْتِيْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ .

৪৮২(৩)। আবদুর রহমান ইবনে শুমাসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু কথা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে আয়েশা (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক? আমি বললাম, আমি মিসরের অধিবাসী। আয়েশা (রা) বললেন, তোমাদের বর্তমান শাসক তোমাদের এই

যুদ্ধে তোমাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করে? আবদুর রহমান (র) বললেন, তার দ্বারা আমাদের কোনো প্রকারের ক্ষতি হয় না। যদি আমাদের কারো উট মারা যায়, তিনি তাকে উট দেন, কারো গোলাম মারা গেলে তিনি তাকে গোলাম দান করেন এবং কেউ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে পড়লে তিনি তাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করেন। অতঃপর আয়েশা (রা) বলেন, আমার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্র (রা)-র সাথে যে (নির্দয়) ব্যবহার করা হয়েছে তা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শোনা হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করতে বিরত রাখবে না। তিনি আমার এই ঘরে অবস্থানকালেই দোয়া করেছেন ঃ 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্বশীল হয় এবং সে তাদের সাথে কঠোরতা করে, তুমিও তার প্রতি নির্দয় ও কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের শাসক হয় এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তুমিও তার সাথে সদয় ব্যবহার করো' (মুসলিম, ইমারা, বাব ৬, নং ৪৭২২/১৯)।

১২ ঃ ৪

٤٨٣(٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ .

৪৮৩(৪)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বিধবা ও নিঃস্বের উপকারে ব্রতী ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। আমার ধারণা তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ সে ঐ নামাযী সমতুল্য যে নিরলসভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ রোযাদার সমতুল্য যে অনবরত রোযা রাখে (মুসলিম, যুহ্দ, বাব ২, নং ৭৪৬৮/৪১)।

১২ ঃ ৫

٤٨٤(٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

৪৮৪(৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিজের ইয়াতীম অথবা অপর ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং আমি বেহেশতে এতো কাছাকাছি থাকবো। মালেক (র) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন (মুসলিম, যুহ্দ, বাব ২, নং ৭৪৬৯/৪২)।

১২ ঃ ৬

٤٨٥(٦)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اَوْ يُنْسَاَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৪৮৫(৬)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত হোক এবং আয়ু দীর্ঘায়িত হোক সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে (মুসলিম, আদাব, বাব ৬, নং ৬৫২৩/২০)।

১২ ঃ ৭

٤٨٦(٧)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ .

৪৮৬(৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে যদি ছাগলের খুরও উপহার দেয় তবুও তা তুচ্ছজ্ঞান করো না।

টীকা ঃ অর্থাৎ দাতা যেন লজ্জার বশীভূত হয়ে দান থেকে বিরত না থাকে এবং গ্রহীতাও যেন অল্প বলে অবজ্ঞা না করে (অনু.)।

(গ) পারস্পরিক সহযোগিতা اَلتَّعَاوُنُ

১২ ঃ ৮

٤٨٧(٨)- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .

৪৮৭(৮)। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকাস্বরূপ, এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে (মুসলিম, বির্‌র, বাব ১৭, নং ৬৫৮৫/৬৫)।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীসে মুসলিম সমাজকে অট্টালিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি ইট যেমন অপর ইটের সাথে মিশে থাকে, মুসলমানদেরকে অনুরূপ মিলেমিশে থাকা উচিত। একটি ইট যেমন অন্যটিকে শক্তিশালী করে এবং একে অপরের ভার বহন করে তেমনিভাবে এক মুসলিম যেন অপর মুসলিমকে শক্তিশালী করে এবং একে অপরের আপদ-বিপদে সর্বাবস্থায় সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে (অনু.)।

٤٨٨(٩)- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى .

৪৮৮(৯)। আন-নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুমিনগণ তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব, দয়া-মায়া-মমতার ক্ষেত্রে এক দেহতুল্য। শরীরের একটি অঙ্গ পীড়িত হলে অবশিষ্ট অঙ্গের ঘুম আসে না, অস্বস্তিবোধ হয় এবং জ্বর এসে যায় (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৮৬/৬৬)।

১২ ঃ ৯

٤٨٩(١٠)- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَذَاكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

৪৮৯(১০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগুলো থেকে অবসর হলে পর আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে বললো, এ স্থান হলো সেই ব্যক্তির যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ্ বললেন, হাঁ, তবে তুমি কি চাও না যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি? আত্মীয়তা বললো, হাঁ। আমি তাই চাচ্ছি। আল্লাহ্ বললেন, তা-ই তোমার জন্য। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পড়তে পারো ঃ "যদি তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভ করতে পারো তবে কি এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা পৃথিবীতে গণ্ডগোল ও বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এসব লোক হলো তারা যাদেরকে আল্লাহ তার রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছেন। তবে এরা কি কুরআন মজীদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না অথবা তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে" (মুসলিম, বির্‌র, বাব ৬, নং ৬৫১৮/১৬)।

٤٩٠(١١)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ .

৪৯০(১১)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আরশের সাথে সংযুক্ত। সে বলে, "যে আমার সাথে মিলিত হয় আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫১৯/১৭)।

٤٩١(١٢)- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِىْ قَاطِعَ رَحِمٍ .

৪৯১(১২)। জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না" (মুসলিম, ঐ, ৬৫২০/১৮)।

٤٩٢(١٣)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّاَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

৪৯২(১৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তির পার্থিব কষ্টসমূহের কোন কষ্ট দূর করবে, মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসের তার কঠিন বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অসুবিধাগ্রস্ত লোকের অসুবিধা লাঘব করবে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অসুবিধা দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর মহান আল্লাহ বান্দাহর সাহায্যে রত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। আর যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে কোন রাস্তায় চলে মহান আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন। আর কোন জনসমষ্টি আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করলে তাদের উপর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়ে থাকে, তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে ফেলে, রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং মহান আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ মাখলূকের (ফেরেশতাদের মাঝে) তাদের কথা আলোচনা করেন। যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে রাখে, তার বংশগৌরব তাকে অগ্রগামী করতে পারে না (মুসলিম, যিকির, বাব ১১, নং ৬৮৫৩/৩৮; আবু দাউদ, আদাব, বাব ৬০, নং ৪৯৪৬)।

٤٩٣(١٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ .

৪৯৩(১৪)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের উপকার করি, আর তারা আমার ক্ষতি করে। আমি তাদের সাথে সহনশীলতাপূর্ণ ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে মূর্খতা সুলভ আচরণ করে। নবী ﷺ বললেন ঃ বাস্তবে তুমি যদি এমনই হয়ে থাকো, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে জ্বলন্ত ছাই নিক্ষেপ করছো। আর যতদিন তুমি এরূপই করবে ততদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবেন যিনি তোমাকে তাদের উপর বিজয়ী রাখবেন (মুসলিম, বির্‌র, বাব ৭, নং ৬৫২৫/২২)।

১২ ঃ ১১

٤٩٤(١٥)- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِىْ فَضْلٍ .

৪৯৪(১৫)। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি

তার সওয়ারীতে আরোহণ করে সেখানে আসলো। বর্ণনাকারী বলেন, সে এদিক-ওদিক ডানে-বামে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথের লোকদের বললেন ঃ যার কাছে অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা দান করে, যার কাছে সওয়ারী নেই তাকে। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্বল আছে সে যেন তা দান করে, যার সম্বল নেই। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন প্রকারের সম্পদের উল্লেখ করেছেন। শেষে আমরা লক্ষ্য করলাম, অতিরিক্ত মাল-সম্পদ দখলে রাখার অধিকার আমাদের নাই (মুসলিম, লুকতা, বাব ৪, নং ৪৫১৭/১৮)।

১২ ঃ ১২

٤٩٥(١٦)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهٖ .

৪৯৫(১৬)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির থাকতো এবং অপরজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকতো। সেই উপার্জনকারী ভাই নবী ﷺ-এর কাছে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলে তিনি তাকে বলেন ঃ হয়ত তার উসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছো (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ, বাব ৩৩, নং ২২৮৭; মাওসূআ ২৩৪৫)।

(ঘ) আমানত (বিশ্বস্ততা) اَلْاَمَانَةُ

১২ ঃ ১৩

٤٩٦(١٧)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪৯৬(১৭)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সংগী হবে (ইবনে মাজা, আবওয়াবুত তিজারাত, বাব ১, নং ২১৩৯)।

১২ ঃ ১৪

٤٩٧(١٨)- عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمُصَلَّى فَرَاَى النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَفَعُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ .

৪৯৭(১৮)। ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রিফাআ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (রিফাআ) নবী ﷺ-এর সাথে ঈদের মাঠে রওয়ানা হলেন। তিনি লোকজনকে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত দেখলেন। তিনি বলেন ঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিলো এবং তাদের ঘাড় ও চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালো। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের পাপাচারীরূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহকে ভয় করে, সঠিক কাজ করে এবং সততা অবলম্বন করে তাদের ব্যতীত (তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ূ, বাব ৪, নং ১১৪৮; মাওসূআ ১২১০)।

১২ ঃ ১৫

٤٩٨(١٩)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِلاَبَةَ ۔

৪৯৮(১৯)। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলো যে, সে বেচা-কেনায় ধোঁকা খায়। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে দিবে, যেন প্রতারণা না করা হয়। (রাবী বলেন), এরপর থেকে সে যখনই বেচাকেনা করতো তখন বলতো, যেন না ঠকানো হয় (মুসলিম, বুয়ূ, বাব ১২, নং ৩৮৬০/৪৮)।

টীকা ঃ অবশ্য বিভিন্ন হাদীসে 'লা খিলাবাতা' শব্দের পরিবর্তে 'লা খিয়ানাতা', 'লা খিয়াবাতা' ইত্যাদি উল্লেখ আছে। তবে প্রতিটি শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অনু.)।

১২ ঃ ১৬

٤٩٩(٢٠)- عَنْ حَمِيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ يُوْسُفُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ نَلِىْ مَالَ اَيْتَامٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ مِنِّىْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَوَقَعَتْ لَهُ فِىْ يَدِىْ اَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقُرَشِىِّ اِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِىْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ اَصَبْتُ لَهُ اَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَّنْ خَانَكَ .

৪৯৯(২০)। হুমাইদ (র) থেকে মক্কার অধিবাসী ইউসুফ নামীয় এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি কয়েকজন ইয়াতীমের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য অভিবাবক ছিলাম। ইউসুফ (র) বলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে গেলো। ঘটনাক্রমে তার এক হাজার দিরহাম আমার কব্জায় এলো। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকটিকে বললাম, সে আমার এক হাজার দিরহাম নিয়ে গেছে। এখন তার এক হাজার দিরহাম আমার কব্জায় আছে। কুরাইশ বংশীয় লোকটি বললো, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তুমি তাকে তা পরিশোধ করো এবং যে ব্যক্তি তোমার সাথে প্রতারণা করেছে তুমি তার সাথে প্রতারণা করো না (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৪১৪, নং ১৫৫০২; আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৭৯, নং ৩৫৩৪; বর্ণনার পার্থক্য আছে)।

১২ ঃ ১৭

٥٠٠(٢١)- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ

الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ الاَّ بَيَّنَهُ لَهُ .

৫০০(২১)। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রি করা হালাল নয় (ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাব ৪৫, নং ২২৪৬)।

১২ ঃ ১৮

৫০১(২২)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ .

৫০১(২২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যশস্যের একটি স্তূপ অতিক্রমকালে স্তূপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বললেন ঃ হে স্তূপের মালিক! এ কি ব্যাপার? লোকটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বললেন ঃ সেগুলো তুমি স্তূপের উপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখতে পেতো। যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই (মুসলিম, ঈমান, বাব ৪৩, নং ২৮৪)।

১২ ঃ ১৯

৫০২(২৩)- عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا .

৫০২(২৩)। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে

(বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে (ইবনে মাজা, কিতাবুয যুহ্দ, বাব ১৪, নং ৪১৬৪)।

٥٠٣(٢٤)- عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَىْ خَالِدٍ قَالاَ دَخَلْنَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَاَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ تَيْاَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوْسُكُمَا فَاِنَّ الْاِنْسَانَ تَلِدُهُ اُمُّهُ اَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৫০৩(২৪)। খালিদের পুত্রদ্বয় হাব্বাহ ও সাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কিছু মেরামত করছিলেন। আমরা তাঁকে তাতে সহায়তা করলাম। তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ তোমাদের মাথা সুস্থ থাকবে (তোমরা জীবিত থাকবে), তোমরা রিযিকের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। মানুষকে তো তার মা রক্তাপ্লুত ও ক্ষীণ চামড়াযুক্ত অবস্থায় প্রসব করে। সেই অবস্থায় মহান আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন (ইবনে মাজা, যুহ্দ, বাব ১৪, নং ৪১৬৫)।

٥٠٤(٢٥)- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعْبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَىِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ .

৫০৪(২৫)। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের অন্তরের প্রতিটি ময়দানে অনেক পথ রয়েছে। যে ব্যক্তি তার অন্তরের প্রতিটি ময়দানের সকল পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে যে কোন ময়দানে ধ্বংস করতে পরোয়া করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, সে সর্বপ্রকার পথ থেকে মুক্তি পায় (ইবনে মাজা, যুহ্দ, বাব ১৪, নং ৪১৬৬)।

(চ) অল্পে তুষ্টি اَلْقَنَاعَةُ

১২ ঃ ২০

٥٠٥(٢٦)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

بِمَنْكِبِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسْاَءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ .

৫০৫(২৬)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ তুমি পৃথিবীতে বসবাস করো অপরিচিতের মতো বা পথিকের মতো। ইবনে উমার (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ভোরের অপেক্ষায় থেকো না এবং ভোরে উপনীত হয়ে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না। তোমার সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার আগেই এবং হায়াতকে মৃত্যু আসার পূর্বেই কাজে লাগাও (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব ৩, নং ৬৪১৬)।

১২ ঃ ২১

٥٠٦ (٢٧)-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ .

৫০৬(২৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাকে ধন ও জনে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, তখন তার এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যে তার নিজের চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে (মুসলিম, যুহ্দ, বাব ১, নং ৭৪২৮/৮)।

٥٠٧ (٢٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَّ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ .

৫০৭(২৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করো, যে তোমাদের অপেক্ষা

নিঃস্ব অবস্থায় আছে। তোমরা এমন ব্যক্তির প্রতি তাকিও না যে তোমাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় আছে। তাহলে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র দান (নিয়ামত) তুচ্ছ মনে হবে না (ঐ, নং ৭৪৩০/৯)।

১২ ঃ ২২

٥٠٨(٢٩)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ .

৫০৮(২৯)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তির ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য হয়েছে, যাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতেই পরিতৃপ্ত হওয়ারও শক্তি দিয়েছেন, সে-ই (জীবনে) সফলতা লাভ করেছে (মুসলিম, যাকাত, বাব ৫৩, নং ২৪২৬/১২৫)।

٥٠٩(٣٠)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا .

৫০৯(৩০)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের রিযিক (পানাহারের ব্যবস্থা) ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ রাখুন (ঐ, নং ২৪২৭/১২৬)।

১২ ঃ ২৩

٥١٠(٣١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّاْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ

لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَانَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

৫১০(৩১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন কে আছে যে আমার কাছ থেকে একথাগুলো গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দিবে যে তদনুযায়ী কাজ করবে? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং গুনে গুনে পাঁচটি কথা বললেন ঃ তুমি (১) হারামসমূহ পরিহার করলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবেদ হিসাবে গণ্য হবে; (২) আল্লাহ তোমার তাকদীরে যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী গণ্য হবে; (৩) প্রতিবেশীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে, (৪) নিজের জন্য যা পছন্দ করো অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করলে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে এবং (৫) বেশী হাসবে না, কেননা অতিরিক্ত হাসি হৃদয়কে মৃতবৎ করে দেয় (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্‌দ, বাব ২, নং ২২৪৭; মাওসূআ ২৩০৫)।

(ছ) ধৈর্য اَلصَّبْرُ

১২ ঃ ২৪

٥١١(٣٢)- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

৫১১(৩২)। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এই সুযোগ মুমিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যদি দুঃখ-মুসিবত আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে। অতএব প্রতিটিই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে (মুসলিম, যুহ্‌দ, বাব ১৩, নং ৭৫০০/৬৪)।

১২ ঃ ২৫

٥١٢ (٣٣)- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيْلُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتّٰى تُسْتَحْصَدَ .

৫১২(৩৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুমিনের দৃষ্টান্ত ফসলের ক্ষেতের ন্যায়, প্রবল বাতাস অনবরত একে দোলা দিতে থাকে। অনুরূপভাবে মুমিন ব্যক্তির উপর অনবরত বিপদ-আপদ আসতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত শুকনো ধান গাছের ন্যায়। তা না কাটা পর্যন্ত সহজে হেলে পড়ে না (মুসলিম, মুনাফিক, বাব ১৪, নং ৭০৯২/৫৮)।

১২ ঃ ২৬

٥١٣ (٣٤)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِيْ .

৫১৩(৩৪)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার তো ভীষণ জ্বর এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হাঁ, তোমাদের দু'জনের যে জ্বর আসে, আমার একার তাই আসে। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার তো দ্বিগুণ সওয়াব, তাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি

বললেন ঃ কোন মুসলমানের উপর রোগব্যাধি বা অনুরূপ কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট আসলেই এর বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপ ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ তার পাতা ঝরায় (মুসলিম, বির্‌র, বাব ১৪, নং ৬৫৫৯/৪৫)।

٥١٤(٣٥)- عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِّنْ قُرَيْشٍ عَلٰى عَائِشَةَ وَهِيَ بِمِنًى وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ فَقَالَتْ مَا يُضْحِكُكُمْ قَالُوْا فُلَانٌ خَرَّ عَلٰى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ اَوْ عَيْنُهُ اَنْ تَذْهَبَ قَالَتْ لاَ تَضْحَكُوْا فَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ .

৫১৪(৩৫)। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) মিনায় অবস্থানকালে কুরাইশ বংশের কয়েকজন যুবক হাসতে হাসতে তার কাছে এসে উপস্থিত হলো। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা হাসছো কেন? তারা বললো, অমুক ব্যক্তি তাঁবুর রশির উপর পড়ে গিয়ে তার ঘাড় বা চোখ হারাবার উপক্রম হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা হেসো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান কাটাবিদ্ধ হলে বা তদপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার বিনিময়ে তার মর্যাদা একধাপ বাড়ানো হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয় (ঐ, নং ৬৫৬১/৪৬)।

٥١٥(٣٦)- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَبْلَغًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَفِيْ كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا اَوِ الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا .

৫১৫(৩৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩) আয়াতটি নাযিল হলো তখন মুসলমানগণ অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভে তৎপর হও এবং সরল-সহজ হও।

মুসলমানের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসে তা তার জন্য কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হিসাবে গণ্য হয়। এমনকি সে যে হোঁচট খায় বা যে কাঁটাবিদ্ধ হয়, তাও তার গুনাহ্‌র কাফ্ফারা হয় (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৬৯)।

٥١٦ (٣٧) -عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى أُمِّ السَّائِبِ اَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ اَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمّٰى لاَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا فَقَالَ لاَ تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

৫১৬(৩৭)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুস সায়েব অথবা উম্মুল মুসায়্যাবের কাছে গেলেন। তার অবস্থা দেখে তিনি বললেন ঃ হে উম্মুস সায়েব বা হে উম্মুল মুসায়্যাব! তুমি এভাবে কেন হাত-পা ছুঁড়ছো? সে বললো, জ্বরে, আল্লাহ ওর অমঙ্গল করুন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ জ্বরকে গালি দিও না, কেননা হাপর যেমন লোহার ময়লাকে দূর করে, অনুরূপভাবে জ্বরও আদম সন্তানের গুনাহসমূহকে দূর করে (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৭০/৫৩)।

٥١٧ (٣٨)- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ أُرِيْكَ امْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ أُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ قَالَتْ اَصْبِرُ قَالَتْ فَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَّ اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا .

৫১৭(৩৮)। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো? আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যি। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণকায় মহিলাটি। সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত। তাতে আমার পরনের কাপড় খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া

করুন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি চাইলে ধৈর্যধারণ করো, তোমার জন্য রয়েছে বেহেশত। আর তুমি চাইলে তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবো। মহিলা বললো, আমি ধৈর্যধারণ করবো। তবে যেহেতু রোগাক্রান্ত অবস্থায় আমার পরনের কাপড় খুলে যায়, সেহেতু যাতে তা খুলে না যায় সেজন্য দোয়া করুন। অতএব নবী ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৭১/৫৪)।

১২ ঃ ২৭

٥١٨(٣٩)- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَّ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبُ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ.

৫১৮(৩৯)। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করার নাম দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহ্‌দ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো ঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তার চাইতে তোমার হাতে যা আছে তার উপর বেশী নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে সওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে পতিত না হওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্‌দ, বাব ২৯, নং ২২৮২; মাওসূআ ২৩৪০)।

১২ ঃ ২৮

٥١٩(٤٠)- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِىِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَكَ امْرَاَةٌ تَاْوِىْ اِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ قَالَ فَاِنَّ لِىْ خَادِمًا قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُلُوْكِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ اِلٰى عَبْدِ

اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالُواْ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّا وَاللّٰهِ مَا نَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ لاَ نَفَقَةٍ وَلاَ دَابَّةٍ وَلاَ مَتَاعٍ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ اِلَيْنَا فَاَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا اَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَاِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى الْجَنَّةِ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَالُواْ فَاِنَّا نَصْبِرُ لاَ نَسْاَلُ شَيْئًا .

৫১৯(৪০)। আবু আবদুর রহমান আল-হুবুলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুনেছি, আমরা কি দরিদ্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আবদুল্লাহ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্ত্রী আছে যার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করো? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে, তোমার কি বসবাস করার মত ঘর আছে? লোকটি বললো, হাঁ। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে তো তুমি সচ্ছল। লোকটি বললো, আমার একটা খাদেম আছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তবে তো তুমি একজন বাদশাহ। আবু আবদুর রহমান বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-র নিকট উপস্থিত থাকতে তিন ব্যক্তি তার নিকট আসলো। তারা তাকে বললো, হে আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের কিছুই নেই, আমাদের পরিবারের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা নেই, সওয়ারীও নেই, আসবাবপত্রও নেই। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমরা যদি চাও তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারো ঃ (১) যদি ইচ্ছা করো আমাদের কাছে চলে আসতে পারো, তাহলে আমরা তোমাদেরকে এ পরিমাণ দান করবো যাতে আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সচ্ছল করে দেন; (২) আর যদি চাও আমরা তোমাদের বিষয় শাসকের নিকট উত্থাপন করবো; (৩) আর যদি চাও ধৈর্যধারণ করো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনবানদের চল্লিশ বছর আগেই বেহেশতে পৌঁছে যাবে। (এ হাদীস শুনে) তারা বললো, তাহলে আমরা ধৈর্য ধারণ করবো, কারো কাছে কিছু চাইবো না (মুসলিম, যুহ্‌দ, বাব ১, নং ৭৪৬২/৩৭-৭৪৬৩)।

(জ) ত্যাগস্বীকার اَلْاِيْثَارُ

১২ ঃ ২৯

٥٢٠(٤١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُّضِيْفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِهِ فَقَالَ لاِمْرَاَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَىْءٍ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِئِى السِّرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى لِيَاْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ حَتّٰى تُطْفِئِيْهِ قَالَ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ .

৫২০(৪১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি ভীষণ দুর্ভিক্ষপীড়িত। তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কাছে খাবার মত কিছু আছে কিনা খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠালেন। স্ত্রী বলে পাঠালেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! পানি ছাড়া আমার কাছে কিছুই নেই। অতঃপর তিনি আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সেখান থেকেও অনুরূপ জবাব আসলো। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীদের সকলেই একই কথা বললেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। তখন তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন ঃ এমন কে আছে যে আজ রাতে এই লোকটির মেহমানদারী করতে পারে? আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এক আনসারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি। অতঃপর তিনি

লোকটিকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে খাবার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, আমাদের বাচ্চাদের খাদ্য ব্যতীত আর কিছুই নেই। আনসারী বললেন, আচ্ছা, বাচ্চাদের কোনো কিছু বাহানা করে খাবার থেকে ভুলিয়ে রাখো। যখন আমাদের অতিথি ঘরে প্রবেশ করবে তখন হঠাৎ করে বাতিটি নিভিয়ে দিও। আর অন্ধকারের মধ্যে ভান করে মুখ-হাত নেড়ে নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিবে যে, আমরাও খাচ্ছি। মেহমান যখন খাওয়ার জন্য ঝুঁকে বসবে, তুমি বাতির কাছে গিয়ে তা নিভিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা সকলেই একত্রে খেতে বসলো, কিন্তু সবটুকু খানা মেহমানই খেলো। অতঃপর ভোরে যখন আনসারী নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন, তিনি বললেন ঃ আজ রাতে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তোমাদের অতিথিকে নিয়ে যা করছো তাতে আল্লাহ খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন (মুসলিম, আশরিবা, বাব ৩২, নং ৫৩৫৯/১৭২)।

٥٢١(٤٢)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الاَّ قُوْتُهُ وَقُوْتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِاِمْرَاَتِهِ نَوِّمِى الصِّبْيَةَ وَاَطْفِئِى السِّرَاجَ وَقَرِّبِىْ لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

৫২১(৪২)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারীর নিকট একজন মেহমান রাত যাপন করলো। অথচ তার কাছে শুধু তার ও বাচ্চাদের পরিমাণ খাদ্যই ছিলো। তিনি স্ত্রীকে বললেন, কোনোমতে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও, বাতি নিভিয়ে ফেলো এবং তোমার কাছে খাবার জিনিস যা আছে মেহমানের সামনে এনে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল হলো ঃ "তারা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা ভীষণভাবে ক্ষুধাত" (সূরা আল-হাশর ঃ ৯; মুসলিম, ঐ, নং ৫৩৬০/১৭৩)।

(ঝ) মহানুভবতা اَلسَّمَاحَةُ

১২ ঃ ৩০

٥٢٢(٤٣)- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى .

৫২২(৪৩)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করুন-যে মহানুভবতা দেখায় যখন সে ক্রয় করে, যখন সে বিক্রয় করে এবং যখন সে (পাওনা) আদায় করে (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ১৬, নং ২০৭৬)।

১২ : ৩১

٥٢٣(٤٤)- عَنْ اَبِیْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَنِیْ اَنْ اَقْضِیَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ اَجِدْ فِی الْاِبِلِ اِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ اِعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

৫২৩(৪৪)। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অল্প বয়স্ক উট ধার করলেন। এরপর তার নিকট যাকাত বাবদ কতগুলো উট এলো। তিনি আমাকে ধারদাতাকে একটি তরুণ উট ফেরত দেয়ার আদেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি উটের পালে ছয় বছর বয়সী উত্তম উট ছাড়া কিছু পেলাম না। তিনি বললেন : তাকে এগুলো থেকেই একটি ফেরত দাও। লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে ধার পরিশোধে অধিক উত্তম (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ১০, নং ৩৩১৩; মাওসূআ ৩৩৪৬)।

(২) নেতিবাচক মূল্যবোধসমূহ اَلْقِيَمُ السَّلْبِيَةُ

(ক) যুলুম اَلظُّلْمُ

১২ : ৩২

٥٢٤(٤٥)- عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكٍ .

৫২৪(৪৫)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) শপথ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করেন ও জান্নাত হারাম করেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি তা ক্ষুদ্র জিনিস হয়? তিনি বললেন ঃ যদি তা বাবলা গাছের একটি শাখাও হয় তবুও (মুসলিম, ঈমান, বাব ৬১, নং ৩৫৩/২১৮)।

٥٢٥(٤٦)- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ قَالَ فَدَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ اَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ اِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

৫২৫(৪৬)। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। বর্ণনাকারী (আবু ওয়াইল) বলেন, অতঃপর আশআছ ইবনে কায়েস (রা) সেখানে আসলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান তোমাদের কি বলেছেন? তারা বললেন, এই এই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আবু আবদুর রহমান সত্যই বলেছেন। মূলত আমার ব্যাপারেই এই হুকুম নাযিল হয়েছে। আমার ও এক ব্যক্তির মধ্যে ইয়ামান দেশের এক খণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। আমি নবী ﷺ-এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ

করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি দলীলপত্র আছে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমার প্রতিপক্ষের শপথের উপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। আমি বললাম, সে তো শপথ করবেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "যারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের কসমকে বিক্রি করে..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭; মুসলিম, ঈমান, বাব ৬১, নং ২২০/৩৫৫)।

٥٢٦(٢٧)- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا قَدْ غَلَبَنِىْ عَلٰى اَرْضٍ لِىْ كَانَتْ لِاَبِىْ فَقَالَ الْكِنْدِىُّ هِىَ اَرْضِىْ فِىْ يَدِىْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِىِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِىْ عَلٰى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَدْبَرَ اَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِه لِيَاْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ .

৫২৬(৪৭)। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ওয়াইল) বলেন, হাদরামাওতের এক ব্যক্তি এবং কিনদার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি আমার একখণ্ড পৈত্রিক সম্পত্তি জবরদখল করে আছে। আর কিন্দী বললো, জমিটি আমার দখলে এবং আমিই তা চাষাবাদ করি। তাতে এ ব্যক্তির কোনো স্বত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদরামীকে বললেন ঃ তোমার

কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ এমতাবস্থায় তোমাকে তোমার প্রতিপক্ষের শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি পাপী, সে তো মিথ্যা শশপথ করেই বসবে, সে কোনো পরোয়াই করবে না। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। যখন ঐ ব্যক্তি শপথ করার জন্য উঠে গেলো এবং সে পিছনে ঘুরলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যদি সে মিথ্যা শপথ করে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট (মুসলিম, ঐ, নং ২২৩/৩৫৮)।

টীকা ঃ কোনো বিবাদপূর্ণ বিষয়ে সাক্ষী না পাওয়া গেলে বিবাদীকে হলফ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ হলফের উপর ভিত্তি করেই মামলার রায় দেয়া হয়। এমতাবস্থায় মিথ্যা হলফ করে অন্যের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা আত্মসাৎ করা খুবই সহজ। কেউ যাতে এভাবে কারো হক না মারে, সে সম্পর্কেই এ হাদীসে বলা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও সাবধান করা হয়েছে (অনু.)।

১২ ঃ ৩৩

٥٢٧ (٤٨) - عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

৫২৭(৪৮)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তুমি তোমার কোন ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি করো... আবুয যুবাইর (র) থেকে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তুমি তোমার ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি করো এবং তা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার নিকট থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্য হালাল নয়। তুমি কিসের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের সম্পদ নিবে (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৩, নং ৩৯৭৫/১৪)।

টীকা ঃ ফল পরিপক্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে বিক্রি করলে ক্ষতির বোঝা ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আরো কতিপয় বিশেষজ্ঞের এই মত। কিন্তু অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে ক্ষতি বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। তবে সব বিশেষজ্ঞের মতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে পরিমাণ ফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মূল্য বাদ দেয়া বিক্রেতার জন্য বাঞ্ছনীয় (অনু.)।

১২ ঃ ৩৪

٥٢٨(٤٩)- عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ .

৫২৮(৪৯)। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক আঙ্গুল পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকিয়ে দিবেন (মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৩০, নং ৪১৩২/১৩৭)।

٥٢٩(٥٠)- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلٍ اَنَّ اَرْوٰى خَاصَمَتْهُ فِيْ بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوْهَا وَاِيَّاهَا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِيْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِيْ دَارِهَا قَالَ فَرَاَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُوْلُ اَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلٰى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيْهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا .

৫২৯(৫০)। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। আরওয়া নাম্নী এক মহিলা তার (সাঈদের) একটি বাড়ি নিয়ে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। সাঈদ (তার পরিবারের লোকদের) বললেন, তোমরা বাড়ির দাবি ছেড়ে দাও এবং ঐ মহিলার সাথে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করো।

কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে, কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকে দেয়া হবে।" অতঃপর তিনি (সাঈদ) এই বদদোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! যদি ঐ মহিলা তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার চক্ষু অন্ধ করে দাও এবং তার কবর তার ঘরের মধ্যে করো"। রাবী মুহাম্মাদ (র) বলেন, পরে আমি তাকে অন্ধ হয়ে যেতে এবং দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, "আমি সাঈদ ইবনে যায়েদের বদদোয়ার শিকার হয়েছি। এই অবস্থায় একদা সে তার বাড়ির অভ্যন্তরস্থ কূপের নিকট দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ সে তাতে পড়ে গেলো। সেটাই তার কবর হলো (মুসলিম, ঐ, নং ৪১৩৩/১৩৮)।

১২ ঃ ৩৫

٥٣٠ (٥١)- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا رَوٰى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ

وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ انْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ الاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِيْ انَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ ايَّاهَا فَمَنْ وَّجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَّجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ الاَّ نَفْسَهُ قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ اَبُوْ ادْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ .

৫৩০(৫১)। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও এটি হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত (সঠিক পথ) দান করি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া সকলেই অভুক্ত। অতএব তোমরা আমার কাছে খাদ্যের জন্য আবেদন করো, আমি তোমাদেরকে খাওয়াবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে পরিধান করাই সে ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার কাছে পোশাকের জন্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের পোশাক দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিনরাত গুনাহে লিপ্ত থাকো, আর আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন অপকারও করতে পারো না, উপকারও করতে পারো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগের ও পরের এবং জিন ও মানব সকলেই যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তির অনুরূপ মুত্তাকী হয়ে যায়—তাতে আমার সাম্রাজ্যের কোন সৌন্দর্য বাড়বে না। হে আমার বান্দাগণ! আর যদি তোমাদের আগের ও পরের লোকেরা এবং জিন ও মানব সকলেই তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক জঘন্য পাপীর ন্যায় পাপাচারী হয়ে যায়, তাতেও আমার

সাম্রাজ্যের কোন সৌন্দর্যহানি হবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগের ও পরের মানুষ ও জিন সকলে যদি এক সমতল ময়দানে একত্র হয়ে আমার কাছে চাইতে থাকে এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রার্থনা অনুযায়ী দিতে থাকি তাতে আমার কাছে যে ধনভাণ্ডার রয়েছে তা ফুরিয়ে যাবে না। বরং এতে যতটুকু কমবে তার পরিমাণ হবে মহাসমুদ্রে একটি সুঁই ডুবিয়ে বের করে আনলে তাতে যতটুকু পানি আসে ততটুকু। হে আমার বান্দাগণ! আমি তো তোমাদের আমল তোমাদের জন্য হিসাব করে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ প্রতিফল দান করবো। অতএব যে কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে তার বিপরীত কিছু লাভ করে সে যেন এজন্য নিজেকেই তিরস্কার করে। বর্ণনাকারী সাঈদ (র) বলেন, আবু ইদরীস আল-খাওলানী যখন হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন তিনি তার উভয় হাঁটুর দিকে অবনত হয়ে পড়তেন (মুসলিম, বির্‌র, বাব ১৫, নং ৬৫৭২/৫৫)।

১২ ঃ ৩৬

٥٣١ (٥٢) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ .

৫৩১(৫২)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা যুলুম করা থেকে সাবধান থাকো। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে। তোমরা কৃপণতা পরিহার করো, কারণ কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। আর এ কৃপণতাই তাদেরকে নরহত্যায় উস্কানি দিয়েছে এবং তাদের হারামকে হালাল করেছে (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৭৬/৫৬)।

٥٣٢ (٥٣) - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَّ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ

الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ يَّأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكَاةٍ وَّيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ .

৫৩২(৫৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কি জানো, দেউলিয়া কে? লোকেরা বললো, আমাদের মধ্যে দেউলিয়া তো ঐ ব্যক্তি যার না আছে কোন টাকা-পয়সা আর না আছে কোন উপায়-উপকরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে তারাই দেউলিয়া, যারা কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে এবং তার সাথে সাথে দুনিয়ায় কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারূপ করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। এই মযলুমদের মধ্যে তার সব নেক কাজগুলো বন্টন করে দেয়া হবে। এরপর যদি তার সব পুণ্য শেষ হয়ে যায় এবং মযলুমদের পাওনা তখনো বাকি থাকে, তাহলে ওদের পাপ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৭৯/৫৯)।

٥٣٣(٥٤)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقُ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .

৫৩৩(৫৪)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই নিজ নিজ পাওনাদারের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রাপ্য প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে লওয়া হবে (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৮০/৬০)।

(খ) ঘৃণা-বিদ্বেষ اَلْبَغْضَاءُ وَالْكَرَاهِيَةُ

১২ ঃ ৩৭

٥٣٤ (٥٥) - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ .

৫৩৪(৫৫)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না এবং বিচ্ছেদভাবাপন্ন হয়ো না, এবং আল্লাহ্র বান্দাগণ ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী সময় পরিত্যাগ করা জায়েয নেই (মুসলিম, বির্‌র, বাব ৭, নং ৬৫২৬/২৩)।

٥٣٥ (٥٦) - عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَفِيْ رِوَايَةٍ كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ .

৫৩৫(৫৬)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। আত্মীয়তার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিন্ন করো না এবং আল্লাহ্র বান্দাগণ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। বর্ণনাকারী শো'বা (র) এ সনদে অতিরিক্ত বলেন, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও যেমনটি আল্লাহ (কুরআন মজীদে) নির্দেশ দিয়েছেন (মুসলিম, ঐ, নং ৬৫৩০/২৪)।

٥٣٦ (٥٧) - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

৫৩৬(৫৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই ধারণা-অনুমান পরিহার করবে। কেননা ধারণা-অনুমান

সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হবে না, কানকথা বলো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব রেখো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, বরং আল্লাহ্র বান্দাগণ সবে ভাই ভাই হয়ে যাও (মুসলিম, বির্র, বাব ৯, নং ৬৫৩৬/২৮)।

٥٣٧(٥٨)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

৫৩৭(৫৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, ধোঁকা দিও না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, শত্রুতা করো না, একজনের বেচা-কেনার প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ প্রস্তাব দিও না এবং আল্লাহ্র বান্দাহগণ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার মুসলমান ভাই-এর উপর যুলুম করবে না, তাকে অপমান করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। তিনি বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ তাকওয়া এখানে, এভাবে তিনবার বলেন। কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জানমাল এবং মান-সম্মান হারাম (মুসলিম, বির্র. বাব ১০, নং ৬৫৪১/৩২)।

১২ ঃ ৩৮

٥٣٨(٥٩)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ

بِاللّٰهِ شَيْئًا الاَّ رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا .

৫৩৮(৫৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয় এবং যেসব বান্দাহ আল্লাহ্‌র সাথে শীর্‌ক করে না, তাদের গুনাহ্ মাফ করা হয়। কিন্তু এ সময় ঐ ব্যক্তি ক্ষমা পায় না যে তার ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশতাদেরকে এ মর্মে হুকুম দেয়া হয় যে, তোমরা এ দুই ব্যক্তির প্রতি পরস্পর মিলে যাওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য রাখো, তোমরা এ দুই ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য রাখো, যতক্ষণ না তারা পরস্পর মিলে যায় (মুসলিম, বির্‌র, বাব ১১, নং ৬৫৪৪/৩৫)।

১২ ঃ ৩৯

٥٣٩ (٦٠)- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ اَلْاَلَدُّ الْخَصْمُ .

৫৩৯(৬০)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় লোকজনের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত সেই ব্যক্তি যে মারাত্মক ঝগড়াটে (নাসাঈ, কিতাবু আদাবিল কুদাত, বাব ৩৪, নং ৫৪২৫)।

(গ) সম্পদ কুক্ষিগত করা اَلْاِكْتِنَازُ

১২ ঃ ৪০

٥٤٠ (٦١)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ .

৫৪০(৬১)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের দাসরা অভিশপ্ত, দিরহামের দাসরা অভিশপ্ত (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ, বাব ৪২, নং ২৩১৬)।

টীকা ঃ সম্পদ কুক্ষিগত করাই যাদের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত। পরিণামে তারা লাঞ্ছিত হবেই (অনু.)।

১২ ঃ ৪১

٥٤١ (٦٢) - عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ اَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَىٍّ فِىْ ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ وَبِكَىٍّ مِّنْ قِبَلِ اَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحّٰى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَىْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ اِلاَّ شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَّبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَاِنَّ فِيْهِ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً فَاِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِيْنِكَ فَدَعْهُ .

৫৪১(৬২)। আল-আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরাইশদের কতিপয় লোকের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আবু যার (রা) সেখান দিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, অগাধ সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে এমন এক দাগের সুসংবাদ দাও যা পিঠে লাগানো হবে এবং পার্শ্বদেশ ভেদ করে যাবে, আর ঘাড়ে লাগানো হবে এবং তা কপাল ভেদ করে যাবে। অতঃপর তিনি একপাশে গিয়ে বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা বললো, ইনি হলেন আবু যার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি উঠে তার কাছে গিয়ে বললাম, একটু আগে আপনাকে যে কথাটি বলতে শুনলাম তা কি? তিনি বললেন, আমি তো সে কথাই বলেছি, যা আমি তাদের নবী ﷺ-এর কাছে শুনেছি। রাবী বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এসব দান (আমীরগণ গনীমতের মালের যে অংশ মুসলমানদের দিচ্ছেন) সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তোমরা তা গ্রহণ করতে থাকো, কেননা ব্যয়ভার বহনের জন্য এর দ্বারা এখন সাহায্য হচ্ছে। কিন্তু যখন এ দান তোমার দীনের বিনিময় মূল্যের রূপ নেবে তখন তা আর গ্রহণ করো না (মুসলিম, যাকাত, বাব ১০, নং ২৩০৭/৩৫)।

টীকা ঃ দাতা যখন দানের বিনিময়ে তোমাকে দীনের পরিপন্থী কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করবে তখন এ দান গ্রহণ করা মানে দীন ও ঈমান বিক্রি করা (অনু.)।

১২ ঃ ৪২

٥٤٢(٦٣)- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقِیْءُ الْاَرْضُ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَیَجِیْءُ الْقَاتِلُ فَیَقُوْلُ فِیْ هٰذَا قَتَلْتُ وَیَجِیْءُ الْقَاطِعُ فَیَقُوْلُ فِیْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِیْ وَیَجِیْءُ السَّارِقُ فَیَقُوْلُ فِیْ هٰذَا قُطِعَتْ یَدِیْ ثُمَّ یَدَعُوْنَهُ فَلَا یَاْخُذُوْنَ مِنْهُ شَیْئًا .

৫৪২(৬৩)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যমীন সোনা-রূপার বড়ো বড়ো স্তূপের ন্যায় তার কলিজার টুকরাসমূহ বমি করে উদগীরণ করবে। অতঃপর হত্যাকারী এসে বলবে, আমি তো এর জন্যই খুন করেছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এসে বলবে, এর জন্যই তো আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছিলাম। চোর এসে বলবে, এসবের জন্যই তো আমার হাত কটা গেছে। তারপর সকলেই একে (মাল) ছেড়ে দিবে এবং কেউই এ থেকে কিছুই নিবে না (মুসলিম, যাকাত, বাব ১৮, নং ২৩৪১/৬২)।

টীকা ঃ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় যমীন তার বুকের লুপ্ত সম্পদ বের করে দিবে এবং অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হবে, কিন্তু নেয়ার মত লোক পাওয়া যাবে না (অনু.)।

১২ ঃ ৪৩

٥٤٣(٦٤)- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِیُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَیْتَ فَلَمْ یَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ اَوْ قِیْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِی الْبَیْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَیِّتَهُ فَقَسَّمْتُهُ .

৫৪৩(৬৪)। উকবা ইবনুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের আসর নামায পড়ালেন, অতঃপর দ্রুত বের হয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢোকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বের হয়ে এলেন। আমি বললাম অথবা তাঁকে বলা হলে তিনি বলেন ঃ ঘরে যাকাতের এক টুকরা সোনা রেখে এসেছিলাম। তা ঘরে রেখে রাত যাপন করা ভালো মনে করলাম না। অতএব তা বণ্টন করে দিলাম (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ২০, নং ১৪৩০; আরো দ্র. আযান, বাব ১৫৮, নং ৮৫১; কিতাবুল আমাল ফিস-সালাত, বাব ১৮, নং ১২২১)।

১২ ঃ ৪৪

٥٤٤ (٦٥)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

৫৪৪(৬৫)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মানুষের কাছে অচিরেই এমন একটি যুগ আসবে যখন সে তার আয়-উপার্জনের ব্যাপারে পরোয়াই করবে যে, সে তা হালাল পন্থায় না হারাম পন্থায় উপার্জন করছে (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ৭, নং ২০৫৯; বাব ২৩, নং ২০৮৩)।

(ঘ) মাত্রাতিরিক্ত লোভ-লালসা اَلْحِرْصُ

১২ ঃ ৪৫

٥٤٥ (٦٦)- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ .

৫৪৫(৬৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি—(১) যে জ্ঞান উপকারী নয়, (২) যে অন্তর (আল্লাহর ভয়ে) ভীত নয়, (৩) যে নফ্‌স (আত্মা) তৃপ্ত হয় না এবং (৪) যে দোয়া শ্রুত (কবুল) হয় না (নাসাঈ, কিতাবুল ইসতিআযা, বাব ১৮, নং ৫৪৬৯)।

٥٤٦(٦٧)- عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِیْ جَوْفِ عَبْدٍ اَبَداً وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِیْ قَلْبِ عَبْدٍ اَبَداً .

৫৪৬(৬৭)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন (মুজাহিদ) বান্দার পেটে কখনো আল্লাহ্র পথের ধুলাবালি ও দোযখের ধোঁয়া একত্র হবে না এবং কোন বান্দার আন্তরে একই সাথে কার্পণ্য ও ঈমান একত্র হতে পারে না (নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৮, নং ৩১১২)।

১২ ঃ ৪৭

٥٤٧(٦٨)- عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَرُّ مَا فِیْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ .

৫৪৭(৬৮)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদ্বেগজনক কৃপণতা ও অসংযত কাপুরুষতা (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ২১, নং ২৫১১)।

১২ ঃ ৪৮

٥٤٨(٦٩)- عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلٰی حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ .

৫৪৮(৬৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ জীবন ও সম্পদ এ দুটোর ভালোবাসায় বৃদ্ধের অন্তরও চিরযৌবন (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৮, নং ২৪১০/১১৩)।

১২ ঃ ৪৯

٥٤٩(٧٠)- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِاِبْنِ اٰدَمَ

وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغٰى وَادِيًا ثَالِيًا وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ .

৫৪৯(৭০)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তান যদি দু'টি মাঠ ভর্তি সম্পদের অধিকারী হয়ে যায় তাহলে সে তৃতীয় মাঠ ভর্তি সম্পদ খুঁজে বেড়াবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া কোন কিছুই ভরতে পারে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন (মুসলিম, যাকাত, বাব ৩৯, নং ২৪১৫/১১৬)।

٥٥٠(٧١)- عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ (اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ اَوْ اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ.

৫৫০(৭১)। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ "সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে (আল্লাহ্ থেকে) উদাসীন করে ফেলেছে" (সূরা তাকাসুর ঃ ১)। মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। কিন্তু তুমি দান-খয়রাত করে যা (আল্লাহ্‌র খাতায়) জমা রেখেছ, খেয়ে যা শেষ করেছ এবং পরিধান করে যা পুরানো করেছ এগুলো ছাড়া তোমার সম্পদ বলতে কিছু নেই (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ, বাব ৩১, নং ২২৮৪)।

(৬) ঋণে জর্জরিত অবস্থা اَلْاِغْرَاقُ فِى الدُّيُوْنِ

১২ ঃ ৫০

٥٥١(٧٢)- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا

اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ .

৫৫১(৭২)। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামাযের মধ্যে দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহগার ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে এত আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? তিনি বলেন ঃ কেউ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে (মুসলিম, মাসাজিদ, বাব ২৫, নং ১৩২৫/১২৯)।

টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে হাদীসটিতে ঋণগ্রস্ত হওয়ার কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা ঋণ করা থেকে দূরে থাকো। কেননা তা রাতে দুশ্চিন্তা এবং দিনের বেলা লাঞ্ছনার কারণ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে তা পরিশোধের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। রাতে তার এই দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়, আর দিনের বেলা পাওনাদারের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সে মিথ্যা কথা বলতে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করতে বাধ্য হয় (অনু.)।

পরিশিষ্ট ঃ ১

হাদীসের কিতাবসমূহের অধ্যায় বিন্যাস

(১) সহীহ আল-বুখারী صحيح البخارى

১. কিতাব বাদইল ওয়াহয়ি
২. কিতাবুল ঈমান
৩. কিতাবুল ইলম
৪. কিতাবুল উযূ
৫. কিতাবুল গুস্‌ল
৬. কিতাবুল হায়দ
৭. কিতাবুত তায়াম্মুম
৮. কিতাবুস সালাত
৯. কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাত
১০. কিতাবুল আযান
১১. কিতাবুল জুমুআ
১২. আবওয়াবু সালাতিল খাওফ
১৩. কিতাবুল ঈদায়ন
১৪. আবওয়াবুল বিতর
১৫. আবওয়াবুল ইসতিসকা
১৬. আবওয়াবুল কুসূফ
১৭. আবওয়াবু সুজূদিল কুরআন ওয়া সুন্নাতিহা
১৮. আবওয়াবু তাকসীরিস সালাত
১৯. কিতাবুত তাহাজ্জুদ
২০. কিতাবু ফাদলিস সালাত ফী মাসজিদি মাক্কা ওয়াল-মাদীনা
২১. আবওয়াবুল আমাল ফিস-সালাত
২২. কিতাবুস সাহবি
২৩. কিতাবুল জানাইয
২৪. কিতাবুয যাকাত
২৫. কিতাবুল হজ্জ
২৬. আবওয়াবুল উমরাহ
২৭. আবওয়াবুল মুহসার ওয়া জাযাইস-সায়দ
২৮. কিতাব জাযাইস সায়দ
২৯. কিতাবু ফাদাইলিল মাদীনা
৩০. কিতাবুস সাওম
৩১. কিতাবু সালাতিত তারাবীহ
৩২. কিতাবু ফাদাইলি লাইলাতিল কাদ্‌র
৩৩. আবওয়াবুল ই'তিকাফ
৩৪. কিতাবুল বুয়ূ'
৩৫. কিতাবুস সালাম
৩৬. কিতাবুশ শুফ'আতিস সালাম ফিস শুফ'আ
৩৭. কিতাবুল ইজারাহ ফিল ইজারাহ
৩৮. কিতাবুল হাওয়ালাত
৩৯. কিতাবুল কাফালা
৪০. কিতাবুল ওয়াকালা
৪১. কিতাবুল হারছি ওয়াল-মুযারাআ
৪২. কিতাবুল মুসাকাত

৪৩. কিতাবুল ইসতিকরাদ ওয়া আদাইদ দুয়ুন ওয়াল-হাজার ওয়াত-তাফ্‌লীস
৪৪. কিতাবুল খুসূমাত
৪৫. কিতাব ফিল লুকতা
৪৬. কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গস্‌ব
৪৭. কিতাবুশ শির্‌কাত
৪৮. কিতাব ফির-রাহ্‌ন ফিল হাদার
৪৯. কিতাবুল ইত্‌ক
৫০. কিতাবুল মুকাতাব
৫১. কিতাবুল হেবা ওয়া ফাদলিহা ওয়াত-তাহরীদি আলাইহা
৫২. কিতাবুশ শাহাদাত
৫৩. কিতাবুস সুল্‌হ
৫৪. কিতাবুশ শুরূত
৫৫. কিতাবুল ওয়াসায়া
৫৬. কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার
৫৭. কিতাব ফারদিল খুমুস
৫৮. কিতাবুল জিয্‌য়া
৫৯. কিতাবু বাদইল খাল্‌ক
৬০. কিতাবুল আম্বিয়া
৬১. কিতাবুল মানাকিব
৬২. কিতাবু ফাদাইলি আসহাবিন নাবিয়্যি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
৬৩. কিতাবু মানাকিবিল আনসার
৬৪. কিতাবুল মাগাযী
৬৫. কিতাবুত তাফসীরিল কুরআন
৬৬. কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন
৬৭. কিতাবুন নিকাহ
৬৮. কিতাবুত তালাক
৬৯. কিতাবুন নাফাকাত
৭০. কিতাবুল আতইমা
৭১. কিতাবুল আকীকা
৭২. কিতাবুয যাবাইহ ওয়াস-সায়দ
৭৩. কিতাবুল আদাহী
৭৪. কিতাবুল আশরিবা
৭৫. কিতাবুল মারদা
৭৬. কিতাবুত তিব্ব
৭৭. কিতাবুল লিবাস
৭৮. কিতাবুল আদাব
৭৯. কিতাবুল ইসতি'যান
৮০. কিতাবুদ দা'ওয়াত
৮১. কিতাবুর রিকাক
৮২. কিতাবুল কাদ্‌র
৮৩. কিতাবুল আয়মান ওয়ান-নুয়ূর
৮৪. কিতাবুল কাফ্‌ফারাত
৮৫. কিতাবুল ফারাইদ
৮৬. কিতাবুল হুদূদ
৮৭. কিতাবুদ দিয়াত
৮৮. কিতাবু ইসতিতবাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল-মুআনিদীন ওয়া কিতালিহিম
৮৯. কিতাবুল ইকরাহ
৯০. কিতাবুল হিয়াল
৯১. কিতাবুত তা'বীরির রু'য়া
৯২. কিতাবুল ফিতান
৯৩. কিতাবুল আহকাম
৯৪. কিতাবুত তামান্না
৯৫. কিতাবু আখবারিল আহাদ
৯৬. কিতাবুল ই'তিসাম বিল-কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ
৯৭. কিতাবুত-তাওহীদ

(২) সহীহ মুসলিম صحيح مسلم

১. কিতাবুল ঈমান
২. কিতাবুত তাহারাত
৩. কিতাবুল হায়দ
৪. কিতাবুস সালাত
৫. কিতাবুল মাসাজিদ
৬. কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন
৭. কিতাবুল জুমু'আ
৮. কিতাবু সালাতিল ঈদায়ন
৯. কিতাবু সালাতিল ইসতিসকা'
১০. কিতাবুল কুসূফ
১১. কিতাবুল জানাইয
১২. কিতাবুয যাকাত
১৩. কিতাবুস সিয়াম
১৪. কিতাবুল ই'তিকাফ
১৫. কিতাবুল হজ্জ
১৬. কিতাবুন নিকাহ
১৭. কিতাবুত তালাক
১৮. কিতাবুর রিদা'
১৯. কিতাবুল লি'আন
২০. কিতাবুল ইত্ক
২১. কিতাবুল বুয়ূ'
২২. কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল-মুযারা'আ
২৩. কিতাবুল ফারাইদ
২৪. কিতাবুল হিবাত
২৫. কিতাবুল ওয়াসিয়াত
২৬. কিতাবুন নুযূর
২৭. কিতাবুল আয়মান
২৮. কিতাবুল কাসামাত ওয়াল-মুহারিবীন
২৯. কিতাবুল হুদূদ
৩০. কিতাবুল আকদিয়া
৩১. কিতাবুল লুকতা
৩২. কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার
৩৩. কিতাবুল ইমারাহ
৩৪. কিতাবুস -সায়দ ওয়ায-যাবাইহ্ ওয়ামা ইউকালু মিনাল-হায়াওয়ান
৩৫. কিতাবুল আদাহী
৩৬. কিতাবুল আশরিবা
৩৭. কিতাবুল লিবাস ওয়ায-যীনাহ
৩৮. কিতাবুল আদাব
৩৯. কিতাবুস সালাম
৪০. কিতাবুল আলফায মিনাল আদাব ওয়া গায়রিহা
৪১. কিতাবুশ শি'র
৪২. কিতাবুর রু'য়া
৪৩. কিতাবুল ফাদাইল
৪৪. কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা (রা)
৪৫. কিতাবুল বির্‌র ওয়াস-সিলাহ ওয়াল- আদাব
৪৬. কিতাবুল কাদ্‌র
৪৭. কিতাবুল ইল্‌ম
৪৮. কিতাবুয যিক্‌র ওয়াদ-দু'আ ওয়াত-তাওবা ওয়াল-ইসতিগফার
৪৯. কিতাবুত তাওবা

৫০. কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন ওয়া আহ্কামিহিম
৫১. কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নাঈমিহা ওয়া আহ্লিহা
৫২. কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সাআত
৫৩. কিতাবুয যুহ্দ ওয়ার-রিকাক
৫৪. কিতাবুত তাফসীর

(৩) সুনান আবু দাউদ سنن ابی داود

১. কিতাবুত তাহারাত
২. কিতাবুস সালাত
৩. কিতাবু সালাতিল ইসতিসকা'
৪. কিতাবু সালাতিস সাফার
৫. কিতাবুত তাতাওউ'
৬. বাব তাফরী' আবওয়াবি শাহ্রি রামাদান
৭. কিতাবু সুজূদিল কুরআন
৮. কিতাবুল বিত্র
৯. কিতাবুয যাকাত
১০. কিতাবুল লুকতা
১১. কিতাবুল মানাসিক
১২. কিতাবুন নিকাহ
১৩. কিতাবুত তালাক
১৪. কিতাবুস সাওম
১৫. কিতাবুল জিহাদ
১৬. কিতাবুদ দাহায়া
১৭. কিতাবুল ওয়াসায়া
১৮. কিতাবুল ফারাইদ
১৯. কিতাবুল খারাজ ওয়াল-ফায় ওয়াল-ইমারাত
২০. কিতাবুল জানাইয
২১. কিতাবুল আয়মান ওয়ান-নুযূর
২২. কিতাবুল বুয়ূ'
২৩. কিতাবুল আকদিয়া
২৪. কিতাবুল ইল্ম
২৫. কিতাবুল আশরিবা
২৬. কিতাবুল আতইমা
২৭. কিতাবুত তিব্ব
২৮. কিতাবুল কুহানা ওয়াত-তাত্বীর কিতাবুল ইত্ক
২৯. কিতাবুল হুরূফু ওয়াল কিরাআত
৩০. কিতাবুল হাম্মাম
৩১. কিতাবুল লিবাস
৩২. কিতাবুত তারাজ্জুল
৩৩. কিতাবুল খাতাম
৩৪. কিতাবুল ফিতান
৩৫. কিতাবুল মাহ্দী
৩৬. কিতাবুল মালাহিম
৩৭. কিতাবুল হুদূদ
৩৮. কিতাবুদ দিয়াত
৩৯. কিতাবুস সুন্নাহ
৪০. কিতাবুল আদাব

(৪) জামে তিরমিযী جامع الترمذى

১. আবওয়াবুত তাহারাত
২. আবওয়াবু মাওয়াকিতিস সালাত
৩. আবওয়াবুল বিতর
৪. আবওয়াবুল জুমু'আ
৫. আবওয়াবুয যাকাত
৬. আবওয়াবুস সাওম
৭. আবওয়াবুল হজ্জ
৮. আবওয়াবুল জানাইয
৯. আবওয়াবুন নিকাহ
১০. আবওয়াবুর রিদা
১১. আবওয়াবুত তালাক ওয়াল-লিআন
১২. আবওয়াবুল বুয়ূ'
১৩. আবওয়াবুল আহকাম
১৪. আবওয়াবুদ দিয়াত
১৫. আবওয়াবুল হুদূদ
১৬. আবওয়াবুস সায়দ
১৭. আবওয়াবুল আদাহী
১৮. আবওয়াবুন নুযূর ওয়াল-আয়মান
১৯. আবওয়াবুস সিয়ার
২০. আবওয়াবু ফাদাইলিল জিহাদ
২১. আবওয়াবুল জিহাদ
২২. আবওয়াবুল লিবাস
২৩. আবওয়াবুল আতইমা
২৪. আবওয়াবুল আশরিবা
২৫. আবওয়াবুল বিরর ওয়াস-সিলাহ
২৬. আবওয়াবুত তিব্ব
২৭. আবওয়াবুল ফারাইদ
২৮. আবওয়াবুল ওয়াসায়া
২৯. আবওয়াবুল ওয়ালা ওয়াল-হিবাহ
৩০. আবওয়াবুল কাদ্‌র
৩১. আবওয়াবুল ফিতান
৩২. আবওয়াবুর রু'য়া
৩৩. আবওয়াবুশ শাহাদাহ্
৩৪. আবওয়াবুয যুহ্‌দ
৩৫. আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার-রিকাক ওয়াল-ওয়ারু'
৩৬. আবওয়াবু সিফাতিল জান্নাহ
৩৭. আবওয়াবু সিফাতি জাহান্নাম
৩৮. আবওয়াবুল ঈমান
৩৯. আবওয়াবুল ইল্‌ম
৪০. আবওয়াবুল ইসতি'যান
৪১. আবওয়াবুল আদাব
৪২. আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন
৪৩. আবওয়াবুল কিরাআত
৪৪. আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন
৪৫. আবওয়াবুদ দাওয়াত
৪৬. আবওয়াবুল মানাকিব

(৫) সুনান আন-নাসাঈ سنن النسائى

১. কিতাবুত তাহারাত
২. কিতাবুল মিয়াহ
৩. কিতাবুল হায়েদ ওয়াল-ইসতিহাদা

৪. কিতাবুল গুস্‌ল ওয়াত-তায়াম্মুম
৫. কিতাবুস সালাত
৬. কিতাবুল মাওয়াকীত
৭. কিতাবুল আযান
৮. কিতাবুল মাসাজিদ
৯. কিতাবুল কিবলাহ
১০. কিতাবুল ইমামাত
১১. কিতাবুল ইফতিতাহ
১২. কিতাবুত তাতবীক
১৩. কিতাবুস সাহবি
১৪. কিতাবুল জুমু'আ
১৫. কিতাবু তাকসীরিস সালাত ফিস-সাফার
১৬. কিতাবুল কুসূফ
১৭. কিতাবুল ইসতিসকা'
১৮. কিতাবু সালাতিল খাওফ
১৯. কিতাবু সালাতিল ঈদায়ন
২০. কিতাবু কিয়ামিল লাইল ওয়াত তাতাওইন নাহার
২১. কিতাবুল জানাইয
২২. কিতাবুস সিয়াম
২৩. কিতাবুয যাকাত
২৪. কিতাবু মানাসিকিল হাজ্জ
২৫. কিতাবুল জিহাদ
২৬. কিতাবুন নিকাহ
২৭. কিতাবুত তালাক
২৮. কিতাবুল খায়ল ওয়াস-সাবাক ওয়ার-রামী
২৯. কিতাবুল ইহবাস
৩০. কিতাবুল ওয়াসায়া
৩১. কিতাবুন নাহলি
৩২. কিতাবুল হেবা
৩৩. কিতাবুর রুকবা
৩৪. কিতাবুল উমরা
৩৫. কিতাবুল আয়মান ওয়ান-নুযূর
৩৬. কিতাবুল মুযারাআ
৩৬. কিতাবু ইশারতিন নিসা
৩৭. কিতাবুল মুহারিবা (তাহরীমিদ দাম)
৩৮. কিতাবুল কাসমিল ফাই
৩৯. কিতাবুল বায়আত
৪০. কিতাবুল আকীকা
৪১. কিতাবুল ফার'ই ওয়াল-আতীরা
৪২. কিতাবুস সায়দ ওয়ায-যাবাইহ
৪৩. কিতাবুদ দাহায়া
৪৪. কিতাবুল বুয়ূ'
৪৫. কিতাবুল কাসামা ওয়াল-কাওয়াদ ওয়াদ-দিয়াত
৪৬. কিতাবু কাতইস সারিক
৪৭. কিতাবুল-ঈমান ওয়া-শারা'ইহি
৪৮. কিতাবুয যীনাত
৪৯. কিতাব আদাবিল কুদাত
৫০. কিতাবুল-ইসতিআযাহ
৫১. কিতাবুল-আশরিবা

সুনান ইবনে মাজা سنن ابن ماجة

আল-মুকাদ্দিমা (কিতাবুস সুন্নাহ)
১. কিতাবুত তাহারাত
২. কিতাবুস সালাত
৩. কিতাবুল আযান ওয়াস-সুন্নাতি ফীহা

৪. কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল-জামাআত
৫. কিতাবু ইকামাতিস সালাত ওয়াস-সুন্নাতি ফীহা
৬. কিতাবুল জানাইয
৭. কিতাবুস সিয়াম
৮. কিতাবুয যাকাত
৯. কিতাবুন নিকাহ
১০. কিতাবুত তালাক
১১. কিতাবুল কাফ্ফারাত
১২. কিতাবুত তিজারাত
১৩. কিতাবুল আহকাম
১৪. কিতাবুল হিবাত
১৫. কিতাবুস সাদাকাত
১৬. কিতাবুর রাহূন
১৭. কিতাবুশ শুফ্'আ
১৮. কিতাবুল লুকতা
১৯. কিতাবুল ইত্ক
২০. কিতাবুল হুদূদ
২১. কিতাবুদ দিয়াত
২২. কিতাবুল ওয়াসায়া
২৩. কিতাবুল ফারাইদ
২৪. কিতাবুল জিহাদ
২৫. কিতাবুল মানাসিক
২৬. কিতাবুল আদাহী
২৭. কিতাবুল যাবাইহ্
২৮. কিতাবুস সায়দ
২৯. কিতাবুল আতইমা
৩০. কিতাবুল আশরিবা
৩১. কিতাবুত তিব্ব
৩২. কিতাবুল লিবাস
৩৩. কিতাবুল আদাব
৩৪. কিতাবুদ দু'আ
৩৫. কিতাবুত তা'বীরির রু'য়া
৩৬. কিতাবুল ফিতান
৩৭. কিতাবুয যুহ্দ

সুনান আদ-দারিমী سنن الدارمى

আল-মুকাদ্দিমা
১. কিতাবুত তাহারাত
২. কিতাবুস সালাত
৩. কিতাবুয যাকাত
৪. কিতাবুস সিয়াম
৫. কিতাবুল মানাসিক
৬. কিতাবুল আদাহী
৭. কিতাবুস সায়দ
৮. কিতাবুল আতইমা
৯. কিতাবুল আশরিবা
১০. কিতাবুর রু'য়া
১১. কিতাবুন নিকাহ
১২. কিতাবুত তালাক
১৩. কিতাবুল হুদূদ
১৪. কিতাবুন নুযূর ওয়াল আয়মান
১৫. কিতাবুদ দিয়াত
১৬. কিতাবুল জিহাদ
১৭. কিতাবুস সিয়ার
১৮. কিতাবুল বুয়ূ'
১৯. কিতাবুল ইসতি'যান
২০. কিতাবুর রাকাইক
২১. কিতাবুল ফারাইদ
২২. কিতাবুল ওয়াসায়া
২৩. কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন

মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র) الموطأ للامام مالك

১. কিতাবু উকূতিস সালাত
২. কিতাবুত তাহারাত
৩. কিতাবুন নিদাইস সালাত
৪. কিতাবুস সাহ্‌বি
৫. কিতাবুল জুমু'আ
৬. কিতাবুস সালাত ফী রামাদান
৭. কিতাবু সালাতিল লাইল
৮. কিতাবুস সালাতিল জামাআতি
৯. কিতাবু কাসরিস সালাতি ফিস-সাফার
১০. কিতাবুল ঈদায়ন
১১. কিতাবু সালাতিল খাওফ
১২. কিতাবু সালাতিল কুসূফ
১৩. কিতাবুল ইসতিসকা'
১৪. কিতাবুল কিবলা
১৫. কিতাবুল কুরআন
১৬. কিতাবুল জানাইয
১৭. কিতাবুয যাকাত
১৮. কিতাবুস সিয়াম
১৯. কিতাবুল ই'তিকাফ
২০. কিতাবুল হজ্জ
২১. কিতাবুল জিহাদ
২২. কিতাবুন নুযূর ওয়াল-আয়মান
২৩. কিতাবুদ দাহ্‌য়া
২৪. কিতাবুয যাবাইহ
২৫. কিতাবুস সায়দ
২৬. কিতাবুল আকীকা
২৭. কিতাবুল ফারাইদ
২৮. কিতাবুন নিকাহ
২৯. কিতাবুত তালাক
৩০. কিতাবুর রিদা
৩১. কিতাবুল বুয়ূ'
৩২. কিতাবুল কিরাদ
৩৩. কিতাবুল মুসাকাত
৩৪. কিতাবু কিরাইল আরদ
৩৫. কিতাবুশ শুফ্‌'আ
৩৬. কিতাবুল আক্‌দিয়া
৩৭. কিতাবুল ওয়াসিয়াত
৩৮. কিতাবুল ইতক ওয়াল-ওয়ালা
৩৯. কিতাবুল মুকাতাব
৪০. কিতাবুল মুদাব্বার
৪১. কিতাবুল হুদূদ
৪২. কিতাবুল আশরিবা
৪৩. কিতাবুল উকুল
৪৪. কিতাবুল কাসামা
৪৫. কিতাবুদ দু'আ
৪৬. কিতাবুল কাদরি
৪৭. কিতাবু হুসনিল খুলক
৪৮. কিতাবুল লিবাস
৪৯. কিতাবু সিফাতিন নাবিয়্যি ﷺ
৫০. কিতাবুল আয়ন (বদনজর)
৫১. কিতাবুশ শা'রি (চুল)
৫২. কিতাবুর রু'য়া
৫৩. কিতাবুস সালাম
৫৪. কিতাবুল ইসতি'যান
৫৫. কিতাবুল বায়আত
৫৬. কিতাবুল কালাম
৫৭. কিতাবু সিফাতি জাহান্নাম
৫৮. কিতাবুস সাদাকাত
৫৯. কিতাবুল ইল্‌ম
৬০. কিতাবু দা'ওয়াতিল মাযলূম'
৬১. কিতাবু আসমাইন নাবিয়্যি ﷺ

পরিশিষ্ট ঃ ২

হাদীসের বিস্তারিত বরাত

সংশ্লিষ্ট হাদীসের মূল পাঠ যে কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে সেই বরাত হাদীসের সাথে যোগ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে উধৃত বরাতসমূহে সংশ্লিষ্ট হাদীস—(১) হুবহু; (২) মূল পাঠের কিছুটা পার্থক্যসহ; (৩) সমার্থক; (৪) একই রাবী থেকে অথবা (৫) ভিন্ন রাবী থেকে; (৬) হাদীসের প্রথমাংশ; (৭) অংশবিশেষ অথবা (৮) শেষাংশ উধৃত হয়েছে; (৯) সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত আরো হাদীস উল্লিখিত বরাতে পাওয়া যেতে পারে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

বরাতে মূল গ্রন্থের নাম সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে। গ্রন্থ ও সংকলকের নাম নিম্নরূপ।

(১) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র), জন্ম ১৯৪ হি./৮০৯ খৃ., মৃত্যু ২৫৬ হি./৮৬৯ খৃ., আল-জামিউস সাহীহ, লাইডেল সংস্করণ, ১৮৬২-৬৮ খৃ.।

(২) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কাশীরী (র), জন্ম ২০২ হি./৮১৭ খৃ., মৃত্যু ২৬১ হি./৮৭৪ খৃ., আস-সাহীহ লি-মুসলিম, বৈরূত সং. ১৩৩৮ হি.।

(৩) আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (র), জন্ম ২০২ হি./৮১৭ খৃ., মৃত্যু ২৭৫ হি./৮৮৮ খৃ., আস-সুনান, কায়রো সংস্করণ, ১২৮০ হি.।

(৪) আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ (সূরাহ্) (র), জন্ম ২০৯ হি./৮২৪ খৃ., মৃত্যু ২৭৯ হি./৮৯২ খৃ., আল-জামেউস সুনান, বূলাক সংস্করণ, ১২৯১ হি.।

(৫) হাফেজ আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআয়ব আন-নাসাঈ (র), জন্ম ২১৫ হি./৮৩০ খৃ., মৃত্যু ৩০৩ হি./৯১৫ খৃ., আল-মুজতাবা মিন সুনান আন-নাসাঈ, কায়রো সংস্করণ, ১৩১২ হি.।

(৬) হাফেজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কাযবীনী (র), জন্ম ২০৭ হি./৮২২ খৃ., মৃত্যু ২৭৫ হি./৮৮৮ খৃ.; ইবনে মাজা নামে সুপ্রসিদ্ধ, আস-সুনান, কায়রো সং. ১৩১৩ হি.।

(৭) হাফেজ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আত-তামীমী আদ-দারিমী আস-সামারকান্দী (র), জন্ম ১৮১ হি./৭৯৭ খৃ., মৃ. ২৫৫ হি./৮৬৯ খৃ., সুনান আদ-দারিমী, দিল্লী, সং. ১৩৩৭ হি.।

(৮) আবু আবদুল্লাহ মালেক ইবনে আনাস আল-আব্‌সী (র), জন্ম ৯৫ হি./৭১৪ খৃ., মৃত্যু ১৭৯ হি./৭৯৮ খৃ., আল-মুওয়াত্তা', কায়রো সং. ১২২৯ হি.।

(৯) হাফেজ আবু আবদুল্লাহ আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল আয-যুহ্‌লী আশ-শায়বানী আল-মারওয়াযী আল-বাগদাদী (র), জন্ম ১৬৪ হি./৭৮০ খৃ., মৃত্যু ২৪১ হি./৮৫৫ খৃ., আল-মুসনাদ, কায়রো সং. ১৩১৩ হি.।

(১০) যায়েদ ইবনে আলী (র), ইমাম যয়নুল আবেদীন (র)-এর পুত্র, হুসায়েন (রা)-র নাতি, জন্ম ৭৫ বা ৭৮ হি./৬৯৯ খৃ., মৃত্যু ১২২ হি./৭৩৯ খৃ., আল-মুসনাদ, মিলান সং. ১৯১৯ খৃ., মূল নাম আল-মাজমু' ফিল হাদীস।

(১২) আবুল হাসান আলী ইবনে উমার আল-বাগদাদী আদ-দারা কুতনী (র), জন্ম ৩০৬ হি./৯১৮ খৃ., মৃত্যু ৩৮৫ হি./৯৯৫ খৃ., কিতাবুস সুনান, মুলতান সং.।

(১৩) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিশাপুরী (র), জন্ম ৩২১ হি./৯৩৩ খৃ., মৃত্যু ৪০৫ হি./১০১৪ খৃ., আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহায়ন, হায়দরাবাদ (ভারত) সং. ১৩৪০ হি.।

(১৪) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল জারূদ আল-বাসরী, জন্ম ১৩৩ হি./৭৫০ খৃ., মৃত্যু ২০৪ হি./৮১৯ খৃ., আল-মুসনাদ। গ্রন্থখানি সরাসরি তাঁর সংকলিত নয়। ইউসুফ ইবনে হাবীব তাঁর থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে জনৈক খুরাসানবাসী তাঁর নামে প্রসিদ্ধ আল-মুসনাদ-এ সংকলন করেন।

বরাতে হাদীসের কিতাবসমূহের নাম সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে। যেমন- বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মালেক, দারিমী, আহ্‌মাদ, যায়েদ, দারা কুতনী, হাকেম ইত্যাদি।

বরাতে কিতাব (অধ্যায়)-এর ক্রমিক নম্বর ও শিরোনাম এবং বাব (অনুচ্ছেদ)-এর শুধু ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে কিতাব-এর পরে। সহীহ

মুসলিমের ক্ষেত্রে 'কিতাব' (অধ্যায়)-এর পরে যে সংখ্যা উক্ত হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের হাদীসের ক্রমিক নম্বর। মুসনাদ আহ্মাদের ক্ষেত্রে খণ্ড, পৃষ্ঠা ও নম্বর যোগ করা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ১

১ ঃ ১

বুখারী, ৪৬ মাজালিম, বাব ৩৩; আবু দাউদ, ৩৯ সুন্নাহ/বাব ২৮; তিরমিযী, ১৪ দিয়াত/বাব ২০; নাসাঈ, ৩৭ তাহরীমুদ-দাম/বাব ২১, ২২, ২৩; ইবনে মাজা, ২০ হুদূদ/বাব ২১; মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ./পৃ. ৭৮, আরো দ্র. পৃ. ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০; ২খ./পৃ. ১৬৩, ১৯৩-৪, ২২৪, ৫/২৯৪ (২); মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস নং ২৩৯, ২২৯৪।

১ ঃ ২

বুখারী, ৪৬ মাজালিম/বাব ৩৩; আবু দাউদ, ৩৯ সুন্নাহ/বাব ২৯; নাসাঈ, ৩৭ তাহরীমুদ দাম/বাব ২২-২৪; ইবনে মাজা, ২০ হুদূদ/বাব ২১; তিরমিযী, ১৪ দিয়াত/বাব ২১; মুসনাদ আহ্মাদ, ২/২০৬ (আরো বহু স্থানে)।

১ ঃ ৩

আবু দাউদ, ১১ মানাসিক/৫৬; ইবনে মাজা, ২৫ মানাসিক, ৮২; দারিমী, ৮ সায়দ/৩৪; বুখারী, ২৫ হজ্জ/১৩২।

১ ঃ ৪

বুখারী, ৮৭ দিয়াত ৬/৮, ২২; ৯২ ফিতান/৮; ৯৭ তাওহীদ/২৪; আবু দাউদ, ৩৭ হুদূদ/১; তিরমিযী, ১৪ দিয়াত/১০; ৩১ ফিতান/১, ২; নাসাঈ, ৩৭ তাহ্রীমুদ-দাম/২, ৫, ১১, ১৩, ১৪; ৪৫ কাতউস সারিক/৬, ১৩; ইবনে মাজা, ২০ হুদূদ/১; ৩৬ ফিতান/২; দারিমী, ১৩ হুদূদ/২; মুসনাদ আহ্মাদ, ১/৬১, ৬৩, ৬৫, ৭০, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ২৩০, ৩৮২, ৪২৮, ৪৪৪, ৪৬৫; ২/২৭৭, ৩৬০; ৩/৮০, ৩১৩, ৩৭১, ৪১০, ৪৮৫; ৪৯১; ৪/৭৬, ১৬৮, ৩০৫, ৩৩৬, ৪৩৮; ৫/৩০, ৩৭(২), ৩৯, ৪০, ৪৯, ৬৮, ৭২, ১১৩(২), ২৮৮, ৪১১, ৪১২ (তুলনীয়), ৪২৫; ৬/৫৮, ১৮১(২), ২০৫, ২১৪; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস নং ৭২, ২৮৯, ১৫৪৩।

১ ঃ ৫

তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/২৯; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/১৩; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস নং ৯৬০।

১ ঃ ৬

বুখারী, ৪৫ লুকতা/৮, ১২; মুসলিম, ৩১ লুকতা/হাদীস ১৩।

১ ঃ ৭

মুসনাদ আহ্মাদ, ৩/পৃ. ৮৫; ৫/৩৬৪; আবু দাঊদ, ১৫ জিহাদ/৮৫।

অধ্যায় ঃ ২

২ ঃ ১

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্দ/১৫, নং ২৩২৩; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্দ/৩, নং ৪১০৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ৩/১৯ (তুলনীয়) ৬১; ৪/২২৮, ২২৯(৩); ৫/৬১(২)।

২ ঃ ২

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্দ/১৩, ১৪, ১৫; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্দ/৩; দারিমী, ২০ রিকাক/২৭ (তুলনীয়); মুসনাদ আহ্মাদ, ১/৩২৯; ২/৩৩৮; ৩/৩৬৫, ৪২৫ (তুলনীয়); ৪/৯৪, ১৭৪, ২২৯, ২৩০(২)।

২ ঃ ৩

ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্দ/৩, নং ৪১০৮; মুসনাদ আহমাদ, ১/৩০১, ৩৯১, ৪৪১; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস নং ২২৭।

২ ঃ ৪

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্দ/৪৪; ৩৫ কিয়ামত/৩০; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্দ/৯; মুসনাদ আহ্মাদ, ২/২৬১, ৩১৫, ৩৮৯, ৪৩৮, ৪৪৩, ৫৩৯, ৫৪০।

২ ঃ ৫

বুখারী, ৪৬ মাজালিম, ২৫; ৬৫ তাফসীর, সূরা/৬৬, ২ ঈমান/৬৭, ৮৩ আয়মান/৭৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ১/২৪, ৩৩; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস ৩৩।

২ ঃ ৫

বুখারী, ৪৬ মাজালিম/২৫; ৬৫ তাফসীর/সূরা ৬৬; ২ ঈমান/৬৭, ৮৩ আয়মান ৮৩/৭৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ১/২৪,৩৩; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস ৩৩।

২ ঃ ৬

বুখারী, ২৫ হজ্জ/৪৪; ৬৪ মাগাযী/৪৮; ৮৫ ফারাইদ/২৬; আবু দাউদ, ১৮ ঐ/১০; তিরমিযী, ২৭ ঐ/১৫ (তুলনীয়), ১৬; ইবনে মাজা, ২৩ ঐ/৬; দারিমী, ২০ ঐ/২৯; মুওয়াত্তা, ২৭ ঐ(ফারাইদ) হাদীস ১০-১২ (তুলনীয়), ১৩-১৪। মুসনাদ যায়েদ ইবনে আলী, হাদীস ৮৯৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২/১৭৮, ১৯৫; ৫/২০০, ২০১, ২০২, ২০৮(২), ২০৯ (তুলনীয়), ২৩০, ২৩৬ (তুলনীয়); মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস ৫৬৮, ৬৩১।

২ ঃ ৭

বুখারী, ৮৫ ফারাইদ/১৫; আবু দাউদ, ১৮ ঐ/৭; ইবনে মাজা, ২৩ ঐ/১০; দারিমী, ২০. ঐ/২৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১/২৯২, ৩১৩, ৩২৫।

২ ঃ ৮

বুখারী, ৮৫ ফারাইদ/১; আবু দাউদ, ১৮ ফারাইদ/২, ৩; তিরমিযী, ২৭ ফারাইদ/৭; ইবনে মাজা, ২৩ ফারাইদ/৫।

২ ঃ ৯

আবু দাউদ, ১৭ ওয়াসায়া/৬; নাসাঈ, ৩০ ওয়াসায়া/৫; ইবনে মাজা, ২২ ওয়াসায়া/৫ দারিমী, ২২ ওয়াসায়া/২৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪/১৮৬(৩), ১৮৭(৩), ২৩৮(৪), ২৩৯; ৫/২৬৬; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস ১১২৭, ১২১৭।

২ ঃ ১০

বুখারী, ৫৫ ওয়াসায়া/২৩; ৬৪ মাগাযী/৭৭; ৬৯ নাফাকা/১; ৭৫ মারদা/১৩, ১৬; ৮৫ ফারাইদ/৬; আবু দাউদ, ১৭ ওয়াসায়া/২; তিরমিযী, ৮ জানাইয/৬; ২৮ ওয়াসায়া/১; নাসাঈ, ২১ জানাইয/৬৫; ৩০ ওয়াসায়া/৩; ইবনে মাজা, ২২ ওয়াসায়া/৪; মুওয়াত্তা, ৩৭ ওয়াসিয়াত/৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১/১৬৮, ১৭১, ১৭২(৩), ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ২৩০ (তুলনীয়), ২৩৩ (তুলনীয়), ৩/৩৭২, ৪৫৩, ৫০২, ৪/৬০; ৫/৬৭; মুসনাদ তায়ালিসী, হাদীস ১৯৪, ১৯৫, ২০৮, ১৭৪২।

২ ঃ ১১

বুখারী, ৫৫ ওয়াসায়া/২২; আবু দাউদ, ১৭ ঐ/৮; ইবনে মাজা, ২২ ঐ/৮; মুসনাদ আহমাদ, ২/১৮৬, ২১৫।

২ঃ ১২

আবু দাঊদ, ১৭ ওয়াসায়া/৮; ইবনে মাজা, ২২ ঐ/৮; মুসনাদ আহমাদ, ২/১৮৬, ২১৫।

২ঃ ১৩

বুখারী, ৫১ হেবা/১২, ১৩; ৫২ শাহাদাত/৯; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/৮৩; তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/৩০; নাসাঈ, ৩১ নাহ্ল/১; ইবনে মাজা, ১৪ হিবাত/১; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া/হাদীস ৩৯; মুসনাদ আহ্মাদ, ৪/২৬৮(৪), ২৬৯, ২৭০(২), ২৭৫(২), ২৭৬, ২৭৮, ৩৭৫; তায়ালিসী, হাদীস ৭৮৯।

২ঃ ১৪

বুখারী, ৫১ হেবা/১৪, ৩০; ৫৬ জিহাদ/১৩৭, ৯০ হিয়াল/১৪; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/৮১; তিরমিযী, ১২ ঐ/৬২; ২৯ হেবা/৭; নাসাঈ, ৩২ ঐ/২, ৩, ৪; ১৫ সাদাকাত/২; ইবনে মাজা, ১৪ হিবাত/২, ৫; ১৫ সাদাকাত/১; মুসনাদ আহ্মাদ, ১/৫৪, ২১৭, ২৩৭, ২৫০(২), ২৮০, ২৮৯, ২৯১(২), ৩২৭, ৩৩৯, ৩৪২(২), ৩৪৫, ৩৪৯, ২/২৭, ৭৮, ১৭৫, ১৮২, ২০৮, ২৫৯, ৪৩০, ৪৯২; তায়ালিসী, হাদীস ২৬৪৯ (তুলনীয়); মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া/ হাদীস ৪২।

২ ঃ ১৫

বুখারী, ৪৫ লুকতা/২, ৩, ৪, ৯, ১১; ৭৮ আদাব/৭৫; আবু দাঊদ, ১০ লকুতা/৪ (তুলনীয়), ১৮, ২০; ইবনে মাজা, ১৮ লুকতা/১; মুসনাদ আহ্মাদ, ২/১৮০, ১৮৬, ২০৩; ৪/১১৫, ১১৬, ১১৭।

২ঃ ১৬

বুখারী, ২৮ জাযাউস সায়দ/৯, ১০; ৩৪ বুয়ূ/২৮; ৪২ মুসাকাত/১২; ৪৫ লুকতা/১, ২, ৩, ৪, ৭, ৯, ১০, ১১; ৬৮ তালাক/২২; ৭৮ আদাব/৭৫; আবু দাঊদ, ১০ লুকতা/১-১০ (তুলনীয়) ১৭; ১১ মানাসিক/৮৯, ৯৫; তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম, ৩৫; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/২৮; ইবনে মাজা, ১৮ লুকতা/১, ২; দারিমী, ১০ রু'য়া/৫৮, ১৮ বুয়ূ/৬০; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া ৪৬, ৪৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ২/১৮০, ২০৩, ২০৭; ৪/১১৬, ১১৭ (তুলনীয়), ১৬১, ১৭৩, ২৬৬ (২); ৫/৮০, ১২৬(২), ১৪৩, ১৯৩; তায়ালিসী, হাদীস ৫৫২ ও ১০৮১।

২ঃ১৭

বুখারী, ৫১ হেবা/৩২; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ু/৮৬, ৮৭; ইবনে মাজা, ১৪ হেবা/৩; নাসাঈ, ৩৪ উমরা/১, ৩; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া/৪৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩/২৯৪; ৫/১৮২ (তুলনীয়), ১৮৯(৩); তায়ালিসী, হাদীস ১৬৮৭।

২ঃ১৮

আহ্‌মাদ, ২/৩৪, ৭৩, ৩৫৭; ৩/২৯৩, ৩০২, ৩১২, ৩১৭ (তুলনীয়), ৩৬০, ৩৭৪ (তুলনীয়), ৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৯; তায়ালিসী, হাদীস ১৬৮৯ ও ১৭৪৩।

অধ্যায় ঃ ৩

৩ঃ২

বুখারী, ৫৯ বাদউল খাল্‌ক/৬; ৮২ কাদ্‌র/১; আবু দাঊদ, ৩৯ সুন্নাহ/১৬; তিরমিযী, ৩০ মুকাদ্দিমা/১০, কাদ্‌র/৪; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা/১০, নং ৭৬; আহ্‌মাদ, ১/৩৭৪, ৩৮২, ৪১৪, ৪৩০; ৩/১১৬, ১৪৮, ৩৯৭; ৪/৭(২); তায়ালিসী, হাদীস ২৯৮ ও ২০৭৩।

৩ঃ৫

বুখারী, ২৪ যাকাত/৮ (তুলনীয়); ৯৭ তাওহীদ/২৩; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৪৮; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৮; দারিমী, ৩ যাকাত/৩৪; মুওয়াত্তা, ৫৮ তারগীব ফিস-সাদাকাত/হাদীস ১; আহ্‌মাদ, ২/পৃ. ২০, ৩৯, ৫১, ৫৭, ৭৩, ৩৩১, ৩৮১ (তুলনীয়), ৪০৪, ৪১৮, ৪১৯, ৪৩১; ৫/৭৪, ৭৫; তায়ালিসী, হাদীস ১৩১৯ ও ১৮৭৪।

৩ঃ৬

বুখারী, ৪৬ মাজালিম/৩০; ৭৪ আশরিবা/১; ৮৬ হুদূদ/১, ৬, ২০; আবু দাঊদ, ৩৯ সুন্নাহ/১৫; তিরযিমী, ৩৮ ঈমান/১১; নাসাঈ, ৪৫ কাসামা/৪৫; ৪৬ কাতউস সারিক/১; ৫১ আশরিবা/৪২, ৪৪; ইবনে মাজা, ৩৬ ফিতান/৩; দারিমী, ৯ আশরিবা/১১; আহ্‌মাদ, ২/পৃ. ২৪৩, ৩১৭, ৩৭৬, ৩৮৬, ৪৭৯; ৩/৩৪৬; ৪/৩৫২; ৫/১৩৯; তায়ালিসী, হাদীস ৮২৩।

৩ ঃ ৭

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/১১৩; ৩৭ ইজারা/২০; ৬৮ তালাক/৫১; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৩৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭৬; যায়েদ, হাদীস ৬০৯ ও ১০০৫; আহ্মাদ, ২/পৃ. ২৮৭, ৩৩২, ৩৪৭, ৩৮২, ৪৩৭, ৪৫৪, ৪৮০, ৫০০(২); ৪/১১৮, ১১৯, ১২০, ১২০, ১৪১(২), ৩০৮, ৩০৯(২), ৩৪১(২); তায়ালিসী, হাদীস ৯৬৯, ১০৪৩, ২৫০৯, ২৫২০ ও ২৭৫৫।

৩ ঃ ৮(ক)

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/২৫, ১১৩; ৩৭ ইজারা/২০; ৬৮ তালাক/৫১, ৭৭ লিবাস/৮৬, ৯৬; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৬২, ৬৩; তিরযিমী, ৯ নিকাহ/৩৭, ১২ বুয়ূ/৪৬, ৪৯, ৫০।

৩ ঃ ৮(খ) সূত্র (৩ ঃ ১০) দ্রষ্টব্য।

৩ ঃ ৮ (গ)

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/২৫, ১১৩; ৭৭ লিবাস/৮৬, ৯৬; আবু দাউদ, বুয়ূ/৩৮; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২৬, ৪৭; নাসাঈ, ৪২ সায়েদ/১৫; ৪৪ বুয়ূ/৯৩; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১০; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭৭; মুওয়াত্তা, ৫৪ ইসতি'যান/২৮; আহ্মাদ, ২/২৯৯,৩৩২, ৩৪৭, ৪১৫, ৫০০; ৩/৩৮১ (তুলনীয়), ৪৬৪, ৪৬৫; ৪/১৪০, ১৪১, ৩৪১; ৫/৪৩৫(২), ৪৩৬।

৩ ঃ ৮(ঘ)

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/১১৩; ৩৭ ইজারা/২০; ৬৮ তালাক/৫১; ৯৬ ই'তিসাম/৪৬; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৬৩; তিরমিযী, ৯ নিকাহ/৩৭, ২৬ তিব্ব/৩৩; নাসাঈ, ৪২ সায়দ/১৫; ৪৪ বুয়ূ/৯০; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৩৪; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/৬৮; আহ্মাদ, ৪/১১৮, ১১৯, ১২০।

৩ ঃ ১০

আহ্মাদ, ৪/৩০৮, ৩০৯; তায়ালিসী, হাদীস ৬২৩।

৩ ঃ ১১

তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/৯; আহ্মাদ, ২/১৬৪, ১৯০(২), ১৯৪, ২১২, ৩৮৭(২) (তুলনীয়); ৫/২৬১, ২৭৯; তায়ালিসী, হাদীস ২২৭৬।

অধ্যায় ঃ ৪

৪ ঃ ১

বুখারী, ৪১ মুযারাআ/১৮ (তুলনীয়); ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/৭, ৯, ১১; আহ্‌মাদ, ১/২৮১, ২৮৬, ৩১৩, ৩৩৮, ৩৪৯; ৩/৩০২, ৩০৪, ৩১২, ৩৫৪, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৯২, ৩৯৯, ৪৬৩, ৪৬৪; ৪/১৪১(২), ১৬৯, ৩৪১; তায়ালিসী, হাদীস ৯৬৮।

৪ ঃ ২

আহ্‌মাদ, ৩/৩১২, ৪৬৩, ৪৬৫।

৪ ঃ ৩

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৮২; ৩৭ ইজারা/২২; ৪১ মুযারাআ/৭, ১২, ১৮; ৪২ মুসাকাত/১৭; ৫১ হেবা/৩৫; ৫৪ শুরুত/৭; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/ ৩০-৩১; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৪, ৫৫, ৬৩, ৭২; ১৩ আহ্‌কাম/৪২ (তুলনীয়) ৪১; নাসাঈ, ৩৫ আয়মান/৪৫; ৪৪ বুয়ূ/২৭, ৩২, ৯৩; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/৭-১০; দারেমী, ১৮ বুয়ূ/২৩-৭২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ২৩, ২৪, ২৫; ৩৪ কিরাউল আরদ/হাদীস ১, ১০; যায়েদ, হাদীস ৫৮০, ৬৪৬; আহ্‌মাদ, ১/১৭৮, ১৮২, ২২৪; ২/৩৯১, ৪১৯, ৪৮৪; ৩/৬, ৮, ৬০, ৬৭, ৩১৩, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬৪, ৩৯১, ৩৯২, ৪৬৩, ৪৬৪(৩), ৪৬৫(২); ৪/৩৩, ১৪০, ১৪১, ১৪২(২), ১৪৩, ১৬৯; ৫/১৮৫; তায়ালিসী, হাদীস ৯৬৫ ও ১৭৮২।

৪ ঃ ৪

বুখারী, ৪১ মুযারাআ/১০; ৪২ মুসাকাত/১৭; ৬৪ মাগাযী/১২; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৩৩; ইবনে মাজা; ১৬ রুহূন/৮; নাসাঈ, ৩৫ আয়মান/৪৫; যায়েদ, হাদীস ৬৪৬; আহ্‌মাদ, ১/২৩৪; ২/৬, ১১, ৬৪, ৩১৩, ৩৫৬, ৩৬০ (তুলনীয়), ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৪৬৫; ৩/৩৩৮(২) (তুলনীয়), ৩৮৯, ৩৯৯, ৪৬৪, ৪৬৫; ৪/১৪০(২), ১৪৩(২), ৩৪১; ৫/১৮২, ১৮৭(২); তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৫৫, ৭২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭১; তায়ালিসী, হাদীস ১৭৮২।

৪ ঃ ৭

মুসলিম, ২১ বুয়ূ, বাব ১৬, নং ৩৭৮৫ (মাওসূআ ৩৯২৯/১০০); মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৩৩৯, নং ১৪৬৯৫, পৃ. ৩৯৫, নং ১৫৩২৩।

৪ ঃ ১১

বুখারী, ৪১ মুযারাআ/১৯; ৫৪ শুরুত/৭; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৩০; নাসাঈ, ৩৫ আয়মান/৪৫; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/৭, ৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭৪; মুওয়াত্তা, ৩৪ কিরাউল আরদ/হাদীস ১-৫; আহ্মাদ, ১/১৮২; ৩/৪৬৩; ৪/১৪০, ১৪২(২) (তুলনীয়), ১৪৩; তায়ালিসী, হাদীস ৯৬৫।

৪ ঃ ১২

আহ্মাদ, ৩/৪৬৪।

৪ ঃ ১৫

বুখারী, ৩৭ ইজারা/২২; ৪১ মুযারাআ/৮, ৯, ১১, ১৭; ৪৭ শিরকাত/১১; ৫৪ শুরূত/৫, ১৪; ৫৭ ফারদুল খুম্স/১৯; ৬৪ মাগাযী/৪০; আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/২৩; ২২ বুয়ূ/৩৪; তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/৪১; নাসাঈ, ৩৫ আয়মান/৪৬; মুওয়াত্তা, ৩৩ মুসাকাত/হাদীস ১; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/১৪; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭০; যায়েদ, হাদীস ৬৪৬; আহ্মাদ, ১/২৫০; ২/১৭, ২২, ৩০, ৩৭, ১৪৯, ১৫৭; ৪/৩৬।

৪ ঃ ১৬

আবু দাউদ, ৯ যাকাত/১৩; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৯; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২০।

৪ ঃ ১৭

আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/৩৭; আহ্মাদ ৪/৭১(৪), ৭৩(৩)।

৪ ঃ ১৮

তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/৩৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৬৫।

৪ ঃ ২০

আবু দাউদ, ২৩ আকদিয়া/৩১; তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/২৬; ৪৪ তাফসীর/সূরা ৪, হাদীস ১৩; নাসাঈ, ৪৯ কুদাত/১৯, ২৭; ইবনে মাজা, ভূমিকা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া, হাদীস ২৮ (তুলনীয়), ৩৪; আহ্মাদ, ১/১৬৫; ৪/৪; ৫/৩২৬।

৪ ঃ ২১

আবু দাউদ, ২৩ আকদিয়া/৩১; তিরমিযী, ৪৪ তাফসীর/সূরা ৪; নাসাঈ, ৪৯ কুদাত/১৯, ২৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা/২; ১৬ রাহূন/২০; আহ্মাদ, ১/১৬৫; ৪/৫।

৪ ঃ ২২

বুখারী, ৪২ মুসাকাত/২, ১০; ৫২ শাহাদাত / ২২; ৯০ হিয়াল/৫; ৯৩ আহ্কাম/৪৮; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৬১; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৪৪; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৮৮; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/১৮, ১৯; ২৪ জিহাদ/৪২; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া, হাদীস ২৯, ৩০; আহ্মাদ, ২/১৭৯, ১৮৩, ২২১, ২৪৪, ২৭৩, ৩০৯, ৩৬০, ৪২০, ৪৬৩, ৪৮০, ৪৮২, ৪৯৪, ৫০০, ৫০৬; ৩/৩৩৮, ৩৩৯, ৪১৭; ৪/৩২৬; ৫/১১২, ১৩৯, ২৫২, ২৬৮।

৪ ঃ ২৩

নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৮৭, ৯৩; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/১৬, ১৮; দারিমী, ১৭ সিয়ার/৬৮; আহ্মাদ, ৩/৩৫৬, ৪১৭; ৪/১৩৮; তায়ালিসী, হাদীস ১০৪৩ ও ২৫০৯।

৪ ঃ ২৪

বুখারী, ৪২ মুসাকাত/২ ও ১০; ৫২ শাহাদাত/২২; ৯০ হিয়াল/৫; ৯৩ আহ্কাম/৪৮; ইবনে মাজা, ২৪ জিহাদ/৪২; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া/ হাদীস ২৯, ৩০; আহ্মাদ, ২/১৭৯, ১৮৩, ২২১, ২৪৪, ২৭৩, ৩০৯, ৩৬০, ৪২০, ৪৬৩, ৪৮০, ৪৮২, ৪৯৪, ৫০০, ৫০৬; ৫/৩২৬; ৬/১১২, ১৩৯, ২৫২, ২৬৮।

অধ্যায় ঃ ৫

৫ ঃ ১

বুখারী, ৪৯ ইত্ক/১৫ (তুলনীয়) ১৮; আবু দাউদ, ৪০ আদাব/১২৩; তিরমিযী, ২৫, বির্র/২৯, ৩০ ও ৩১; ইবনে মাজা, ৩৩ আদাব/১০; মুওয়াত্তা, ৫৪ ইসতি'যান/হাদীস ৪০, ৪১ ও ৪২; যায়েদ, হাদীস ৯৩৭; আহ্মাদ, ১/১২; ২/৯০, ১১১; ৪/৩৫; ৫/১৬৮, ১৭৩ (তুলনীয়), ২৫০, ২৫৮, ৩৭৭।

৫ ঃ ২

আহ্মাদ, ২/২৪৭(২), ৩৪২।

৫ ঃ ৩

বুখারী, ৭০ আতইমা/৫৫; আবু দাউদ, ২৬ আতইমা/৫০; তিরমিযী, ২৩ আতইমা/৪৪; ইবনে মাজা, ২৯ আতইমা/১৯; দারিমী, ৮ আতইমা/৩২;

আহ্‌মাদ, ১/৩৮৮, ৪৪৬(২); ২/২৪৫, ২৫৯, ২৭৭, ২৮৩, ২৯৯, ৩১৬, ৪০৬, ৪০৯, ৪৩০, ৪৬৪, ৪৭৩, ৪৮৩, ৫০৫; ৩/৩৪৬; তায়ালিসী, হাদীস ২৩৬৯।

৫ ঃ ৫

ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/৪; আহ্‌মাদ, ২/৩৫৮; ৩/৫৯, ৬৮, ৭১।

৫ ঃ ৬

আহ্‌মাদ, ৪/২২৯, নং ১৮১৭৮ ও ১৮১৮০;

৫ ঃ ৭

আবু দাউদ, ৪০ আদাব/১২৫, নং ৫১৬৯; আহ্‌মাদ, ২/২০, নং ৪৭০৬; পৃ. ১৮, নং ৪৬৭৩; পৃ. ১৪২, নং ৬২৭৩।

৫ ঃ ৯

আহ্‌মাদ, ২/৫, ৫৪, ১১১, ১২১।

অধ্যায় ঃ ৬

৬ ঃ ১

আহ্‌মাদ, ২/১৭৪, ১৭৮, ২০৫; তায়ালিসী, হাদীস ২২৫৭।

অধ্যায় ঃ ৭

৭ ঃ ১

আবু দাউদ, ৩১ লিবাস/৪২।

৭ ঃ ২

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/১৯; আহ্‌মাদ, ৩/৪৪৩; ৪/২২৯(২); ৫/৩৪, ৩৬০ (তুলনীয়); ৬/১৯, ২২; তায়ালিসী, হাদীস ৮৩।

৭ ঃ ৬

বুখারী, ৫১ হেবা/২১; ৫৭ ফারদুল খুম্‌স/২; ৬১ মানাকিব/২৫; ৬৩ আনসার/১০; ৬৪ মাগাযী/২৯; ৬৫ তাফসীর সূরা ৫৯/৬; সূরা ৬৬/২; ৭০

আতইমা/১, ৬, ২৩, ২৭, ৩৭, ৪১ ও ৫৭; ৮১ রিকাক/১৭; তিরমিযী, ৩৪ যুহ্দ/৩৮; ৩৫ জান্নাত/২৭, ৩১, ৩২ ও ৩৪; ৪৬ মানাকিব/৬; নাসাঈ, ৪৩ দাহায়া/৩৭; মুওয়াত্তা, ৪৯ সিফাতুন নাবিয়্যি (স)/১৯ ও ২৮; ২৮ নিকাহ/৪৮; আহ্মাদ, ১/২৪, ৫০, ২৩৬, ২৫৫, ২৬১, ৩৭৩, ৩৯১; ২/১০২, ১২০, ১২৮, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪ (তুলনীয়), ১৩৯, ২০৮, ২১৩, ২৩৮, ২৪৯, ২৬৬, ২৭০, ৩০১, ৩২৮, ৩৪২, ৩৭৯; ৪/১২০, ১৭৪(২), ১৯৭, ২০৪, ২৬৮(২), ৪৪১; ৫/২৫৩, ২৬০, ১৮২, ১৮৭, ১৯৯, ২০৯, ২১৫, ২১৭, ২৩৭, ২৪৪, ২৫৫, ২৭৭; তায়ালিসী, হাদীস ৫৭, ১৩৮৯ ও ১৪৭২।

৭ঃ১০

আহ্মাদ, ৩/২২০।

৭ঃ১২

মুসলিম, ৪৮ যিক্‌র/হাদীস ৬৬, ৬৮, ৬৯; আবু দাঊদ, ২৯ কিরাআত/৪; নাসাঈ, ৫০ ইসতিআযা/৬, ৩৩, ৩৯, ৪০ ও ৬১; ইবনে মাজা, ৩৪ দু'আ/৩; আহ্মাদ, ৩/১১৩, ১১৭, ১২২, ১৭৯, ২০১, ২০৫, ২০৮, ২১৪, ২২০, ২২৬, ২৩১, ২৩৫, ২৪০, ২৬৪; ৪/৩৭১।

৭ঃ১৪

নাসাঈ, ৪৮ যীনাত/৬০ ও ৯৫; ইবনে মাজা, ৩২ লিবাস/১৯; মুওয়াত্তা, ৪৮ লিবাস, হাদীস ৪; আহ্মাদ, ১/৯৬, ১১৫; ২/৩৩৪, ৩৭৮; ৪/৩৯২(২), ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০৭; ৫/২৭৮; ৬/১১৯; তায়ালিসী, হাদীস ৫০৬ ও ২২৫৩।

৭ঃ১৫

আহ্মাদ, ২/১৭৮, ২০৪, ৪৪০; ৪/৪১৪; ৫/৩৯৮; ৬/৩৩, ৩১৫, ৩২২, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬৯, ৪২১, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬০(২), ৪৬১; তায়ালিসী, হাদীস ৯৯০।

৭ঃ১৭

আহ্মাদ, ৪/৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১(২), ১৩১; ৫/১৭৮, ২৬১, ৩৬৮; ৬/২২৮; তায়ালিসী, হাদীস ৪৪৭।

৭ঃ১৯

বুখারী, ২৩ জানাইয/২; ৩৪ বুয়ূ/৪০; ৫১ হেবা/২৭, ২৮ ও ২৯; ৫৬ জিহাদ/১৭৭; ৬৭ নিকাহ/৭১; ৬৯ নাফাকাত/১১; ৭০ আতইমা/২৯; ৭৪

আশরিবা/২৭ ও ২৮; ৭৫ মারদা/৪; ৭৭ লিবাস/১২, ২৫, ২৭, ৩৬ ও ৪৫; ৭৮ আদাব/৬৬; ৭৯ ইসতি'যান/৪২; আবু দাউদ, ২৫ আশরিবা/১৭; ৩১ লিবাস/৬-৯, ১১ ও ৪০; তিরমিযী, ২২ লিবাস/১, ৫, ১৩; ২৪ আশরিবা/১০; ৪১ আদাব/৪৫-৫২; নাসাঈ, ১২ তাতবীক/৮, ৬১; ২১ জানাইয/৫৩; ৪৮ যীনাত/২০, ৬০, ৬৩; ৬৪, ৯৫, ৯৬, ১০২, ১০৪-১১০, ১১৪, ১৪০; ইবনে মাজা, ২৪ জিহাদ/২১; ৩২ লিবাস/৩, ১৬, ১৮, ৪৬; মুওয়াত্তা, ৩ নিদাউস সালাত, হাদীস ২৮; ৪৮ লিবাস, হাদীস ৮, ১৭; ৪৯ সিফাতুন-নাবিয়্যি হাদীস ৫; আহ্‌মাদ, ১/১৬, ২৩, ৫০, ৫১, ৮০, ৮১, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ১০৪, ১০৫, ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৬(২), ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৬, ১৫৪, ২১৮(২), ৩১৩(২), ৩১৯; ২/২০, ২৪, ৩৯, ৪০, ৪৯, ৫১, ৬৮, ৮২, ৯৯(২), ১০৩, ১১৪, ১২৭, ১৪৬, ১৬৬, ১৬৯, ২০৮, ২২৫, ৩২০, ৪১৯, ৪৩২, ৪৬৪, ৪৭৫, ৪৭৭, ৫০৩, ৫১০, ৫২৯; ৩/৬(২), ১৩, ৪৬(২), ৬৬, ৯৫, ৯৬, ১৪১ (তুলনীয়), ১৪৭, ১৫৭, ২২৯, ২৩৪ (তুলনীয়), ২৩৭, ২৩৯, ২৯৭, ৩২২, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৮৩; ৪/৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১(২), ১৩১ (তুলনীয়), ১৩৪(২), ১৩৫, ১৪৩, ১৪৯, ১৫০, ১৫৬, ২২৭, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৯(২), ৩৩৮, ৪২৭, ৪২৯ (তুলনীয়), ৪৪২, ৪৪৩; ৫/৭০, ২৬০, ২৬৭, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৪, ৪০৮; ৬/২৮৮, ৩২৪, ৪৩০; তায়ালিসী, হাদীস ৪৩, ১১৯, ১৮১, ১৮২, ৪২৯, ৭৪৬, ১৯৩৭ ও ৩০৭৭।

৭ ঃ ২০

বুখারী, ৬৭ নিকাহ/৭১; ৭০ আতইমা/২৯; ৭৪ আশরিবা/২৭, ২৮; ৭৭ তিব্ব/২৫, ২৭, ৪৫; আবু দাউদ, ২৫ আশরিবা/১৭; তিরমিযী, ২৪ আশরিবা/১০; নাসাঈ, ২১ জানাইয/৫৩; ৪৮ যীনাত/২৬; ১১০; ইবনে মাজা, ৩০ আশরিবা/১৭; মুওয়াত্তা, ৪৯ সিফাতুন-নাবিয়্যি /১১; আহ্‌মাদ, ১/৩২১; ৪/৭৬, ৯২, ৯৫, ৯৯, ২৮৪, ২৯৯(২); ৫/৩৮৫, ৩৯০, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৪, ৪০৮, ৪৯৮; ৬/৯৮, ২২৮, ৩০০, ৩০২, ৩০৪, ৩০৬, ৩১০, ৩২২; তায়ালিসী, হাদীস ৪২৯, ৭৪৬ ও ১৬০১।

৭ ঃ ২১

বুখারী, ৭৪ আশরিবা/২৮; ইবনে মাজা, ৩০ আশরিবা/১৭; দারিমী, ৯ আশরিবা/২৫।

৭ ঃ ২৮

বুখারী, ৫৬ জিহাদ/৯১; ৭৭ লিবাস/২৯; আবু দাউদ, ৩১ লিবাস/১০; তিরমিযী, ২২ লিবাস/২; নাসাঈ, ৪৮ যীনাত/১১১; ইবনে মাজা, ৩২ লিবাস/১৭; আহ্‌মাদ, ৩/১২২, ১২৭, ১৮০, ১৯২, ২১৫(২), ২৫২, ২৫, ২৭৩(৩); তায়ালিসী, হাদীস ১৯৭২ ও ১৯৭৩।

৭ ঃ ২৯

বুখারী, ৭৭ লিবাস/৯০ (তুলনীয়), ৯৩; ৭৮ আদাব/৭৫; আবু দাউদ, ৩১ লিবাস/৪৪ (তুলনীয়), ৪৩, ৪৫; আহ্‌মাদ, ৩/১৫১; ৪/৪৯, ৫২, ৫৩, ৮৫, ৮৬, ১০৩ (তুলনীয়), ১৪০, ১৯৯, ২১৪, ২১৬, ২২৫, ২২৯, ২৩৭, ২৪১, ২৪৬, ২৪৭, ২৫২, ২৮১।

৭ ঃ ৩০

বুখারী, ৪৬ মাজালিম/৩২; ৭৭ লিবাস/৯১ (তুলনীয়), ৯২; আবু দাউদ, ৩১ লিবাস/৪৫; নাসাঈ, ৪৮ যীনাত/১৩০; ইবনে মাজা, ৩২ লিবাস/৪৫; দারিমী, ১৯ ইসতি'যান/৩৬; আহ্‌মাদ, ২/১৪৫ (তুলনীয়), ৩০৫, ৩০৮, ৪৭৮; ৩/২৮৩, ৪৮৬; ৪/১১২, ১১৬, ২৪৭; তায়ালিসী, হাদীস ১৪২৩ (তুলনীয়), ১৪২৪।

৭ ঃ ৩১

বুখারী, ৩৪ বুয়ু/৫০; ৫৯ বাদউল খাল্‌ক/৭, ১৭; ৬০ আম্বিয়া/৮; ৬৪ মাগাযী/১২; ৬৭ নিকাহ/৭৬; ৭৭ লিবাস/৮৮, ৯২, ৯৪, ৯৫; আবু দাউদ, ১ তাহারাত/৮৯; ৩১ লিবাস/৪৫; ইবনে মাজা, ৩২ লিবাস/৪৪; দারিমী, ১৯ ইসতি'যান/৩৭; মুওয়াত্তা, ৫৪ ইসতি'যান/হাদীস ৬ ও ৮ (তুলনীয়) ৭; আহ্‌মাদ, ১/৮০, ৮৩, ৮৫, ১০৪, ১০৭, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ২৭৭; ২/৩০৫, ৩০৮, ৩৯০, ৪৭৮; ৩/৯০; ৪/২৮(২), ২৯, ৩০; ৫/২০৩; ৬/১৪২, ২৪৬, ৩৩০; তায়ালিসী, হাদীস ১১০, ৬২৭, ১২২৮ ও ১৪২৫।

৭ ঃ ৩২

বুখারী, ৫৯ বাদউল খাল্‌ক/১৭; আবু দাউদ, ১৬ আদাহী/২২; তিরমিযী, ১৬ সায়দ/১৭; নাসাঈ, ৪২ সায়দ/৯; ইবনে মাজা, ২৮ সায়দ/১, ২; দারিমী, ৭ সায়দ/২, ৩; মুওয়াত্তা, ৫৪ ইসতি'যান/১৪; আহ্‌মাদ, ১/৭২; ২/২২, ১০১, ১১৩, ১১৬, ১৩৩, ১৪৪, ৩২৬; ৩/৩৩৩; ৪/৮৬; ৫/৫৪(২), ৫৬(৩); ৬/৯, ৩৯১।

৭ ঃ ৩৩

বুখারী, ২৪ যাকাত/৮ (তুলনীয়), ৭; ৯৭ তাওহীদ / ২৩; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৪৮; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৮; দারিমী, ৩ যাকাত/৩৪; মুওয়াত্তা, ৫৮ তারগীব ফিস-সাদাকাত/ হাদীস ১; যায়েদ, হাদীস ৪৯ ও ৪১৬; আহ্মাদ, ২/২০, ৩৯, ৫১, ৫৭, ৮৩, ২৬৮, ৩৩১, ৩৮১ (তুলনীয়), ৪০৪, ৪১৮, ৪১৯, ৪৩১, ৪৭১, ৫৩৮, ৫৪১; ৫/৭৪, ৭৫; তায়ালিসী, হাদীস ১৩১৯ ও ১৮৭৪।

৭ ঃ ৩৭

বুখারী, ২ ঈমান/৫, ২০; ৭৯ ইসতি'যান/৯; আবু দাউদ, ৩৭ হুদূদ/১৩০; নাসাঈ, ৪৭ ঈমান/১১; ইবনে মাজা, ২৬ আদাহী/১; আহ্মাদ, ২/১৫৯, ১৯৫; ৩/৩৭২; ৪/১১৪, ৩৮৫; তায়ালিসী, হাদীস ১৭৭৭ ও ২২৭২।

৭ ঃ ৩৮

বুখারী, ৭০ আতইমা/১; ৭৫ মারদা/৪।

৭ ঃ ৩৯

বুখারী, ২৪ যাকাত/২৭; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৪৬; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৭১; আহ্মাদ, ২/১৫৯।

৭ ঃ ৪০

তাবাকাত, ৮খ., পৃ. ৭৮।

৭ ঃ ৪১

বুখারী, ৯৪ তামান্না/২; আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/৩৩; আহ্মাদ, ১/৩০০, ৩০১; ২/২৫৬, ৩১৬, ৩৪৯, ৩৬৭, ৩৯৯, ৪১৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৫০৬, ৫৩০; ৩/১৬, ১০৭, ৪৯৭; ৪/৮২, ৮৪, ৩৮৪; ৫/১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৬০(২), ১৬৭, ১৮১, ৩৩৩; ৬/২৯৩ ও ৩১৪; তায়ালিসী, হাদীস ৪৫৬, ১৭২০ ও ২৩৭২।

৭ ঃ ৪৩

তিরমিযী, ২০ ফাদাইলুল জিহাদ/৪; দারিমী, ১৬ জিহাদ/১২; আহ্মাদ, ৪/৩৪৫(৩), ৩৪৬।

৭ ঃ ৪৪

বুখারী, ৫৬ জিহাদ/৩৮; আবু দাউদ, ১৫ জিহাদ/১১, ৩০; তিরমিযী, ২০ ফাদাইলুল জিহাদ/৬; নাসাঈ, ২৫ জিহাদ/৪৪, ৪৭, ৪৮; ইবনে মাজা, ২৪ জিহাদ/৩; দারিমী, ১৬ জিহাদ/২৬; আহ্‌মাদ, ১/২০, ৫৩; ৩/১৫, ৫৫, ৪৮৭(২); ৪/১১৪, ১১৫, ১১৬(৩), ১১৭; ৫/১৯২, ১৯৩, ২৩৪; তায়ালিসী, হাদীস ৯৫৬ ও ১৩৩০।

৭ ঃ ৪৫

তিরমিযী, ২০ ফাদাইলুল জিহাদ/২৪; নাসাঈ, ২৫ জিহাদ/৭ (তুলনীয়), ৮; দারিমী, ১৬ জিহাদ/৬; আহ্‌মাদ, ৩/১৬, ১২৪, ১৫৩, ২৫১; ৫/১৮৫ (তুলনীয়); ৬/৩৮৭।

৭ ঃ ৪৬

বুখারী, ২৪ যাকাত/১৮, ৫০; ৫৫ ওয়াসায়া/৯; ৫৭ ফারদুল খুম্‌স/১৯; ৬০ আম্বিয়া/২; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৮; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৩৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৫০, ৫৩, ৬০, ৯৩; দারিমী, ৩ যাকাত/২২; মুওয়াত্তা, ৫৮ তারগীব ফিস-সাদাকাত/৮; আহ্‌মাদ, ১/৪৪৬; ২/৪, ৬৭, ৯৮, ১২২, ১৫২, ২৩০, ২৪৩, ২৭৮, ২৮৮, ৩১৯, ৩৬২, ৩৯৪, ৪৩৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮০, ৫২৪, ৫২৭; ৩/৩২৯, ৩৪৬, ৪০২(২), ৪০৩, ৪৩৪(২), ৪৭৩; ৪/১৩৭, ২২৬; ৫/২৬২ (তুলনীয়), ৩৭৭; তায়ালিসী, হাদীস ১২৫৭ ও ১৩১৭।

৭ ঃ ৪৯

বুখারী, ২৪ যাকাত/১০, ২১, ২২, ২৭, ৪৭; ৩ ইল্‌ম/৪; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৪৬; তিরমিযী, ২৫ বির্‌র/৪০; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৬২, ৬৩; দারিমী, ৩ যাকাত/২৪; মুওয়াত্তা, ৫৮ তারগীব ফিস-সাদাকাত/১২; যায়েদ, হাদীস ১১০।

৭ ঃ ৫০

বুখারী, ২৪ যাকাত/২৮; ৫৬ জিহাদ/৮৯; ৬৮ তালাক/২৪; ৭৭ লিবাস; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৬১; আহ্‌মাদ, ২/২৫৬, ৩৮৯, ৫২২।

৭ ঃ ৫১

বুখারী, ৫১ হেবা/৩৫; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৪২; তিরমিযী, ২৫ বির্‌র/৩৭; আহ্‌মাদ, ১/৪৬৩; ২/১৬০, ১৯৪, ২৪২, ৩৫৮, ৪৮৩; ৪/২৭২, ২৮৬, ২৯৬, ৩০০, ৩০৪; ৫/৭৭।

৭ ঃ ৫২

বুখারী, ২৪ যাকাত/১৪; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৪৭।

৭ ঃ ৫৩

বুখারী, ২৪ যাকাত/১৭, ২৫, ২৬; ৩৪ বুয়ু/১২; ৩৭ ইজারা/১০; ৪০ ওয়াকালা/১৬; ৫১ হেবা/১৫; ৬৩ মানাকিবুল আনসার/২৩ (তুলনীয়); ৬৯ নাফাকাত/৫; আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/৫; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৩৪; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৫৭, ৬৭; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৬৫; আহ্মাদ, ৬/৪৪, ৯৯, ২৭৮ (তুলনীয়), ৩৫৩(২), ৩৫৪(২), ৩৬৩।

৭ ঃ ৫৪

বুখারী, ৪৬ মাজালিম/১৮; ৬৯ নাফাকাত/৫, ৯, ১৪; ৮৩ আয়মান/৩; ৯৩ আহ্কাম/১৪, ২৮; নাফাকাত নিকাহ ৬৮, ৮৪, ৮৬; আবু দাঊদ, ১৪ সাওম/৭৪; ২২ বুয়ু/৭৯, ৮৪, ৮৮; তিরমিযী, ৫/৩৪; ৬ সাওম/৬৫; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৫৮; ৩৪ উমরা/৫; ৪৯ কুদাত/৩১; ইবনে মাজা, ৭ সিয়াম/৫৩; ১৪ হিবাত/৬; দারিমী, ৭ সায়দ/২০; ১১ নিকাহ/৫৪; ১২ তালাক/৬৫; ১৪ আয়মান/৬; আহ্মাদ, ২/৩১৬, ৪৪৪, ৪৬৪, ৪৭৬, ৫০০; ৩/৮০, ৮৪; ৫/২৬৭ (তুলনীয়), ৩২৬; ৬/৩৯, ৫০, ২০৬, ২২৫; তায়ালিসী, হাদীস ১১২৭, ১৯৫১ ও ২২৬৭;

৭ ঃ ৫৬

আহ্মাদ, ২/২৩৫, ৪৩৮।

৭ ঃ ৫৯

বুখারী, ৫৫ ওয়াসায়া/২, ৩; ৬৪ মাগাযী/৭৭; ৬৯ নাফাকাত/১; ৭৫ মারদা/১৩ ও ১৬; ৮৫ ফারাইদ/৩ ও ৬; আবু দাঊদ, ১৭ ওয়াসায়া/২; তিরমিযী, ৮ জানাইয/৬; ২৮ ওয়াসায়া/১; নাসাঈ, ৩০ ওয়াসায়া/৩; ইবনে মাজা, ২২ ওয়াসায়া/৪; দারিমী, ২২ ওয়াসায়া/৬-৮ (তুলনীয়), ১৭; মুওয়াত্তা, ৩৭ ওয়াসিয়্যাত/৪; আহ্মাদ, ১/১৬৮, ১৭১, ১৭২(৩), ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ২৩৩ (তুলনীয়), ৩৩০ (তুলনীয়); ৩/৩৭২, ৪৫৩, ৫০২; ৪/৬০; তায়ালিসী, হাদীস ১৯৪, ১৯৫, ২০৮ ও ১৭৪২।

৭ ঃ ৬০

বুখারী, ৮৩ আয়মান/২৪; আবু দাঊদ, ২১ আয়মান/২৩; নাসাঈ, ৩৫ আয়মান/৩৬, ৩৭; আহ্মাদ, ২/৪৫৪ (তুলনীয়) ৪৫৬।

৭ ঃ ৬১

বুখারী, ২৪ যাকাত/৪৪, ৪৮; ৫৫ ওয়াসায়া/১০, ১৩, ১৭, ২৬; ৬৯ নাফাকাত/১৩; ৮৪ কাফ্ফারাত/২; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৩৪; ১৩ তালাক/১৬; তিরমিযী, ৩ বেতের/২৭; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৫৪, ৬০, ৮২; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৪, ২৮; দারিমী, ৩ যাকাত/২৩, ৩৭; মুওয়াত্তা, ৫৮ তারগীব ফিস-সাদাকাত/২; যায়েদ, হাদীস ৪০৭; আহ্মাদ, ২/১৫২, ৩৭৩, ৪৭৬, ৪৮০, ৫০১, ৫২৪, ৫২৭; ৪/১৭, ১৮(৪); ৫/২৬২, ৪১৬।

৭ ঃ ৬২

বুখারী, ২৪ যাকাত/১১, ১৮; ৫৫ ওয়াসায়া/৭; ৬৯ নাফাকাত/২; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৪০, ৪১; ১৭ ওয়াসায়া/৩; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৬০; ৩০ ওয়াসায়া/১, ৯; ইবনে মাজা, ১৫ সাদাকাত/১৯; ২২ ওয়াসায়া/৩; দারিমী, ৩ যাকাত/৩৭; আহ্মাদ, ২/২৩১, ২৪৫, ২৫০, ২৫২, ২৭৮, ৪১৫, ৪৩৪ (তুলনীয়), ৪৩৬, ৪৪৭; ৩/৪১১; ৫/২৭২, ২৬৫, ২৬৯ (তুলনীয়), ২৭৯, ২৮৪; ৬/৭।

৭ ঃ ৬৪

বুখারী, ২৪ যাকাত/১৩, ১৬; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৬৮; যায়েদ, হাদীস ৪০৯; আহ্মাদ, ২/৪৩৯; ৩/১২৪; তায়ালিসী, হাদীস ২৪৬২।

অধ্যায় ঃ ৮

৮ ঃ ১

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৫১; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/২৭; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/১৩; আহ্মাদ, ৩/৮৫, ১৫৬ ও ২৮৬।

৮ ঃ ২

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৪৪; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৬৫; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১৫, ১৬, ১৮, ২০; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১৪; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/৯৬, ৯৭; আহ্মাদ, ১/২১; ২/১০৮(৩), ১৫৫, ২৭৪, ২৭৭, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৯, ৩৭৯, ৪১০, ৪২০, ৪৬০, ৪৮৭, ৫০১, ৫১২, ৫২৫; ৩/৫৯, ৬৮, ৭১, ৪৫৩(৪) (তুলনীয়); ৫/২৭; ৬/৪০০; তায়ালিসী, হাদীস ৫৫, ৯২৮, ১১৮৪ ও ২৫২২।

৮ঃ৩

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৫১ (তুলনীয়), ৪৯, ৫৪, ৫৫; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/৬৫; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৫৬; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৫৪, ৫৫; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩৭; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২৫; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৪০-৪৬, ৪৯; আহ্মাদ, ১/৫৬, ২১৫, ২২১, ২৫২, ২৭০, ৩৫৬, ৩৬৮, ৩৬৯; ২/৪৬, ৫৯, ৬৩, ৭৩, ৭৯, ১০৮, ১১১, ৩২৯, ৩৩৭, ৩৪৯; ৩/৩২৭, ৩৯২, ৪০৩; তায়ালিসী, হাদীস ১৩১৮, ১৮৮৭ ও ২৬০২।

৮ঃ৪

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৪৯, ৫৬, ৭২; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/৪৩; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৫৬; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩৮; আহ্মাদ, ১/৫৬ (তুলনীয়); ২/৭, ১৫, ২১, ৫৩, ১১২, ১৩৫, ১৪২, ১৫০, ১৫৭; ৫/১৯১।

৮ঃ৫

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৮৩, ৮৫-৮৭, ৯৩ (তুলনীয়); ৩৫ সালাম/৩, ৪; ৪২ মুসাকাত/১৭; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/২২ (তুলনীয়), ২৫; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৫; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২৭, ২৮, ৩৪, ৩৯; ৩৫ আয়মান/৪৫; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২১; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ১০, ১১ (তুলনীয়), ১২, ৪৯, ৫৫; যায়েদ, হাদীস ৫৮০; আহ্মাদ, ১/৬২, ৭৫, ১১৬, ২৪৯, ৩৪১, ৩৫৭; ২/৫, ৭, ৩২, ৩৭, ৪১ (তুলনীয়), ৪২, ৪৬(৩) (তুলনীয়), ৫০, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬১, ৬২, ৭৫, ৭৯, ৮০(২), ১২৩, ১৪৪, ১৫০, ৩৬৩, ৩৮৭, ৪৫৮, ৪৭২; ৩/১১৫, ১৬১, ২২১, ২৫০, ৩১২, ৩১৯, ৩২৩ (তুলনীয়), ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬১, ৩৭২(২), ৩৮১, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫(২); ৫/১৮৫, ১৯০, ১৯২; ৬/৭০, ১০৫, ১৬০; তায়ালিসী, হাদীস ১৭৮১, ১৮০৭. ১৮৩১, ১৮৮৬ ও ২৭২২।

৮ঃ৭

আহ্মাদ, ১খ., পৃ. ১১৬।

৮ঃ৮

আহ্মাদ, ৫/২৯৭; ৬/৩০; তায়ালিসী, হাদীস ৪৬৮।

৮ঃ৯

আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/১; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৪; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩; আহ্মাদ, ৪/৬, ২৮০; তায়ালিসী, হাদীস ১২০৫।

৮ ঃ ১১

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৬০, ৬৪, ৬৮, ৭০; ৫৪ শুরূত/৮, ১১; ৯০ হিয়াল/৬; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৪৪; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৬৫; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১৫, ১৬, ১৮, ২০; মুওয়াত্তা,৩১ বুয়ূ/হাদীস ৯৬, ৯৭; আহ্‌মাদ, ১/২১; ২/১০৮(৩), ১৫৫, ২৭৪, ২৭৭, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৯, ৩৭৯, ৪১০, ৪২০, ৪৬০, ৪৮৭, ৫০১, ৫১২, ৫২৫; ৩/৫৯, ৬৮, ৭১, ৪৫৩(৪) (তুলনীয়); ৫/২৭; ৬/৪০০; তায়ালিসী, হাদীস ৫৫, ৯২৮, ১১৮৪ ও ২৫২২।

৮ ঃ ১২

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৬৪, ৬৮, ৭১; ৩৭ ইজারা/১, ১৪; ৫৪ শুরূত/১১; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৪৩, ৪৬; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১২; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১৫-১৭; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১৬; ১৮ শুফআ/৩২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৯৬; যায়েদ, হাদীস ৬১০; আহ্‌মাদ, ১/৩৬৮, ৪৩০; ২/২০, ২২, ৪২, ৬৩, ৯১, ১৪২, ২৪২, ২৮৪, ৩৭৯, ৩৯৪, ৪০২, ৪১০, ৪৬৫, ৪৮৭, ৫০১ (তুলনীয়); ৪/৩১৪(২); ৫/১১; তায়ালিসী, হাদীস ১৯৩০।

৮ ঃ ১৩

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৬৪, ৬৮-৭১; ৩৭ ইজারা/১৪; ৫৪ শুরূত/৮, ১১; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৪৫; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৩; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১৫-১৭; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১৬; ১৮ শুফআ/৩২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৯৬; যায়েদ, হাদীস ৬১০; আহ্‌মাদ, ১/৩৬৮, ৪৩০; ২/২০, ২২, ৪২, ৬৩, ৯১, ১৪২, ২৪২, ২৮৪, ৩৭৯, ৩৯৪, ৪০২, ৪১০, ৪৬৫, ৪৮৭, ৫০১ (তুলনীয়); ৪/৩১৪(২); ৫/১১; তায়ালিসী, হাদীস ১৯৩০।

৮ ঃ ১৩

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৬৪, ৬৮-৭১; ৩৭ ইজারা/১৪; ৫৪ শুরূত/৮, ১১; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৪৫; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৩; নাসাঈ, ২৬ নিকাহ/২০; ৪৪ বুয়ূ/১৫-১৮, ২০; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১৫; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/ হাদীস ৯৬; যায়েদ, হাদীস ৬১০; আহ্‌মাদ, ১/১৬৩, ৩৬৮; ২/৪২, ২৩৮, ২৪৩, ২৫৪, ২৭৪, ৩৯৪, ৪০২, ৪৬৫, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৯১, ৫০১, ৫১২, ৫২৫; ৩/৩০৭, ৩১২, ৩৮৬, ৩৯২ (তুলনীয়); ৪/৩১৪(২); ৫/১১; তায়ালিসী, হাদীস ১৭৫২ ও ১৯৩০।

৮ ঃ ১৪

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৫৮, ৬৪, ৭০; ৫৪ শুরূত/৮, ১১; ৬৭ নিকাহ/৪৫; আবু দাউদ, ১২ নিকাহ/১৬; ২২ বুয়ূ/৪৩, ৪৬; তিরমিযী, ৯ নিকাহ/৩৮; ১২ বুয়ূ/৫৭; নাসাঈ, ২৬ নিকাহ/২০, ২১; ৪৪ বুয়ূ/১৫, ১৮, ১৯; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১৩; দারিমী, ১১ নিকাহ/৭; ১৮ বুয়ূ/১৭, ৩৩; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৯৫, ৯৬; আহ্‌মাদ, ২/৭, ২১, ৬৩, ৭১, ১০৮, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১৩০, ১৪২, ১৫৩, ১৭৬, ২৩৮, ২৭৪, ২৭৭, ৩১১, ৩১৮, ৩৭৯, ৩৯৪, ৪১০, ৪১১, ৪২০, ৪২৭, ৪৫৭, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৮৭, ৪৮৯, ৫০৫, ৫১২, ৫২৯(২); ৪/১৪৭(২); ৫/১১, ১২; তায়ালিসী, হাদীস ৯১২।

৮ ঃ ১৫

তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২৭।

৮ ঃ ১৬

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/১৯, ৪২-৪৭; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৫১; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২৬; নাসাঈ, ১৪ জুমু'আ/৪, ৮-১০; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১৭; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/১৫; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৭৯; যায়েদ, হাদীস ৫৫৯, ৫৬৪; আহ্‌মাদ, ১/৫৬; ২/৪, ৯, ৫১, ৫৪, ৭৩, ১১৯, ১৩৫, ১৮৩, ৩১১; ৩/৪০২(২), ৪০৩(৩), ৪৩৪; ৪/৪২৫; ৫/১২, ১৭(২), ২১, ২২(২), ২৩; তায়ালিসী, হাদীস ৯২২, ১৩১৬, ১৮৬০, ১৮৮২ ও ২৫৬৮।

৮ ঃ ১৮

বুখারী, ৩৫ সালাম/১-৩, ৭; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৫৩; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৭০; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৬২; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৫৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৪৫; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৪৯; আহ্‌মাদ, ১/২১৭, ২২২ (তুলনীয়),

২৮২, ২৩৮।

৮ ঃ ১৯

ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৬১; আহ্‌মাদ, ২/৪৬, ৫১, ১৪৪।

৮ ঃ ২১

বুখারী, ৩৬ শুফ্‌আ/২; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৭৩; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৭১; ১৩ আহ্‌কাম/৩১, ৩২, ৩৪; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৭৯, ১০৬, ১০৮; ইবনে মাজা,

১৭ শুফ্আ/১-৩; আহ্মাদ, ৩/৩০৩, ৩০৭, ৩১০, ৩১২, ৩১৬, ৩৫৭, ৩৯৭, ৩৯৯; ৫/৩২৬; তায়ালিসী, হাদীস ১৬৭৭।

৮ ঃ ২৩

তিরমিযী, ১৩ আহকাম/৩৩; মুওয়াত্তা, ৩৫ শুফ্আ/হাদীস ৪; আহ্মাদ, ৩/২৯৬।

৮ ঃ ২৪

আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/ ৭৩; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১০৮; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৮২; মুওয়াত্তা, ৩৫ শুফ্আ/হাদীস ১, ২; ইবনে মাজা, ১৭ শুফ্আ/৩; আহ্মাদ, ৩/২৯৬, ৩৭২; তায়ালিসী, হাদীস ১৬৯১।

৮ ঃ ২৬

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/২৪, ১০৩, ১০৫, ১১২; ৬৫ তাফসীর সূরা ২/৪৯-৫২; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/৬৪; ২৫ আশরিবা/২; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৩৭, ৫৮, ৬১; নাসাঈ, ৪১ ফারা' ওয়া আতীরা/৮, ৯; ৪৪ বুয়ূ/৮৯, ৯২; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১১; ২৭ যাবাইহ্/৬, ৭; দারিমী, ৯ আশরিবা/৮, ৯, ১২ (তুলনীয়), ১৩, ১৫; ১৮ বুয়ূ/৩৫; যায়েদ, হাদীস ৫৫৭; আহ্মাদ, ১/২৫, ২৩০, ২৩৫, ২৪৪, ২৮৯, ৩১৬, ৩২৩; ২/১১৭, ২১৩; ৩/২১৭, ৩২৪, ৩২৬, ৩৪০; ৪/২২৭, ২৫৩, ৩৩৫; ৫/২৬৮; ৬/৪৬, ১০০, ১২৭, ১৮৬, ১৯০, ২৭৮; তায়ালিসী, হাদীস ৭০০, ১১৩৪, ১৪০২ ও ২৭৫৫।

৮ ঃ ২৭

ইবনে মাজা, ৩০ আশরিবা/৬; আহ্মাদ, ১/৩১৬; ২/২৫, ৬৯, ৭১(২); ৯৭, ১২৮; ৩/১৪ (তুলনীয়); ৫/২৬৮; তায়ালিসী, হাদীস ১১৩৪ ও ১৯৫৭।

৮ ঃ ২৮

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৭৪, ৭৫, ৮২, ৮৩ (তুলনীয়), ৯১, ৯৩; ৩৫ সালাম/৩, ৪; ৪২ মুসাকাত/১৭; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/১৮, ১৯, ২০, ২২, ৩৩; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৪, ৫৫, ৬৩, ৬৪, ৭২; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২৭, ৩১-৩৫, ৩৮, ৭৩; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৫৪, ৫৫; ১৬ রুহূন/৭; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২৩, ২৪; যায়েদ, হাদীস ৫৮০; তায়ালিসী, হাদীস ২১৪, ১৭৮২ (তুলনীয়), ২১২৭, ২১৮৯, ২২১৮; আহ্মাদ, ১/১৭৯(২), ২২৪; ২/৫, ৭, ৮, ২১, ৬৩, ৬৪,

১০৮, ১২৩, ১৪৪, ১৫০, ৩৯১, ৪১৯, ৪৮৪; ৩/৬, ৮, ৬৭, ৩১৩, ৩৫৬, ২৬০, ৩৬৪, ৩৮১(২), ৩৯১, ৩৯২; ৪/১৪০; ৫/১৮৫, ১৯০, ১৯২, ৩৬৪; ৬/৪০০।

৮ ঃ ২৯

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/২৩, ৩৩; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৭২; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৩০, ৬৮, ৭৩; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩৩; আহ্মাদ, ৩/৩৫৬, ৩৬৪।

৮ ঃ ৩০

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৬৭; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/২২।

৮ ঃ ৩১

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/২৪; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৬৯; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২২-২৫; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২৮; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৭৬; ৪৮ লিবাস/হাদীস ১৭; যায়েদ, হাদীস ৫৫৬; আহ্মাদ, ২/৩১৯, ৩৭৯, ৩৮০, ৪৬৪, ৪৭৬, ৪৮০ (তুলনীয়), ৪৯১, ৪৯৬, ৫২১, ৫২৯; ৩/৬, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৯৫(৩); ৪/১৩৪।

৮ ঃ ৩২

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/২৪; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২৬; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/২৩; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২৯; যায়েদ, হাদীস ৫৫৬; আহ্মাদ, ২/৩৭৬, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৬০, ৪৯৯।

৮ ঃ ৩৩

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৬১, ৬৪, ৭১, ৭৫, ৮২, ৮৩, ৯১; ৩৫ সালাম/৮; ৫৪ শুরূত/১১; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/২৪, ২৫, ৪৬, ৬৮; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৬, ১৭, ১৯, ২৯, ৪১; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১২, ১৩, ১৫, ২৬, ৩৮, ৫৬, ৬৬, ৬৭; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/২০, ২৩, ২৪, ৪২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/১৯, ২০, ২৯; আহ্মাদ, ১/১১৬, ১৬৬, ২৯১, ৩০২, ৩৮৮, ৪৩৩; ২/৫, ১১, ১৫, ৬৩, ৭৬, ৮০, ১৫৫, ১৭৪, ১৭৮, ২০৫, ২৪২, ২৫০, ২৭৪, ৩৭৬, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৯৬; ৩/৪২, ৪০২(২), ৪৩৪; তায়ালিসী, হাদীস ২৯২, ২২৫৭, ২৫২২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৬২, ৬৩, ৭৫, ৮৫, ৯৬; যায়েদ, হাদীস ৫৫৬, ৫৮৮।

৮ ঃ ৩৪

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৬৪, ৬৫, ৭১; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/৪৬; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২৯; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১৩; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৪২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৯৬; যায়েদ, হাদীস ৫৫৮; আহ্‌মাদ, ১/৪৩০; ২/২৪২, ২৪৮, ২৫৯, ২৭৩, ৩১৭, ৩৮৬, ৩৯৪, ৪০৬, ৪১০, ৪২০, ৪৩০, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৮১, ৪৮৩, ৫০৭; ৪/৩১৪(২); তায়ালিসী, হাদীস ২৪৯২।

৮ ঃ ৩৫

ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১১; যায়েদ, হাদীস ১০০৫।

৮ ঃ ৩৬

বুখারী, ৪৯ ইত্‌ক/১০; ৮৫ ফারাইদ/২১; আবু দাঊদ, ১৮ ফারাইদ/১৪; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২০; ২৯ ওয়ালা/২; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৮৬; ইবনে মাজা, ২৩ ফারাইদ/১৫; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৩৬; ২১ ফারাইদ/৫২; মুওয়াত্তা, ৩৮ ইত্‌ক/২০; আহ্‌মাদ, ২/৯, ৭৯, ১০৮; তায়ালিসী, হাদীস ১৮৮৫।

অধ্যায় ঃ ৯

৯ ঃ ৩

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৮, ৫৪, ৭৪, ৭৬-৭৮ (তুলনীয়), ৮০, ৮১, ৮৯; ৩৫ সালাম/৪; ৪০ ওয়াকালা/৩, ১১; ৬৩ আনসার/৫১ (তুলনীয়); ৬৪ মাগাযী/৩৯ (তুলনীয়); ৯৬ ই'তিসাম/২০; আবু দাঊদ, ২২ বুয়ূ/১২, ১৩ (তুলনীয়), ১৭; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২৩, ২৪ (তুলনীয়), ৩২; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৪০-৪৫; ৩৫ আয়মান/৪৫; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৪৮, ৫০, ৫৩ (তুলনীয়), ৫১; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৪০, ৪১, ৪৩; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ২০, ২১, ২২, ২৮-৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫০-৫৩ (তুলনীয়), ৭১; যায়েদ, হাদীস ৫৪৯; আহ্‌মাদ, ১/২৪, ৩৫, ৪৫; ২/৩৩, ৫৯, ৮৩(২), ৮৯, ১০১, ১০৯, ১৩৯, ১৫৪, ২৩২, ২৬১ (তুলনীয়), ৩৭৯, ৪৩৭, ৪৮৫; ৩/৩, ৪, ৯, ১০ (তুলনীয়), ১৫, ৪৫, ৪৭(২), ৪৮, ৪৯(২), ৫০, ৫১(২), ৫৩, ৫৫, ৫৮(২), ৬০, ৬১, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৭৩ (তুলনীয়), ৮১(২), ৯৩, ৯৭ (তুলনীয়), ২৯৭, ২৯৮ (তুলনীয়), খণ্ড ৪/১৯, ২০, ২৮৯, ৩৬৮ (তুলনীয়),

৩৭১(২), ৩৭২(২), ৩৭৩, ৩৭৪; ৫/৩৮, ৪৯, ২০০(২), ২০১, ২০৪, ২০৬(২), ২০৮, ২০৯, ২৭১, ৩১৪, ৩১৯, ৩২০(২); ৬/১৯, ২২ (তুলনীয়), ২১, ৪৪৮; তায়ালিসী, হাদীস ৫৮১, ৬৮৮, ৭৫০, ১৮৬১, ১৮৬৮, ২১৪৩, ২১৭০, ২১৮১, ২২২৫।

৯ ঃ ৫

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৭৯; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৪৯; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৪৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৪২; তায়ালিসী, হাদীস ৬২২।

৯ ঃ ৬

তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/১৮, ১৯, ৬৮; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৫৯, ৭০-৭২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২৬; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৭২, ৭৩, ৭৪; যায়েদ, হাদীস ৫৫৬; আহ্মাদ, ১/৩৯৩, ৩৯৮ (তুলনীয়); ২/৭১, ১৭৪, ১৭৮, ২০৫, ৪৩২, ৪৭৫, ৫০৩; তায়ালিসী, হাদীস ২২৫৭।

৯ ঃ ৭

দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৩।

৯ ঃ ৮

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/২৫, ১১৩; ৬৮ তালাক/৫১; ৭৭ লিবাস/৮৬, ৯৬; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৪; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/২; ৪৪ তাফসীর সূরা ৯/হাদীস ২; নাসাঈ, ১২ তাতবীক/৫৮; ৪৮ যীনাত/২৫; আহ্মাদ, ১/১৯০; ৫/৭২, ২২৫(২)।

৯ ঃ ১০

ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৫৮; আহ্মাদ, ২/৩৫৩, ৩৬৩, ১৯০; ৪/২০৫; ৫/১০-১৪।

৯ ঃ ১১

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৩; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৫; আহ্মাদ, ২/৪৯৪।

৯ ঃ ১৩

ইবনে মাজা, ১৫ সাদাকাত/১৬।

৯ ঃ ১৫

আহ্মাদ, ২/৪১৭।

৯ ঃ ১৬

ইবনে মাজা, ১৫ সাদাকাত/১০; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৫৫; আহ্মাদ, ৪/৯৯, ১৩১, ২৩৪, ২৫০, ২৫৫, ৩৩৫; তায়ালিসী, হাদীস ১৫২৪।

৯ ঃ ১৭

বুখারী, ৪০ ওয়াকালা/৫৬; ৪৩ ইসতিকরাদ/৩, ৪, ৬, ৭, ১৩; ৫১ হেবা/২৩, ২৫; আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৯, ১০, ১১; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১০২; ইবনে মাজা, ১৫ সাদাকাত/১৬ (তুলনীয়), ৩৭ যুহ্দ/৮; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৩১; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৮৯; আহ্মাদ, ২/৩৭৭, ৩৯৩, ৪১৬, ৪৩১, ৪৫৬ (তুলনীয়), ৪৭৬, ৫০৯; ৩/১৯; ৪/৩৬, ১২৭, ৩৩২; ৫/২৬৭, ২৯৩; ৬/৩৯০; তায়ালিসী, হাদীস ৯৭১, ১১২৮, ২৩৫৬।

৯ ঃ ১৮

বুখারী, ৬৫ তাফসীর, সূরা ৩৩/১; ৬৯ নাফাকাত/১৫; ৮৫ ফারাইদ/৪, ১৫, ২৫; আবু দাউদ, ১৮ ফারাইদ/৮; ১৯ খারাজ/১৪; ২২ বুয়ূ/৯; ইবনে মাজা, ২৩ ফারাইদ/৯; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৫৪; আহ্মাদ, ২/২৮৭, ২৯০, ৩১৮, ৩৩৪, ৩৫৬, ৪৫০, ৪৫৩, ৪৬৪, ৫২৭; ৩/২১৫, ২৯৬, ৩১০, ৩৩৭, ৩৭১ (তুলনীয়); ৪/১৩১, ১৩৩(২); ৬/৭৪, ১৫১; তায়ালিসী, হাদীস ১১৫০, ২৩৩৮, ২৫৪৬।

৯ ঃ ১৯

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/১৪, ৩৩, ৮৮; ৩৫ সালাম/৫, ৬; ৪৩ ইসতিকরাদ/১; ৪৮ রাহ্ন/১, ২, ৩, ৫; ৫৬ জিহাদ/৮৯; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৭; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৫৭, ৫৮, ৮২; ইবনে মাজা, ১৬ রুহূন/১; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৪৪; আহ্মাদ, ৬/৪২, ১৬০, ২৩০, ২৩৭, ৪৫৩, ৪৫৭।

৯ ঃ ২১

বুখারী, ৩৮ হাওয়ালা/১, ২; ৪৩ ইসতিকরাদ/১২, ১৩; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৬৮; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/৯৯, ১০০; ইবনে মাজা, ১৫ সাদাকাত/৮, ১৮; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৪৮; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/৮৪; আহ্মাদ, ২/৭১, ২৫৪, ২৬০, ৩১৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫।

৯ ঃ ২২

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/১৬, ১৭, ১৮; ৪৩ ইসতিকরাদ/৫, ১৩; ৪৪ খুসূমাত/৪, ৯; ৫৩ সুলহ/১০, ১৪; ৬০ আম্বিয়া/৫০, ৫৪; তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৬৭, ৭৫; ইবনে

মাজা, ১২ তিজারাত/২৮; ১৫ সাদাকাত/১৪, ১৫, ১৮; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/১০৩; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/১৪, ৪৯, ৫০; যায়েদ, হাদীস ৬৩৩; আহ্মাদ, ১/৭৩, ৩২৭ (তুলনীয়); ২/২৩, ২৬৩, ৩৩২, ৩৩৯, ৩৬১; ৩/১৯, ৬১, ৪২৭(২), ৪৫৪, ৪৬০; ৪/৪৪২; ৫/৩০০, ৩০৮, ৩৫১, ৩৬০, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০৭; ৬/৩৮৬, ৩৯০; তায়ালিসী, হাদীস ২৫১১।

৯ ঃ ২৫

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৫৯; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩৩; ১৮ লুকতা/৩৩; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২২; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২৯; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/১৫, ১৬; আহ্মাদ, ৩/২০৯।

অধ্যায় ঃ ১০

১০ ঃ ১

বুখারী, কিতাব ৪৯/বাব১৭, ১৮; মুসলিম, ইমারা, বাব ৫, নং ৪৭২৪(২০); আবু দাউদ, ইমারা, বাব ১, নং ২৯২৮; তিরমিযী, জিহাদ, বাব ২৭, নং ১৭০৫; আহ্মাদ, ২/৫, ৫৪-৫, ১০৮, ১১১, ১২১।

১০ ঃ ২

বুখারী, ৯৩ আহ্কাম/৮; দারিমী, ২০ রিকাক/৭৭; আহ্মাদ, ২/৪২৫, ৪৩১, ৪৭৯, ৫২১ (তুলনীয়); ৩/৪৪১, ৪৮০; ৪/২৩১; ৫/২৫(৩), ২৭ (তুলনীয়), ২৩৮, ৩২৯, ৩৬২, ৩৬৬।

১০ ঃ ৪

আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/১০, ১১ (তুলনীয়), ৯; ২৩ আকদিয়া/৫; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/১৪; দারিমী, ৩ যাকাত/৩০; মুওয়াত্তা, ৩৩ মুসাকাত/হাদীস ২৪-৩০; আহ্মাদ, ৫/২২৬, ২২৭(২), ২৮৫ (তুলনীয়), ৩৫০, ৪২৩; ৪/৩৯২; তায়ালিসী, হাদীস ১২ ও ১৩।

১০ ঃ ৫

আবু দাউদ, ১৫ জিহাদ/১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৬৭; তিরমিযী, ১৫ হুদূদ/২৮; নাসাঈ, ৩৫ আয়মান/৩৮; ইবনে মাজা, ২৪ জিহাদ/৩৪; দারিমী, ১৭ সিয়ার/৪৫, ৪৭-৪৯; মুওয়াত্তা, ২১ জিহাদ/২২-২৫; আহ্মাদ, ১/২২, ৩০,

৪৭; ২/১৬০, ২১৩ (তুলনীয়), ৩১৮; ৩/১৫১, ১৮০; ৪/১২৭; ৫/৩১৬, ৩১৮, ৩২৬, ৩৩০।

১০ ঃ ৯

বুখারী, ২ ঈমান/৩৪; ৩ ইল্‌ম/৬; ৯ মাওয়াকীত/৩; ২৪ যাকাত/১, ৪১, ৬৩; ৩০ সাওম/১; ৫২ শাহাদাত/২৬; ৬৪ মাগাযী/৬০, ৬৯; আবু দাউদ, ২ সালাত/১; ৯ যাকাত/৫; ১৯ খারাজ/২০; ২৫ আশরিবা/৭; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২, ৬; নাসাঈ, ৫ সালাত/৪; ২২ সিয়াম/১; ২৩ যাকাত/১, ৪৬, ৭৩; ২৪ আশরিবা/১; ৪৭ ঈমান/২৩; ৫১ আশরিবা/৪৮; ইবনে মাজা, ৫ ইকামাত/১৯১; ৮ যাকাত /১; ২৫ মানাসিক/২; দারিমী, ১ উযূ/১; ২ সালাত/২০৮; ৩ যাকাত/১; মুওয়াত্তা, ৯ কসর/হাদীস ৯৪; আহ্‌মাদ, ১/২৫০, ২৬৪, ৩৬১, ৩৮২; ৩/১৪৩, ১৬৮, ১৯৩; ৪/২০০, ৩৮৪।

১০ ঃ ১০

মুসলিম, ১ ঈমান/হাদীস ১৯-২২; তিরমিযী, ৩৮ ঈমান/৩; নাসাঈ, ৪৭ ঈমান/১৩; আহ্‌মাদ, ২/২৬, ৯২, ১২০, ১৪৩; ৪/৩৬৩।

১০ ঃ ১৪

বুখারী, ৩ ইল্‌ম/২৫; ৭৮ আদাব/১০; ৯৭ তাওহীদ/২২; তিরমিযী, ৩৮ ঈমান/৮; নাসাঈ, ৫ সালাত/১০; ইবনে মাজা, ৩৬ ফিতান/১২; আহ্‌মাদ, ২/২৯৫, ৩২৩, ৩৪২(২); ৩/২২, ৩৪৮, ৪৭২(৩); ৪/৭৬, ২৯৯, ৪২৩; ৫/২৩৭, ৩৭২, ৪১৭, ৪১৮; ৬/৩৮৩(২); তায়ালিসী, হাদীস ৫৬০, ৭৩৯ ও ১৩৬১।

১০ ঃ ১৫

বুখারী, ২ ঈমান/৪০; ৩ ইল্‌ম/২৫; ৯ মাওয়াকীত/২; ২৪ যাকাত/১; ৫৭ খুমূস/২ (তুলনীয়); ৬১ মানাকিব/১, ৫; ৬৪ মাগাযী/৬৯; ৯৫ আখবারুল আহাদ/৫; ৯৭ তাওহীদ/৫৬; আবু দাউদ, ২৫ আশরিবা/৭; তিরমিযী, ৩৮ ঈমান/৫; নাসাঈ, ৪৭ ঈমান/২৫; ৫১ আশরিবা/৪৮; আহ্‌মাদ, ১/৩৬১; ৩/২২ (তুলনীয়); ৪/৩৩৯(২); তায়ালিসী, হাদীস ২৭৪৭।

১০ ঃ ১৭

বুখারী, ২ ঈমান/১৭; ৫৬ জিহাদ/১০২; আবু দাউদ, ১৫ জিহাদ/৯৫; তিরমিযী, ৩৮ ঈমান/১, ২; নাসাঈ, ২৫ জিহাদ/১; ৪৬ কাতউস-সারিক/১৫; ইবনে

মাজা, ৯ নিকাহ-এর ভূমিকা; দারিমী, ১৭ সিয়ার/১০; আহ্মাদ, ২/৫০(২), ৯২, ৩৪৫, ৩৭৭; ৩/১৯৯।

১০ ঃ ১৮

বুখারী, ২৪ যাকাত/১, ৪০; ৮৮ মুরতাদ্দীন/৩; ৯৬ ই'তিসাম/২; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/১; তিরমিযী, ৩৮ ঈমান/১; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৩; ২৫ জিহাদ/১; ৩৭ তাহ্রীমুদ দাম/১; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/৩০; আহ্মাদ, ১/১১, ১৯, ৩৬, ৪৭; ২/৪২৩, ৫২৮।

১০ ঃ ১৯

বুখারী, ২৪ যাকাত/৩, ৪৩; ৯০ হিয়াল/৩; ৬৫ তাফসীর সূরা ৩/বাব ১৪; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৩২; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৪৪, তাফসীর সূরা ৩/বাব ২১; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৯, ২০; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২; দারিমী, ৩ যাকাত/৩; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ২২; আহ্মাদ, ১/৮৩, ৮৭, ১২১, ১৩৩, ১৫৮, ৩৭৭, ৪০৯, ৪৪৬, ৪৬৪; ২/৯৮, ১৩৭, ১৫৬, ২৬২, ২৭৬, ২৭৯, ৩১৬, ৩৫৫, ৩৭৯, ৩৮৩, ৪২৫, ৪৭৯, ৪৮৯(২), ৫৩০; ৩/৩২১, ৪৯৮ (তুলনীয়); ৪/২৫৬, ২৫৮(২), ২৫৯; ৫/২, ৪(২), ১৫২, ১৫৭, ১৬৯ (তুলনীয়), ৩৫০; তায়ালিসী, হাদীস ৪০১ (তুলনীয়), ১০৮৬ ও ২৪৪০।

১০ ঃ ২০

নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৫, ১২; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/১০, ১১, ১৩; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ২৩; আহ্মাদ, ৪/৩১৫; ২/১১; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৫।

১০ ঃ ২১

দারিমী, ৩ যাকাত/২৮।

১০ ঃ ২২

আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/৭; দারিমী, ৩ যাকাত/২৮।

১০ ঃ ২৩

তিরমিযী, ৫ যাকাত/১৯; আহ্মাদ, ৪/২৩৪।

১০ ঃ ২৭

বুখারী, ২৪ যাকাত/৪, ৩২, ৪২, ৫৬; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২, ৫, ২৪; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৭; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৫, ১৮, ২১-২৪; ইবনে মাজা,

৮ যাকাত/৬; দারিমী, ৩ যাকাত/১১; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ১, ২ (তুলনীয়) ৭; আহ্‌মাদ, ১/১১৩; ২/৯২, ৪০২, ৪০৩; ৩/৬, ৩০, ৪৪, ৫৯(২), ৬০, ৭৩, ৭৪, ৭৯, ৮৬(২), ৯৭(২), ২৯৬; তায়ালিসী, হাদীস ১৭০২ ও ২১৯৭।

১০ ঃ ২৯

নাসাঈ, ২৩ যাকাত/১৯; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/১১।

১০ ঃ ৩০

মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ২০।

১০ ঃ ৩৪

বুখারী, ২৪ যাকাত/৩৬; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৪; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৪, ৫, ৭, ১০; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/ ৯, ১০, ১১, ১৬; দারিমী, ৩ যাকাত, ৩/৬; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ২৩; আহ্‌মাদ, ৩/৩৫; ৫/২৪(২), ১৭৬।

১০ ঃ ৩৫

আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৫, ১২; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৪; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/১৩; দারিমী, ৩ যাকাত/৬; আহ্‌মাদ, ১/৯২, ৪১১; ২/১৪, ১৫; ৩/৩৫, ৪১৪; ৫/১৭৯; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৪, ৫, ৭, ১০।

১০ ঃ ৩৬

তিরমিযী, ৫ যাকাত/১০; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ৪, ৬ (তুলনীয়) ৭; আহ্‌মাদ, ১/১৪৮।

১০ ঃ ৩৭

তিরমিযী, ৫ যাকাত/৩৭; দারিমী, ৩ যাকাত/১২।

১০ ঃ ৪১

বুখারী, ২৪ যাকাত/৪৫, ৪৬; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/১১; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৩, ৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/১৬, ১৭, ১৮; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/৪, ১৫; দারিমী, ৩ যাকাত/১০; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত হাদীস ৩৭, ৪০; আহ্‌মাদ, ১/১৮, ৯২, ১১৩, ১২১, ১৩২, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮(২); ২/২৪২, ২৪৯, ২৫৪, ২৭৯, ৪০৭, ৪১০, ৪৩২, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৭(২); তায়ালিসী, হাদীস ১২৪, ২৫২৭ ও ২৫২৮।

১০ ঃ ৪৩

ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/১৪; আহ্‌মাদ, ৩/৪৬৫; ৪/পৃ. ১৪৩।

১০ ঃ ৪৪

তায়ালিসী, হাদীস ১২১৩।

১০ ঃ ৪৫

বুখারী, ৫১ হেবা/১৭; ৯০ হিয়াল/১৫; ৯৩ আহ্‌কাম/২৪, ৪১; তিরমিযী, ১৩ আহ্‌কাম/৮।

১০ ঃ ৪৬

বুখারী, ২৪ যাকাত/৬৪; আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/৭; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/১৩; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/৮; আহ্‌মাদ, ৪/৩৫৩-৩৫৭, ৩৮১, ৩৮৩; তায়ালিসী, হাদীস ৮১৯।

১০ ঃ ৪৭

আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/৬; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২০; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/১৪; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/১১; দারিমী, ৩ যাকাত/৩১; আহ্‌মাদ, ৪/৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৫; তায়ালিসী, হাদীস ৬৬৭।

১০ ঃ ৪৯

আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/৫; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ৭।

১০ ঃ ৫০

আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/৩২।

১০ ঃ ৫১

যায়েদ, হাদীস ৪১১; আহ্‌মাদ, ২/২২১, ২৫৪, ৩১৫, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮৯, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫; ৩/৩১, ৪০, ৫৬, ৯৭; ৪/৬২; ৫/৩৭৫; তায়ালিসী, হাদীস ২১৯৪, ২২৭১।

১০ ঃ ৫২

তিরমিযী, ৫ যাকাত/২২; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/৩১।

১০ ঃ ৫৩

বুখারী, ২৪ যাকাত/৫৩; ৬৫ তাফসীর/সূরা ২, ৪৮; আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/২৪; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২২; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৭৬, ৮৭, ৮৯; ইবনে মাজা,

৮ যাকাত/২৬, ২৭; দারিমী, ৩ যাকাত/২, ১৫; মুওয়াত্তা, ৪৯ সিফাতুন নাবী /হাদীস ৭; আহ্মাদ, ১/৩৮৪, ৪৪৬; ২/২৬০, ৩১৬, ৩৯৩, ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬৯, ৫০৫।

১০ ঃ ৫৪

বুখারী, ২৪ যাকাত/৫৭, ৬৯; ৩৪ বুয়ূ/৪, ৪৫; ৬ হায়েয/৫১; ৭ তায়াম্মুম/৫৬, ১৮ কসর/৬৮; ১৪ বেতের/১৭; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৯; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২৫; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৪, ৭, ৯৭, ৯৮; ২৭ তালাক/২৯; ৩৪ উমরা/৫; দারিমী, ২ সালাত/২, ৪; ৩ যাকাত/১৬, ৩৫; মুওয়াত্তা, ২৯ তালাক/ হাদীস ২৫; ৫৮ যাকাত/হাদীস ১৩; আহ্মাদ, ১/৭৮, ৮৮, ৯৪, ২০০(৪), ২০১, ২২৫ (তুলনীয়), ২৮১; ২/১৮৩, ১৯৩, ২৭৯, ৩০২, ৩০৫, ৩১৭, ৩৩৮, ৪০৬(২), ৪০৯, ৪৪৪, ৪৬৭, ৪৭৬, ৪৯২; ৩/১১৯, ১৩২, ১৮৪, ১৯২, ২৪১, ২৫৮, ২৯১, ৪৪৮(২), ৪৮৯; ৪/৩৪, ১৬৬(২), ১৮৬, ১৮৯, ৩৪৮(২); ৫/২, ৪(২), ৫, ৩৫৪, ৪৩৯; ৬/৮, ১০, ৩৯০; তায়ালিসী, হাদীস ৯৭২, ১১৭৭ (তুলনীয়), ১৩৩৬, ১৯৯৯, ২৪৮২, ২৬০০।

১০ ঃ ৫৫

নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৯৫; মুওয়াত্তা, ৫৮ সাদাকাত/হাদীস ১৩, ১৫; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৫; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২৩; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৭; মুওয়াত্তা ১৭ যাকাত/ হাদীস২৯; আহ্মাদ ২/১৬৪, ১৯২; ৪/২২৪।

১০ ঃ ৫৬

আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৩০; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২৫; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৯৮;

১০ ঃ ৫৭

বুখারী, ২৪ হিবাত/৯, ১৬; ৯২ ফিতান/২৫; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৬৪; আহ্মাদ, ২/১৭৪, ৩১৩, ৪১৭, ৪৩৫, ৪৫৭, ৪৯৩, ৫২৫, ৫৩০; ৩/৫; ৪/৩০৬(২); তায়ালিসী, হাদীস ১২৩৯, ২২৯৭।

১০ ঃ ৫৮

আহ্মাদ, ৩/৩৪১।

১০ ঃ ৫৯

আহ্মাদ, ৫/২২৮।

১০ ঃ ৬০

দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭৫; মুওয়াত্তা, ২১ জিহাদ/ হাদীস ৯৪; আহ্মাদ, ৩/৪৪৮; ৪/২, ৩; তায়ালিসী, হাদীস ১২৩৪।

১০ ঃ ৬২

তায়ালিসী, হাদীস ১২১১।

১০ ঃ ৬৩

ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২১;

১০ ঃ ৬৪

বুখারী, ২৪ যাকাত/৭৬; আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/১৮, ১৯; তিরমিযী, ৫ যাকাত/৩৬; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৩৩, ৪৫; আহ্মাদ, ২/৬৭, ১৫১, ১৫৪, ১৫৭।

১০ ঃ ৬৫

নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৩৮; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২১।

১০ ঃ ৬৮

বুখারী, ২৪ যাকাত/৬৫, ৬৬; ৪২ মুসাকাত/৩; ৮৭ দিয়াত/২৮, ২৯; আবু দাঊদ, ১০ লুকতা/১০; ১৯ খারাজ/৩৯; ৩৮ দিয়াত/২৭; ইবনে মাজা, ১৮ লুকতা/৪; ২১ দিয়াত/২৭; তিরমিযী, ৫ যাকাত/১৬; ১৩ আহ্কাম/৩৭; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/২৮; দারিমী, ১৫ দিয়াত/২৯; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ৮, ৯; ৪৩ উকূল/ হাদীস ১২; আহ্মাদ, ২/১৮০, ১৮৬, ২০৩, ২০৭, ২২৮, ২৩৯, ২৫৪, ২৭৪, ২৮৫, ৩১৯, ৩৮২, ৩৮৬, ৪০৬, ৪১১, ৪১৫, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০১, ৫০৭; খণ্ড ৩/পৃ. ১২৮, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৫৩, ৪৭০, ৪৮০; ৫/৩২৬; তায়ালিসী, হাদীস ২৩০৫; যায়েদ, হাদীস ৮৪০।

১০ ঃ ৭১

বুখারী, ৫৮ জিয্য়া/১; আবু দাঊদ, ১৯ খারাজ/২৯; দারিমী, ১৭ সিয়ার/৫৭; মুওয়াত্তা, ১৭ যাকাত/হাদীস ৪১, ৪২; আহ্মাদ, ১/১৯০, ১৯৪; তায়ালিসী, হাদীস ২২৫।

১০ ঃ ৭২

আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/৩২; আহ্‌মাদ, ১/২২৩, ২৮৫।

১০ ঃ ৭৩

আহ্‌মাদ, ৩/৪৭৪(৩); ৪/৩২২ (তুলনীয়); ৫/৫২, ৪১০।

অধ্যায় ঃ ১১

১১ ঃ ১

ইবনে মাজা, ২৬ আদাহী/৫৩।

১১ ঃ ২

আবু দাউদ, ৪০ আদাব/১০; আহ্‌মাদ, ২/৩৫৪; ৪/৪০৩ (তুলনীয়); ৫/৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৪।

১১ ঃ ৩

আহ্‌মাদ, ২/৩৫৪, ৫৪০।

১১ ঃ ৪

বুখারী, ৯৬ ই'তিসাম/১৫; তিরমিযী, ৩৯ ইল্‌ম/১৫; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৬৪; ইবনে মাজা, ১৪ হিবাত/ ও ১৫ সাদাকাত-এর ভূমিকা; দারিমী, অধ্যায় ৪৩-এর ভূমিকা; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২/৫০৪, ৫২০; ৪/৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১(২), ৩৬২; ৫/৩৮৭; তায়ালিসী, হাদীস ৬৭০।

১১ ঃ ৫

আহ্‌মাদ, ১/১৬৮ (তুলনীয়), ১৭৭।

১১ ঃ ৬

২/হাদীস ১; আহ্‌মাদ, ৩/৪৮১(২), ৪৮২।

১১ ঃ ৭

মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২/১২৫।

১১ ঃ ৮

বুখারী, ৭২ সায়েদ/৩০; আবু দাউদ, ৩১ লিবাস/৩৮; তিরমিযী, ২২ লিবাস/৭; নাসাঈ, ৪১ আতীরা/১-৬; ইবনে মাজা, ৩২ লিবাস/২৫; দারিমী,

৬ আদাহী/২০; মুওয়াত্তা, ২৫ সায়দ/হাদীস ১৬, ১৭, ১৮ (তুলনীয়), ১৯; ৪৮ লিবাস/ হাদীস ১৬; আহ্‌মাদ, ১/২১৯, ২২৭, ২৩৭, ২৬১, ২৭০, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ৩১৪, ৩২৭, ৩২৯, ৩৪৩, ৩৪৮(২), ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭২; ৩/৪৭৬(২); ৫/৬(৪), ৭; ৬/৭৩, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ৩২৯(২), ৩৩৩, ৩৩৬, ৪২৯; তায়ালিসী, হাদীস ১২৪৩, ১৫৬৮, ২৭৬১।

১১ ঃ ৯

বুখারী, ৭০ আতইমা/৫২, ৫৩; আবু দাউদ, ২৬ আতইমা/৪৯, ৫১; তিরমিযী, ২৩ আতইমা/১০; ইবনে মাজা, ২৯ আতইমা/৯; দারিমী, ৮ আতইমা/৫, ৬, ১০; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১/২২১, ২৯৩, ৩৪৬, ৩৭০; ২/৭, ৩৪১, ৪১৫; ৩/১৭৭, ২৯০, ৩০১, ৩১৫, ৩৩১, ৩৫৬, ৩৯৩, ৪৫৪(২); ৪/৩৮৬(২)।

১১ ঃ ১০

বুখারী, ২৪ যাকাত/১৮, ৫৩; ৪৩ ইসতিকরাদ/১৯; ৮১ রিকাক/২২; দারিমী, ২০ রিকাক/৩৮; মুওয়াত্তা, ৫৬ মা ইয়াকরাহু মিনাল কালাম/হাদীস ২০; আহ্‌মাদ, ৪/২৪৬, ২৪৯, ২৫০(২), ২৫৪(২)।

১১ ঃ ১১

ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৫২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ু/হাদীস ৩৭; আহ্‌মাদ, ৩/৪১৯।

১১ ঃ ১২

আবু দাউদ, ১৯ খারাজ/৩৫; তিরমিযী, ১৩ আহ্‌কাম/৩৮; ইবনে মাজা, ১৬ রাহূন/১৭; দারিমী, ১৮ বুয়ু/৬৪; মুওয়াত্তা, ৩৬ আকদিয়া/হাদীস ২৬, ২৭; আহ্‌মাদ, ৩/৩০৪, ৩১৩, ৩২৬, ৩৩৮, ৩৫৬ (তুলনীয়), ৩৬৩, ৩৮১(২); ৬/১২০ (তুলনীয়); তায়ালিসী, হাদীস ৯০৬, ১৪৪০।

১১ ঃ ১৩

দারিমী, ১৮ বুয়ু/৬; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ু/১; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/১।

১১ ঃ ১৭

বুখারী, ২৪ যাকাত/৫০, ৫৩; ৩৪ বুয়ু/১৫; ৪২ মুসাকাত/১৩; ৫৭ খুমুস/১৯; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৭; তিরমিযী, ৫ যাকাত/২২, ৩৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৫, ২৬; দারিমী, ৩ যাকাত/১৮, ২০; মুওয়াত্তা, ৫৮ সাদাকাত/ হাদীস ৭, ১০, ১১; আহ্‌মাদ, ১/১৬৪, ৩৮৮, ৪১১; ২/২৩১, ২৪৩, ২৫৭,

৩০০, ৩৯৫, ৪১৮, ৪৫৫, ৪৭৫, ৪৯৬, ৫১৩; ৩/৭, ৯; ৪/৩৬, ১৩৮, ১৮০, ৪২৬, ৪৩৬; ৫/৬৫ (তুলনীয়), ১৭২, ১৮১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১(২), ৩৬২, ৪৩০; তায়ালিসী, হাদীস ৩২২, ৯৯৪, ২১৬১, ২২১১।

১১ ঃ ১৮

বুখারী, ২৪ যাকাত, ৫২; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৪; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৮৩; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৬; দারিমী, ৩ যাকাত/১৭; আহ্মাদ, ১/১৪৭, ১৬৭, ১৯৩, ৪৬৬; ২/১৫, ৮৮, ৯৩।

১১ ঃ ১৯

আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৬; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৮০, ৮৬, ৯২, ৯৩; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৬, ২৭; দারিমী, ৩ যাকাত/১৫, ৩৬; মুসনাদ আহ্মাদ, ৩/১২৬, ৪৭৭; তায়ালিসী, হাদীস ১৩২৭, ২১৪৫।

১১ ঃ ২১

তিরমিযী, ৫ যাকাত/২২-২৩; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/২৪, ৮৭; ইবনে মাজা, ৮ যাকাত/২৬; দারিমী, ৩ যাকাত/১৫।

১১ ঃ ২৭

বুখারী, ৭৮ আদাব/সূরা ২৫, বাব ২০; ৮৬ হুদূদ/২০।

১১ ঃ ২৮

তিরমিযী, ২৬ তিব্ব/১২; দারিমী, ৮ আতইমা/২৫; আহ্মাদ, ৪/৪২৬ (তুলনীয়); ৫/৩১(৩); ৬৫ (তুলনীয়); ৬/৭৭, ১০৫, ১৫২, ১৭৯, ২৮৮।

১১ ঃ ২৯

মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ./পৃ. ২৫।

১১ ঃ ৩২

আবু দাউদ, ২৭ তিব্ব/২১; আহ্মাদ, ২/৪০৮, ৪২৯, ৪৭৬; ৩/৪৪৩; ৫/৪৪৭(২), ৪৪৮(২), ৪৪৯(২); তায়ালিসী, হাদীস ৩৮২, ১১০৪, ১১০৫।

১১ ঃ ৩৩

বুখারী, ৭৬ তিব্ব/১৯, ৪৩, ৪৪, ৫৩, ৫৪; আবু দাউদ, ২৭ তিব্ব/২৪; তিরমিযী, ৩০ তিব্ব/৯; ইবনে মাজা, ১০ তালাক/ এর ভূমিকা; ৩১ তিব্ব/৪৩; মুওয়াত্তা, ৫০ আয়ন (বদনজর)/হাদীস ১৮; আহ্মাদ, ১/১৭৪, ১৮০, ২৫৭, ২৬৯, ৩০৩, ৩১৯, ৩২৮, ৪৪০; ২/২৪, ৫২, ১৫২, ২২২, ২৬৬(২)

(তুলনীয়), ২৬৭, ২৮৯, ২৯১, ৩২৭, ৩৩২, ২৮৭, ৩৯৭, ৪০৪, ৪০৬, ৪১৪, ৪২০, ৪৩৪, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৮৭, ৫০৬, ৫০৭, ৫২৪, ৫২৬, ৫৩১; ৩/১১৮, ১৩০, ১৫৪, ১৭৩, ১৭৮, ২৫১, ২৭৫, ২৭৭, ২৯৩, ৩১২, ৩৪৩, ৩৮২, ৪৪৯; ৪/৬৭, ৭০(৩); ৫/৩৭৯ (তুলনীয়); ৬/১২৯; তায়ালিসী, হাদীস ১৯৬১, ২৩৯৫।

১১ ঃ ৩৪

বুখারী, ১০ আযান/১৫৬; ১৫ ইসতিসকা'/২৮; নাসাঈ, ১৭ আযান/১৬; আহ্মাদ, ২/২৬২, ২৯১, ৪২১, ৪৫৫, ৫২৫, ৫২৬, ৫৩১; ৩/৭, ৪২৯; ৪/১১৭; ৫/৮৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪; তায়ালিসী, হাদীস ১২৬২, ২৩৯৫।

১১ ঃ ৩৬

বুখারী, ৫৬ জিহাদ/৩৭; ৫৮ জিয্য়া/১; ৬৪ মাগাযী/১২, ১৭, ২৭; ৮১ রিকাক/৭ (তুলনীয়) ৫২; তিরমিযী, ৩৪ যুহ্দ/২৬; ৩৫ কিয়ামাত/২৮; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৮; আহ্মাদ, ২/৫৩৯; ৩/ (তুলনীয়), ১৯, ২১, ২২ (তুলনীয়), ৬১, ৮৪, ৯১, ১৬৫, ১৬৭ (তুলনীয়), ১৭১, ১৮২, ২২৪; ৪/১৩৭, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ৩২৭; ৫/১৫২, ১৫৪, ১৭৮, ৩৬৮; তায়ালিসী, হাদীস ২১৮০।

অধ্যায় ঃ ১২

১২ ঃ ১

তিরমিযী, ১৩ আহ্কাম/৪; নাসাঈ, ৪৯ কুদাত/২; মুসনাদ আহ্মাদ, ২/২৬, ৫২৩; ৩/২২ (তুলনীয়), ৫৫ (তুলনীয়); ৬/৭০, ৯৩।

১২ ঃ ২

তিরমিযী, ৩৬ জান্নাত/২২; ৩৭ জাহান্নাম/১৩; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্দ/৪; দারিমী, ২০ রিকাক/১১৮; আহ্মাদ, ১/৪, ৭; ২/২১৪, ২৭৬ (তুলনীয়), ২৯৫, ৩১৫, ৩৪৩, ৩৬৯, ৪৫০, ৫০৭, ৫০৮; ৩/১৩, ৭৮, ৭৯, ১৪৫; ৪/১৬২, ১৭৫, ২৬৬, ৩০৬(২); ৫/৩৬৯; তায়ালিসী, হাদীস ১০৭৯, ১২৩৮, ২৫৫১।

১২ ঃ ৪

বুখারী, ৬৯ নাফাকাত/১; তিরমিযী, ২৫ বিরর/৪৪; নাসাঈ, ২৩ যাকাত/৭৮; আহ্মাদ, ২/৩৬১।

১২ ঃ ৫

বুখারী, ৩৪ বুয়ূ/৯৮; আহ্‌মাদ, ১/১৪৩; ২/২০৮, ৩৪৬।

১২ ঃ ৭

মুওয়াত্তা, ৫৮ সাদাকাত/হাদীস ৪।

১২ ঃ ৮

মুসলিম, ৪৫ বির্‌র/৮১; ৪৬ কাদর/৪, ৫; তিরমিযী, ২৫ বির্‌র/১৯; আহ্‌মাদ, ২/৯১ (তুলনীয়); ৩/৪৯১; ৪/২৬৮, ২৭০(২), ২৭১, ২৭৪(২), ২৭৬, ২৭৮, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৯; তায়ালিসী, হাদীস ৫০৩।

১২ ঃ ৯

বুখারী, ৭৮ আদাব/১১, ১২, ১৩; আবু দাউদ, ৯ যাকাত/৪৫; তিরমিযী, ২৫ বিরর/৯; ৩৫ কিয়ামাত/৫৭; আহ্‌মাদ, ১/১৯০; ২/১৫৯, ১৬২, ১৮৯ (তুলনীয়); ৩০০, ৪৮৩; ৩/১৪, ৮৩; ৪/৮০, ৮৩, ৮৪, ৩৯৯; ৫/৩৬(২), ৩৮; ৬/৪৪১; তায়ালিসী, হাদীস ২৭৫৮।

১২ ঃ ১০

আবু দাউদ, ৪০ আদাব/৩৬, ৩৭; আহ্‌মাদ, ২/২৭৪, ২৯৬ (তুলনীয়), ৪০৪, ৫০০, ৫১৪, ৫২২; ৪/১০৪(২); ৫/৪৪৯, ৪৫০, ৪৬১(২); তায়ালিসী, হাদীস ১০০৫।

১২ ঃ ১৩

তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৪; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৮; আহ্‌মাদ, ৩/৪৬৬; তায়ালিসী, হাদীস ৭৮।

১২ ঃ ১৪

ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৭; যায়েদ, হাদীস ৬১১; আহ্‌মাদ, ৩/৪২৮, ৪৪৪(২)।

১২ ঃ ১৫

তায়ালিসী, হাদীস ১৮৮১।

১২ ঃ ১৬

আবু দাউদ, বুয়ূ/৭৯; দারিমী, বুয়ূ/৫৭।

১২ ঃ ১৭

মুস্‌নাদ আহ্‌মাদ, ৩/৪৯১।

১২ ঃ ১৮

তিরমিযী, ১২ বুয়ূ, বাব ৭২, নং ১২৫৩।

১২ ঃ ১৯

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/৩৩, ৩৪; আহ্‌মাদ, ১/৩০, ৫২(২)।

১২ ঃ ২০

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/২৫; আহ্‌মাদ, ২/২৪, ৪১, ১৩২।

১২ ঃ ২২

আবু দাঊদ, ৯ যাকাত/২৮।

১২ ঃ ২৩

ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্‌দ/১৯; আহ্‌মাদ, ২/৩১০।

১২ ঃ ২৪

আহ্‌মাদ, ৪/৩৩২,, ৩৩৩; তায়ালিসী, হাদীস ২১১।

১২ ঃ ২৫

বুখারী, ৭৫ মারদা/১; দারিমী, ২০ রিকাক/৩৬; আহ্‌মাদ, ২/২৮৩, ৫২৩; ৩/৩৪৯, ৩৮৭, ৩৯৪, ৪৫৪; ৫/১৪২।

১২ ঃ ২৬

বুখারী, ৭৫ মারদা/১-৩, ১৩, ১৪ (তুলনীয়), ১৬; আবু দাঊদ, ২০ জানাইয/১; তিরমিযী, ৮ জানাইয/১; ইবনে মাজা, ৩১ তিব্ব/১৮; দারিমী, ২০ রিকাক/৫৬, ৫৭; মুওয়াত্তা, ৫০ 'আয়ন (বদনজর)/হাদীস ৬, ৮; যায়েদ, হাদীস ৩৪৬; আহ্‌মাদ, ১/১১, ১৭২, ১৭৩, ১৮০, ১৮৫, ১৯৫, ১৯৬ (তুলনীয়), ২০১, ৩৮১, ৪৪১, ৪৫৫; ২/১৯৪, ১৯৮, ২০৩, ২০৫, ২৪৮, ২৮৭, ৩০৩, ৩৩৫ (তুলনীয়), ৩৮৮, ৪০২, ৪৫০, ৫০০; ৩/১৮, ২৩, ২৪, ৩৮, ৪৮, ৬১ (তুলনীয়), ৮১(২) (তুলনীয়), ২৩৮, ২৫৮, ৩১৬, ৩২৯, ৩৩০, ৩৪৬, ৩৮৬, ৪০০, ৪১২; ৪/৫৬, ৭০, ১২৩; ৫/১৯৮, ১৯৯ (তুলনীয়), ৩১৬; ৬/৩৯, ৪২(২), ৫৩, ৮৮, ১১৩, ১২০, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৫, ২০৩, ২১৫, ২১৮, ২৪৭, ২৫৪, ২৫৭, ২৬১, ২৭৮, ২৭৯ (তুলনীয়),

৩০৯, ৪৪৮; তায়ালিসী, হাদীস ২২৭, ৩৭০, ১৩৮০ (তুলনীয়), ১৪৪৭, ১৫৮৪, ১৭৭৩।

১২ ঃ ২৮

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/৩৭; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্‌দ/৬; আহ্‌মাদ, ১/৩০৪, ২/১৬৮(২) (তুলনীয়), ১৬৯, ২৯৬, ৩৪৩, ৪৫১, ৪৭৯, ৫১২, ৫১৯; ৩/৬৩, ৯৬, ৩২৪; ৫/২৫৯, ৩৬৬।

১২ ঃ ৩০

তিরমিযী, ১২ বুয়ূ/৭৫; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/২৮; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/ হাদীস ১০০; যায়েদ, হাদীস ৫৪১; আহ্‌মাদ, ১/৫, ৫৮(২), ৬৭, ৭০।

১২ ঃ ৩১

মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ৮৯।

১২ ঃ ৩২

বুখারী, ৪২ মুসাকাত/৪; আবু দাউদ, ২১ আয়মান/১; তিরমিযী, ৪৪ তাফসীর/ সূরা ৫, হাদীস ১৯, ২০; ইবনে মাজা, ১৩ আহ্‌কাম/৮, ১১; আহ্‌মাদ, ২/৪৮৯, ৫২৪; ৪/১৯১।

১২ ঃ ৩৩

আবু দাউদ, ২২ বুয়ূ/৫৯; নাসাঈ, ৪৪ বুয়ূ/২৯; ইবনে মাজা, ১২ তিজারাত/৩৩; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/২২; মুওয়াত্তা, ৩১ বুয়ূ/হাদীস ১৫, ১৬; আহ্‌মাদ, ৩/৩০৯।

১২ ঃ ৩৪

বুখারী, ৫৯ বাদউল খালক/২; দারিমী, ১৮ বুয়ূ/৬৩; আহ্‌মাদ, ১/১৮৭, ১৮৮(৩), ১৮৯(৪), ১৯০; ২/৯৯, ৩৮৭, ৩৮৮, ৪৩২; ৪/১৪০, ১৭২, ১৭৩(২), ২০২, ৩১৭(২); ৬/৬৪, ৭৯, ২৫২, ২৫৯।

১২ ঃ ৩৬

বুখারী, ৪৬ মাযালিম/৮, ১০; তিরমিযী, ২৫ বির্‌র/৮৩; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্‌দ/২৩; দারিমী, ১৭ সিয়ার/৭২; আহ্‌মাদ, ২/৯২, ১০৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৫৬, ১৫৯, ১৯১, ১৯৫, ৪৩১; ৩/৩২৩; তায়ালিসী, হাদীস ১৮৯০, ২২৭২।

১২ ঃ ৩৭

বুখারী, ৭৮ আদাব/৫৭, ৫৮; আবু দাউদ, ৪০ আদাব/৪৪, ৪৭; তিরমিযী,

২৫ বির্‌র/২৩, ২৪, ২৫; ৩৫ কিয়ামাত/৫৬; ইবনে মাজা, ৩৭ যুহ্‌দ/২২; মুওয়াত্তা, ৪৭ হুসনুল খুল্‌ক/হাদীস ১৪-১৭; আহ্‌মাদ, ১/৪০৫; ২/১৭৬, ২২২ (তুলনীয়), ২৩০, ২৭৭, ২৮৭, ২৮৮, ৩০৩, ৩১১, ৩১২, ৩৪১, ৩৬০, ৩৮৯, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪৪৬, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৮০, ৪৯১, ৫০১, ৫১২, ৫১৭, ৫৩৯; ৩/১১০, ১৬৫, ১৯৯, ২০৯, ২২৫, ২২৭, ৪৮৩; ৪/২২৭; ৫/২৭৯; তায়ালিসী, হাদীস ১৯৩, ২০৯১, ২৫৩৩।

১২ ঃ ৩৯

বুখারী, ৬৫ তাফসীর/সূরা ২; মুসলিম, ৪৭ ইল্‌ম/৫; তিরমিযী, ৪৪ তাফসীর/সূরা ২; আহ্‌মাদ, ৬/৪৫, ৬৩, ২০৫; ইবনে মাজা, ১৩ আহ্‌কাম/২।

১২ ঃ ৪৫

তিরমিযী, ২৫ বির্‌র/৪১; ৪৫ দাওয়াত/৬৮; ইবনে মাজা, ৩৪ দু'আ/২; আহ্‌মাদ, ২/১৬৭, ১৯৮, ৩৪০, ৩৬৫, ৪৫১; ৩/২৮৩; তায়ালিসী, হাদীস ২২০৮, ২৪৬১।

১২ ঃ ৪৬

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/৮, নং ২২৫৩ (আংশিক); ইবনে মাজা, ২৪ জিহাদ/৯, নং ২৭৭৪ (আংশিক); নাসাঈ, ২৫ জিহাদ/৮, নং ৩১১২।

১২ ঃ ৪৭

তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/৪৩; আহ্‌মাদ, ২/১৯৫, ৩০২, ৩২০, ৪৩১; ৩/৩২৩।

১২ ঃ ৪৮

বুখারী, ৮১ রিকাক/১০, ১১; তিরমিযী, ৩৪ যুহ্‌দ/২৭, ২৮; দারিমী, ২০ রিকাক/৬২; আহ্‌মাদ, ২/৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৯৪, ৪৪৩, ৪৪৭, ৫০১; ৩/১১৫, ১১৯, ১২২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৬, ১৯২(২), ১৯৮, ২৩৬, ২৩৮, ২৪৩, ২৪৭, ২৫৬, ২৭২, ২৭৫, ৩৪০, ৩৪১, ৪৫৬, ৪৬০; ৫/১১৭(২), ১৩১, ১৩২, ২১৮; ৬/৫৫। তায়ালিসী, হাদীস ১৯৮৩, ২০০৫।

১২ ঃ ৫০

বুখারী, ৪৩ ইসতিকরাদ/১০; ৭০ আতইমা/২৮; ৮০ দু'আত/৩৬, ৩৯; নাসাঈ, ৫০ ইসতিআযা/২২-২৫; আহ্‌মাদ, ২/১৮৫, ১৮৬; ৩/৩৮, ২২০, ২২৬; ৪/২৪৪।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 984-843-032-5